বুখারী শরীফ
দ্বিতীয় খন্ড
ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ)

বুখারী শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত এবং সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (দ্বিতীয় খণ্ড)
আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী আল-জু'ফী (র)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত এবং সম্পাদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৬২

ইফাবা প্রকাশনা : ১৬৭১/৪
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪১
ISBN : 984-06-0354-0

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

পঞ্চম সংস্করণ
এপ্রিল ২০০৪
চৈত্র ১৪১০
সফর ১৪২৫

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই
এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য ঃ ১৬০.০০ টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (2nd PART) (Compilation of Hadith Sharif) : By Abu Abdullah Muhammad Ibn Islmail Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, translated and edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 April 2004

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 160.00 ; US Dollar : 8.00

সূচীপত্র

সালাতের ওয়াক্তসমূহ

আযান

অনুচ্ছেদ — পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

জুমু'আ

দু' ঈদ

বিত্‌র

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

বৃষ্টির জন্য দু'আ

সূর্যগ্রহণ

কুরআন তিলাওয়াতের সিজ্দা

সালাতে কসর করা

তাহাজ্জুদ

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

জানাযা

অনুচ্ছেদ | পৃষ্ঠা

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে 'আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ্ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি'। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম 'আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমা'ঈল আল-বুখারী'। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ্ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই 'জামে সহীহ্' সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিস্ময়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠক মহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ্। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহ্‌কাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ্ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল্-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইন্‌শাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ্ জানা ও মানার তাওফিক দিন। আমীন !

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

তরজমা ও সম্পাদনা পরিষদ

প্রথম সংস্করণ

১.	মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২.	মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ	সদস্য
৩.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	"
৪.	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুস্ সালাম	"
৫.	ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	"
৬.	মাওলানা রুহুল আমিন খান	"
৭.	মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস্ সালাম	"
৮.	অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম	সদস্য-সচিব

সম্পাদনা পরিষদ

দ্বিতীয় সংস্করণ

১.	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২.	মাওলানা ফরীদুদ্দীন আত্তার	সদস্য
৩.	মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস্ সালাম	"
৪.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	"
৫.	মাওলানা ইমদাদুল হক	"
৬.	মাওলানা আবদুল মান্নান	"
৭.	আবদুল মুকীত চৌধুরী	সদস্য সচিব

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত
হাদীস ও হাদীস বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ

১.	হাদীস সংকলনের ইতিহাস	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	৬৮৬	১৬০.০০
২.	বুখারী শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৩১৬	১১৬.০০
৩.	বুখারী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৪৬২	১৬০.০০
৪.	বুখারী শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৩৩২	১২৭.০০
৫.	বুখারী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৪৪০	১৫০.০০
৬.	বুখারী শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৪২০	১৪৮.০০
৭.	বুখারী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৫৩২	২০০.০০
৮.	বুখারী শরীফ (৭ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৪০০	১৬০.০০
৯.	বুখারী শরীফ (৮ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৫০২	২০০.০০
১০.	বুখারী শরীফ (৯ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৫৯৮	২৫০.০০
১১.	বুখারী শরীফ (১০ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৬৪০	২৪৮.০০
১২.	মুসলিম শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম আবূ মুসলিম (র)	২৮৬	১৯০.০০
১৩.	মুসলিম শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম আবূ মুসলিম (র)	৫১৮	২০০.০০
১৪.	মুসলিম শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম আবূ মুসলিম (র)	৫০৪	২১২.০০
১৫.	মুসলিম শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম আবূ মুসলিম (র)	৫৪০	২২৫.০০
১৬.	মুসলিম শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম আবূ মুসলিম (র)	৪৩৮	২০০.০০
১৭.	মুসলিম শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম আবূ মুসলিম (র)	৪৪৮	১৯৫.০০
১৮.	মুসলিম শরীফ (৭ম খণ্ড)	ইমাম আবূ মুসলিম (র)	৪৮৮	২০৭.০০
১৯.	মুসলিম শরীফ (৮ম খণ্ড)	ইমাম আবূ মুসলিম (র)	৫৬০	২৫০.০০
২০.	তিরমিযী শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম আবূ ঈসা আততিরমিযী	৪২৪	১৩০.০০
২১.	তিরমিযী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম আবূ ঈসা আততিরমিযী	৪৪৮	২৩০.০০
২২.	তিরমিযী শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম আবূ ঈসা আততিরমিযী	৬০০	২০০.০০
২৩.	তিরমিযী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম আবূ ঈসা আততিরমিযী	৭৫২	৩৫৫.০০
২৪.	তিরমিযী শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম আবূ ঈসা আততিরমিযী	২৪৩	২৮০.০০
২৫.	তিরমিযী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম আবূ ঈসা আততিরমিযী	৫৫৬	২৪০.০০

صحيح البخاری

বুখারী শরীফ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

كِتَابُ مَوَاقِيْتُ الصَّلَاةِ

অধ্যায়

সালাতের ওয়াক্তসমূহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ مَوَاقِيْتُ الصَّلَاةِ

অধ্যায় ঃ সালাতের ওয়াক্তসমূহ

٣٥١. بَابُ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

৩৫১. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের সময় ও তার ফযীলত।

وَقَوْلُهُ: اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا - وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "নিশ্চয়ই সালাত মু'মিনদের উপর নির্ধারিত ফরয।" আয়াতে ব্যবহৃত 'মাওকূতান' (مَوْقُوْتًا) শব্দটি 'মুয়াক্কাতান' (مُوَقَّتًا)-এর অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে ফরয – যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

٤٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاَخْبَرَهُ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ اَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَاهٰذَا يَامُغِيْرَةُ اَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ صَلّٰى فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلّٰى فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلّٰى فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلّٰى فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلّٰى فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ بِهٰذَا اُمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ اِعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ اَوَ اَنَّ جِبْرِيْلَ هُوَ اَقَامَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُرْوَةُ كَذَالِكَ كَانَ بَشِيْرُ بْنُ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِىْ حُجْرَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ ·

৪৯৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)……ইব্‌ন শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.) একদিন কোন এক সালাত আদায়ে বিলম্ব করলেন। তখন উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রা.) তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন যে, ইরাকে অবস্থানকালে মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.) একদিন এক সালাত আদায়ে বিলম্ব করেছিলেন। ফলে আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, হে মুগীরা ! একি ? তুমি কি অবগত নও যে, জিব্‌রাঈল (আ.) অবতরণ করে সালাত আদায় করলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। আবার তিনি সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। পুনরায় তিনি সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। আবার তিনি সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। পুনরায় তিনি সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। তারপর জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন, এরই জন্য[১] আমি আদিষ্ট হয়েছি। উমর (ইব্‌ন আবদুল আযীয) (র.) উরওয়া (র.)-কে বললেন, "তুমি যা রিওয়ায়াত করছ তা একটু ভেবে দেখ। জিব্‌রাঈলই কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন ?" উরওয়া (র.) বললেন, বাশীর ইব্‌ন আবূ মাসঊদ (র.) তাঁর পিতা থেকে এরূপই বর্ণনা করতেন। উরওয়া (র.) বলেন ঃ অবশ্য আয়িশা (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন মুহূর্তে আসরের সালাত আদায় করতেন যে, সূর্যরশ্মি তখনও তাঁর হুজরার মধ্যে বিরাজমান থাকত। তবে তা উপরের দিকে উঠে যাওয়ার আগেই।

٣٥٢. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

৩৫২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "আল্লাহ্‌র প্রতি নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে এবং তোমরা তাঁকে ভয় কর আর সালাত কায়িম কর, এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

٤٩٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّا مِنْ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَىْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُوْ اِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَاَنْ تُؤَدُّوا اِلَىَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَاَنْهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيْرِ .

৪৯৮ কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ (র.)……ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবদুল কায়স গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে এসে বলল, আপনার ও আমাদের মাঝে সে 'রাবীআ' গোত্র থাকায় শাহ্‌রে হারাম (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) ছাড়া অন্য কোন সময় আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদের এমন কিছু নির্দেশ দিন যা আমরা

---

১. অর্থাৎ যে সময়ে যে সালাত আদায় করা হয়েছে, ঠিক সে সময়ে সে সালাত আদায় করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।

নিজেরাও গ্রহণ করব এবং আমাদের যারা পিছনে রয়ে গেছে তাদের প্রতিও আহবান জানাব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাদের চারটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, আর চারটি বিষয় থেকে তোমাদের নিষেধ করছি। নির্দেশিত বিষয়ের মাঝে একটি হল 'ঈমান বিল্লাহ্' (আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা)। তারপর তিনি তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝালেন যে, 'ঈমান বিল্লাহ্র' অর্থ হল, এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই আর আমি আল্লাহ্র রাসূল; সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, আর গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দান করা। আর তোমাদের নিষেধ করছি কদুর পাত্র, সবুজ রঙের মাটির পাত্র, বিশেষ ধরনের তৈলাক্ত পাত্র ও গাছের গুড়ি খোদাই করে তৈরী পাত্র ব্যবহার করতে।

٣٥٣. بَابُ الْبَيْعَةِ عَلٰى اِقَامَةِ الصَّلَاةِ

৩৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত কায়েমের বায়'আত গ্রহণ।

٤٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ٠

৪৯৯ মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র.)......জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট সালাত আদায়, যাকাত প্রদান এবং প্রত্যেক মুসলমানকে নসীহত করার বায়'আত গ্রহণ করেছি।

٣٥٤. بَابُ الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ

৩৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত হল (গুনাহর) কাফ্ফারা।

٥٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيْقٌ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ اَنَا كَمَا قَالَهُ قَالَ اِنَّكَ عَلَيْهِ اَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيٌّ ، قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي اَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ وَلَدِهِ وَ جَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ وَالنَّهْيُ قَالَ لَيْسَ هٰذَا اُرِيْدُ وَلٰكِنَّ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَمُوْجُ كَمَا يَمُوْجُ الْبَحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ اَيُكْسَرُ اَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ اِذًا لَا يُغْلَقَ اَبَدًا قُلْنَا اَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا اَنَّ دُوْنَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ اِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثٍ لَيْسَ بِالْاَغَالِيْطِ فَهِبْنَا اَنْ نَسْاَلَ حُذَيْفَةَ فَاَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَاَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ ٠

৫০০ মুসাদ্দাদ (র.)......হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা উমর (রা.) -এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ফিত্‌না সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে স্মরণ রেখেছ ? হযরত হুযাইফা (রা.) বললেন, 'যেমনি তিনি বলেছিলেন হুবহু তেমনিই আমি মনে রেখেছি।' উমর (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী স্মরণ রাখার ব্যাপারে তুমি খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছ। আমি বললাম, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন) মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পাড়া-প্রতিবেশীদের ব্যাপারে যে ফিত্‌নায় পতিত হয়- সালাত, সিয়াম, সাদাকা, (ন্যায়ের) আদেশ ও (অন্যায়ের) নিষেধ তা দূরীভূত করে দেয়। হযরত উমর (রা.) বললেন, তা আমার উদ্দেশ্যে নয়। বরং আমি সেই ফিত্‌নার কথা বলছি, যা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় ভয়াল হবে। হুযাইফা (রা.) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে ব্যাপারে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা, আপনার ও সে ফিত্‌নার মাঝখানে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, সে দরজাটি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেওয়া হবে ? হুযাইফা (র.) বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর (রা.) বললেন, তাহলে তো আর কোন দিন তা বন্ধ করা যাবে না। [হুযাইফা (রা.)-এর ছাত্র শাকীক (র.) বলেন], আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত উমর (রা.) কি সে দরজাটি সম্পর্কে জানতেন ? হুযাইফা (রা.) বললেন, হাঁ, দিনের পূর্বে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত, তেমনি নিশ্চিতভাবে তিনি জানতেন। কেননা, আমি তাঁর কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি, যা মোটেও ভুল নয়। (দরজাটি কী) এ বিষয়ে হুযাইফা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। তাই, আমরা মাসরূক (র.)-কে বললাম এবং তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, দরজাটি উমর (রা.) নিজেই।

٥٠١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنْ إِمْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلِي هٰذَا قَالَ لِجَمِيْعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ ۰

৫০১ কুতাইবা (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুম্বন করে বসে। পরে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁর গোচরীভূত করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ "দিনের দু'প্রান্তে—সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের প্রথম অংশে সালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই ভাল কাজ পাপাচারকে মিটিয়ে দেয়"। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ কি শুধু আমার বেলায় ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার সকল উম্মাতের জন্যই।

৩৫৫. بَابُ فَضْلِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا

৩৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ যথাসময়ে সালাত আদায়ের ফযীলত।

٥٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيْدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ

سَمِعْتُ اَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِىَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ وَاَشَارَ اِلٰى دَارِعَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ أَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلٰى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِاسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِى ٠

৫০২ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (র.)......আবূ আমর শায়বানী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর বাড়ীর দিকে ইশারা করে বলেন, এ বাড়ীর মালিক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ আমল আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয় ? তিনি বললেন,'যথাসময়ে সালাত আদায় করা। ইব্ন মাসউদ (রা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কোন্টি ? তিনি বললেন, এরপর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। ইব্ন মাসউদ (রা.) আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কোন্টি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এরপর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ (আল্লাহ্র পথে জিহাদ)। ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন, এগুলো তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেনই, যদি আমি আরও বেশী জানতে চাইতাম, তাহলে তিনি আরও বলতেন।

٣٥٦. بَابُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

৩৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত (গুনাহ্সমূহের) কাফ্ফারা।

٥٠٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى حَازِمٍ وَالدَّارَوَرْدِىُّ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهَرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَاتَقُوْلُ ذَالِكَ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَايُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَالِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا ٠

৫০৩ ইব্রাহীম ইব্ন হামযা (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "বলত যদি তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোন ময়লা থাকবে ? তারা বললেন, তার দেহে কোনরূপ ময়লা বাকী থাকবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ এ হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।

٢٥٧. بَابُ تَضْيِيْعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

৩৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় করে তার হক নষ্ট করা।

٥٠٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا

كَانَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قِيْلَ الصَّلاَةُ قَالَ أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَاضَيَّعْتُمْ فِيْهَا ·

৫০৪ মূসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আজকাল কোন জিনিসই সে অবস্থায় পাই না, যেমন নবী ﷺ -এর যুগে ছিল। প্রশ্ন করা হল, সালাতও কি ? তিনি বললেন, সে ক্ষেত্রেও যা হক নষ্ট করার তা-কি তোমরা করনি ?[১]

৫০৫ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ وَاصِلٍ أَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَخِي عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ دَخَلْتُ عَلٰى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيْكَ فَقَالَ لاَ أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا اَدْرَكْتُ اِلاَّ هٰذِهِ الصَّلاَةَ وَهٰذِهِ الصَّلاَةُ قَدْ ضُيِّعَتْ ، وَقَالَ بَكْرُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ نَحْوَهُ ·

৫০৫ আমর্ ইব্ন যুরারা (র.)........যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দামেশ্‌কে আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে যা কিছু পেয়েছি তার মধ্যে কেবলমাত্র সালাত ছাড়া আর কিছুই বহাল নেই। কিন্তু সালাতকেও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বাক্‌র (র.) বলেন, আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্ন বক্‌র বুরসানী (র.) উসমান ইব্ন আবূ রাওওয়াদ (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٥٨. بَابُ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

৩৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লী সালাতে তার মহান প্রতিপালকের সঙ্গে গোপনে কথা বলে।

৫০৬ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى، وَقَالَ سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ لاَ يَتْفِلِ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، وَقَالَ شُعْبَةُ لاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَقَالَ حُمَيْدُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَيَبْزُقْ فِي الْقِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ·

৫০৬ মুসলিম ইব্ন ইব্‌রাহীম (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে গোপনে কথা

১. অর্থাৎ, মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায আদায় না করে দেরী করে আদায় করা, কিংবা যথাসময়ে আদায় না করে সময় চলে যাওয়ার পর আদায় করা। মুহাল্লাব (র.)-এর মতে এখানে মুস্তাহাব সময় থেকে বিলম্বে আদায় করার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, সে সময় গভর্ণর হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ ও বাদশাহ ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক দেরী করে সালাত আদায় করতেন। মূলত হযরত আনাস (রা.) সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। —আইনী।

বলে। কাজেই, সে যেন ডানদিকে থুথু না ফেলে, তবে (প্রয়োজনে) বাম পায়ের নীচে ফেলতে পারে। তবে সায়ীদ (র.) কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, সে যেন সামনের দিকে থুথু না ফেলে, কিন্তু বামদিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলতে পারে। আর শু'বা (র.) বলেন, সে যেন কিব্‌লার দিকে অথবা ডান দিকে থুথু না ফেলে, কিন্তু বামদিকে অথবা পায়ের তলায় ফেলতে পারে। আর হুমাইদ (র.) আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, সে যেন কিব্‌লার দিকে বা ডানদিকে থুথু না ফেলে, কিন্তু বামদিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলতে পারে।

٥٠٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ وَاِذَا بَزَقَ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَاِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ .

৫০৭ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সিজদায় মধ্যপন্থা[১] অবলম্বন কর। তোমাদের কেউ যেন তার বাহুদ্বয় বিছিয়ে না দেয় কুকুরের মত। আর যদি থুথু ফেলতে হয়, তাহলে সে যেন সামনে ও ডানে না ফেলে। কেননা, সে তখন তার প্রতিপালকের সঙ্গে গোপন কথায় লিপ্ত থাকে।

٣٥٩. بَابُ الْاِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

৩৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রচণ্ড গরমের সময় যুহরের সালাত ঠাণ্ডায় আদায় করা।

٥٠٨ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا الْاَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৫০৮ আয়্যূব ইব্‌ন সুলাইমান (র.)......আবূ হুরায়রা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায়, তখন গরম কমলে সালাত আদায় করবে। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের অংশ।

٥٠٩ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَالَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ انْتَظِرْ انْتَظِرْ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُوْلِ .

১. সিজ্‌দায় মধ্যপন্থা অবলম্বন দ্বারা সিজ্‌দার সময় উভয় হাত মাটিতে স্থাপন করে কনুইকে ভূমি, পাঁজর, পেট ও উরু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখার কথা বলা হয়েছে। —আইনী।

৫০৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)........আবূ যার্র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুআয্‌যিন আযান দিলে তিনি বললেনঃ ঠান্ডা হতে দাও, ঠান্ডা হতে দাও। অথবা তিনি বললেন, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর। তিনি আরও বলেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের ফলেই সৃষ্টি হয়। কাজেই গরম যখন বেড়ে যায় তখন গরম কমলেই সালাত আদায় করবে। এমনকি (বিলম্ব করতে করতে বেলা এতটুকু গড়িয়ে গিয়েছিল যে) আমরা টিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম।

٥١٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَتِ النَّارِ اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ اَكَلَ بَعْضِى بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ فَهُوَ اَشَدُّ مَاتَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ وَاَشَدُّ مَاتَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ .

৫১০ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ মাদীনী (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন গরম বৃদ্ধি পায় তখন তোমরা তা কমে এলে (যুহরের) সালাত আদায় করো। কেননা, গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের উত্তাপের অংশ। (তারপর তিনি বলেন), জাহান্নাম তার প্রতিপালকের কাছে এ বলে নালিশ করেছিল, হে আমার প্রতিপালক ! (দহনের প্রচণ্ডতায়) আমার এক অংশ আর এক অংশকে গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দু'টি শ্বাস ফেলার অনুমতি দিলেন, একটি শীতকালে আর একটি গ্রীষ্মকালে। আর সে দু'টি হলো, তোমরা গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড উত্তাপ এবং শীতকালে যে প্রচণ্ড ঠান্ডা অনুভব কর তাই।

٥١١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ تَابَعَهُ سُفْيَانُ وَيَحْيٰى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ .

৫১১ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র.)........আবূ সায়ীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যুহরের সালাত গরম কমলে আদায় কর। কেননা, গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। সুফইয়ান, ইয়াহ্‌ইয়া এবং আবূ আওয়ানা (র.) আ'মাশ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٦٠. بَابُ الْاِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِى السَّفَرِ

৩৬০. অনুচ্ছেদ ঃ সফরকালে গরম কমে গেলে যুহরের সালাত আদায়।

٥١٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ أَبِي اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَاجِرُ أَبُوا الْحَسَنِ مَوْلٰى لِبَنِى تَيْمِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى سَفَرٍ فَاَرَادَ الْمُؤَذِّنُ اَنْ يُؤَذِّنَ

لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرِدْ حَتّٰى رَاَيْنَا فَىْءَ التُّلُوْلِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَتَفَيَّاُ تَتَمَيَّلُ ‧

৫১২ আদম ইব্ন আবূ ইয়াস (র.).......আবূ যার্র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এক সময় মুয়াযযিন যুহরের আযান দিতে চেয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ গরম কমতে দাও। কিছুক্ষণ পর আবার মুয়াযযিন আযান দিতে চাইলে নবী ﷺ (পুনরায়) বললেন ঃ গরম কমতে দাও। এভাবে তিনি (সালাত আদায়ে) এত বিলম্ব করলেন যে, আমরা টিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম। তারপর নবী ﷺ বললেন ঃ গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। কাজেই গরম প্রচন্ড হলে উত্তাপ কমার পর সালাত আদায় করো। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, হাদীসে تَتَفَيَّاُ শব্দটি تَتَمَيَّلُ ঝুঁকে পড়া, গড়িয়ে পড়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٣٦١. بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالْهَاجِرَةِ

৩৬১. অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের ওয়াক্ত হয় সূর্য ঢলে পড়লে। জাবির (রা.) বলেন, দুপুরে নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন।

٥١٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ فَذَكَرَ اَنَّ فِيْهَا اُمُوْرًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَسْاَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْاَلْ فَلَا تَسْاَلُوْنِي عَنْ شَيْءٍ اِلَّا اَخْبَرْتُكُمْ مَادُمْتُ فِي مَقَامِي هٰذَا فَاَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ وَاَكْثَرَ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِي فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ مَنْ اَبِي قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ ثُمَّ اَكْثَرَ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ اٰنِفًا فِي عُرْضِ هٰذَا الْحَائِطِ فَلَمْ اَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ ‧

৫১৩ আবুল ইয়ামান (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন সূর্য ঢলে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে এলেন এবং যুহরের সালাত আদায় করলেন।[১] তারপর মিম্বরে

১. পূর্বোক্ত হাদীসগুলোতে বুঝা যায় গরমের দিনে যুহরের সালাত উত্তাপ হ্রাস পাওয়ার পর পড়া উত্তম। আর এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য ঢলার পর সালাত আদায় করলেন। এ দু' হাদীসে মূলত কোন বিরোধ নেই। সূর্য ঢলার পরই যুহরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। তবে গরমের দিনে দেরী করে পড়া ভাল। কোন কারণে সূর্য ঢলার সাথে সাথে আদায় করে ফেললে সালাত যথাসময়ে আদায় হয়ে যায়। তবে বিনা প্রয়োজনে উত্তমের বিপরীত না করা উচিত।

দাঁড়িয়ে কিয়ামত সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বলেন যে, কিয়ামতে বহু ভয়ানক ঘটনা ঘটবে। এরপর তিনি বলেন, আমাকে কেউ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাইলে করতে পারে। আমি যতক্ষণ এ বৈঠকে আছি, এর মধ্যে তোমরা আমাকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করবে আমি তা জানিয়ে দিব। এ শুনে লোকেরা খুব কাঁদতে শুরু করল। আর তিনি বলতে থাকলেন ঃ আমাকে প্রশ্ন কর, আমাকে প্রশ্ন কর। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাইফা সাহমী (রা.) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা কে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার পিতা 'হুযাইফা'। এরপর তিনি অনেকবার বললেন ঃ আমাকে প্রশ্ন কর। তখন হযরত উমর (রা.) নতজানু হয়ে বসে বললেন, "আমরা আল্লাহ্কে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসাবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট। এরপর নবী ﷺ নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন ঃ এক্ষুনি এ দেওয়ালের পাশে জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছিল ; এত উত্তম ও এত নিকৃষ্টের মত কিছু আমি আর দেখিনি।

٥١٤ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيْسَهُ وَيَقْرَأُ فِيْهَا مَابَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ اِلَى أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ يَرْجِعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ وَقَالَ مُعَاذُ قَالَ شُعْبَةُ لَقِيْتُهُ مَرَّةً فَقَالَ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ٠

৫১৪ হাফ্স ইব্ন উমর (র.)......আবূ বারযা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এমন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন, যখন আমাদের একজন তার পার্শ্ববর্তী অপরজনকে চিনতে পারত। আর এ সালাতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং যুহরের সালাত আদায় করতেন যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ত। তিনি আসরের সালাত আদায় করতেন এমন সময় যে, আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে পৌছে আবার ফিরে আসতে পারত, তখনও সূর্য সতেজ থাকত। রাবী বলেন, মাগরিব সম্পর্কে তিনি [আবূ বারযা (রা.)] কী বলেছিলেন, আমি তা ভুলে গেছি। আর ইশার সালাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতে তিনি কোনরূপ দ্বিধাবোধ করতেন না। তারপর রাবী বলেন, রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতে অসুবিধা বোধ করতেন না। আর মু'আয (র.) বর্ণনা করেন যে, শু'বা (র.) বলেছেন, পরে আবুল মিনহালের (র.) সংগে সাক্ষাত হয়েছিল, সে সময় তিনি বলেছেন, রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে অসুবিধা বোধ করতেন না।

٥١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَاعَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالظَّهَائِرِ فَسَجَدْنَا عَلٰى ثِيَابِنَا اِتِّقَاءَ الْحَرِّ ٠

৫১৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে গরমের সময় সালাত আদায় করতাম, তখন উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাপড়ের উপর সিজ্‌দা করতাম।

٢٦٢. بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

৩৬২. অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের সালাত আসরের ওয়াক্তের আগ পর্যন্ত বিলম্ব করা।

٥١٦ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَقَالَ أَيُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ قَالَ عَسَى ·

৫১৬ আবূ নু'মান (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনা শরীফে অবস্থানকালে (একবার) যুহর ও আসরের আট রাকাআত এবং মাগরিব ও ইশার সাত রাকাআত একত্রে মিলিয়ে আদায় করেন।[১] আয়্যূব (র.) বলেন, সম্ভবত এটা বৃষ্টির রাতে হয়েছিল। জাবির (র.) বললেন, সম্ভবত তাই।

٢٦٣. بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

৩৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের ওয়াক্ত।

٥١٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا ·

৫১৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন সময় আসরের সালাত আদায় করতেন যে, তখনো সূর্যরশ্মি ঘরের বাইরে যায়নি।

٥١٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِى حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا ·

৫১৮ কুতাইবা (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন সময়

১. ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, বাড়ীতে অবস্থানকালে কোন প্রকার ভয় বা বৃষ্টি না থাকলে এরূপ করা যাবে না। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে ওযর থাকলে, কিংবা সফরের অবস্থায় এরূপ মিলিয়ে পড়া যাবে বলে ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মদ ও মালিক (র.) মনে করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পৃথক পৃথক নিয়্যাতের মাধ্যমে প্রান্তিক সময়ে দু'টি সালাত আদায় করা যেতে পারে। তবে দু'টোই পৃথক পৃথকভাবে আদায় করতে হবে। এক নিয়্যাতে একত্রে আদায় করা জায়িয নয়।

আসরের সালাত আদায় করেছেন যে, সূর্যরশ্মি তখনো তাঁর ঘরের মধ্যে ছিল, আর ছায়া তখনো তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েনি।

٥١٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ ٠

৫১৯ আবূ নু'আইম (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আসরের সালাত আদায় করতেন, আর সূর্যকিরণ তখনো আমার ঘরে থাকত। সালাত আদায় করার পরও পশ্চিমের ছায়া ঘরে দৃষ্টিগোচর হত না। আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র.)] বলেন, ইমাম মালিক, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ, শুআইব ও ইব্ন আবূ হাফস্ (র.) উক্ত সনদে এ হাদীসটির বর্ণনায়, 'সূর্যরশ্মি আমার ঘরের ভিতরে থাকত, ঘরের মেঝে ছায়া নেমে আসেনি' এরূপ বলেছেন।

٥٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيْرَ الَّتِي تَدْعُوْنَهَا الْأُوْلَى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ ٠

৫২০ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).......সায়্যার ইব্ন সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি ও আমার পিতা আবূ বারযা আসলামী (রা.)-এর কাছে গেলাম। আমার পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরয সালাতসমূহ কিভাবে আদায় করতেন ? তিনি বললেন, আল-হাজীর, যাকে তোমরা আল-উলা বা যুহর বলে থাক, তা তিনি আদায় করতেন যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ত। আর আসরের সালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, তারপর আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার ঘরে ফিরে যেতো আর সূর্য তখনও সতেজ থাকতো। মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন তা আমি ভুলে গেছি। আর ইশার সালাত যাকে তোমরা 'আতামা' বলে থাক, তা তিনি বিলম্বে আদায় করা পসন্দ করতেন। আর তিনি ইশার সালাতের আগে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা বলা অপসন্দ করতেন। তিনি ফজরের সালাত এমন সময় সমাপ্ত করতেন যখন প্রত্যেকে তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারত। এ সালাতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

৫২১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْاِنْسَانُ اِلٰى بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَنَجِدُهُمْ يُصَلُّوْنَ الْعَصْرَ ۔

৫২১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করতাম। সালাতের পর লোকেরা আমর ইব্ন আওফ গোত্রের মহল্লায় গিয়ে তাদেরকে সালাত আদায় করা অবস্থায় পেত।[১]

৫২২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَاعَمِّ مَاهٰذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِى صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهٰذِهِ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِى كُنَّا نُصَلِّى مَعَهُ ۔

৫২২ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.)......আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.)-এর সঙ্গে যুহরের সালাত আদায় করলাম। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-র কাছে গেলাম। আমরা গিয়ে তাঁকে আসরের সালাত আদায়ে রত পেলাম। আমি তাঁকে বললাম চাচা ! এ কোন সালাত যা আপনি আদায় করলেন ? তিনি বললেন, আসরের সালাত আর এ হলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত, যা আমরা তাঁর সাথে আদায় করতাম।

٣٦٤. بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

৩৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের ওয়াক্ত।

৫২৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا اِلٰى قُبَاءٍ فَيَأْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ۔

৫২৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আসরের সালাত আদায় করতাম, তারপর আমাদের কোন গমনকারী কুবার দিকে যেত এবং সূর্য যথেষ্ট উপরে থাকতেই সে তাদের কাছে পৌঁছে যেত।

৫২৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

---

১. বণূ 'আম্‌র মদীনা শরীফ থেকে দু' মাইল দূরে কুবা নামক স্থানে বসবাস রত ছিল। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, মসজিদে নববীতে আসরের সালাত একটু আগে আদায় করা হত। আর অপরাপর মসজিদে একটু বিলম্বে আদায় করা হত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখে অপর হাদীসের আলোকে দেরীতে আসর পড়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে অবশ্যই তা সূর্য কিরণ নিষ্প্রভ হওয়ার আগে হতে হবে।

ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِى فَيَأْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِى مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ ٠

৫২৪ আবুল ইয়ামান (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করতেন, আর সূর্য তখনও যথেষ্ট উপরে উজ্জ্বল অবস্থায় বিরাজমান থাকত। সালাতের পর কোন গমনকারী 'আওয়ালী'র[১] দিকে রওয়ানা হয়ে তাদের কাছে পৌঁছে যেত, আর তখনও সূর্য উপরে থাকত। আওয়ালীর কোন কোন অংশ ছিল মদীনা থেকে চার মাইল বা তার কাছাকাছি দূরত্বে।

٣٦٥. بَابُ اِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

৩৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তির আসরের সালাত ফাউত হল তার গুনাহ।

٥٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِى تَفُوْتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ - قَالَ أَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ يَتِرَكُمْ وَتَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلْتُ لَهُ قَتِيْلاً أَوْ أَخَذْتَ مَالَهُ ٠

৫২৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তির আসরের সালাত ছুটে যায়, তাহলে যেন তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেল। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, (আরবী পরিভাষায়) 'وَتَرْتُ الرَّجُلَ' বাক্যটি ব্যবহার করা হয় যখন কেউ কাউকে হত্যা করে অথবা মাল-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়।

٣٦٦. بَابُ اِثْمِ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ

৩৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দিল তার গুনাহ।

٥٢٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيْحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِى غَزْوَةٍ فِى يَوْمٍ ذِى غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِصَلاَةِ الْعَصْرِ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ٠

---

১. আওয়ালী বা উঁচু এলাকা। মদীনার উপকণ্ঠে নজদের দিকের গ্রামগুলোকে আওয়ালী বা উঁচু এলাকা ধরা হত। আর তিহামার দিকের গ্রামগুলোকে "সাফিলা" (سافله) বা নিম্নএলাকা বলা হত।

৫২৬ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.)........আবূ মালীহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা হযরত বুরাইদা (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। দিনটি ছিল মেঘাচ্ছন্ন। তাই বুরাইদা (রা.) বলেন, শীঘ্র আসরের সালাত আদায় করে নাও। কারণ নবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।[১]

٣٦٧. بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْعَصْرِ

৩৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের সালাতের ফযীলত।

৫২৭ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّوْنَ فِى رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلٰى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ - قَالَ اِسْمَاعِيْلُ افْعَلُوا لاَ تَفُوْتَنَّكُمْ ٠

৫২৭ হুমাইদী (র.)........জরীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ ঐ চাঁদকে তোমরা যেমন দেখছ, ঠিক তেমনি অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন ভীড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই সূর্য উদয়ের এবং অস্ত যাওয়ার আগের সালাত (শয়তানের প্রভাবমুক্ত হয়ে) আদায় করতে পারলে তোমরা তাই করবে। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন, "কাজেই তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ্ পাঠ কর সূর্য উদয়ের আগে ও অস্ত যাওয়ার আগে।" ইসমাঈল (র.) বলেন, এর অর্থ হল - এমনভাবে আদায় করার চেষ্টা করবে যেন কখনো ছুটে না যায়।

৫২৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ ٠

---

১. আসরের সালাত ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কথাটি সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করার জন্য বলেছেন। কেননা, এ সময় ব্যবসায়ীরা কেনা-কাটার ও কৃষকরা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বাড়ী ফিরার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। আসরের সালাত ছেড়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে বিরাট গুনাহ। কিন্তু একটি গুনাহের জন্য অন্যসব নেক আমল বিনষ্ট হয় না।

৫২৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ ফিরিশ্‌তাগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। আসর ও ফজরের সালাতে উভয় দল একত্র হন। তারপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদের কোন্ অবস্থায় রেখে আসলে ? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। উত্তরে তাঁরা বলেন ; আমরা তাদের সালাতে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তারা সালাতে রত ছিলেন।

٣٦٨. بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوْبِ

৩৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যাস্তের পূর্বে যে ব্যক্তি আসরের এক রাকআত পায়।

٥٢٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ وَاِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ .

৫২৯ আবূ নু'আইম (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আসরের সালাতের এক সিজ্‌দা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়। আর যদি সূর্য উদিত হওয়ার আগে ফযরের সালাতের এক সিজ্‌দা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়।[১]

٥٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ أُوْتِىَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوْا فَأُعْطُوا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ثُمَّ أُوْتِىَ أَهْلُ الْاِنْجِيْلِ الْاِنْجِيْلَ فَعَمِلُوا اِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوْا فَأُعْطُوا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْاٰنَ فَعَمِلْنَا اِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِينَا قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ اَىْ رَبَّنَا اَعْطَيْتَ هٰؤُلاَءِ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ وَاَعْطَيْتَنَا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا اَكْثَرَ عَمَلاً قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَىْءٍ قَالُوا لاَ قَالَ فَهُوَ فَضْلِى أُوْتِيْهِ مَنْ أَشَاءُ .

---

১. হাদীসে উল্লিখিত সিজ্‌দা শব্দটি রাকাআতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হানাফী মতালম্বীগণের নিকট এরূপ সময়ে আসরের সালাত পূর্ণ করে নিতে হবে বটে, তবে ফজরের সময় এমন অবস্থা দেখা দিলে, সূর্য উঠার পর তা কাযা করতে হয়।

৫৩০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)......সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, পূর্বেকার উম্মাতের স্থায়িত্বের তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্ব হল আসর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের অনুরূপ। তাওরাত অনুসারীদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল। তারা তদনুসারে কাজ করতে লাগল; যখন দুপুর হলো, তখন তারা অপারগ হয়ে পড়ল। তাদের এক এক 'কীরাত'[১] করে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। তারপর ইন্‌জীল অনুসারীদেরকে ইন্‌জীল দেওয়া হল। তারা আসরের সালাত পর্যন্ত কাজ করে অপারগ হয়ে পড়ল। তাদেরকে এক এক 'কীরাত' করে পারিশ্রমিক দেওয়া হল। তারপর আমাদেরকে কুরআন দেওয়া হল। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করলাম।[২] আমাদের দুই দুই 'কীরাত' করে দেওয়া হল। এতে উভয় কিতাবী সম্প্রদায় বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দুই দুই 'কীরাত' করে দান করেছেন, আর আমাদের দিয়েছেন এক এক কীরাত করে; অথচ আমলের দিক দিয়ে আমরাই বেশী। আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ তোমাদের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে আমি কি তোমাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করেছি? তারা বলল, না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ এ হলো, আমার অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তাকে দেই।

٥٣١ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوْسٰى عَنْ النَّبِىِّ ﷺ مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوْدِ وَ النَّصَارٰى كَمَثَلِ رَجُلٍ اَسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُوْنَ لَهُ عَمَلاً اِلَى اللَّيْلِ فَعَمِلُوا اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لاَ حَاجَةَ لَنَا اِلٰى أَجْرِكَ فَاسْتَأْجَرَ آخَرِيْنَ فَقَالَ أَكْمِلُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمُ الَّذِى شَرَطْتُ فَعَمِلُوا حَتّٰى اِذَا كَانَ حِيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالُوا لَكَ مَا عَمِلْنَا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيْقَيْنِ .

৫৩১ আবূ কুরাইব (র.)......আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মুসলিম, ইয়াহূদী ও নাসারাদের উদাহরণ হল এরূপ, এক ব্যক্তি একদল লোককে কাজে নিয়োগ করল, তারা তার জন্য রাত পর্যন্ত কাজ করবে। কিন্তু অর্ধদিবস পর্যন্ত কাজ করার পর তারা বলল, আপনার পারিশ্রমিকের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। সে ব্যক্তি অন্য আরেক দল লোককে কাজে নিয়োগ করল এবং বলল, তোমরা দিনের বাকী অংশ কাজ কর, তোমরা আমার নির্ধারিত পারিশ্রমিক পাবে। তারা কাজ করতে শুরু করল। যখন আসরের সালাতের সময় হল, তখন তারা বলল, আমরা যা কাজ করেছি তা আপনার জন্য রেখে গেলাম। তারপর সে ব্যক্তি আরেক দল লোককে কাজে নিয়োগ করল। তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনের বাকী অংশে কাজ করল এবং সে দুই দলের পূর্ণ পারিশ্রমিক হাসিল করে নিল।[৩]

---

১. এখানে 'কীরাত' শব্দ দিয়ে সাওয়াবের বিশেষ পরিমাণ বুঝানো হয়েছে।

২. হাদীসের এ দৃষ্টান্ত সময়ের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতার দ্বারা যথাক্রমে আমলের আধিক্য ও স্বল্পতা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা আসরের ওয়াক্ত প্রতি বস্তুর ছায়া দ্বিগুন হওয়ার পর আরম্ভ হওয়া প্রমাণিত হয়। যা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত। কারণ অন্যান্য ইমামগণের মতানুসার এক গুন ছায়া হওয়ার পরপরই আসরের ওয়াক্ত এসে যাওয়া মেনে নিলে উম্মাতে মুহাম্মদীর আমলের হ্রস্বতা প্রকাশ পায়। —কিরামানী।

৩. পূর্বোক্ত হাদীসে উভয় দলের পারিশ্রমিক গ্রহণ করার কথা উল্লেখ আছে, আর বর্তমান হাদীসে বুঝা যায়, তারা পারিশ্রমিক পায়নি। কাজেই সুস্পষ্ট যে পূর্বের হাদীসটি ইয়াহূদীবাদ ও খৃষ্টবাদ রহিত হওয়ার পূর্বেকার ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে। আর বর্তমান হাদীসটি যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নবূয়্যাতকে অস্বীকার করেছে তাদের প্রসঙ্গে।—কিরমানী

٣٦٩. بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَقَالَ عَطَاءُ يَجْمَعُ الْمَرِيْضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

৩৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের ওয়াক্ত। আতা (র.) বলেন, রুগ্ন ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতে পারবে।

٥٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ اِسْمُهُ صُهَيْبٍ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْــرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَاِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ ·

৫৩২ মুহাম্মদ ইব্‌ন মিহরান (র.).......রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করে এমন সময় ফিরে আসতাম যে, আমাদের কেউ (তীর নিক্ষেপ করলে) নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার স্থান দেখতে পেত।

٥٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْــرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْـمَغْـرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْـيَانًا وَأَحْـيَانًا اِذَا رَاٰهُمْ اجْـتَمَعُوا عَجَّلَ وَاِذَا رَاٰهُمْ اَبْطَئُوْا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوا اَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْهَا بِغَلَسٍ ·

৫৩৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর (র.) বলেন, হাজ্জাজ (ইব্‌ন ইউসুফ) (মদীনা শরীফে) এলে আমরা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে সালাতের ওয়াক্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, (কেননা, হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ বিলম্ব করে সালাত আদায় করতেন)। তিনি বললেন, নবী ﷺ যুহরের সালাত প্রচণ্ড গরমের সময় আদায় করতেন। আর আসরের সালাত সূর্য উজ্জ্বল থাকতে আদায় করতেন, মাগরিবের সালাত সূর্য অস্ত যেতেই আর ইশার সালাত বিভিন্ন সময়ে আদায় করতেন। যদি দেখতেন, সবাই সমবেত হয়েছেন, তাহলে সকাল সকাল আদায় করতেন। আর যদি দেখতেন, লোকজন আসতে দেরী করছে, তাহলে বিলম্বে আদায় করতেন। আর ফজরের সালাত তাঁরা কিংবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্ধকার থাকতে আদায় করতেন।

٥٣٤ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ اِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ·

৫৩৪ মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)......সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম।

৫৩৫ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا ٠

৫৩৫ আদম (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (মাগরিব ও ইশার) সাত রাকআত ও (যুহর ও আসরের) আট রাকাআত একসাথে আদায় করেছেন।

٣٧٠. بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءِ

৩৭০. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবকে ইশা বলা যিনি পসন্দ করেন না।

৫৩৬ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ الأَعْرَابُ وَتَقُولُ هِيَ الْعِشَاءُ ٠

৫৩৬ আবূ মা'মার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (র.).......আবদুল্লাহ্ মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বেদুঈনরা মাগরিবের সালাতের নামের ব্যাপারে তোমাদের উপর যেন প্রভাব বিস্তার না করে। রাবী (আবদুল্লাহ্ মুযানী (রা.) বলেন, বেদুঈনরা মাগরিবকে ইশা বলে থাকে।

٣٧١. بَابُ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالاِخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ الْعِشَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَمَةِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ وَقَالَ أَنَسٌ أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ -

৩৭১. অনুচ্ছেদ ঃ ইশা ও আতামা-এর বর্ণনা এবং যিনি এতে কোন আপত্তি করেন না।

আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুনাফিকদের জন্য সবচে কষ্টকর সালাত হল ইশা ও ফজর। তিনি আরও বলেছেন যে, তারা যদি জানত, আতামা (ইশা) ও ফজরে কি কল্যাণ নিহিত আছে। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ইশা শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَمِنْ بَعْدِ

صَلَاةُ الْعِشَاءِ আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা পালাক্রমে নবী ﷺ-এর এখানে ইশার সালাতের সময় যেতাম।একবার তিনি তা দেরী [১] করে আদায় করেন। ইবন আব্বাস ও আয়িশা (রা.) থেকে (এরূপ) বর্ণনা করেন যে, নবী আতামা দেরী করে আদায় করেন। জাবির (রা.) বলেন, নবী ﷺ ইশার সালাত আদায় করলেন।আবূ বারযা (রা.) বলেন, নবী ﷺ ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করতেন।আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ শেষ ইশা [২] বিলম্বে আদায় করলেন। ইবন উমর, আবূ আয়্যূব ও ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেন।

৫৩৭ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُوا النَّاسُ الْعَتَمَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَاِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ أَحَدٌ ·

৫৩৭ আবদান (র.)......আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে ইশার সালাত আদায় করেন, যে সালাতকে লোকেরা 'আতামা' বলে থাকে। তারপর তিনি ফিরে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমরা জান কি? এ রাত থেকে নিয়ে একশ' বছরের শেষ মাথায় আজ যারা ভূপৃষ্ঠে আছে তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

٣٧٢. بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ اِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ اَوْ تَاَخَّرُوْا

৩৭২. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাতের ওয়াক্ত লোকজন জমায়েত হয়ে গেলে বা বিলম্বে এলে।

৫৩৮ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ اِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَاِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ.

৫৩৮ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.)......মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে নবী ﷺ-এর সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মধ্যাহ্ন গড়ালেই নবী ﷺ যুহরের সালাত আদায় করতেন এবং সূর্য সতেজ

---

১. ইশার সালাত দেরী করে আদায় করেছেন এর জন্য اَخَّرُ الْعِشَاءَ না বলে اَعْتَمَ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যাতে বর্ণনায় ইশা ও আতামা বলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি তার বর্ণনায় ইশা ও আতামা দু'টো শব্দই ব্যবহার করেছেন।

২. শেষ ইশা বলে ইশার সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা, কোন কোন ক্ষেত্রে মাগরিবকেও ইশা বলা হয়।

থাকতেই আসর আদায় করতেন, আর সূর্য অস্ত গেলেই মাগরিব আদায় করতেন, আর লোক বেশী হয়ে গেলে ইশার সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করতেন এবং লোক কম হলে দেরী করতেন, আর ফজরের সালাত অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন।

٣٧٣. بَابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ

৩৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাতের ফযীলত।

৫৩৯ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً الْعِشَاءِ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى قَالَ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ ۔

৫৩৯ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.).........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে বিলম্ব করলেন। এ হলো ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রসারের আগের কথা। (সালাতের জন্য) তিনি বেরিয়ে আসেননি, এমন কি উমর (রা.) বললেন, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। এরপর তিনি বেরিয়ে এলেন এবং মসজিদের লোকদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ "তোমরা ব্যতীত যমীনের অধিবাসীদের কেউ ইশার সালাতের জন্য অপেক্ষায় নেই।[১]

৫৪০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِيْنَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِيْنَةِ نُزُوْلاً فِي بَقِيْعِ بُطْحَانَ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتّٰى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلّٰى بِهِمْ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلٰى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوْا إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلّٰى هٰذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ لَا يَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوْسٰى فَرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ۔

৫৪০ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র.).......আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার সংগীরা–যারা (আবিসিনিয়া থেকে) জাহাজ যোগে আমার সংগে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন– বাকী'য়ে

১. এ হাদীসে ইশার সালাতের ফযীলতের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। আর তা এভাবে যে ইশার সালাতের জন্য ঘুম বর্জন করে অপেক্ষা করতে হয়, যা অন্য সালাতে নেই। সুতরাং এই অতিরিক্ত কষ্ট ও অপেক্ষার জন্য অধিক সাওয়াব পাওয়া যাবে, তাই স্বাভাবিক। কিংবা হাদীসটির অর্থ তোমরা ছাড়া যমীনের আর কেউ ইশার সালাতের জন্য অপেক্ষায় নেই– অর্থাৎ এ সালাত কেবল এই উম্মাতেরই বৈশিষ্ট্য। অতএব, এর ফযীলত সুস্পষ্ট।

বুতহানের একটি মুক্ত এলাকায় বসবাসরত ছিলাম। তখন নবী ﷺ থাকতেন মদীনায়। বুতহানের অধিবাসীরা পালাক্রমে একদল করে প্রতি রাতে ইশার সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে আসতেন। পালাক্রমে ইশার সালাতের সময় আমি ও আমার কতিপয় সঙ্গী নবী ﷺ-এর কাছে হাযির হলাম। তখন তিনি কোন কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন, ফলে সালাত আদায়ে বিলম্ব করলেন। এমন কি রাত অর্ধেক হয়ে গেল। তারপর নবী ﷺ বেরিয়ে এলেন এবং সবাইকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে বললেন ঃ প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে বসে যাও। তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এটি এক নিয়ামত যে, তোমরা ব্যতীত মানুষের মধ্যে কেউ এ মুহূর্তে সালাত আদায় করছে না। কিংবা তিনি বলেছিলেন ঃ তোমরা ব্যতীত কোন উম্মাত এ সময় সালাত আদায় করেনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন্ বাক্যটি বলেছিলেন বর্ণনাকারী তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। হযরত আবূ মূসা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ কথা শুনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত মনে বাড়ী ফিরলাম।

٣٧٤. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

৩৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাতের আগে ঘুমানো মাকরূহ।

٥٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا .

৫৪১ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র.)....আবূ বারযা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা বলা অপসন্দ করতেন।

٣٧٥. بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

৩৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঘুম প্রবল হলে ইশার আগে ঘুমানো।

٥٤٢ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَ أَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءِ حَتّٰى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلاَةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ قَالَ وَلاَ يُصَلّٰى يَوْمَئِذٍ اِلاَّ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانُوا يُصَلُّوْنَ فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ .

৫৪২ আয়্যূব ইব্ন সুলাইমান (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে দেরী করলেন। উমর (রা.) তাঁকে বললেন, আস্-সালাত। নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন ঃ তোমরা ব্যতীত পৃথিবীর আর

কেউ এ সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে না। (রাবী বলেন) তখন মদীনা ব্যতীত অন্য কোথাও সালাত আদায় করা হত না। (তিনি আরও বলেন যে) পশ্চিম আকাশের 'শাফাক' অন্তর্হিত হওয়ার পর থেকে রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে তাঁরা ইশার সালাত আদায় করতেন।

৫৪৩ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتّٰى رَقَدْنَا فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ يَنْتَظِرُ غَيْرُكُمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَيُبَالِىْ اَقَدَّمَهَا اَمْ اَخَّرَهَا اِذَا كَانَ لاَ يَخْشٰى اَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتّٰى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوْا وَرَقَدُوْا وَاسْتَيْقَظُوْا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلاَةَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ الْاٰنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ فَقَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُصَلُّوْهَا هٰكَذَا فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا اَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِىْ عَطَاءٌ بَيْنَ اَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيْدٍ ثُمَّ وَضَعَ اَطْرَافَ اَصَابِعِهِ عَلٰى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذٰلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتّٰى مَسَّتْ اِبْهَامُهُ طَرَفَ الْاُذُنِ مِمَّا يَلِىَ الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطُشُ اِلاَّ كَذٰلِكَ وَقَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُصَلُّوْا هٰكَذَا ٠

৫৪৩ মাহমূদ (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক রাতে কর্মব্যস্ততার কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায়ে দেরী করলেন, এমন কি আমরা মসজিদে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর আবার জেগে উঠলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এলেন, তারপর বললেন ঃ তোমরা ব্যতীত পৃথিবীর আর কেউ এ সালাতের অপেক্ষা করছে না। ঘুম প্রবল হওয়ার কারণে ইশার সালাত বিনষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকলে ইব্ন উমর (রা.) তা আগেভাগে বা বিলম্ব করে আদায় করতে দ্বিধা করতেন না। কখনও কখনও তিনি ইশার আগে নিদ্রাও যেতেন। ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, এ বিষয়ে আমি আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে দেরী করেছিলেন, এমন কি লোকজন একবার ঘুমিয়ে জেগে উঠল, আবার ঘুমিয়ে পড়ে জাগ্রত হল। তখন উমর ইবন্ খাত্তাব (রা.) উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, 'আস-সালাত'। আতা (র.) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তারপর আল্লাহ্র নবী ﷺ বেরিয়ে এলেন- যেন এখনো আমি তাঁকে দেখছি- তাঁর মাথা থেকে পানি টপ্কে পড়ছিল এবং তাঁর হাত মাথার উপর ছিল। তিনি

এসে বললেন ঃ যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে এভাবে (বিলম্ব করে) ইশার সালাত আদায় করার নির্দেশ দিতাম। ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে মাথায় হাত রেখেছিলেন তা কিভাবে রেখেছিলেন, বিষয়টি সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার জন্য আতা (র.)-কে বললাম। আতা (র.) তাঁর আঙ্গুলগুলো সামান্য ফাঁক করলেন, তারপর সেগুলোর অগ্রভাগ সম্মুখ দিক থেকে (চুলের অভ্যন্তরে) প্রবেশ করালেন। তারপর আঙ্গুলীগুলো একত্রিত করে মাথার উপর দিয়ে এভাবে টেনে নিলেন যে, তার বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের সে পার্শ্বকে স্পর্শ করে গেল যা মুখমন্ডল সংলগ্ন চোয়ালের হাড্ডির উপর শ্মশ্রুর পাশে অবস্থিত। তিনি নবী ﷺ. চুলের পানি ঝরাতে কিংবা চুল চাপড়াতে এরূপই করতেন। এবং তিনি বলেছিলেন ঃ যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে এভাবেই (বিলম্ব করে) সালাত আদায় করার নির্দেশ দিতাম।

٣٧٦. بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَالَ أَبُوْ بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيْرَهَا

৩৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত। আবূ বারযা (রা.) বলেন, নবী ﷺ. ইশার সালাত দেরীতে আদায় করা পসন্দ করতেন।

٥٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوْهَا وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسًا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ .

৫৪৪ আবদুর রহীম মুহারিবী (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে নবী ﷺ. ইশার সালাত অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। তারপর সালাত আদায় করে তিনি বললেন ঃ লোকেরা নিশ্চয়ই সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। শোন ! তোমরা যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ তোমরা সালাতেই ছিলে। ইব্ন আবূ মারইয়াম (র.)-এর বর্ণনায় আরও আছে, তিনি বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব (র.) হুমাইদ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (হুমাইদ) আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, সে রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটির উজ্জ্বলতা আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি।

٣٧٧. بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

৩৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাতের ফযীলত।

٥٤٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ لِيْ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ كُنَّا عِنْدَ

النَّبِيِّ ﷺ اِذَا نَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اَمَا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا لاَ تُضَامُّوْنَ أَوْ لاَ تُضَاهُوْنَ فِى رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلٰى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ زَادَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا .

৫৪৫ মুসাদ্দাদ (র.)........জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোন! এটি যেমন দেখতে পাচ্ছ– তোমাদের প্রতিপালককেও তোমরা তেমনি দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই তোমরা যদি সূর্য উঠার আগের সালাত ও সূর্য ডুবার আগের সালাত আদায়ে সমর্থ হও, তাহলে তাই কর। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ্ পাঠ করুন।" আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ইব্ন শিহাব (র.)......জারীর (রা.) থেকে আরো বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে খালি চোখে দেখতে পাবে।

٥٤٦ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوْسٰى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ أَبِىْ جَمْرَةَ أَنَّ أَبَابَكْرِبْنَ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهٰذَا .

৫৪৬ হুদবা ইব্ন খালিদ (র.).......আবূ বক্‌র ইব্ন আবূ মূসা (রা.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুই শীতের (ফজর ও আসরের) সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে। ইব্ন রাজা (র.) বলেন, হাম্মাম (র.) আবূ জামরা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ বক্‌র ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স (র.) তাঁর নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٤٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ حَبَّانَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৫৪৭ ইসহাক (র.)........আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٧٨. بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

৩৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের ওয়াক্ত।

٥٤٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ

النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرُ خَمْسِيْنَ أَوْ سِتِّيْنَ يَعْنِى اٰيَةً ·

৫৪৮ আম্‌র ইব্‌ন আসিম (র.)........যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাহরী খেয়েছেন, তারপর ফজরের সালাতে দাঁড়িয়েছেন। আনাস (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ দু'য়ের মাঝে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল ? তিনি বললেন, পঞ্চাশ বা ষাট আয়াত তিলাওয়াত করা যায়, এরূপ সময়ের ব্যবধান ছিল।

٥٤٩ حَدَّثَنَاحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ رَوْحًا حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ اللّٰهِ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قُلْنَا لِاَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِى الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً ·

৫৪৯ হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ ও যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) একসাথে সাহরী খাচ্ছিলেন, যখন তাঁদের খাওয়া হয়ে গেল– আল্লাহ্‌র নবী ﷺ(ফজরের) সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। কাতাদা (র.) বলেন, আমরা আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁদের সাহরী খাওয়া থেকে অবসর হয়ে সালাত শুরু করার মধ্যে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল ? তিনি বললেন, একজন লোক পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে এতটুকু সময়।

٥٥٠ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ كُنْتُ اَتَسَحَّرُ فِى أَهْلِىْ ثُمَّ يَكُوْنُ سُرْعَةٌ بِى اَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ·

৫৫০ ইসমায়ীল ইব্‌ন আবূ উওয়াইস (র.).......সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পরিবার-পরিজনের সাথে সাহরী খেতাম। খাওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাত পাওয়ার জন্য আমাকে খুব তাড়াহুড়া করতে হত।

٥٥١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ اِلَى بُيُوْتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضِيْنَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ ·

৫৫১ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলিম মহিলাগণ সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের জামা'আতে হাযির হতেন। তারপর সালাত আদায় করে তারা যার যার ঘরে ফিরে যেতেন। আবছা আঁধারে কেউ তাঁদের চিনতে পারত না।

٣٧٩. بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

৩৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকআত পেল।

٥٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُوْنَهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ ·

৫৫২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে ফজরের সালাতের এক রাকআত পায়, সে ফজরের সালাত পেল।[১] আর যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার আগে আসরের সালাতের এক রাকআত পেল সে আসরের সালাত পেল।[২]

٣٨٠. بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

৩৮০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সালাতের এক রাকআত পেল।

٥٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ·

৫৫৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাকআত পায়, সে সালাত পেল।[৩]

٣٨١. بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

৩৮১. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের পর সূর্য উঠার আগে সালাত আদায়।

٥٥٤ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِيْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِيْ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ ·

৫৫৪ হাফস ইব্ন উমর (র.)..........ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কয়েকজন আস্থাভাজন ব্যক্তি আমার কাছে – যাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন উমর (রা.) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের পর সূর্য উজ্জ্বল হয়ে না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

---

১. অর্থাৎ, তার উপর তা ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং পরবর্তী সময়ে তা কাযা করে নিতে হবে।
২. এ অবস্থায় তাকে তখনই আসর পড়ে নিতে হবে।
৩. অর্থাৎ, এক রাকআত সালাত আদায়ের সমপরিমাণ সময় অবশিষ্ট থাকতেও যদি কারো উপর সালাত ফরয হয়, তাহলে তাকে এ সালাত পরবর্তী যে কোন সময় কাযা করে নিতে হবে।

٥٥٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهٰذَا ·

৫৫৫ মুসাদ্দাদ (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট কয়েক ব্যক্তি এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٥٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِيْ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا وَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتّٰى تَغِيْبَ تَابَعَهُ عَبْدَةُ ·

৫৫৬ মুসাদ্দাদ (র.).....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের ইচ্ছা করো না। উরওয়া (র.) বলেন, ইব্‌ন উমর (রা.) আমাকে আরও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি সূর্যের একাংশ প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে পূর্ণরূপে উদিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায়ে বিলম্ব করো। আর যদি তার একাংশ ডুবে যায় তাহলে সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায়ে বিলম্ব করো। আবদাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٥٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِيْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ خُبَيْبِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلاَتَيْنِ نَهٰى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنِ الْاِحْتِبَاءِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِيْ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ ·

৫৫৭ উবায়দ ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' ধরণের বেচা-কেনা করতে, দু'ভাবে পোষাক পরিধান করতে এবং দু'সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ফজরের পর সূর্য পূর্ণরূপে উদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোন সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। আর পুরো শরীর জড়িয়ে কাপড় পরতে এবং এক কাপড়ে (যেমন লুঙ্গি ইত্যাদি পরে) হাঁটু খাড়া করে এমনভাবে বসতে যাতে লজ্জাস্থান উপরের দিকে খুলে যায় – নিষেধ করেছেন। আর মুনাবাযা[১] ও মুলামাসা[২] (এর পন্থায় বেচা-কেনা) নিষেধ করেছেন।

---

১. মুনাবাযাঃ বিভিন্ন দরের একাধিক পণ্যদ্রব্য একস্থানে রেখে মূল্য হিসেবে একটি অংক নির্ধারণ করে এ শর্তে বিক্রি করা যে, ক্রেতা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব থেকে পাথর নিক্ষেপ করে যে পণ্যের গায়ে লাগাতে পারবে, উল্লেখিত মূল্যে তাকে তা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এ পন্থার বেচা-কেনা "মুনাবাযা" বলে অভিহিত।

২. মুলামাসা ঃ একাধিক পণ্যের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্নভাবে মূল্য নির্ধারণ করে এভাবে বিক্রি করা যে, ক্রেতা যেটি স্পর্শ করবে, পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে তাকে অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের বেচাকেনা শরয়ী পরিভাষায় 'মুলামাসা' বলে অভিহিত। যেহেতু এতে পসন্দ অপসন্দের স্বাধীনতা থাকে না, তাই শরীয়াত এ দু'টো পন্থাকে নিষিদ্ধ করেছে।

٣٨٢. بَابُ لاَ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ الشَّمْسِ

৩৮২. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে সালাত আদায়ের উদ্যোগ নিবে না।

٥٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَيَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَعِنْدَ غُرُوْبِهَا .

৫৫৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)........ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের উদ্যোগ না নেয়।

٥٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَصَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ .

৫৫৯ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)......আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ফজরের পর সূর্য উদিত হয়ে (একটু) উপরে না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত কোন সালাত নেই।

٥٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ اَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اِنَّكُمْ لَتُصَلُّوْنَ صَلاَةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيْهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

৫৬০ মুহাম্মদ ইব্ন আবান (র.).......মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা এমন এক সালাত আদায় করে থাক-রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে কখনও তা আদায় করতে দেখিনি। বরং তিনি তা থেকে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আসরের পর দু' রাকাআত আদায় করতে।

٥٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

৫৬১ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ. দু' সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ফজরের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

٣٨٣. بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ اِلاَّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَاَبُو سَعِيْدٍ وَاَبُو هُرَيْرَةَ

৩৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ যিনি আসরের ও ফজরের পর ব্যতীত অন্য সময়ে সালাত আদায় মাকরূহ মনে করেন না। উমর, ইব্‌ন উমর, আবূ সায়ীদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৬২ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّوْنَ لاَاَنْهَى اَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ مَاشَاءَ غَيْرَ اَنْ لاَ تَحَرَّوْا طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَغُرُوْبَهَا .

৫৬২ আবূ নু'মান (র.)........ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার সঙ্গীদের যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি সেভাবেই আমি সালাত আদায় করি। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে সালাতের ইচ্ছা করা ব্যতীত রাতে বা দিনে যে কোন সময় কেউ সালাত আদায় করতে চাইলে আমি নিষেধ করি না।

٣٨٤. بَابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ . بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ شَغَلَنِي نَاسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

৩৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের পর কাযা বা অনুরূপ কোন সালাত আদায় করা। কুরাইব (র.) উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আসরের পর দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন এবং বললেন, আবদুল কায়স গোত্রের লোকেরা আমাকে যুহরের পরবর্তী দু' রাকাআত সালাত আদায় থেকে ব্যস্ত রেখেছিল।

৫৬৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِيْ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللّٰهَ وَ مَالَقِيَ اللّٰهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيْرًا مِّنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا وَلاَ يُصَلِّيْهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ اَنْ يُثَقِّلَ عَلَى اُمَّتِهِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ .

৫৬৩ আবূ নু'আইম (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে মহান সত্তার শপথ, যিনি তাঁকে (নবী ﷺ-কে) উঠিয়ে নিয়েছেন, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি দু' রাকাআত সালাত কখনই ছাড়েননি। আর সালাতে দাঁড়ানো যখন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, তখনই তিনি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে গেছেন। তিনি তাঁর এ সালাত অধিকাংশ সময় বসে বসেই আদায় করতেন। আয়িশা (রা.) এ সালাত দ্বারা আসরের পরবর্তী দু' রাকাআতের কথা বুঝিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দু' রাকাআত সালাত আদায় করতেন, তবে উম্মাতের উপর বোঝা হয়ে পড়ার আশংকায় তা মসজিদে আদায় করতেন না। কেননা, উম্মাতের জন্য যা সহজ হয় তাই তাঁর কাম্য ছিল।

৫٦٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِىْ قَالَتْ عَائِشَةُ ابْنَ أُخْتِى مَاتَرَكَ النَّبِىُّ ﷺ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِى قَطُّ ۔

৫৬৪ মুসাদ্দাদ (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে ভাগিনে! নবী ﷺ আমার কাছে উপস্থিত থাকার কালে আসরের পরবর্তী দু' রাকাআত কখনও ছাড়েননি।

٥٦٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ ۔

৫৬৫ মূসা ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু' রাকাআত সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন অবস্থাতেই ছাড়তেন না। তা হল ফজরের সালাতের আগের দু' রাকাআত ও আসরের পরের দু' রাকাআত।

٥٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ الْاَسْوَدَ وَمَسْرُوْقًا شَهِدَا عَلٰى عَائِشَةَ قَالَتْ مَاكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَأْتِيْنِى فِىْ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ ۔

৫৬৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আরা (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে দিনই আসরের পর আমার কাছে আসতেন সে দিনই দু' রাকাআত সালাত আদায় করতেন।[১]

٣٨٥. بَابُ التَّبْكِيْرِ بِالصَّلاَةِ فِىْ يَوْمِ غَيْمٍ

৩৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ মেঘলা দিনে শীঘ্র সালাত আদায় করা।

٥٦٧ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى هُوَ ابْنُ أَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ أَنَّ أَبَا الْمَلِيْحِ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِى يَوْمٍ ذِىْ غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوْا بِالصَّلاَةِ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ ۔

৫৬৭ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র.).......আবূ মালীহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মেঘলা দিনে আমরা বুরাইদা (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন, শীঘ্র সালাত আদায় করে নাও। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।

---

১. পূর্বে উল্লিখিত একটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আসরের পর আর কোন সালাত নেই। অথচ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পরে দু' রাকাআত পড়েছেন। এ দু' রাকাআত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ব্যক্তিগত আমল ছিল। উম্মাতের জন্য তা অনুসরণীয় নয়।

٣٨٦. بَابُ الْأَذَانُ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

৩৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর আযান দেওয়া।

٥٦٨ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَخَافُ اَنْ تَنَامُوْا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ اَنَا اُوْقِظُكُمْ فَاضْطَجَعُوا وَاَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ اِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ اَيْنَ مَاقُلْتَ قَالَ مَا اُلْقِيَتْ عَلَىَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِيْنَ شَاءَ يَابِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى .

৫৬৮ ইমরান ইব্ন মাইসারা (র.)........আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। যাত্রী দলের কেউ কেউ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাতের এ শেষ প্রহরে আমাদের নিয়ে যদি একটু বিশ্রাম নিতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমার ভয় হচ্ছে সালাতের সময়ও তোমরা ঘুমিয়ে থাকবে। বিলাল (রা.) বললেন, আমি আপনাদের জাগিয়ে দিব। কাজেই সবাই শুয়ে পড়লেন। এ দিকে বিলাল (রা.) তাঁর হাওদার গায়ে একটু হেলান দিয়ে বসলেন। এতে তাঁর দু'চোখ মুদে আসল। ফলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্য কেবল উঠতে শুরু করেছে, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাগ্রত হলেন এবং বিলাল (রা.)-কে ডেকে বললেন, হে বিলাল ! তোমার কথা গেল কোথায় ? বিলাল (রা.) বললেন, আমার এত অধিক ঘুম আর কখনও পায়নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তোমাদের রূহ্ কব্য করে নিয়েছেন ; আবার যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তা তোমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন।[1] হে বিলাল! উঠ, লোকদের জন্য সালাতের আযান দাও। তারপর তিনি উযূ করলেন এবং সূর্য যখন উপরে উঠল এবং উজ্জ্বল হলো তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং সালাত আদায় করলেন।

٣٨٧. بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

৩৮৭. অনুচ্ছেদঃ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর লোকদের নিয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করা ।।

٥٦٩ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عُمَرَ

---

১. অর্থাৎ– পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের পরও জাগ্রত হতে না পারা এ ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়। কাজেই তা ওযর হিসাবে গণ্য হবে।

بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرِ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللّٰهِ مَاصَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا اِلٰى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ ‧

৫৬৯ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, খন্দকের দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) এসে কুরাইশ গোত্রীয় কাফিরদের ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এখনও আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি, এমন কি সূর্য অস্ত যায় যায়। নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ ! আমিও তা আদায় করিনি। তারপর আমরা উঠে বুতহানের দিকে গেলাম। সেখানে তিনি সালাতের জন্য উযূ করলেন এবং আমরাও উযূ করলাম; এরপর সূর্য ডুবে গেলে আসরের সালাত আদায় করেন, তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করেন।

٣٨٨. بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيْدُ اِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عِشْرِيْنَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ اِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ

৩৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি কোন ওয়াক্তের সালাত আদায় করতে ভুলে যায়, তাহলে যখন স্মরণ হবে, তখন সে তা আদায় করে নিবে। সে সালাত ব্যতীত অন্য সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। ইব্রাহীম (র.) বলেন, কেউ যদি বিশ বছরও এক ওয়াক্তের সালাত ছেড়ে দিয়ে থাকে তা হলে তাকে শুধু সে ওয়াক্তের সালাতই পুনরায় আদায় করতে হবে।

٥٧٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا اِلَّا ذٰلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي قَالَ مُوْسٰى قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعْدُ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ وَقَالَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا اَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ‧

৫৭০ আবূ নু'আইম ও মূসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি কেউ কোন সালাতের কথা ভুলে যায়, তাহলে যখনই স্মরণ হবে, তখন তাকে তা আদায় করতে হবে। এ ব্যতীত সে সালাতের অন্য কোন কাফ্ফারা নেই। (কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন) أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ "আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম কর।" মূসা (র.) বলেন, হাম্মাম (র.) বলেছেন যে, আমি তাকে (কাতাদা (র.) পরে বলতে শুনেছি, "আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম কর।" হাব্বান (র.) আনাস (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٨٩. بَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْأُوْلٰى فَالْأُوْلٰى

৩৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ একাধিক সালাতের কাযা ধারাবাহিকভাবে আদায় করা।

৫৭১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى هُوَ ابْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتّٰى غَرَبَتْ قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَصَلّٰى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ٠

৫৭১ মুসাদ্দাদ (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধকালে এক সময় উমর (রা.) কুরাইশ কাফিরদের ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং বললেন, সূর্যাস্তের পূর্বে আমি আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি, (জাবির (রা.) বলেন) তারপর আমরা বুতহান উপত্যকায় উপস্থিত হলাম। সেখানে তিনি সূর্যাস্তের পর সে সালাত আদায় করলেন, তারপরে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

٣٩٠. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ السَّامِرُ مِنَ السَّمَرِ وَالْجَمِيْعُ السُّمَّارُ وَالسَّامِرُ هٰهُنَا فِي مَوْضِعِ الْجَمِيْعِ

৩৯০. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাতের পর গল্প গুজব করা মাকরূহ।(পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত) " سَامِرُ " শব্দটি " السَّمَرُ " ধাতু থেকে নির্গত।এর বহুবচন " السُّمَّارُ " এ আয়াতে " سَامِرُ " শব্দটি বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫৭২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِيْ إِلٰى أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِيْ حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيْرَ وَهِيَ الَّتِي تَدْعُوْنَهَا الْأُوْلٰى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلٰى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيْسَهُ وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ ٠

৫৭২ মুসাদ্দাদ (র.)........আবূ মিনহাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে আবূ বারযা আসলামী (রা.)-এর নিকট গেলাম। আমার পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরয সালাতসমূহ কোন সময় আদায় করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-যুহরের সালাত যাকে তোমরা প্রথম সালাত বলে থাক, সূর্য ঢলে পড়লে আদায় করতেন। আর তিনি আসরের সালাত এমন

সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ সূর্য সজীব থাকতেই মদীনার শেষ প্রান্তে নিজ পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারত। মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গেছি। তারপর আবূ বারযা (রা.) বলেন, ইশার সালাত একটু বিলম্বে আদায় করাকে তিনি পসন্দ করতেন। আর ইশার আগে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা বলা তিনি অপসন্দ করতেন। আর এমন মুহূর্তে তিনি ফজরের সালাত শেষ করতেন যে, আমাদের যে কেউ তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারত। এ সালাতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

٣٩١. بَابُ السَّمَرِ فِى الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

৩৯১. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার পর জ্ঞানচর্চা ও কল্যাণকর বিষয়ের আলোচনা।

৫৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتّٰى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ فَجَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيْرَانُنَا هٰؤُلَاءِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَنَسُ نَظَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتّٰى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ فَجَاءَ فَصَلّٰى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ : اَلَا اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا ثُمَّ رَقَدُوا وَاِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِى صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ قَالَ الْحَسَنُ وَاِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُوْنَ بِخَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الْخَيْرَ قَالَ قُرَّةُ هُوَ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৫৭৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাব্বাহ্ (র.).......কুর্রা ইব্ন খালিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা হাসান (বসরী (র.)-এর অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি এত বিলম্বে আসলেন যে, নিয়মিত সালাত শেষে চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসল। এরপর তিনি এসে বললেন, আমাদের এ প্রতিবেশীগণ আমাদের ডেকেছিলেন। তারপর তিনি বললেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অপেক্ষায় ছিলাম। এমন কি প্রায় অর্ধেক রাত হয়ে গেল, তখন এসে তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর আমাদের সম্বোধন করে তিনি বললেন ঃ জেনে রাখ ! লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে, তবে তোমরা যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ সালাতেই রত ছিলে। হাসান (বসরী (র.) বলেন, মানুষ যতক্ষণ কল্যাণের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ তারা কল্যাণেই নিরত থাকে। কুর্রা (র.) বলেন, এ উক্তি আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীসেরই অংশ।

৫৭৪ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى حَثْمَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِى اٰخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَرَأَيْتُكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَاِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لَا يَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدٌ

فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى مَا يَتَحَدَّثُوْنَ مِنْ هٰذِهِ الاَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَاِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ اَنَّهَا تَخْرِمُ ذَالِكَ الْقَرْنَ ۔

৫৭৪ আবুল ইয়ামান (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার তাঁর শেষ জীবনে ইশার সালাত আদায় করে সালাম ফিরবার পর বললেনঃ আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি ? আজ থেকে নিয়ে একশ' বছরের মাথায় আজ যারা ভূ-পৃষ্ঠে আছে তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর 'একশ' বছরের' এ উক্তি সম্পর্কে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা করতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আজকে যারা জীবিত আছে তাদের কেউ ভূ-পৃষ্ঠে থাকবে না। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ শতাব্দী ঐ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটাবে।

٣٩٢. بَابُ السَّمَرِ الضَّيْفِ وَالْاَهْلِ

৩৯২. অনুচ্ছেদ ঃ পরিবার—পরিজন ও মেহমানের সাথে রাতে কথাবার্তা বলা।

৫৭৫ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا اَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ اَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا اُنَاسًا فُقَرَاءَ وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَاِنْ اَرْبَعٌ فَخَامِسٌ اَوْ سَادِسٌ وَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ قَالَ فَهُوَ اَنَا وَاَبِىْ وَاُمِّىْ فَلاَ اَدْرِىْ قَالَ وَامْرَاَتِىْ وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ اَبِىْ بَكْرٍ وَ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ تَعَشّٰى عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتّٰى تَعَشّٰى النَّبِىُّ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضٰى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَتْ لَهُ امْرَاَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ اَضْيَافِكَ اَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ اَوَ مَاعَشَّيْتِهِمْ قَالَتْ اَبَوْ حَتّٰى تَجِئَ قَدْ عُرِضُوا فَاَبَوْا قَالَ فَذَهَبْتُ اَنَا فَاخْتَبَاْتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لاَهَنِيْئًالَكُمْ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَطْعَمُهُ اَبَدًا وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا كُنَّا نَاْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ اِلاَّ رَبَا مِنْ اَسْفَلِهَا اَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ يَعْنِى حَتّٰى شَبِعُوا وَصَارَتْ اَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا اَبُو بَكْرٍ فَاِذَا هِىَ كَمَا هِىَ اَوْ اَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لِامْرَاَتِهِ يَا اُخْتَ بَنِىْ فِرَاسٍ مَا هٰذَا قَالَتْ لاَ وَ قُرَّةِ عَيْنِى لَهِىَ الْاٰنَ اَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ فَاَكَلَ مِنْهَا اَبُو بَكْرٍ وَقَالَ اِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِى يَمِيْنَهُ ثُمَّ اَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الاَجَلُ فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ اُنَاسٌ اَللّٰهُ اَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَاَكَلُوْا مِنْهَا اَجْمَعُوْنَ اَوْ كَمَا قَالَ ۔

৫৭৫ মাহমূদ (র.)........আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আসহাবে সুফ্ফা ছিলেন খুবই দরিদ্র। (একদা) নবী ﷺ বললেন ঃ যার কাছে দু'জনের আহার আছে সে যেন (তাঁদের থেকে) তৃতীয় জনকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আর যার কাছে চারজনের আহারের সংস্থান আছে, সে যেন পঞ্চম বা ষষ্ঠজন সঙ্গে নিয়ে যায়। আবূ বকর (রা.) তিনজন সাথে নিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশজন নিয়ে আসেন। আবদুর রাহমান (রা.) বলেন, আমাদের ঘরে এবং আবূ বাকরের ঘরে আমি, আমার পিতা ও মাতা (এই তিন জন সদস্য) ছিলাম। রাবী বলেন, আমি জানি না, তিনি আমার স্ত্রী এবং খাদিম একথা বলেছিলেন কি-না ? আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরেই রাতের আহার করেন, এবং ইশার সালাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। ইশার সালাতের পর তিনি আবার (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরে) ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের আহার শেষ করা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বাড়ী ফিরলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, মেহমানদের কাছে আসতে কিসে আপনাকে ব্যস্ত রেখেছিল ? কিংবা তিনি বলেছিলেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মেহমান থেকে। আবূ বকর (রা.) বললেন, এখনও তাদের খাবার দাওনি ? তিনি বললেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তারা খেতে অস্বীকার করেন। তাদের সামনে হাযির করা হয়েছিল, তবে তারা খেতে সম্মত হননি। আবদুর রহমান (রা.) বলেন, (পিতার তিরস্কারের ভয়ে) আমি সরে গিয়ে আত্মগোপন করলাম। তিনি (রাগান্বিত হয়ে) বললেন, ওরে বোকা এবং ভর্ৎসনা করলেন। আর (মেহমানদের) বললেন, খেয়ে নিন। আপনারা অস্বস্তিতে ছিলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি এ কখনই খাব না। আবদুর রাহমান (র.) বলেন, আল্লাহ্র কসম ! আমরা লুক্মা উঠিয়ে নিতেই নীচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেন, সকলেই পেট ভরে খেলেন। অথচ আগের চাইতে অধিক খাবার রয়ে গেল। আবূ বকর (রা.) খাবারের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন তা আগের সমপরিমাণ কিংবা তার চাইতেও বেশী। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, হে বনূ ফিরাসের বোন। এ কি ? তিনি বললেন, আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এতো এখন আগের চাইতে তিনগুন বেশী! আবূ বকর (রা.)-ও তা থেকে আহার করলেন এবং বললেন, আমার সে শপথ শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। এরপর তিনি আরও লুক্মা মুখে দিলেন এবং অবশিষ্ট খাবার নবী ﷺ-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত সে খাদ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেখানেই ছিল। এদিকে আমাদের ও অন্য একটি গোত্রের মাঝে সে সন্ধি ছিল তার সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যায়। (এবং তারা মদীনায় আসে) আমরা তাদের বারজনের নেতৃত্বে ভাগ করে দেই। তাদের প্রত্যেকের সংগেই কিছু কিছু লোক ছিল। তবে প্রত্যেকের সঙ্গে কতজন ছিল তা আল্লাহ্ই জানেন। তারা সকলেই সেই খাদ্য থেকে আহার করেন। (রাবী বলেন) কিংবা আবদুর রাহমান (রা.) যে ভাবে বর্ণনা করেছেন।

كِتَابُ الْأَذَانِ

অধ্যায় ঃ আযান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاَذَانِ

অধ্যায় ঃ আযান

٣٩٣. بَابُ بَدْءِ الْاَذَانِ وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ وَقَوْلُهُ: اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ..........

৩৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের সূচনা।আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ 'যখন তোমরা সালাতের দিকে আহবান কর, তখন তারা (মুশরিকরা) এ নিয়ে ঠাটা–বিদ্রূপ ও কৌতুক করে। তা এ জন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা উপলব্ধি করে না'– (সূরা মায়িদা ঃ ৫৮)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন ঃ 'আর যখন জুমু'আর দিনে সালাতের জন্য আহবান করা হয়'...... (সূরা জুমু'আ ঃ ৯)।

٥٧٦ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَذَكَرُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُّوْتِرَ الْاِقَامَةَ ·

৫৭৬ ইমরান ইব্ন মাইসারা (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (সালাতে সমবেত হওয়ার জন্য) সাহাবা-ই কিরাম (রা.) আগুন জ্বালানো অথবা নাকূস[1] বাজানোর কথা আলোচনা করেন। আবার এগুলোকে (যথাক্রমে) ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রথা বলে উল্লেখ করা হয়। তারপর বিলাল (রা.)-কে আযানের বাক্য দু'বার করে ও ইকামতের বাক্য বেজোড় করে বলার[2] নির্দেশ দেওয়া হয়।

১. প্রাচীনকালে ব্যবহৃত এক প্রকার কাষ্ঠ নির্মিত ঘন্টা যা নাসারারা গির্জায় উপাসনার সময় ঘোষণার কাজে ব্যবহার করত।
২. হানাফী মতাবলম্বীগণ অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে ইকামতের বাক্যগুলোকে দু'বার করে বলে থাকেন।

٥٧٧ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلاَةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِى ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوْقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ اَوَلاَ تَبْعَثُوْنَ رَجُلاً يُنَادِىْ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ ·

৫৭৭ মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)........নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা.) বলতেন যে, মুসলমানগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সালাতের সময় অনুমান করে সমবেত হতেন। এর জন্য কোন ঘোষণা দেওয়া হতো না। একদিন তাঁরা এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। কয়েকজন সাহাবী বললেন, নাসারাদের ন্যায় নাকূস বাজানোর ব্যবস্থা করা হোক। আর কয়েকজন বললেন, ইয়াহূদীদের শিঙ্গার ন্যায় শিঙ্গা ফোকানোর ব্যবস্থা করা হোক। উমর (রা.) বললেন, সালাতের ঘোষণা দেওয়ার জন্য তোমরা কি একজন লোক পাঠাতে পার না ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে বিলাল, উঠ এবং সালাতের জন্য ঘোষণা দাও।

٣٩٤. بَابُ الْاَذَانِ مَثْنٰى مَثْنٰى

৩৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ দু' দু'বার আযানের শব্দ বলা।

٥٧٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلاَلُ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُوْتِرَ الْاِقَامَةَ اِلاَّ الْاِقَامَةَ ·

৫৭৮ সুলাইমান ইব্‌ন হার্‌ব (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা.)-কে আযানের শব্দ দু' দু'বার এবং 'قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ' ব্যতীত ইকামাতের শব্দগুলো বেজোড় করে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

٥٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ نِ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلاَةِ بِشَىْءٍ يَعْرِفُوْنَهُ فَذَكَرُوا اَنْ يُوْرُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوْسًا فَأُمِرَ بِلاَلُ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُوْتِرَ الْاِقَامَةَ ·

৫৭৯ মুহাম্মদ (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলিমগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাঁরা সালাতের সময়ের জন্য এমন কোন সংকেত নির্ধারণ করার প্রস্তাব দিলেন, যার সাহায্যে সালাতের সময় উপস্থিত এ কথা বুঝা যায়। কেউ কেউ বললেন, আগুন জ্বালানো হোক, কিংবা ঘন্টা বাজানো হোক। তখন বিলাল (রা.)-কে আযানের শব্দগুলো দু' দু'বার এবং ইকামতের শব্দগুলো বেজোড় বলার নির্দেশ দেওয়া হলো।

٣٩٥. بَابُ الْاِقَامَةُ وَاحِدَةُ الاَّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ

৩৯৫. অনুচ্ছেদঃ কাদ কামাতিস্—সালাতু ব্যতীত ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলা।

٥٨٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يُّشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُّوْتِرَ الْاِقَامَةَ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ فَذَكَرْتُ لاَيُّوْبَ فَقَالَ اِلاَّ الْاِقَامَةَ ٠

৫৮০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা.)-কে আযানের বাক্যগুলো দু' দু'বার এবং ইকামতের বাক্যগুলো বেজোড় করে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইসমায়ীল (র.) বলেন, আমি এ হাদীস আইয়্যুবের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তবে 'কাদ্‌কামাতিস্ সালাতু' ব্যতীত।

٣٩٦. بَابُ فَضْلُ التَّاذِيْنِ

৩৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের ফযীলত।

٥٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لاَيَسْمَعَ التَّاذِيْنَ فَاذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قَضَى التَّثْوِيْبَ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَيَدْرِى كَمْ صَلّٰى ٠

৫৮১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ণ করে, যাতে সে আযানের শব্দ না শোনে। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে আবার ফিরে আসে। আবার যখন সালাতের জন্য ইকামত বলা হয়, তখন আবার দূরে সরে যায়। ইকামত শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে এসে লোকের মনে কুমন্ত্রণা দেয় এবং বলে এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর, বিস্মৃত বিষয়গুলো সে স্মরণ করিয়ে দেয়। এভাবে লোকটি এমন পর্যায়ে পৌছে যে, সে কয় রাকাআত সালাত আদায় করেছে তা মনে করতে পারে না।

٣٩٧. بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَذِّنْ اَذَانًا سَمْحًا وَاِلاَّ فَاعْتَزِلْنَا

৩৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের স্বর উচ্চ করা। উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) (মুআয্‌যিনকে) বলতেন, স্বাভাবিক কণ্ঠে সাদাসিধাভাবে আযান দাও, নতুবা এ পদ ছেড়ে দাও।

٥٨٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ صَعْصَعَةَ الْاَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّهُ أَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ اِنِّي اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَاِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ اَوْ بَادِيَتِكَ فَاَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَاِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ شَيْءٌ اِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ٠

৫৮২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আনসারী মাযিনী (র.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সায়ীদ খুদ্রী (রা.) তাঁকে বললেন, আমি দেখছি তুমি বক্রী চরানো এবং বন-জঙ্গলকে ভালবাস। তাই তুমি যখন বক্রী নিয়ে থাক, বা বন-জঙ্গলে থাক এরং সালাতের জন্য আযান দাও, তখন উচ্চকণ্ঠে আযান দাও। কেননা, জিন্, ইনসান বা যে কোন বস্তুই যতদূর পর্যন্ত মুয়াযযিনের আওয়ায শুনবে, সে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আবূ সায়ীদ (রা.) বলেন, একথা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে শুনেছি।

٣٩٨. بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالْاَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

৩৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের কারণে রক্তপাত থেকে নিরাপত্তা পাওয়া।

٥٨٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ٠ كَانَ اِذَا غَزَابِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُوْبِنَا حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَاِنْ لَمْ يَسْمَعْ اَذَانًا اَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَخَرَجْنَا اِلٰى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِمْ لَيْلاً فَلَمَّا اَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ اَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ اَبِيْ طَلْحَةَ وَاِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَخَرَجُوا اِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيْهِمْ فَلَمَّا رَاَوُ النَّبِيَّ ﷺ ٠ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ قَالَ فَلَمَّا رَاٰهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ٠

৫৮৩ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখনই আমাদের নিয়ে কোন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করতেন না বরং লক্ষ্য রাখতেন, যদি তিনি তখনি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন, তাহলে অভিযান চালাতেন। আনাস (রা.) বলেন, আমরা খায়বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং রাতের বেলায় তাদের সেখানে পৌঁছলাম। যখন প্রভাত হল এবং তিনি আযান শুনতে পেলেন না; তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওয়ার হলেন। আমি আবূ তালহা (রা.)-এর পিছনে সাওয়ার হলাম। আমার পা, নবী ﷺ-এর কদম মুবারকের সাথে লেগে

যাচ্ছিল। আনাস (রা.) বলেন, তারা তাদের থলে ও কোদাল নিয়ে বেরিয়ে আমাদের দিকে আসল। হঠাৎ তারা যখন নবী ﷺ -কে দেখতে পেল, তখন বলে উঠল, 'এ যে মুহাম্মদ, আল্লাহ্র শপথ! মুহাম্মদ তাঁর পঞ্চ বাহিনী সহ!' আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের দেখে বলে উঠলেন ঃ 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোন কাওমের আঙ্গিনায় অবতরণ করি, তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ !'

٣٩٩. بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا سَمِعَ الْمُنَادِيْ

৩৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুআয্‌যিনের আযান শুনলে যা বলতে হয়।

٥٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ .

৫৮৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).......আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন মুআয্‌যিন যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বলবে।

٥٨٥ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِبْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِيْسَى بْنُ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ اِلٰى قَوْلِهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ .

৫৮৫ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র.).......ঈসা ইব্‌ন তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি মু'আবিয়া (রা.)-কে (আযানের জবাব দিতে) শুনেছেন যে, তিনি 'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্' পর্যন্ত মুআয্‌যিনের অনুরূপ বলেছেন।

٥٨٦ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى نَحْوَهُ قَالَ يَحْيٰى وَحَدَّثَنِيْ بَعْضُ اِخْوَانِنَا اَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ، وَقَالَ هٰكَذَ سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ يَقُوْلُ .

৫৮৬ ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই (র.).......ইয়াহ্‌ইয়া (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইয়াহ্‌ইয়া (র.) বলেছেন, আমার কোন ভাই আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মুআয্‌যিন যখন 'حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ' বলল, তখন তিনি (মু'আবিয়া (রা.) 'لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ' বললেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের নবী ﷺ -কে আমরা এরূপ বলতে শুনেছি।

٤٠٠. بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ

৪০০. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের দু'আ।

٥٨٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا نِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৫৮৭ আলী ইব্‌ন আইয়্যাশ (র.)........জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে দু'আ করে ঃ 'হে আল্লাহ্-এ পরিপূর্ণ আহবান ও সালাতের প্রতিষ্ঠিত মালিক, মুহাম্মাদ ﷺ -কে ওয়াসীলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সে মাকামে মাহমূদে পৌঁছিয়ে দিন যার অঙ্গিকার আপনি করেছেন'– কিয়ামতের দিন সে আমার শাফা'আত লাভের অধিকারী হবে।

٤٠١. بَابُ الْاِسْتِهَامِ فِى الْاَذَانِ وَيُذْكَرُ اَنَّ اَقْوَامًا اِخْتَلَفُوْا فِى الْاَذَانِ فَاَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ

৪০১. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের ব্যাপারে কুরআহর মাধ্যমে নির্বাচন।উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদল লোক আযান দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করল।সা'দ (রা.) তাঁদের মধ্যে কুরআহর মাধ্যমে নির্বাচন করলেন।

٥٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْيَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا .

৫৮৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আযানে ও প্রথম কাতারে কী (ফযীলত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, কুরআহর মাধ্যমে নির্বাচন ব্যতীত এ সুযোগ লাভ করা যদি সম্ভব না হত, তাহলে অবশ্যই তারা কুরআহর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিত। যুহরের সালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে কী (ফযীলত) রয়েছে, যদি তারা জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর ইশা ও ফজরের সালাত (জামা'আতে) আদায়ের কী ফযীলত তা যদি তারা জানত, তাহলে নিঃসন্দেহে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হত।

٤٠٢. بَابُ الْكَلَامِ فِى الْاَذَانِ وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِىْ اَذَانِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ اَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ اَوْ يُقِيْمُ

৪০২. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের মধ্যে কথা বলা।সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (র.) আযানের মধ্যে কথা বলেছেন। হাসান বসরী (র.) বলেন, আযান বা ইকামত দেওয়ার সময় হেঁসে ফেললে কোন দোষ নেই।

৫৮৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدْغٍ فَلَمَّ ابْلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَ هٰذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ.

৫৮৯ মুসাদ্দাদ (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার বর্ষণ সিক্ত দিনে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। এ দিকে মুআয্‌যিন আযান দিতে গিয়ে যখন 'حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ'-এ পৌছল, তখন তিনি তাকে এ ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন যে, 'লোকেরা যেন আবাসে সালাত আদায় করে নেয়।' এতে লোকেরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বললেন, তাঁর চাইতে যিনি অধিক উত্তম ছিলেন (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তিনিই এরূপ করেছেন। অবশ্য জুমু'আর সালাত ওয়াজিব। (তবে ওযরের কারণে নিজ আবাসে সালাত আদায় করার অনুমতি রয়েছে)।

٤٠٣. بَابُ أَذَانِ الْأَعْمٰى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

৪০৩. অনুচ্ছেদ ঃ সময় বলে দেওয়ার লোক থাকলে অন্ধ ব্যক্তি আযান দিতে পারে।

৫৯০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمٰى لَا يُنَادِي حَتّٰى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ .

৫৯০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিলাল (রা.) রাত থাকতেই আযান দেন। কাজেই ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা.) আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা (সাহ্‌রীর) পানাহার করতে পার। আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা.) ছিলেন অন্ধ। যতক্ষণ না তাঁকে বলে দেওয়া হত যে, 'ভোর হয়েছে, ভোর হয়েছে'– ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।

٤٠٤. بَابُ الْأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

৪০৪. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দেওয়া।

৫৯১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ .

৫৯১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুআয্‌যিন সুব্‌হে সাদিকের প্রতীক্ষায় থাকত (ও আযান দিত) এবং ভোর স্পষ্ট হতো– জামা'আত দাঁড়ানোর আগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংক্ষেপে দু' রাকাআত সালাত আদায় করে নিতেন।

٥٩٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ·

৫৯২ আবূ নু'আইম (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের আযান ও ইকামতের মাঝে দু' রাকআত সালাত সংক্ষেপে আদায় করতেন।

٥٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلَالاً يُنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ·

৫৯৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিলাল (রা.) রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকেন। কাজেই তোমরা (সাহ্‌রী) পানাহার করতে থাক; যতক্ষণ না ইব্‌ন উম্মে মাক্‌তূম (রা.) আযান দেন।

٤٠٥. بَابُ الْاَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

৪০৫. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দেওয়া।

٥٩٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ أَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَاِنَّهُ يُؤَذِّنُ اَوْ يُنَادِىْ بِلَيْلٍ لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ اَنْ يَقُوْلَ الْفَجْرُ اَوِ الصُّبْحُ وَقَالَ بِاَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا اِلٰى فَوْقٍ وَطَأْطَأَ اِلٰى اَسْفَلَ حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ اِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْاُخْرٰى ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ ·

৫৯৪ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরাশাদ করেছেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহ্‌রী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা, সে রাত থাকতে আযান দেয়– যেন তোমাদের মধ্যে যারা তাহাজ্জুদের সালাতে রত তারা ফিরে যায় আর যারা ঘুমন্ত, তাঁদেরকে জাগিয়ে দেয়। তারপর তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ ফজর বা সুবহে সাদিক বলা যায় না, যখন এরূপ হয়–তিনি একবার আঙ্গুল উপরের দিকে উঠিয়ে নীচের দিকে নামিয়ে ইশারা করলেন, যতক্ষণ না এরূপ হয়ে যায়। বর্ণনাকারী যুহাইর (র.) তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলদ্বয় একটি অপরটির উপর রাখার পর তাঁর ডানে ও বামে প্রসারিত করে দেখালেন।[১]

১. অর্থাৎ আলোর রেখা নীচ থেকে উপরের দিকে লম্বালম্বিভাবে যখন প্রসারিত হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে ফজরের ওয়াক্ত হয় না। ইহাকে 'সুবহে কাযিব' বলা হয়। কাজেই এ রেখা দেখে 'সুবহে সাদিক' হয়ে গেছে বলে যেন কেউ মনে না করে। তবে যখন পূর্বাকাশে আলোর রেখা উত্তর–দক্ষিণে বিস্তৃত হয়, তখনই প্রকৃতপক্ষে সুবহে সাদিক।

৫৯৫ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو اُسَامَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَدَّثَنِي يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ‏.‏

৫৯৫ ইসহাক ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র.)........আয়িশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা.) রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকেন। কাজেই, ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা.) যতক্ষণ আযান না দেয়, ততক্ষণ তোমরা (সাহরী) পানাহার করতে পার।

٤٠٦. بَابُ كَمْ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

৪০৬. অনুচ্ছেদ ঃ আযান ইকামতের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু।

৫৯৬ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ثَلاَثًا لِمَنْ شَاءَ ‏.‏

৫৯৬ ইসহাক ওয়াসিতী (র.).........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যে সালাত রয়েছে। একথা তিনি তিনবার বলেন, (তারপর বলেন) যে চায় তার জন্য।

৫৯৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْاَنْصَارِيَّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ اِذَا اَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَ حَتّٰى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذٰلِكَ يُصَلُّوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ شَيْءٌ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَاَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اِلاَّ قَلِيْلٌ ‏.‏

৫৯৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআয্‌যিন যখন আযান দিত, তখন নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজন নবী ﷺ-এর বের হওয়া পর্যন্ত (মসজিদের) স্তম্ভের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন এবং এ অবস্থায় মাগরিবের আগে দু' রাকাআত সালাত আদায় করতেন। অথচ মাগরিবের আযান ও ইকামতের মধ্যে কিছু (সময়) থাকত না। উসমান ইব্‌ন জাবালা ও আবূ দাউদ (র.) শু'বা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ দু'য়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান খুবই সামান্য হত।

٤٠٧. بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الْاِقَامَةَ

৪০৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের জন্য অপেক্ষা করা।

৫৯৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُوْلَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بَعْدَ اَنْ يَسْتَبِيْنَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْاِقَامَةِ .

৫৯৮ আবুল ইয়ামান (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুআয্‌যিন ফজরের সালাতের প্রথম আযান শেষ করতেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সুবহে সাদিকের পর ফজরের সালাতের আগে দু' রাকাআত সালাত সংক্ষেপে আদায় করতেন, তারপর ডান কাতে শুয়ে পড়তেন এবং ইকামতের জন্য মুআয্‌যিন তাঁর কাছে না আসা পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন।

٤٠٨. بَابٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ

৪০৮. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ইচ্ছা করলে আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করতে পারেন।

৫৯৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ .

৫৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করা যায়। প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করা যায়। তৃতীয়বার একথা বলার পর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে।

٤٠٩. بَابُ مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

৪০৯. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে এক মুয়ায্‌যিন যেন আযান দেয়।

৬০০ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِيْ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَلَمَّا رَاٰى شَوْقَنَا اِلَى أَهَالِيْنَا قَالَ ارْجِعُوْا فَكُوْنُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَصَلُّوا ، فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

৬০০ মু'আল্লা ইব্‌ন আসাদ (র.)........মালিক ইব্‌ন হুয়াইরিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার গোত্রের কয়েকজন লোকের সংগে নবী ﷺ-এর কাছে এলাম এবং আমরা তাঁর নিকট বিশ রাত

অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও বন্ধু বৎসল ছিলেন। তিনি যখন আমাদের মধ্যে নিজ পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন ঃ তোমরা পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস কর, আর তাদের দীন শিক্ষা দিবে এবং সালাত আদায় করবে। যখন সালাতের সময় উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে ইমামতি করবে।

٤١٠. بَابُ الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْإِقَامَةِ وَكَذَالِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ وَقَوْلُ الْمُؤَذِّنِ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيْرَةِ

৪১০. অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরদের জামা'আত হলে আযান ও ইকামত দেওয়া; আরাফা ও মুয্‌ —দালিফার হুকুমও অনুরূপ এবং প্রচণ্ড শীতের রাতে ও বৃষ্টির সময় মুআয্‌যিনের এ মর্মে ঘোষণা করা যে, "আবাস স্থলেই সালাত"।

٦٠١ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُوْلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ·

৬০১ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)........আবূ যার্র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ-এর সংগে ছিলাম। মুআয্‌যিন আযান দিতে চাইলে তিনি বললেন ঃ ঠান্ডা হতে দাও। কিছুক্ষণ পর মুআয্‌যিন আবার আযান দিতে চাইলে তিনি বললেন, ঠান্ডা হতে দাও। তারপর সে আবার আযান দিতে চাইলে তিনি আবার বললেন, ঠান্ডা হতে দাও। এভাবে বিলম্ব করতে করতে টিলাগুলোর ছায়া তার সমান হয়ে গেল। পরে নবী ﷺ বললেন ঃ উত্তাপের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের ফল।

٦٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ نِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ يُرِيْدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ·

৬০২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)........মালিক ইব্‌ন হুওয়ায়রিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু' জন লোক সফরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করার জন্য নবী ﷺ এর কাছে এল। নবী ﷺ তাদের বললেন ঃ তোমরা উভয়ে যখন সফরে বেরুবে (সালাতের সময় হলে) তখন আযান দিবে, এরপর ইকামত দিবে এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামতি করবে।

٦٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ

قَالَ اَتَيْنَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَلَمَّا ظَنَّ اَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا اَهْلَنَا اَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَاَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَاَخْبَرْنَاهُ ، قَالَ ارْجِعُوا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَذَكَرَ اَشْيَاءَ اَحْفَظُهَا اَوْ لاَ اَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ .

৬০৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র.)......মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সমবয়সী একদল যুবক নবী ﷺ-এর কাছে হাযির হলাম। বিশ দিন ও বিশ রাত আমরা তাঁর নিকট অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যেতে চাই বা ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছি। তখন তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা আমাদের পিছনে কাদের রেখে এসেছি। আমরা তাঁকে জানালাম। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস কর। আর তাদের (দীন) শিক্ষা দাও, এবং (সৎ কাজের) নির্দেশ দাও। (বর্ণনাকারী বলেন) মালিক (রা.) আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন যা আমার মনে আছে বা মনে নেই। তারপর নবী ﷺ বলেছিলেন ঃ তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সালাত আদায় করবে। সালাতের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের একজন যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে যেন তোমাদের ইমামতি করে।

٦٠٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ قَالَ اَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانٍ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِىْ رِحَالِكُمْ فَاَخْبَرَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُوْلُ عَلٰى اِثْرِهِ اَلاَ صَلُّوا فِى الرِّحَالِ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ اَوِ الْمَطِيْرَةِ فِى السَّفَرِ .

৬০৪ মুসাদ্দাদ (র.).......নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রচন্ড এক শীতের রাতে ইব্‌ন উমর (রা.) যাজনান নামক স্থানে আযান দিলেন। এরপর তিনি ঘোষণা করলেন ঃ তোমরা আবাস স্থলেই সালাত আদায় করে নাও। পরে তিনি আমাদের জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরের অবস্থায় বৃষ্টি অথবা প্রচন্ড শীতের রাতে মুআয্‌যিনকে আযান দিতে বললেন এবং সাথে সাথে একথাও ঘোষণা করতে বললেন যে, তোমরা আবাসে সালাত আদায় করে নাও।

٦٠٥ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالْاَبْطَحِ فَجَاءَهُ بِلاَلٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلاَلٌ بِالْعَنَزَةِ حَتّٰى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْاَبْطَحِ وَاَقَامَ الصَّلاَةَ .

৬০৫ ইসহাক (র.).......আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে

আবতাহ্ নামক স্থানে দেখলাম, বিলাল (রা.) তাঁর নিকট আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাতের খবর দিলেন। তারপর বিলাল (রা.) একটি বর্শা নিয়ে বেরুলেন। অবশেষে আবতাহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে তা পুতে দিলেন, এরপর সালাতের ইকামত দিলেন।

٤١١. بَابُ هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الْأَذَانِ وَيُذْكَرُ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ وَقَالَ عَطَاءٌ الْوُضُوْءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلٰى كُلِّ أَحْيَانِهِ

৪১১. অনুচ্ছেদ ঃ মুআয্যিন কি আযানের সময় ডানে বামে মুখ ফিরাবেন এবং এদিক সেদিক তাকাতে পারবেন ? বিলাল (রা.) থেকে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি আযানের সময় দু' কানে দু'টি আঙ্গুল রাখতেন। তবে ইব্ন উমর (রা.) দু' কানে আঙ্গুল রাখতেন না। ইব্রাহীম (র.) বলেন, বিনা উযূতে আযান কোন দোষ নেই। আতা (র.) বলেন, (আযানের জন্য) উযূ জরুরী এবং সুন্নাত। আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বক্ষণ আল্লাহ্র যিক্র করতেন।

٦٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا بِالْأَذَانِ ٠

৬০৬ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.)......আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বিলাল (রা.)-কে আযান দিতে দেখেছেন। (এরপর তিনি বলেন) তাই আমি তাঁর (বিলালের) ন্যায় আযানের মাঝে মুখ এদিক সেদিক (ডানে-বামে) ফিরাই।

٤١٢. بَابُ : قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلٰوةُ وَكَرِهَ ابْنُ سِيْرِيْنَ أَنْ يَقُوْلَ فَاتَتْنَا الصَّلٰوةُ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَمْ نُدْرِكْ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ

৪১২. অনুচ্ছেদ ঃ 'আমাদের সালাত ফাওত হয়ে গেছে' কারো এরূপ বলা। ইব্ন সীরীন (র.)—এর মতে 'আমাদের সালাত ফাওত হয়ে গেছে বলা' অপসন্দনীয়। বরং 'আমরা সালাত পাইনি' এরূপ বলা উচিত। তবে এ ব্যাপারে নবী ﷺ যা বলেছেন তাই সঠিক।

٦٠٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ

فَلاَ تَفْعَلُوا اِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوا ٠

৬০৭ আবূ নু'আইম (র.).......আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ তিনি লোকদের (আগমনের) আওয়ায শুনতে পেলেন। সালাত শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের কি হয়েছিল ? তাঁরা বললেন, আমরা সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করে আসছিলাম। নবী ﷺ বললেন ঃ এরূপ করবে না। যখন সালাতে আসবে ধীরস্থিরভাবে আসবে (ইমামের সাথে) যতটুকু পাও আদায় করবে, আর যতটুকু ফাওত হয়ে যায় তা (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পূরা করে নিবে।

٤١٣ . بَابُ لاَيَسْعٰى اِلَى الصَّلاَةِ وَلْيَأْتِ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَقَالَ مَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوا قَالَهُ اَبُوْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ٠

৪১৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের (জামা'আত) দিকে দৌড়ে আসবে না, বরং শান্তি ও ধীরস্থিরভাবে আসবে। তিনি বলেন, তোমরা ইমামের সঙ্গে যতটুকু সালাত পাও তা আদায় করবে, আর তোমাদের যা ছুটে যায় তা (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পূরা করে নিবে। আবূ কাতাদা (রা.) নবী ﷺ থেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন।

٦٠٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَامْشُوا اِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوا فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوا ٠

৬০৮ আদম (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে, তখন সালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত ধীরস্থিরতা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর ছুটে যায় তা পূরা করে নিবে।

٤١٤ . بَابُ مَتٰى يَقُوْمُ النَّاسُ اِذَا رَاَوُا الْاِمَامَ عِنْدَ الْاِقَامَةِ

৪১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের সময় ইমামকে দেখলে লোকেরা কখন দাঁড়াবে।

٦٠٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ كَتَبَ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوا حَتّٰى تَرَوْنِيْ ٠

৬০৯ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).........আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সালাতের ইকামত হলে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না।

٤١٥. بَابُ لاَ يَسْعٰى اِلَى الصَّلاَةِ مُسْتَعْجِلاً وَلْيَقُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ

৪১৫. অনুচ্ছেদ ঃ তাড়াহুড়া করে সালাতের দিকে দৌড়াতে নেই বরং শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াবে।

٦١٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوا حَتّٰى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ٠

৬১০ আবূ নু'আইম (র.).......আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সালাতের ইকামত হলে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। ধীরস্থিরতার প্রতি লক্ষ্য রাখা তোমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক। আলী ইব্‌ন মুবারক (র.) হাদীস বর্ণনায় শায়বান (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٤١٦. بَابُ : هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

৪১৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কারণে মসজিদ থেকে বের হওয়া যায় কি ?

٦١١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ وَقَدْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوْفُ حَتّٰى اِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ اِنْتَظَرْنَا اَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ قَالَ عَلٰى مَكَانِكُمْ فَمَكَثْنَا عَلٰى هَيْئَتِنَا خَرَجَ اِلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً وَقَدْ اِغْتَسَلَ ٠

৬১১ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপন হুজরা থেকে সালাতের জন্য তাশরীফ নিয়ে আসলেন। এদিকে সালাতের ইকামত দেওয়া হয়েছে এবং কাতার সোজা করে নেওয়া হয়েছে, এমন কি তিনি মুসাল্লায় দাঁড়ালেন, আমরা তাক্‌বীরের অপেক্ষা করছি, এমন সময় তিনি ফিরে গেলেন এবং বলে গেলেন তোমরা নিজ নিজ স্থলে অপেক্ষা কর। আমরা নিজ নিজ অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তাঁর মাথা মুবারক থেকে পানি টপকে পড়ছিল এবং তিনি গোসল করে এসেছিলেন।

٤١٧. بَابُ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ مَكَانَكُمْ حَتّٰى اَرْجِعَ انْتَظَرُوْهُ

৪১৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম যদি বলেন, আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর, তাহলে মুক্তাদীগণ তার জন্য অপেক্ষা করবে।

٦١٢ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوْفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ قَالَ عَلٰى مَكَانِكُمْ فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلّٰى بِهِمْ ·

৬১২ ইসহাক (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) সালাতের ইকামত দেওয়া হয়ে গেছে, লোকেরা তাদের কাতার সোজা করে নিয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে আসলেন এবং সামনে এগিয়ে গেলেন, তখন তাঁর উপর গোসল ফরয ছিল। তিনি বললেন ঃ তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অপেক্ষা কর। এরপর তিনি ফিরে গেলেন এবং গোসল করলেন, তারপর ফিরে আসলেন, তখন তাঁর মাথা মুবারক থেকে পানি টপ্‌টপ্ করে পড়ছিল। এরপর সবাইকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

٤١٨. بَابُ قَوْلُ الرَّجُلِ مَا صَلَّيْنَا

৪১৮. অনুচ্ছেদ ঃ 'আমরা সালাত আদায় করিনি' কারোও এরূপ বলা।

٦١٣ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ اَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَاءَهُ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَاكِدْتُ اَنْ اُصَلِّىَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ وَذَالِكَ بَعْدَ مَا اَفْطَرَ الصَّائِمُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاللّٰهِ مَاصَلَّيْتُهَا فَنَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى بُطْحَانَ وَاَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلّٰى يَعْنِى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ ·

৬১৩ আবূ নু'আইম (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! আমি সালাত আদায় করতে পারিনি, এমন কি সূর্য ডুবতে লাগল, (জাবির (রা.) বলেন,) যখন কথা হচ্ছিল তখন এমন সময়, যে সাওম পালনকারী ইফ্‌তার করে ফেলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমিও সে সালাত আদায় করিনি। তারপর নবী ﷺ 'বুতহান' নামক উপত্যকায় গেলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সেখানে তিনি উযূ করলেন এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে তিনি (প্রথমে) আসরের সালাত আদায় করলেন, এরপর তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

٤١٩. بَابُ الْاِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْاِقَامَةِ

৪১৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের পর ইমামের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে।

٦١٤ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِىُّ ﷺ يُنَاجِىْ رَجُلاً فِىْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ حَتّٰى نَامَ الْقَوْمُ ·

৬১৪ আবূ মা'মার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের ইকামত হয়ে গেছে তখনও নবী ﷺ মসজিদের এক পাশে এক ব্যক্তির সাথে একান্তে কথা বলছিলেন, অবশেষে যখন লোকদের ঘুম আসছিল তখন তিনি সালাতে দাঁড়ালেন।

٤٢٠. بَابُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

৪২০. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের ইকামত হয়ে গেলে কথা বলা।

٦١٥ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ ابْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ جَمَاعَةٍ شَفَقَةً عَلَيْهِ لَمْ يُطِعْهَا ·

৬১৫ আইয়্যাশ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র.).......হুমাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের ইকামত হয়ে যাওয়ার পর কোন ব্যক্তির কথা বলা সম্পর্কে আমি সাবিত বুনানীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস শুনালেন। তিনি বলেন, সালাতের ইকামত দেওয়া হয় এমন সময় এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এলো এবং সালাতের ইকামতের পর তাঁকে ব্যস্ত রাখল। আর হাসান বাসরী (র.) বলেন, কোন মা যদি তার সন্তানের প্রতি স্নেহবশত ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করতে নিষেধ করে, তবে এ ব্যাপারে সন্তান তার মায়ের আনুগত্য করবে না।

٤٢١. بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا

৪২১. অনুচ্ছেদ ঃ জামা'আতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। হাসান বাসরী (র.) বলেন, কোন মা যদি তার সন্তানের প্রতি স্নেহবশত ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করতে নিষেধ করেন, ত'বে এ ব্যাপারে সন্তান তার মায়ের আনুগত্য করবে না।

٦١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ ·

৬১৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! আমার ইচ্ছা হয় , জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দেই, তারপর সালাত কায়েমের নির্দেশ দেই, এরপর সালাতের আযান দেওয়া হোক,

তারপর এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দেই। এরপর আমি লোকদের কাছে যাই এবং তাদের (যারা সালাতে শামিল হয় নাই) ঘর জ্বালিয়ে দেই। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! যদি তাদের কেউ জানত যে, একটি গোশ্‌তহীন মোটা হাঁড় বা ছাগলের ভাল দু'টি পা পাবে তাহলে অবশ্যই সে ইশার জামা'আতেও হাযির হত।

٤٢٢. بَابُ فَضْلُ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَكَانَ الاَسْوَدُ اِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ اِلَى مَسْجِدٍ اٰخَرَ، وَجَاءَ اَنَسٌ اِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيْهِ فَاَذَّنَ وَاَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً

৪২২. অনুচ্ছেদ ঃ জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত। জামা'আত না পেলে আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা.) অন্য মসজিদে চলে যেতেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) এমন এক মসজিদে গেলেন যেখানে ইকামত দিয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করলেন।

٦١٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ·

৬১৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জামা'আতে সালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত সালাতের থেকে সাতাশ' গুন বেশী।

٦١٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِى بَيْتِهِ وَفِىْ سُوْقِهِ وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذَالِكَ اَنَّهُ اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ اِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً اِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ ، فَاِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَادَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ، وَلاَ يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ ·

৬১৮ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামা'আতের সাথে সালাতের সাওয়াব, তার নিজের ঘরে বাজারে আদায়কৃত সালাতের সাওয়াব দ্বিগুন করে পঁচিশ গুন বাড়িয়ে দেয়া হয়।[১] এর কারণ এই যে, সে যখন উত্তমরূপে উযূ করল, তারপর একমাত্র সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে রওয়ানা করল তখন তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্তবা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করা হয়। সালাত আদায়ের পর সে

১. এ হাদীসে শুধু পঁচিশ গুন বৃদ্ধি হওয়াই বলা হয়নি, বরং দ্বিগুন করে পঁচিশ গুন বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

যতক্ষণ নিজ সালাতের স্থানে থাকে, ফিরিশ্‌তাগণ তার জন্য এ বলে দু'আ করতে থাকেন—"হে আল্লাহ্! আপনি তার উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।" আর তোমাদের কেউ যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতে রত বলে গণ্য হয়।

٤٢٣. بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ فِى جَمَاعَةٍ

৪২৩. অনুচ্ছেদ ঃ জামা'আতে ফজরের সালাত আদায়ের ফযীলত।

٦١٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمِيْعِ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ : إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا، قَالَ شُعَيْبٌ وَحَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَفْضُلُهَا بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

৬১৯ আবুল ইয়ামান (র.).........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, জামা'আতের সালাত তোমাদের কারো একাকী সালাত থেকে পঁচিশ গুন বেশী মর্তবা রাখে। আর ফজরের সালাতে রাতের ও দিনের ফিরিশ্‌তারা সম্মিলিত হয়। তারপর আবূ হুরায়রা (রা.) বলতেন, তোমরা চাইলে (এর প্রমাণ স্বরূপ)-' إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا - ফজরের সালাতে উপস্থিত হয় (ফিরিশ্‌তাগণ)। এ আয়াত পাঠ কর। শু'আইব (র.) বলেন, আমাকে নাফি' (র.) আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, জামা'আতের সালাত একাকী সালাত থেকে সাতাশ গুন বেশী মর্তবা রাখে।

٦٢٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا إِلاَّ أَنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ جَمِيْعًا .

৬২০ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র.).........উম্মে দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবূ দারদা (রা.) রাগান্বিত অবস্থায় আমার নিকট আসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিসে তোমাকে রাগান্বিত করেছে ? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম মুহাম্মদ ﷺ উম্মাতের মধ্যে জামা'আতে সালাত আদায় করা ব্যতীত তাঁর তরীকার আর কিছুই দেখছি না। (এখন এতেও ত্রুটি দেখছি)

٦٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ

مُوْسٰى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَعْظَمُ النَّاسِ اَجْرًا فِى الصَّلَاةِ اَبْعَدُهُمْ فَاَبْعَدُهُمْ مَمْشًى ، وَالَّذِىْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ اَعْظَمُ اَجْرًا مِنَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَنَامُ ‏.

৬২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র.).........আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ (মসজিদ থেকে) যে যত বেশী দূরত্ব অতিক্রম করে সালাতে আসে, তার ততবেশী সাওয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার সাওয়াব সে ব্যক্তির চাইতে বেশী, যে একাকী সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে।

٤٢٤. بَابُ فَضْلِ التَّهْجِيْرِ اِلَى الظُّهْرِ

৪২৪. অনুচ্ছেদ ঃ আউয়াল ওয়াক্তে যুহরের সালাতে যাওয়ার ফযীলত।

٦٢٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوْا لَاسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ‏.

৬২২ কুতাইবা (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তায় একটি কাটাযুক্ত ডাল দেখে তা সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ্ তা'আলা তার এ কাজ সাদরে কবুল করে তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ শহীদ পাঁচ প্রকার – ১. প্লেগে মৃত ব্যক্তি ২. কলেরায় মৃত ব্যক্তি ৩. নিমজ্জিত ব্যক্তি ৪. চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং ৫. আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদে) শহীদ। তিনি আরও বলেছেন ঃ মানুষ যদি আযান দেওয়া, প্রথম কাতারে সালাত আদায় করার কী ফযীলত তা জানত, কুরআহ্‌র মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া সে সুযোগ না পেত, তাহলে কুরআহ্‌র মাধ্যমে হলেও তারা সে সুযোগ গ্রহণ করত। আর আউয়াল ওয়াক্ত (যুহরের সালাতে যাওয়ার) কী ফযীলত তা যদি মানুষ জানত, তাহলে এর জন্য তারা অবশ্যই সর্বাগ্রে যেত। আর ইশা ও ফজরের সালাত (জামা'আতে) আদায়ে কী ফযীলত, তা যদি তারা জানত তা হলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা (জামা'আতে) উপস্থিত হতো।

٤٢٥. بَابُ اِحْتِسَابِ الْاٰثَارِ

৪২৫. অনুচ্ছেদ ঃ (মসজিদে গমনে) প্রতি কদমে সাওয়াবের আশা রাখা।

৬২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَابَنِيْ سَلِمَةَ اَلاَ تَحْتَسِبُوْنَ اٰثَارَكُمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ حَدَّثَنِي اَنَسٌ اَنَّ بَنِيْ سَلِمَةَ اَرَادُوْا اَنْ يَتَحَوَّلُوْا عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَيَنْزِلُوْا قَرِيْبًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُعْرُوْا فَقَالَ اَلاَ تَحْتَسِبُوْنَ اٰثَارَكُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ خُطَاهُمْ اٰثَارُهُمْ اَنْ يُمْشٰى فِي الْاَرْضِ بِاَرْجُلِهِمْ ٠

৬২৩ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাওশাব (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে বনী সালিমা! তোমরা কি (স্বীয় আবাস স্থল থেকে মসজিদে আসার পথে) তোমাদের পদচিহ্নগুলোর সাওয়াব কামনা কর না ? ইব্ন মারইয়াম (র.) আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, বনী সালিমা গোত্রের লোকেরা নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বসতি স্থাপন করতে চেয়েছিল। আনাস (রা.) বলেন, কিন্তু মদীনার কোন এলাকা একেবারে শূন্য হওয়াটা নবী ﷺ পসন্দ করেন নাই। তাই তিনি বললেন ঃ তোমরা কি (মসজিদে আসা যাওয়ায়) তোমাদের পদচিহ্নগুলোর সাওয়াব কামনা কর না ? কুরআনে উল্লেখিত ' اٰثَارٌ ' শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মুজাহিদ (র.) বলেন, ' اٰثَارٌ ' অর্থ পদক্ষেপ। অর্থাৎ যমীনে পায়ে চলার চিহ্নসমূহ।

٤٢٦. بَابُ فَضْلِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

৪২৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত।

৬২৪ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ صَلَاةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمَ ، ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ ، ثُمَّ اٰخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ فَاُحَرِّقَ عَلٰى مَنْ لَا يَخْرُجُ اِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ ٠

৬২৪ উমর ইব্ন হাফ্স (র.).........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুনাফিকদের উপর ফজর ও ইশার সালাতের চাইতে অধিক ভারী সালাত আর নেই। এ দু' সালাতের কী ফযীলত, তা যদি তারা জানত, তা হলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হত। (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন) আমি সংকল্প করেছিলাম যে, মুআয্যিনকে ইকামত দিতে বলি এবং কাউকে লোকদের ইমামতি করতে বলি, আর আমি নিজে একটি আগুনের মশাল নিয়ে গিয়ে এরপরও যারা সালাতে আসেনি, তাদের উপর আগুন ধরিয়ে দেই।

٤٢٧. بَابُ اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

৪২৭. অনুচ্ছেদ ঃ দু' ব্যক্তি বা তার বেশী হলেই জামা'আত।

٦٢٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا .

৬২৫ মুসাদ্দাদ (র.)......মালিক ইব্‌ন হুওয়াইরিস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন সালাতের সময় হয়, তখন তোমাদের দু'জনের একজন আযান দিবে এবং ইকামত বলবে। তারপর তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে অধিক বয়স্ক সে ইমামতি করবে।

٤٢٨. بَابُ مَنْ جَلَسَ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ وَفَضْلُ الْمَسَاجِدِ

৪২৮. অনুচ্ছেদ ঃ যিনি সালাতের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকেন, তাঁর এবং মসজিদের ফযীলত।

٦٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلٰى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِى مُصَلاَّهُ مَالَمْ يُحْدِثْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ لاَ يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَادَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ لاَيَمْنَعُهُ اَنْ يَنْقَلِبَ اِلَى اَهْلِهِ اِلاَّ الصَّلاَةُ .

৬২৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যতক্ষণ তার সালাতের স্থানে থাকে তার উযূ ভংগ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফিরিশ্‌তাগণ এ বলে দু'আ করেন যে, ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি তাকে মাফ করে দিন, ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি তার উপর রহম করুন। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির সালাতই তাকে বাড়ী ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে, সে সালাতে রত আছে বলে গণ্য হবে।

٦٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ : اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَاَ فِى عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّى اَخَافُ اللّٰهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتّٰى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ .

৬২৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে দিন আল্লাহ্‌র (রহমতের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা

তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার রবের ইবাদতের মধ্যে, ৩. সে ব্যক্তি যার কলব মসজিদের সাথে লাগা রয়েছে, ৪. সে দু' ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহ্র ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্লাহ্র জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহ্র জন্য, ৫. সে ব্যক্তি যাকে কোন উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহবান জানায়, কিন্তু সে এ বলে তা প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্লাহ্কে ভয় করি', ৬. সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না, ৭. সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্র যিক্র করে, ফলে তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়।

٦٢٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ هَلِ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا فَقَالَ نَعَمْ اَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ اِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوْا وَلَمْ تَزَالُوْا فِيْ صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوْهَا قَالَ فَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ ٠

৬২৮ কুতাইবা (র.)........হুমাইদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি আংটি ব্যবহার করতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক রাতে তিনি ইশার সালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্বে আদায় করলেন। সালাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ ফিরায়ে বললেন, লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ সালাতের জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ সালাতে রত ছিলে বলে গণ্য করা হয়েছে। আনাস (রা.) বলেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটির চমক দেখতে পাচ্ছিলাম।

٤٢٩. بَابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

৪২৯. অনুচ্ছেদ ঃ সকাল–বিকাল মসজিদে যাওয়ার ফযীলত।

٦٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ ٠

৬২৯ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল বা বিকালে যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারীর আয়োজন করেন।

٤٣٠. بَابُ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ

৪৩০. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামত হয়ে গেলে ফরয ব্যতীত অন্য কোন সালাত নেই।

٦٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ ابْنَ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بْنُ بُحَيْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاثَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ اَرْبَعًا الصُّبْحَ اَرْبَعًا تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ فِيْ مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ وَقَالَ حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا سَعْدٌ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مَالِكٍ .

৬৩০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন বুহাইনা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গেলেন। (অন্য সূত্রে ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আবদুর রাহমান (র.).....হাফস ইব্ন আসিম (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মালিক ইব্ন বুহাইনা নামক আয্দ গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে দু' রাকাআত সালাত আদায় করতে দেখলেন। তখন ইকামত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন, লোকেরা সে লোকটিকে ঘিরে ফেলল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ ফজরের সালাত কি চার রাকাআত ? ফজরের সালাত কি চার রাকাআত ? গুনদার ও মুআয (র.) শু'বা (র.) সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইব্ন ইসহাক (র.) সাদ (র.)-এর মধ্যে সে হাফ্স (র.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুহাইনা (র.) থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। (এ বর্ণনাটিই সঠিক) তবে হাম্মাদ (র.) সাদ (র.)-এর মধ্যে সে হাফ্স (র.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে মালিক ইব্ন বুহাইনা (র.) থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন।

٤٣١. بَابُ حَدِّ الْمَرِيْضِ اَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

৪৩১. অনুচ্ছেদ ঃ কী পরিমাণ রোগ থাকা সত্ত্বেও জামা'আতে শামিল হওয়া উচিত।

٦٣١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ الْاَسْوَدُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيْمَ لَهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأُذِّنَ . فَقَالَ مُرُوْا اَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ اِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَاَعَادَ فَاَعَادُوْا لَهُ فَاَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ . فَخَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ

الْوَجعِ فَارَادَ أَبُوْ بَكْرٍ اَنْ يَتَاَخَّرَ فَأَوْمَأَ اِلَيْــهِ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ أُتِيَ بِــهِ حَتَّى جَلَسَ اِلَى جَنْبِهِ قِيْلَ لِلْاَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِصَلاَتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَةِ أَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْــبَةَ عَنِ الْاَعْــمَشِ بَعْــضَهُ وَزَادَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِيْ بَكْرٍ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ قَائِمًا ٠

৬৩১ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র.)........আসওয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আয়িশা (রা.)-এর কাছে ছিলাম এবং সালাতের পাবন্দী ও উহার তা'যীম সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। আয়িশা (রা.) বললেন, নবী ﷺ যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন সালাতের সময় হলে আযান দেওয়া হল। তখন তিনি বললেন, আবূ বকরকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। তাঁকে বলা হলো যে, আবূ বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের লোক, তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন তখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ . আবার সে কথা বললেন এবং তারাও আবার তা-ই বললেন। তৃতীয়বারও তিনি সে কথা বললেন। তিনি আরো বললেনঃ তোমরা ইউসুফ (আ.)-এর সাথী মহিলাদের মতো। আবূ বকরকেই বল, যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেয়। আবূ বকর (রা.) এগিয়ে গিয়ে সালাত শুরু করলেন। এদিকে নবী ﷺ নিজেকে একটু হাল্‌কাবোধ করলেন। দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে বেরিয়ে এলেন। আয়িশা (রা.) বলেন,) আমার চোখে এখনও স্পষ্ট ভাসছে। অসুস্থতার কারণে তাঁর দু'পা মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। তখন আবূ বকর (রা.) পিছনে সরে আসতে চাইলেন। নবী ﷺ তাকে স্বস্থানে থাকার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটু সামনে আনা হলো, তিনি আবূ বকর (রা.)-এর পাশে বসলেন। আ'মাশকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ তা হলে নবী ﷺ ইমামতি করছিলেন। আর আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুসরণে সালাত আদায় করছিলেন এবং লোকেরা আবূ বকর (রা.)-এর সালাতের অনুকরণ করছিল। আ'মাশ (রা.) মাথার ইশারায় বললেন, হ্যাঁ। আবূ দাঊদ (র.) শু'বা (র.) সূত্রে আ'মাশ (রা.) থেকে হাদীসের কতকাংশ উল্লেখ করেছেন। আবূ মু'আবিয়া (র.) অতিরিক্ত বলেছেন, তিনি আবূ বকর (রা.)-এর বাঁ দিকে বসেছিলেন এবং আবূ বকর (রা.) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন।

٦٣٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْــبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْــمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْــبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ فَأَذِنَّ لَهُ ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْــلاَهُ الْاَرْضَ ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ اٰخَرَ ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِابْــنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِيْ وَهَلْ تَدْرِيْ مَنِ الــرَّجُلُ الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْــتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ ٠

৬৩২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন একেবারে কাতর হয়ে গেলেন এবং তাঁর রোগ বেড়ে গেল, তখন তিনি আমার ঘরে সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাঁর অন্যান্য স্ত্রীগণের কাছে সম্মতি চাইলেন। তাঁরা সম্মতি দিলেন। সে সময় দু' জন লোকের কাঁধে ভর করে (সালাতের জন্য) তিনি বের হলেন, তাঁর দু' পা মাটিতে হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল। তিনি ছিলেন আব্বাস (রা.) ও অপর এক সাহাবীর মাঝখানে। (বর্ণনাকারী) উবাইদুল্লাহ্ (র.) বলেন, আয়িশা (রা.)-এর বর্ণিত এ ঘটনা ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট ব্যক্ত করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান, তিনি কে ছিলেন, যার নাম আয়িশা (রা.) বলেন নি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি ছিলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.)।

٤٣٢. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ اَنْ يُصَلِّيَ فِيْ رَحْلِهِ

৪৩২. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি এবং অন্য কোন ওযরে নিজ আবাসে সালাত আদায়ের অনুমতি।

٦٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ ، ثُمَّ قَالَ اَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُوْلُ اَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ·

৬৩৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).........নাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা.) একবার প্রচন্ড শীত ও বাতাসের রাতে সালাতের আযান দিলেন। তারপর ঘোষণা করলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবাসে সালাত আদায় করে নাও, এরপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রচন্ড শীত ও বৃষ্টির রাত হলে মুআয্‌যিনকে এ কথা বলার নির্দেশ দিতেন - "প্রত্যেকে নিজ নিজ আবাসে সালাত আদায় করে নাও।"

٦٣٤ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ اَعْمٰى وَاَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا تَكُوْنُ الظُّلْمَةُ اَلْيَلُ وَاَنَا رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِي بَيْتِيْ مَكَانًا اَتَّخِذُهُ مُصَلًّى ، فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ فَاَشَارَ اِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ·

৬৩৪ ইসমায়ীল (র.).....মাহমূদ ইব্‌ন রাবী' আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইত্‌বান ইব্‌ন মালিক (রা.) তাঁর নিজ গোত্রের ইমামতি করতেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কখনো কখনো ঘোর অন্ধকার ও বর্ষণ প্রবাহ হয়ে পড়ে। অথচ আমি একজন অন্ধ ব্যক্তি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার ঘরে কোন এক স্থানে সালাত আদায় করুন, যে স্থানটিকে আমার সালাতের স্থান হিসেবে নির্ধারিত করব। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে এলেন

এবং বললেন ঃ আমার সালাত আদায়ের জন্য কোন জায়গাটি তুমি ভাল মনে কর ? তিনি ইশারা করে ঘরের জায়গা দেখিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে সালাত আদায় করলেন।

٤٣٣. بَابُ هَلْ يُصَلِّى الْاِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ ، وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى الْمَطَرِ

৪৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের নিয়েই কি ইমাম সালাত আদায় করবে এবং বৃষ্টির দিনে কি জুমু'আর খুত্‌বা দিবে ?

٦٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ رَدْغٍ فَاَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ قُلْ الصَّلَاةُ فِى الرِّحَالِ ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَكَاَنَّهُمْ اَنْكَرُوا ، فَقَالَ كَاَنَّكُمْ اَنْكَرْتُمْ هٰذَا ، اِنَّ هٰذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّىْ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ اِنَّهَا عَزْمَةٌ وَاِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اُخْرِجَكُمْ وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ كَرِهْتُ اَنْ اُؤَثِّمَكُمْ فَتَجِيْئُوْنَ تَدُوْسُوْنَ الطِّيْنَ اِلَى رُكَبِكُمْ ·

৬৩৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বৃষ্টির দিনে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। মুআয্‌যিন যখন 'حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ' পর্যন্ত পৌছল, তখন তিনি তাকে বললেন, ঘোষণা করে দাও যে, "সালাত যার যার আবাসে।" এ শুনে লোকেরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল– যেন তারা বিষয়টাকে অপসন্দ করল। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন, মনে হয় তোমরা বিষয়টি অপসন্দ করছ। তবে, আমার চেয়ে যিনি উত্তম ছিলেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনিই এরূপ করেছেন। একথা সত্য যে, জুমু'আর সালাত ওয়াজিব। তবে তোমাদের অসুবিধায় ফেলা আমি পসন্দ করি না। হাম্মাদ (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এ সূত্রে এরূপ উল্লেখ আছে, আমি তোমাদের গুনাহর অভিযোগে ফেলতে পসন্দ করি না যে, তোমরা হাঁটু পর্যন্ত কাদা মাড়িয়ে আসবে।

٦٣٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىَّ فَقَالَ جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتّٰى سَالَ السَّقْفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّيْنِ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ فِىْ جَبْهَتِهِ ·

৬৩৬ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)........আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.)-কে (শবে-কাদ্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা) করলাম, তিনি বললেন, এক খন্ড মেঘ এসে এমন-ভাবে বর্ষণ শুরু করল যে, যার ফলে (মসজিদে নববীর) ছাদ দিয়ে পানি পড়া শুরু হল। কেননা, (তখন মসজিদের) ছাদ

ছিল খেজুরের ডালের তৈরী। এমন সময় সালাতের ইকামত দেওয়া হল, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পানি ও কাদার উপর সিজ্‌দা করতে দেখলাম, এমন কি আমি তাঁর কপালেও কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

٦٣٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِيِّ اِنِّيْ لاَ اَسْتَطِيْعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ وَكَانَ رَجُلاً ضَخْمًا فَصَنَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ اِلٰى مَنْزِلِهِ فَبَسَطَ لَهُ حَصِيْرًا وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيْرِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اٰلِ الْجَارُوْدِ لاَنَسٍ اَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحٰى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلاَّهَا اِلاَّ يَوْمَئِذٍ .

৬৩৭ আদম (র.)........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, এক আনসারী (সাহাবী) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন, আমি আপনার সাথে মসজিদে এসে সালাত আদায় করতে অক্ষম। তিনি ছিলেন মোটা। তিনি নবী ﷺ-এর জন্য কিছু খাবার তৈরী করলেন এবং তাঁকে বাড়ীতে দাওয়াত করে নিয়ে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এর জন্য একটি চাটাই পেতে দিলেন এবং চাটাইয়ের এক প্রান্তে কিছু পানি ছিটিয়ে দিলেন। নবী ﷺ সে চাটাইয়ের উপর দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন। জারূদ গোত্রীয় এক ব্যক্তি আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করল, নবী ﷺ কি চাশ্‌তের সালাত আদায় করতেন ? তিনি বললেন, সে দিন ব্যতীত আর কোন দিন তাঁকে তা আদায় করতে দেখিনি।

٤٣٤. بَابُ اِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ ، وَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ اِقْبَالُهُ عَلٰى حَاجَتِهِ حَتّٰى يُقْبِلَ عَلٰى صَلاَتِهِ فَارِغٌ

৪৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ খাবার উপস্থিত, এ সময়ে সালাতের ইকামত হলে। ইব্‌ন উমর (রা.) (সালাতের) আগে রাতের খাবার খেয়ে নিতেন। আবূ দারদা (রা.) বলেন, মানুষের জ্ঞানের পরিচয় হল, প্রথমে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়া, যাতে নিশ্চিতভাবে সালাতে মনোযোগী হতে পারে।

٦٣٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ .

৬৩৮ মুসাদ্দাদ (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন রাতের খাবার উপস্থিত করা হয়, আর সে সময় সালাতের ইকামত হয়ে যায়, তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নাও।

٦٣٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُا بِهِ قَبْلَ اَنْ تُصَلُّوْا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَلاَ تَعْجَلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ .

৬৩৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)........আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিকেলের খাবার পরিবেশন করা হলে মাগরিবের সালাতের আগে তা খেয়ে নিবে খাওয়া রেখে সালাতে তাড়াহুড়া করবে না।

٦٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِىْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِكُمْ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ وَلاَ يَعْجَلْ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوْضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلاَةُ فَلاَ يَاْتِيْهَا حَتّٰى يَفْرُغَ وَاِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الاِمَامِ وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتّٰى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَاِنْ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ قَالَ أَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ وَوَهْبُ مَدِيْنِىٌّ ٠

৬৪০ উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন ইসমায়ীল (র.).......ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারো সামনে রাতের খাবার উপস্থিত করা হয়, অপরদিকে সালাতের ইকামত হয়ে যায়। তখন আগে খাবার খেয়ে নিবে। খাওয়া রেখে সালাতে তাড়াহুড়া করবে না। (নাফি' (র.) বলেন) ইব্ন উমর (রা.)-এর জন্য খাবার পরিবেশন করা হত, সে সময় সালাতের ইকামত দেওয়া হত, তিনি খাবার শেষ না করে সালাতে আসতেন না। অথচ তিনি ইমামের কিরাআত শুনতে পেতেন। যুহাইর (র.)ও ওয়াহ্ব ইব্ন উসমান (র.) মূসা ইব্ন ওক্বা (র.) সূত্রে ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খাবার খেতে থাক, তখন সালাতের ইকামত হয়ে গেলেও খাওয়া শেষ না করে তাড়াহুড়া করবে না। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আমাকে ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র.) এ হাদীসটি ওয়াহ্ব ইব্ন উসমান (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ওয়াহ্ব হলেন মদীনাবাসী।

٤٣٥ . بَابُ اِذَا دُعِىَ الْاِمَامُ اِلَى الصَّلاَةِ وَبِيَدِهِ مَا يَاْكُلُ

৪৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ খাবার হাতে থাকা অবস্থায় ইমামকে সালাতের দিকে আহবান করলে।

٦٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا فَدُعِىَ اِلَى الصَّلاَةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّيْنَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ٠

৬৪১ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)........আমর ইব্ন উমাইয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (বক্রীর) সামনের রানের গোশ্ত কেটে খাচ্ছেন, এমন সময়

তাঁকে সালাতের জন্য ডাকা হল। তিনি তখনই ছুরি রেখে দিয়ে উঠে গেলেন ও সালাত আদায় করলেন, কিন্তু এজন্য নতুন উযূ করেন নি।

٤٣٦. بَابُ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

৪৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ গার্হস্থ্য কর্মে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় ইকামত হলে, সালাতের জন্য বের হওয়া।

٦٤٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مَهْنَةِ اَهْلِهِ، تَعْنِيْ خِدْمَةَ اَهْلِهِ ، فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ ·

৬৪২ আদম (র.).......আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ ঘরে থাকা অবস্থায় কি করতেন ? তিনি বললেন, ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিজনের সহায়তা করতেন। আর সালাতের সময় এলে সালাতে চলে যেতেন।

٤٣٧. بَابُ مَنْ صَلّٰى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيْدُ اِلَّا اَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ وَسُنَّتَهُ

৪৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ যিনি কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –এর সালাত ও তাঁর সুন্নাত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন।

٦٤٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِيْ مَسْجِدِنَا هٰذَا فَقَالَ اِنِّيْ لَاُصَلِّيْ بِكُمْ وَمَا أُرِيْدُ الصَّلَاةَ أُصَلِّيْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فَقُلْتُ لِاَبِيْ قِلَابَةَ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّيْ قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هٰذَا قَالَ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ قَبْلَ اَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى ·

৬৪৩ মূসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).......আবূ কিলাবাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মালিক ইব্ন হুওয়াইরিস (রা.) আমাদের এ মসজিদে এলেন। তিনি বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব, বস্তুত আমার উদ্দেশ্য সালাত আদায় করা নয় বরং নবী ﷺ -কে আমি যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি, তা তোমাদের দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। (আইয়্যূব (র.) বলেন) আমি আবূ কিলাবা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি ভাবে সালাত আদায় করতেন ? তিনি বললেন, আমাদের এই শাইখের মত আর শাইখ প্রথম রাকাআতের সিজ্‌দা শেষ করে যখন মাথা উঠাতেন, তখন দাঁড়াবার আগে একটু বসে নিতেন।

٤٣٨. بَابُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

৪৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ বিজ্ঞ ও মর্যাদাশীল ব্যক্তিই ইমামতির অধিক হক্‌দার।

٦٤٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيْقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مُرِيْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬৪৪ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র.)......আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ক্রমে তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যায়। তখন তিনি বললেন, আবূ বক্‌রকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। আয়িশা (রা.) বললেন, তিনি তো কোমল হৃদয়ের লোক, যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে পারবেন না। নবী ﷺ আবার বললেন, আবূ বাকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আয়িশা (রা.) আবার সে কথা বললেন। তখন তিনি আবার বললেন, আবূ বক্‌রকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। তোমরা ইউসুফের (আ.) সাথী রমণীদেরই মত। তারপর একজন সংবাদদাতা আবূ বক্‌র (রা.)-এর নিকট সংবাদ নিয়ে আসলেন এবং তিনি নবী ﷺ -এর জীবদ্দশায়ই লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

٦٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِيْ مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِيْ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِيْ مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيْبَ مِنْكِ خَيْرًا .

৬৪৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).......উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বললেন, আবূ বকর (রা.)-কে বল সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, আবূ বকর (রা.) যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তাঁর কান্নার দরুন লোকেরা তাঁর কিছুই শুনতে পাবে না। কাজেই উমর (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিন। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি হাফ্‌সা (রা.)-কে বললাম,

তুমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বল যে, আবূ বকর (রা.) আপনার স্থানে দাঁড়ালে কান্নার জন্য লোকেরা কিছুই শুনতে পাবে না। তাই উমর (রা.)-কে লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিন। হাফ্সা (রা.) তাই করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, থাম, তোমরা ইউসুফ (আ.)-এর সাথী-রমণীদের ন্যায়। আবূ বকর (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। হাফ্সা (রা.) তখন আয়িশা (রা.)-কে বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে কখনও কল্যাণকর কিছুই পাইনি।

٦٤٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْاَنْصَارِيُّ وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِيْ وَجَعِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوْفٌ فِي الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ اِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَاَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَهَمَمْنَا اَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَكَصَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجٌ اِلَى الصَّلَاةِ فَاَشَارَ اِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ اَتِمُّوْا صَلَاتَكُمْ وَاَرْخَى السِّتْرَ فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ ٠

৬৪৬ আবূ ইয়ামান (র.)......আনাস ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) যিনি নবী ﷺ -এর অনুসারী, খাদিম এবং সাহাবী ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় আবূ বকর (রা.) সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। অবশেষে যখন সোমবার এল এবং লোকেরা সালাতের জন্য কাতারে দাঁড়াল, তখন নবী ﷺ হুজরা শরীফের পর্দা উঠিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর চেহারা যেন কুরআনে করীমের পৃষ্ঠা (এর ন্যায় ঝলমল করছিল)। তিনি মুচকি হাসলেন। নবী ﷺ-কে দেখতে পেয়ে আমরা খুশীতে প্রায় আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম এবং আবূ বক্র (রা.) কাতারে দাঁড়ানোর জন্য পিছন দিকে সরে আসছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, নবী ﷺ হয়তো সালাতে আসবেন। নবী ﷺ আমাদেরকে ইশারায় বললেন যে, তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ করে নাও। এরপর তিনি পর্দা ফেলে দিলেন। সে দিনই তিনি ইন্তিকাল করেন।

٦٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثًا فَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ اَبُوْ بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ اَعْجَبَ اِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ وَضَحَ لَنَا فَاَوْمَاَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ اَنْ يَتَقَدَّمَ وَاَرْخَى النَّبِيُّ ﷺ الْحِجَابَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتّٰى مَاتَ ٠

৬৪৭ আবূ মা'মার (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (রোগশয্যায় থাকার কারণে) তিন দিন পর্যন্ত নবী ﷺ বাইরে আসেন নি। এ সময় একবার সালাতের ইকামত দেওয়া হল। আবূ বক্র (রা.) ইমামতি করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় নবী ﷺ তাঁর ঘরের পর্দা ধরে উঠালেন।

নবী ﷺ-এর চেহারা যখন আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পেল, তাঁর চেহারার চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আমরা আর কখনো দেখিনি। যখন তাঁর চেহারা আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পেল, তখন নবী ﷺ হাতের ইশারায় আবূ বক্‌র (রা.)-কে (ইমামতির জন্য) এগিয়ে যেতে বললেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন। তারপর মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে আর দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

٦٤٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ قِيْلَ لَهُ فِى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ اِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ قَالَ مُرُوْهُ فَيُصَلِّيْ فَعَاوَدَتْهُ قَالَ مُرُوْهُ فَيُصَلِّيْ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ اَخِي الزُّهْرِيِّ وَاِسْحٰقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عُقَيْلٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬৪৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সুলাইমান (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রোগ যখন খুব বেড়ে গেল, তখন তাঁকে সালাতের জামা'আত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, আবূ বক্‌রকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেয়। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, আবূ বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল মনের লোক। কিরাআতের সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন। তিনি বললেন, তাঁকেই সালাত আদায় করতে বল। আয়িশা (রা.) সে কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি আবার বললেন, তাঁকেই সালাত আদায় করতে বল। তোমরা ইউসুফ (আ.)-এর সাথী রমণীদেরই মত। এ হাদীসটি যুহরীর (র.) থেকে বর্ণনা করার ব্যাপারে যুবাইদী যুহরীর ভাতিজা ও ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া কালবী (র.) ইউনুস (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। এবং মা'মার ও উকায়ল (র.) যুহরী (র.)-এর মাধ্যমে হামযা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি (মুরসাল হিসাবে) বর্ণনা করেন।

٤٣٩. بَابُ مَنْ قَامَ اِلَى جَنْبِ الْاِمَامِ لِعِلَّةٍ

৪৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ কারণবশত ইমামের পাশে দাঁড়ানো।

٦٤٩ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَابَكْرٍ اَنْ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فِيْ مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ فَاِذَا أَبُوْ بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ فَلَمَّا رَاٰهُ أَبُوْ بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ اَنْ كَمَا اَنْتَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِيْ بَكْرٍ اِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاةِ أَبِيْ بَكْرٍ .

৬৪৯ যাকারিয়্যা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অন্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বক্র (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। উরওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটু সুস্থতাবোধ করলেন এবং সালাতের জন্য বেরিয়ে আসলেন। তখন আবূ বক্র (রা.) লোকদের ইমামতি করছিলেন। তিনি নবী ﷺ-কে দেখে পিছিয়ে আসতে চাইলেন। নবী ﷺ তাঁকে ইশারা করলেন যে, যেভাবে আছ সেভাবেই থাক। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বক্র (রা.)-এর বরাবর তাঁর পাশে বসে গেলেন। তখন আবূ বক্র (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিলেন আর লোকেরা আবূ বক্র (রা.)-কে অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিল।

٤٤٠. بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَــؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ فَتَاَخَّرَ الْاَوَّلُ اَوْلَمْ يَتَاَخَّــرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ فِيْــهِ عَائِشَــةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪৪০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করার জন্য অগ্রসর হলে যদি পূর্ব (নির্ধারিত) ইমাম এসে যান তা'হলে তিনি পিছে সরে আসুন বা না আসুন উভয় অবস্থায় তাঁর সালাত আদায় হয়ে যাবে। এ মর্মে আয়িশা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٥٠ حَدَّثَنَا عَبْــدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْــبَرَنَا مَالِكُ عَنْ اَبِىْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْــدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ اِلَى بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْـمُؤَذِّنُ اِلَى اَبِىْ بَكْـرٍ فَقَالَ اَتُصَلِّىْ لِلـنَّاسِ فَاُقِيْـمُ قَالَ نَعَمْ فَصَلّٰى اَبُوْ بَكْـرٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالـنَّاسُ فِى الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتّٰى وَقَفَ فِى الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِىْ صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا اَكْــثَرَ النَّاسُ التَّصْـفِيْقَ اِلْتَفَتَ فَرَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْـهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى مَا اَمَرَهُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذَالِكَ ثُمَّ اسْتَاْخَرَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اِسْــتَوٰى فِى الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَثْـبُتَ اِذْ اَمَرْتُكَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْـرٍ مَا كَانَ لِابْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالِىْ رَاَيْتُكُمْ اَكْـثَرْتُمُ التَّصْـفِيْقَ مَنْ رَابَهُ شَــئٌ فِىْ صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَاِنَّهُ اِذَا سَبَّحَ اُلْتُفِتَ اِلَيْـهِ وَاِنَّمَا التَّصْـفِيْقُ لِلنِّسَاءِ .

৬৫০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)........সাহ্ল ইব্ন সা'দ সায়িদী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমর ইব্ন আওফ গোত্রের এক বিবাদ মীমাংসার জন্য সেখানে যান। ইতিমধ্যে (আসরের) সালাতের সময় হয়ে গেলে, মুআয্যিন আবূ বকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, আপনি কি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেবেন ? তা হলে ইকামত দেই ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আবূ বক্র (রা.) সালাত আরম্ভ করলেন। লোকেরা সালাতে থাকতে থাকতেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং তিনি সারিগুলো ভেদ করে প্রথম সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন।[১] তখন সাহাবীগণ হাতে তালি দিতে লাগলেন। আবূ বকর (রা.) সালাতে আর কোন দিকে তাকাতেন না। কিন্তু সাহাবীগণ যখন বেশী করে হাতে তালি দিতে লাগলেন, তখন তিনি তাকালেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার প্রতি ইশারা করলেন– নিজের জায়গায় থাক। তখন আবূ বক্র (রা.) দু' হাত উঠিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশের জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা করে পিছিয়ে গেলেন এবং কাতারের বরাবর দাঁড়ালেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সামনে এগিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, হে আবূ বক্র! আমি তোমাকে নির্দেশ দেওয়ার পর কি সে তোমাকে বাধা দিয়েছিল ? আবূ বক্র (রা.) বললেন, আবূ কুহাফার পুত্রের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা শোভা পায় না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাদের এত হাতে তালি দিতে দেখলাম। ব্যাপার কি ? শোন! সালাতে কারো কিছু ঘটলে সুবহানাল্লাহ্ বলবে। সুবহানাল্লাহ্ বললেই তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হবে। আর হাতে তালি দেওয়া ত মহিলাদের জন্য।

٤٤١. بَابُ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

৪৪১. অনুচ্ছেদ ঃ একাধিক ব্যক্তি কিরাআতে সমান হলে, তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমাম হবেন।

٦٥١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِيْمًا فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوْا صَلَاةَ كَذَا فِي حِيْنَ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

৬৫১ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).......মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদল যুবক একবার নবী ﷺ-এর খেদমতে হাযির হলাম এবং প্রায় বিশ দিন আমরা সেখানে থাকলাম। নবী ﷺ ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তাই তিনি আমাদের বললেন ঃ তোমরা যখন নিজ দেশে ফিরে গিয়ে লোকদের দীন শিক্ষা দিবে, তখন তাদের এ সময়ে অমুক সালাত আদায় করতে বলবে এবং

---

১. কেননা তাঁকে পিছনে রেখে লোকেরা সালাত আদায় করতে অসুবিধাবোধ করবে, ফলে তাদের সালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হবে। তাই তিনি সামনে চলে যান।

ঐ সময়ে অমুক সালাত আদায় করতে বলবে। তারপর যখন সালাতের সময় হয় তখন তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ইমামতি করবে।

٤٤٢. بَابُ اِذَا زَارَ الْاِمَامُ قَوْمًا فَاَمَّهُمْ

৪৪২. অনুচ্ছেদঃ ইমাম অন্য লোকদের কাছে উপস্থিত হলে, তাদের ইমামতি করতে পারেন।

٦٥٢ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ اَسَدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْاَنْصَارِيَّ قَالَ اسْتَاْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ اُحِبُّ فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا .

৬৫২ মু'আয ইব্ন আসাদ (র.).......ইতবান ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আমার ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার ঘরের কোন জায়গাটি আমার সালাত আদায়ের জন্য তুমি পসন্দ কর। আমি আমার পসন্দ মত একটি স্থান ইশারা করে দেখালাম। তিনি সেখানে সালাতের জন্য দাঁড়ালেন, আমরা তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং আমরা সালাম ফিরালাম।

٤٤٣. بَابُ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِى مَرَضِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اِذَا رَفَعَ قَبْلَ الْاِمَامِ يَعُوْدُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتْبَعُ الْاِمَامَ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيْمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الْاِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقْضِى الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى بِسُجُوْدِهَا وَفِيْمَنْ نَسِىَ سَجْدَةً قَامَ يَسْجُدُ .

৪৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় অনুসরণ করার জন্য। যে রোগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয়, সে সময় তিনি বসে বসে লোকদের ইমামতি করেছেন। ইব্ন মাসঊদ (রা.) বলেন, কেউ যদি ইমামের আগে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তা হলে পুনরায় ফিরে গিয়ে ততটুকু সময় বিলম্ব করবে, যতটুকু সময় মাথা উঠিয়ে রেখেছিল। তারপর ইমামকে অনুসরণ করবে। হাসান বাসরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে রুকূ' সহ দু' রাকাআত সালাত আদায় করে, কিন্তু সিজ্দা দিতে পারে না, সে শেষ রাকাআতের জন্য দু' সিজ্দা করবে এবং প্রথম রাকাআত সিজ্দাসহ পুনরায় আদায় করবে। আর যে ব্যক্তি ভুলক্রমে এক সিজ্দা না দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, সে (পরবর্তী রাকাআতে) সে সিজ্দা করে নিবে।

٦٥٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسٰى بْنِ أَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَلاَ تُحَدِّثِيْنِيْ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ بَلٰى ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ قَالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لاَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ عُكُوْفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنَ النَّبِيَّ ﷺ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَاَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى أَبِيْ بَكْرٍ بِاَنْ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَاَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُكَ اَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيْقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَنْتَ اَحَقُّ بِذٰلِكَ فَصَلّٰى أَبُوْ بَكْرٍ تِلْكَ الْاَيَّامَ ثُمَّ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ وَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَلَمَّارَاٰهُ أَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَاَخَّرَ فَاَوْمَا اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِاَنْ لاَ يَتَاَخَّرَ قَالَ اَجْلِسَانِيْ اِلٰى جَنْبِهِ فَاَجْلَسَاهُ اِلٰى جَنْبِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبُوْ بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ اَلاَ اَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيْثَهَا فَمَا اَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلُ الَّذِيْ كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِيٌّ ۰

৬৫৩ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র.).......উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উত্‌বা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (অন্তিম কালের) অসুস্থতা সম্পর্কে কি আপনি আমাকে কিছু শুনাবেন ? তিনি বললেন, অবশ্যই নবী ﷺ . মারাত্মকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে ? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি দাও। আয়িশা (রা.) বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। তারপর একটু উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর একটু হুঁশ ফিরে

পেলে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে ? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখ। আয়িশা (রা.) বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। আবার উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে ? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখ। তারপর তিনি উঠে বসলেন, এবং গোসল করলেন। এবং উঠতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে ? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। ওদিকে সাহাবীগণ ইশার সালাতের জন্য নবী ﷺ-এর অপেক্ষায় মসজিদে বসে ছিলেন। নবী ﷺ আবূ বক্‌র (রা.)-এর নিকট এ মর্মে একজন লোক পাঠালেন যে, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেন। সংবাদ বাহক আবূ বক্‌র (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ বক্‌র (রা.) অত্যন্ত কোমল মনের লোক ছিলেন, তাই তিনি উমর (রা.)-কে বললেন, হে উমর! আপনি সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করে নিন। উমর (রা.) বললেন, আপনিই এর জন্য অধিক হক্‌দার। তাই আবূ বক্‌র (রা.) সে কয়দিন সালাত আদায় করলেন। তারপর নবী ﷺ একটু নিজে হাল্‌কাবোধ করলেন এবং দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে যুহরের সালাতের জন্য বের হলেন। সে দু'জনের একজন ছিলেন আব্বাস (রা.)। আবূ বক্‌র (রা.) তখন সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি যখন নবী . ﷺ-কে দেখতে পেলেন, পিছনে সরে আসতে চাইলেন। নবী ﷺ তাঁকে পিছিয়ে না আসার জন্য ইশারা করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দাও। তাঁরা তাঁকে আবূ বক্‌র (রা.)-এর পাশে বসিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আবূ বক্‌র (রা.) নবী ﷺ-এর সালাতের ইক্‌তিদা করে সালাত আদায় করতে লাগলেন। আর সাহাবীগণ আবূ বক্‌র (রা.)-এর সালাতের ইক্‌তিদা করতে লাগলেন। নবী ﷺ তখন উপবিষ্ট ছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, নবী ﷺ-এর অন্তিম কালের অসুস্থতা সম্পর্কে আয়িশা (রা.) আমাকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা কি আমি আপনার নিকট বর্ণনা করব না ? তিনি বললেন, করুন। তাই আমি তাঁকে সে হাদীস শুনালাম। তিনি এ বর্ণনার কোন অংশেই আপত্তি করলেন না, তবে তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, আব্বাস (রা.)-এর সাথে যে অপর এক সাহাবী ছিলেন, আয়িশা (রা.) কি আপনার নিকট তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি হলেন, আলী (রা.)।

٦٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ اِجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا .

৬৫৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).........উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা অসুস্থ থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ গৃহে সালাত আদায় করেন এবং বসে সালাত আদায় করছিলেন, একদল সাহাবী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি তাদের প্রতি ইশারা করলেন যে, বসে যাও। সালাত শেষ করার পর তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর ইক্তিদা করার জন্য। কাজেই সে যখন রুকূ' করে তখন তোমরাও রুকূ' করবে, এবং সে যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠায় তখন তোমরাও মাথা উঠাবে, আর সে যখন বসে সালাত আদায় করে, তখন তোমরা সকলেই বসে সালাত আদায় করবে।[1]

٦٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَصَلّٰى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَوْلُهُ اِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا هُوَ فِيْ مَرَضِهِ الْقَدِيْمِ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُوْدِ وَاِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْاٰخِرِ فَالْاٰخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬৫৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).........আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়ায় সাওয়ার হন এরপর তিনি তা থেকে পড়ে যান, এতে তার ডান পাশে একটু আঘাত লাগে। তিনি কোন এক ওয়াক্তের সালাত বসে আদায় করছিলেন, আমরাও তাঁর পিছনে বসে সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষ করার পর তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণই করা হয় তাঁর ইক্তিদা করার জন্য। কাজেই ইমাম যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, সে যখন রুকূ' করে তখন তোমরাও রুকূ' করবে, সে যখন উঠে, তখন তোমরাও উঠবে, আর সে যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলে তখন তোমরাও ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলবে। আর সে যখন বসে সালাত আদায় করে, তখন তোমরা সবাই বসে সালাত আদায় করবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, হুমাইদী (র.) বলেছেন যে, "যখন ইমাম বসে সালাত আদায় করে, তখন তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ নির্দেশ ছিল পূর্বে অসুস্থকালীন। এরপর তিনি বসে সালাত আদায় করেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন, কিন্তু তিনি তাদের বসতে নির্দেশ দেননি। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমলের মধ্যে সর্বশেষ আমলই গ্রহণীয়।

---

১. এ হুকুম পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –এর মৃত্যু রোগের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রহিত হয়ে গেছে। কাজেই ইমাম বসে সালাত আদায় করলেও সক্ষম মুক্তাদী দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবেন।

٤٤٤. بَابُ مَتٰى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الْاِمَامِ ، قَالَ اَنَسُ فَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا

৪৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুক্তাদীগণ কখন সিজ্‌দায় যাবেন ? আনাস (রা.) বলেন, যখন ইমাম সিজ্‌দা করেন তখন তোমরাও সিজ্‌দা করবে।

৬৫৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَقَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُوْدًا بَعْدَهُ .

৬৫৬ মুসাদ্দাদ (র.).......বারা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মিথ্যাবাদী নন[১] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলার পর যতক্ষণ পর্যন্ত সিজ্‌দায় না যেতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ পিঠ বাঁকা করতেন না। তিনি সিজ্‌দায় যাওয়ার পর আমরা সিজ্‌দায় যেতাম।

৬৫৭ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ اِسْحٰقَ نَحْوَهُ بِهٰذَا .

৬৫৭ আবূ নু'আইম (র.)......সুফইয়ান (র.) সূত্রে আবূ ইসহাক (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٤٥. بَابُ اِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ

৪৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের আগে মাথা উঠানো গুনাহ।

৬৫৮ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَمَا يَخْشٰى أَحَدُكُمْ اَوْلَا يَخْشٰى أَحَدُكُمْ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ .

৬৫৮ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের আগে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দেবেন।

٤٤٦. بَابُ اِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلٰى وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالْاَعْرَابِيِّ وَالْغُلَامِ الَّذِيْ لَمْ يَحْتَلِمْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يَؤُمُّهُمْ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ وَلَا يُمْنَعُ الْعَبْدُ مِنَ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عِلَّةٍ

---

১. 'هُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ' 'তিনি মিথ্যাবাদী নন' একথা বলে হযরত বারা'আ (রা.)—এর সত্যবাদীতার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন।

৪৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ গোলাম, আযাদকৃত গোলাম, অবৈধ সন্তান, বেদুঈন ও নাবালিগের[১] ইমামতি। আয়িশা (রা.)—এর গোলাম যাকওয়ান কুরআন শরীফ দেখে কিরাআত পড়ে আয়িশা (রা.)—এর ইমামতি করতেন। নবী ﷺ বলেছেনঃ তাদের মধ্যে যে কুরআন সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান রাখে সে তাদের ইমামতি করবে।(ইমাম বুখারী (র.) বলেন, বিনা কারণে গোলামকে জামা'আতে উপস্থিত হতে নিষেধ করা যাবে না।

٦٥٩ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ الْعُصْبَةَ مَوْضِعًا بِقُبَاءٍ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِيْ حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا ·

৬৫৯ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (মদীনায়) আগমনের পূর্বে মুহাজিরগণের প্রথম দল যখন কুবা এলাকার কোন এক স্থানে এলেন, তখন আবূ হুযাইফা (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম সালিম (রা.) তাঁদের ইমামতি করতেন। তাঁদের মধ্যে তিনি কুরআন সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন।

٦٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَاَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ ·

৬৬০ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আনাস (ইব্‌ন মালিক) (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা শোন ও আনুগত্য কর, যদিও তোমাদের উপর এমন কোন হাবশীকে আমীর নিযুক্ত করা হয়—যার মাথা কিস্‌মিসের মতো।

٤٤٧. بَابٌ اِذَا لَمْ يُتِمِّ الْاِمَامُ وَاَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

৪৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ যদি ইমাম সালাত সম্পূর্ণভাবে আদায় না করেন আর মুক্তাদীগণ তা সম্পূর্ণভাবে আদায় করেন।

٦٦١ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُوْسٰى الْاَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَصَابُوْا فَلَكُمْ، وَاِنْ اَخْطَؤُا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ·

৬৬১ ফায্‌ল ইব্‌ন সাহ্‌ল (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

১. নাবালিগের ইমামতি কোন কোন মাযহাবে জায়িয আছে। তবে হানাফী মাযহাব মতে প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ফরয সালাত নাবালিগের ইমামতিতে বৈধ নয়।

তারা তোমাদের ইমামতি করে। যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে তা হলে তার সাওয়াব তোমরা পাবে। আর যদি তারা ত্রুটি করে,তাহলে তোমাদের জন্য সাওয়াব রয়েছে, আর ত্রুটি তাদের (ইমামের) উপরই বর্তাবে।

٤٤٨. بَابُ اِمَامَةِ الْمَفْتُوْنِ وَالْمُبْتَدِعِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ الْخِيَارِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُوْرٌ فَقَالَ اِنَّكَ اِمَامُ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَاتَرٰى وَيُصَلِّي لَنَا اِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلَاةُ اَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَاِذَا اَحْسَنَ النَّاسُ فَاَحْسِنْ مَعَهُمْ وَاِذَا اَسَاؤُا فَاجْتَنِبْ اِسَاءَتَهُمْ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَانَرٰى اَنْ يُصَلّٰى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ اِلَّا مِنْ ضَرُوْرَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا

৪৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ ফিত্‌নাবাজ ও বিদ্'আতীর ইমামতি। হাসান (র.) বলেন, তার পিছনেও সালাত আদায় করে নিবে। তবে বিদ্'আতের পরিণাম তার উপরই বর্তাবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.) উবাই–দুল্লাহ্ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন খিয়ার (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) অবরুদ্ধ থাকাকালে তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, প্রকৃতপক্ষে আপনিই জনগণের ইমাম।আর আপনার বিপদ তো নিজেই বুঝতে পারছেন। আর আমাদের ইমামতি করছে কখনো বিদ্রোহীদের ইমাম।ফলে আমরা গুনাহগার হওয়ার আশংকা করছি।তিনি বললেন, মানুষের আমলের মধ্যে সালাতই সর্বোত্তম।কাজেই লোকেরা যখন উত্তম কাজ করে, তখন তুমিও তাদের সাথে উত্তম কাজে শরীক হবে, আর যখন তারা মন্দ কাজে লিপ্ত হয়, তখন তাদের অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকবে। যুবাইদী (র.) বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র.) বলেছেন, যারা স্বেচ্ছায় নপুংসক সাজে, তাদের পিছনে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সালাত আদায় করা সঙ্গত বলে মনে করি না।

٦٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْ التَّيَّاحِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِاَبِيْ ذَرٍّ اِسْمَعْ وَاَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَاَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ ·

৬৬২ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান (র.)......আনাস (ইব্‌ন মালিক) (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আবূ যার্‌র (রা.)-কে বলেন, শোন এবং আনুগত্য কর, যদিও কোন হাবশী আমীর হয়–যার মাথা কিস্‌মিসের মতো।

٤٤٩. بَابُ يَقُوْمُ عَنْ يَمِيْنِ الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

৪৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ দু'জনে সালাত আদায় করলে, মুক্তাদী ইমামের ডানপাশে সোজাসুজি দাঁড়াবে।

٦٦٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ فِيْ بَيْتِ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ أَوْ قَالَ خَطِيْطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

৬৬৩ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আমার খালা মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে রাত যাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় করে আসলেন এবং চার রাকাআত সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে সালাতে দাঁড়ালেন। তখন আমিও তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডানপাশে নিয়ে নিলেন এবং পাঁচ রাকাআত সালাত আদায় করলেন। এরপর আরও দু' রাকাআত সালাত আদায় করে নিদ্রা গেলেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ শুনলাম। তারপর তিনি (উঠে ফজরের) সালাতের জন্য বেরিয়ে গেলেন।

٤٥٠. بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ فَحَوَّلَهُ الْإِمَامُ إِلَى يَمِيْنِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

৪৫০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ ইমামের বামপাশে দাঁড়ায় এবং ইমাম তাকে ডানপাশে নিয়ে আসেন, তবে কারো সালাত নষ্ট হয় না।

٦٦٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَنِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عَمْرٌو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدَّثَنِيْ كُرَيْبٌ بِذٰلِكَ .

৬৬৪ আহ্‌মদ (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আমার খালা) মায়মুনা (রা.) -এর ঘরে ঘুমালাম, নবী ﷺ সে রাতে তাঁর কাছে ছিলেন। তিনি (নবী ﷺ) উযূ করলেন। তারপর সালাতে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে ধরে তাঁর ডানপাশে নিয়ে আসলেন। আর তিনি তের রাকাআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন,

এমনকি তাঁর নাক ডাকতে শুরু করল। এবং তিনি যখন ঘুমাতেন তাঁর নাক ডাকত। তারপর তাঁর কাছে মুআয্যিন এলেন, তিনি বেরিয়ে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং (নতুন) উযূ করেননি। আম্র (রা.) বলেন, এ হাদীস আমি বুকাইর (রা.)-কে শুনালে তিনি বলেন, কুরাইব (র.)-ও এ হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

٤٥١. بَابُ اِذَا لَمْ يَنْوِ الْاِمَامُ اَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَاَمَّهُمْ

৪৫১. অনুচ্ছেদ ঃ যদি ইমাম ইমামতির নিয়্যত না করেন এবং পরে কিছু লোক এসে শামিল হয় এবং তিনি তাদের ইমামতি করেন।

٦٦٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ صَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَ بِرَأْسِيْ فَاَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ·

৬৬৫ মুসাদ্দাদ (র.)........ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আমার খালার (মায়মুনা (রা.)-র কাছে রাত যাপন করলাম। নবী ﷺ রাতের সালাতে দাঁড়ালেন, আমিও তাঁর সংগে সালাত আদায় করতে দাঁড়ালাম। আমি তাঁর বামপাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তিনি আমার মাথা ধরে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করালেন।

٤٥٢. بَابُ اِذَا طَوَّلَ الْاِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلّٰى

৪৫২. অনুচ্ছেদ ঃ যদি ইমাম সালাত দীর্ঘ করেন এবং কেউ প্রয়োজনবশত (জামা'আত থেকে) বেরিয়ে এসে (একাকী) সালাত আদায় করে।

٦٦٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلّٰى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَاَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَتَّانٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ اَوْ قَالَ فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا وَاَمَرَهُ بِسُوْرَتَيْنِ مِنْ اَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ قَالَ عَمْرٌو لَا اَحْفَظُهُمَا ·

৬৬৬ মুসলিম (র.)........জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.) নবী ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করার পর ফিরে গিয়ে আপন গোত্রের ইমামতি করতেন। এই হাদীস মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.) সূত্রে জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মু'আয ইব্ন জাবাল

(রা.) নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করার পর ফিরে গিয়ে নিজ গোত্রের ইমামতি করতেন। একদিন তিনি ইশার সালাতে সূরা বাকারা পাঠ করেন। এতে এক ব্যক্তি জামা'আত থেকে বেরিয়ে যায়। এ জন্য মু'আয (রা.) তার সমালোচনা করেন। এ খবর নবী করীম ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তিনবার ' فَتَّانٌ ' অথবা ' فَاتِنًا ' (বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী) শব্দটি বললেন। এবং তিনি তাকে আওসাতে মুফাস্সালের দু'টি সূরা পাঠের নির্দেশ দেন। আম্র (রা.) বলেন, কোন্ দু'টি সূরার কথা তিনি বলেছিলেন, তা আমার স্মরণ নেই।

٤٥٣. بَابُ تَخْفِيْفِ الْإِمَامِ فِى الْقِيَامِ وَاِتْمَامِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

৪৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক সালাতে কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা এবং রুকূ' ও সিজ্দা পূর্ণভাবে আদায় করা।

٦٦٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ سَمِعْتُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ أَبُوْمَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَ تَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ مَا صَلّٰى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ ٠

৬৬৭ আহ্মদ ইব্ন ইউনুস (র.)......আবূ মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র শপথ! আমি অমুকের কারণে ফজরের সালাতে অনুপস্থিত থাকি। তিনি (জামা'আতে) সালাতকে খুব দীর্ঘ করেন। আবূ মাসঊদ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নসীহত করতে গিয়ে সে দিনের ন্যায় এত বেশী রাগান্বিত হতে আর কোন দিন দেখিনি। তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী রয়েছে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্য লোক নিয়ে সালাত আদায় করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতমন্দ লোকও থাকে।

٤٥٤. بَابُ اِذَا صَلّٰى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ

৪৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ একাকী সালাত আদায় করলে ইচ্ছানুসারে দীর্ঘায়িত করতে পারে।

٦٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ ٠

৬৬৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে, তখন যেন সে সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ রয়েছে। আর যদি কেউ একাকী সালাত আদায় করে, তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে।

٤٥٥. بَابُ مَنْ شَكَا اِمَامَهُ اِذَا طَوَّلَ وَقَالَ اَبُوْ اُسَيْدٍ طَوَّلْتَ بِنَا يَابُنَيَّ

৪৫৫. অনুচ্ছেদঃ ইমাম সালাত দীর্ঘায়িত করলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। আবূ উসাইদ (র.) তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, বেটা! তুমি আমাদের সালাত দীর্ঘায়িত করে ফেলেছ।

٦٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَ تَأَخَّرُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فُلاَنٌ فِيْهَا فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَارَأَيْتُهُ غَضِبَ فِيْ مَوْضِعٍ كَانَ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَمَنْ اَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ فَاِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ .

৬৬৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).......আবূ মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক ব্যক্তির জন্য আমি ফজরের সালাতে অনুপস্থিত থাকি। কেননা, তিনি আমাদের সালাত খুব দীর্ঘায়িত করেন। এ শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হলেন। আবূ মাসঊদ (রা.) বলেন, নসীহত করতে গিয়ে সে দিন তিনি যেরূপ রাগান্বিত হয়েছিলেন, সে দিনের মত রাগান্বিত হতে তাঁকে আর কোন দিন দেখিনি। তারপর তিনি বললেন ঃ হে লোকেরা! তোমাদের মধ্যে বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী রয়েছে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদের ইমামতি করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা, তার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতমন্দ রয়েছে।

٦٧٠ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ أَبِيْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيَّ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَاَقْبَلَ اِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ اَوِ النِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ اَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَا اِلَيْهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ اَوْ اَفَاتِنٌ اَنْتَ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى فَاِنَّهُ يُصَلِّيْ وَرَاءَكَ الْكَبِيْرُ وَالضَّعِيْفُ وَذُوا الْحَاجَةِ اَحْسِبُ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَتَابَعَهُ سَعِيْدُ بْنُ مَسْرُوْقٍ وَمِسْعَرٌ وَالشَّيْبَانِيُّ قَالَ عَمْرٌو وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَرَأَ مُعَاذٌ فِي الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ وَتَابَعَهُ الْاَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ .

৬৭০ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র.)........জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী দু'টি পানি বহনকারী উট নিয়ে আসছিলেন। রাতের অন্ধকার তখন ঘনীভূত হয়ে এসেছে। এ সময় তিনি মু'আয (রা.)-কে সালাত আদায়রত পান, তিনি তার উট দু'টি বসিয়ে দিয়ে মু'আয (রা.)-এর দিকে (সালাত আদায় করতে) এগিয়ে এলেন, মু'আয (রা.) সূরা বাকারা বা সূরা নিসা পড়তে শুরু করেন। এতে সাহাবী (জামা'আত ছেড়ে) চলে যান। পরে তিনি জানতে পারেন যে, মু'আয (রা.) এ জন্য তার সমালোচনা করেছেন। তিনি নবী ﷺ -এর নিকট এসে মু'আয (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এতে নবী ﷺ বললেন, হে মু'আয ! তুমি কি লোকদের ফিত্‌নায় ফেলতে চাও ? বা তিনি বলেছিলেন, তুমি কি ফিত্‌না সৃষ্টিকারী ? তিনি একথা তিনবার বলেন। তারপর তিনি বললেন, তুমি وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ এবং وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى (সূরা) দ্বারা সালাত আদায় করলে না কেন? কারণ, তোমার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতমন্দ লোক সালাত আদায় করে। (শু'বা (র.) বলেন) আমার ধারণা শেষোক্ত বাক্যটিও হাদীসের অংশ। সায়ীদ ইব্‌ন মাসরূক, মিসওআর এবং শাইবানী (র.)-ও অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন। আমর, উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন মিকসাম এবং আবূ যুবাইর (র.) জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মু'আয (রা.) ইশার সালাতে সূরা বাকারা পাঠ করেছিলেন। আ'মাশ (র.)ও মুহারিব (র.) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়েত করেন।

٤٥٦. بَابُ الْاِيْجَازِ فِى الصَّلٰوةِ وَاِكْمَالِهَا

৪৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত সংক্ষেপে এবং পূর্ণভাবে আদায় করা।

٦٧١ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُوْجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا ۔

৬৭১ আবূ মা'মার (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাত সংক্ষেপে এবং পূর্ণভাবে আদায় করতেন।

٤٥٧. بَابُ مَنْ اَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِىِّ

৪৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর কান্নাকাটির কারণে সালাত সংক্ষেপ করা।

٦٧٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنِّىْ لَاَقُوْمُ فِى الصَّلَاةِ اُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاَتَجَوَّزُ فِىْ صَلَاتِىْ كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمِّهِ تَابَعَهُ بِشْرُبْنُ بَكْرٍ وَبَقِيَّةُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ ۔

৬৭২ ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র.).......আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমি অনেক সময় দীর্ঘ করে সালাত আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়াই। পরে শিশুর কান্নাকাটি শুনে সালাত সংক্ষেপ করি। কারণ আমি পসন্দ করি না যে, শিশুর মাকে কষ্টে ফেলি। বিশ্র ইব্ন বাকর, বাকিয়্যা ও ইব্ন মোবারক আওযায়ী (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٦٧٣ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَاصَلَّيْتُ وَرَاءَ اِمَامٍ قَطُّ اَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ اَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَاِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ اَنْ تُفْتَنَ اُمُّهُ ・

৬৭৩ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি নবী ﷺ-এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ সালাত আর কোন ইমামের পিছনে কখনো পড়িনি। আর তা এ জন্য যে, তিনি শিশুর কান্না শুনতে পেতেন এবং তার মায়ের ফিত্নায় পড়ার আশংকায় সংক্ষেপ করতেন।

٦٧٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنِّيْ لاَدْخُلُ فِى الصَّلاَةِ وَاَنَا اُرِيْدُ اِطَالَتَهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاَتَجَوَّزُ فِيْ صَلاَتِيْ مِمَّا اَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ اُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ ・

৬৭৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করি। কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে আমার সালাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে তা আমি জানি।

٦٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنِّيْ لاَدْخُلُ فِى الصَّلاَةِ فَاُرِيْدُ اِطَالَتَهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاَتَجَوَّزُ مِمَّا اَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ اُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ وَقَالَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا اَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ・

৬৭৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করি এবং শিশুর কান্না শুনে আমার সালাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে তা আমি জানি। মূসা (র.)......আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٥٨. بَابُ اِذَا صَلَّى ثُمَّ اَمَّ قَوْمًا

৪৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের সালাত আদায় করার পর অন্য লোকের ইমামতি করা।[১]

٦٧٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِيْ قَوْمَهُ فَيُصَلِّيْ بِهِمْ .

৬৭৬ সুলাইমান ইব্‌ন হারব ও আবূ নু'মান (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আয (রা.) নবী ﷺ-এর সংগে সালাত আদায় করে নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের ইমামতি করতেন।

٤٥٩. بَابُ مَنْ اَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيْرَ الْاِمَامِ

৪৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ লোকদেরকে ইমামের তাকবীর শোনান।

٦٧٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَاشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ اَتَاهُ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ قُلْتُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ اِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِيْ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ قَالَ مُرُوا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ اَوِالرَّابِعَةِ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الْاَرْضَ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَاَخَّرُ فَاَشَارَ اِلَيْهِ اَنْ صَلِّ فَتَاَخَّرَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى جَنْبِهِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيْرَ تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ .

৬৭৭ মুসাদ্দাদ (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অন্তিম রোগে আক্রান্ত থাকা কালে একবার বিলাল (রা.) তাঁর নিকট এসে সালাতের (সময় হয়েছে বলে) সংবাদ দিলেন। নবী ﷺ বললেনঃ আবূ বক্‌রকে বল, যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। (আয়িশা (রা.) বললেন,) আমি বললাম, আবূ বাক্‌র (রা.) কোমল হৃদয়ের লোক, তিনি আপনার স্থানে দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবেন এবং কিরাআত পড়তে পারবেন না। তিনি আবার বললেনঃ আবূ বাকরকে বল, সালাত আদায় করতে। আমি আবারও সেকথা বললাম। তখন তৃতীয় বা চতুর্থবারে তিনি বললেন, তোমরাতো ইউসুফের (আ.)

---

১. কেউ একবার ফরয আদায় করে ফেললে, তার ফরয আদায় হয়ে যায়, তাই পরে সালাত আদায় করলেও তা নফল বলে গণ্য হবে। কাজেই দ্বিতীয়বার সালাত আদায় করার সময় কেউ যদি তার পিছনে ফরয সালাতের ইক্‌তিদা করে, তা হলে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইক্‌তিদা করা হচ্ছে। অন্য হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাব মতে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইক্‌তিদা দুরুস্ত নয়।

সাথী রমণীদেরই মত। আবূ বক্‌রকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আবূ বাক্‌র (রা.) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন, ইতিমধ্যে নবী ﷺ দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে বের হলেন। (আয়িশা (রা.) বললেন,) আমি যেন এখনও সে দৃশ্য দেখতে পাই, তিনি দু' পা মুবারক মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়িয়ে যান। আবূ বাক্‌র (রা.) তাঁকে দেখতে পেয়ে পিছনে সরে আসতে লাগলেন। নবী ﷺ ইশারায় তাঁকে সালাত আদায় করতে বললেন, (তবুও) আবূ বাক্‌র (রা.) পিছনে সরে আসলেন। নবী ﷺ তাঁর পাশে বসলেন, আবূ বাক্‌র (রা.) তাকবীর শুনাতে লাগলেন। মুহাযির (র.) আমাশ (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দাঊদ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٤٦٠. بَابُ الرَّجُلُ يَاتَمُّ بِالْاِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُوْمِ وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِئْتَمُّوْا بِيْ وَلْيَاتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

৪৬০. অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তির ইমামের ইক্‌তিদা করা এবং অন্যদের সেই মুক্তাদির ইকতিদা করা। বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার ইক্‌তিদা করবে, তোমাদের পিছনের লোকেরা যেন তোমাদের ইক্‌তিদা করে।

৬৭৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ ابْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ وَاِنَّهُ مَتٰى مَايَقُمْ مَقَامَكَ لَايُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ اَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوا اَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِيْ لَهُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ وَاِنَّهُ مَتٰى مَايَقُمْ مَقَامَكَ لَايُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ اَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ اِنَّكُنَّ لَاَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ فِي الْاَرْضِ حَتّٰى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ اَبُوْ بَكْرٍ يَتَاَخَّرُ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ اَبِيْ بَكْرٍ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ قَائِمًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ قَاعِدًا يَقْتَدِيْ اَبُوْ بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ مُقْتَدُوْنَ بِصَلَاةِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ .

৬৭৮ কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন (রোগে) পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, বিলাল (রা.) এসে সালাতের কথা বললেন। নবী ﷺ বললেন, আবূ বক্‌রকে বল, লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ বক্‌র (রা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন সাহাবীগণকে কিছুই শুনাতে

পারবেন না। যদি আপনি উমর (রা.)-কে এ নির্দেশ দেন (তবে ভাল হয়)। তিনি ﷺ আবার বললেন ঃ লোকদের নিয়ে আবূ বক্র (রা.)-কে সালাত আদায় করতে বল। আমি হাফসা (রা.)-কে বললাম, তুমি তাঁকে একটু বল যে, আবূ বক্র (রা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিনি যখন আপনার পরিবর্তে সে স্থানে দাঁড়াবেন, তখন সাহাবীগণকে কিছুই শোনাতে পারবেন না। যদি আপনি উমর (রা.)-কে এ নির্দেশ দিতেন (তবে ভাল হতো)। এ শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা ইউসুফের সাথী রমণীদেরই মত। আবূ বক্র (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। আবূ বক্র (রা.) লোকদের নিয়ে সালাত শুরু করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে একটু সুস্থবোধ করলেন এবং দু'জন সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মসজিদে গেলেন। তাঁর দু' পা মুবারক মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। আবূ বক্র (রা.) যখন তাঁর আগমন আঁচ করলেন, পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার প্রতি ইশারা করলেন (পিছিয়ে না যাওয়ার জন্য)। তারপর তিনি এসে আবূ বক্র (রা.)-এর বামপাশে বসে গেলেন অবশেষে আবূ বক্র (রা.) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর সাহাবীগণ হযরত আবূ বক্র (রা.)-এর সালাতের অনুসরণ করছিল।

٤٦١. بَابٌ هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

৪৬১. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সন্দেহ হলে মুক্তাদীদের মত গ্রহণ করা।

٦٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ .

৬৭৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' রাকাআত আদায় করে সালাত শেষ করে ফেললেন। যুল-ইয়াদাইন (রা.) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি কম করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (অন্যদের লক্ষ্য করে) বললেন ঃ যুল-ইয়াদাইন কি ঠিকই বলছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলাল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং আরও দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন এবং তাক্‌বীর বলে স্বাভাবিক সিজ্‌দার মত অথবা তার চাইতে দীর্ঘ সিজ্‌দা করলেন।

٦٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقِيلَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

৬৮০ আবুল ওয়ালীদ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের

সালাত দু' রাকাআত পড়লেন। তাঁকে বলা হল, আপনি দু' রাকাআত সালাত আদায় করেছেন। তখন তিনি আরও দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজ্‌দা করলেন।

٤٦٢. بَابُ اِذَا بَكَى الْاِمَامُ فِى الصَّلَاةِ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ سَمِعْتُ نَشِيْجَ عُمَرَ وَاَنَا فِى اٰخِرِ الصُّفُوْفِ يَقْرَأُ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّى وَحُزْنِى اِلَى اللّٰهِ

৪৬২. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে ইমাম কেঁদে ফেললে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাদ্দাদ (র.) বলেন, আমি পিছনের কাতার থেকে উমর (রা.)–এর চাপা কান্নার আওয়ায শুনেছি। তিনি তখন اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ '(আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই পেশ করছি)'–এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন।

٦٨١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِىْ مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ قُوْلِىْ لَهُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِىْ مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْ اِنَّكُنَّ لَاَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِاُصِيْبَ مِنْكِ خَيْرًا .

৬৮১ ইসমায়ীল (র.)......উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (অন্তিম) রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বললেন ঃ আবূ বক্‌রকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আবূ বক্‌র (রা.) যখন আপনার স্থলে দাঁড়াবেন, তখন কান্নার কারণে সাহাবীগণকে কিছুই শুনাতে পারবেন না। কাজেই উমর (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিন। তিনি ﷺ আবার বললেন ঃ আবূ বকরকে বল লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নিতে। আয়িশা (রা.) বলেন, তখন আমি হাফ্‌সা (রা.)-কে বললাম, তুমি তাঁকে বল যে, আবূ বক্‌র (রা.) যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন কান্নার কারণে সাহাবীগণকে কিছুই শুনাতে পারবেন না। কাজেই উমর (রা.)-কে বলুন তিনি যেন সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। হাফ্‌সা (রা.) তাই করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ চুপ কর! তোমরা ইউসুফের সাথী নারীদেরই মত। আবূ বক্‌রকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। এতে হাফসা (রা.) আয়িশা (রা.)-কে (অভিমান করে) বললেন, তোমার কাছ থেকে আমি কখনো আমার জন্য হিতকর কিছু পাইনি।

٤٦٣. بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ عِنْدَ الْاِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

৪৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের সময় এবং এর পরে কাতার সোজা করা।

٦٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وَجُوْهِكُمْ ·

৬৮২ আবদুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (র.).......নু'মান ইব্ন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা করে নিবে, তা না হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন।

٦٨٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوا الصُّفُوْفِ فَاِنِّيْ اَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِيْ ·

৬৮৩ আবূ মা'মার (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা কাতার সোজা করে নিবে। কেননা, আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই।

٤٦٤. بَابُ اِقْبَالِ الْاِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ

৪৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ কাতার সোজা করার সময় মুক্তাদিদের প্রতি ইমামের ফিরে দেখা।

٦٨٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ حَدَّثَنَا اَنَسٌ قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَاِنِّيْ اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ ·

৬৮৪ আহ্মদ ইব্ন আবূ রাজা (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের ইকামত হচ্ছে, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে মুখ করে তাকালেন এবং বললেন ঃ তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নাও আর মিলে দাঁড়াও। কেননা, আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই।

٤٦٥. بَابُ الصَّفِّ الْاَوَّلِ

৪৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম কাতার।

٦٨٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

الشُّهَادَاءُ الْغَرِقُ وَالْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْهَدِمُ وَقَالَ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لاَسْتَهَمُوْا ٠

৬৮৫ আবূ আসিম (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ পানিতে ডুবে, কলেরায়, প্লেগে এবং ভূমিধসে বা চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তিরা শহীদ। যদি লোকেরা জানত যে, প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায়ের কী ফযীলত, তা হলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করে আগেভাগে আসার চেষ্টা করত। আর ইশা ও ফজরের জামা'আতের কী মর্তবা তা যদি তারা জানত তাহলে হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও তাতে উপস্থিত হত। এবং সামনের কাতারের কী ফযীলত তা যদি জানত, তাহলে এর জন্য তারা কুরআ ব্যবহার করত।

٤٦٦. بَابُ اِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ

৪৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ কাতার সোজা করা সালাতের পূর্ণতার অঙ্গ।

٦٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ وَاَقِيْمُوا الصَّفَّ فِى الصَّلاَةِ فَاِنَّ اِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ ٠

৬৮৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেনঃ অনুসরণ করার জন্যই ইমাম নির্ধারণ করা হয়। কাজেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। তিনি যখন রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। তিনি যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলেন, তখন তোমরা ' رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ' বলবে। তিনি যখন সিজ্দা করবেন তখন তোমরাও সিজ্দা করবে। তিনি যখন বসে সালাত আদায় করেন,তখন তোমরাও সবাই বসে সালাত আদায় করবে। আর তোমরা সালাতে কাতার সোজা করে নিবে, কেননা কাতার সোজা করা সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।

٦٨٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلاَةِ ٠

৬৮৭ আবুল ওয়ালীদ (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নিবে, কেননা, কাতার সোজা করা সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।

٤٦٧ . بَابُ اِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوْفَ

৪৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ কাতার সোজা না করার গুনাহ।

٦٨٨ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنِ اَسَدٍ قَالَ اَخْبَرْنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَقِيْلَ لَهُ مَااَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَااَنْكَرْتُ شَيْئًا اِلاَّ اَنَّكُمْ لاَ تُقِيْمُوْنَ الصُّفُوْفَ وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِيْنَةَ بِهٰذَا .

৬৮৮ মু'আয ইব্ন আসাদ (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি (আনাস) মদীনায় আসলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগের তুলনায় আপনি আমাদের সময়ের অপসন্দনীয় কী দেখতে পাচ্ছেন ? তিনি বললেন, অন্য কোন কাজ তেমন অপসন্দনীয় মনে হচ্ছে না। তবে তোমরা (সালাতে) কাতার ঠিকমত সোজা কর না। উক্‌বা ইব্ন উবাইদ (র.) বুশাইর ইব্ন ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা.) আমাদের কাছে মদীনায় এলেন........বাকী অংশ অনুরূপ।

٤٦٨ . بَابُ اِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِى الصَّفِّ وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ رَاَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ

৪৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ কাতারে কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানো। নু'মান ইব্ন বশীর (র.) বলেন, আমাদের কাউকে দেখেছি পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির টাখ্‌নুর সাথে টাখ্‌নু মিলাতে।

٦٨٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنِّيْ اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ وَكَانَ اَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ .

৬৮৯ আমর ইব্ন খালিদ (র.)........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নাও। কেননা, আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই। (আনাস (রা.) বলেন) আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম।

٤٦٩ . بَابُ اِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْاِمَامِ وَحَوَّلَهُ الْاِمَامُ خَلْفَهُ اِلٰى يَمِيْنِهِ تَمَّتْ صَلاَتُهُ

৪৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ইমামের বামপাশে দাঁড়ালে ইমাম তাকে পিছনে ঘুরিয়ে ডানপাশে দাঁড় করালে সালাত আদায় হবে।

٦٩٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . بِرَأْسِيْ مِنْ وَرَائِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّى وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৬৯০ কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ (র.).........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে আমি নবী ﷺ -এর সংগে সালাত আদায় করতে গিয়ে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথার পিছনের দিক ধরে তাঁর ডানপাশে নিয়ে এলেন। তারপর সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। পরে তাঁর কাছে মুআয্‌যিন এলো। তিনি উঠে সালাত আদায় করলেন, কিন্তু (নতুনভাবে) উযূ করেন নি।

٤٧٠. بَابُ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُوْنُ صَفًّا

৪৭০. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলা একজন হলেও ভিন্ন কাতারে দাঁড়াবে।

٦٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْحٰقَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَيَتِيْمٌ فِيْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَاُمِّيْ اُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا .

৬৯১ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমাদের ঘরে আমি ও একটি ইয়াতীম ছেলে নবী ﷺ -এর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। আর আমার মা উম্মে সুলাইম (রা.) আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

٤٧١. بَابُ مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالْاِمَامِ

৪৭১. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ ও ইমামের ডানদিক।

٦٩٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا ثَابِتُ ابْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قُمْتُ لَيْلَةً اُصَلِّيْ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَخَذَ بِيَدِيْ اَوْ بِعَضُدِيْ حَتّٰى اَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِيْ .

৬৯২ মূসা (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে আমি সালাত আদায়ের জন্য নবী ﷺ-এর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত বা বাহু ধরে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করালেন এবং তিনি তাঁর হাতের ইশারায় বললেন, আমার পিছনের দিক দিয়ে।

٤٧٢ . بَابُ اِذَا كَانَ بَيْنَ الْاِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ اَوْسُتْرَةٌ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَبَأْسَ اَن تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ وَقَالَ اَبُوْ مِجْلَزٍ يَأْتَمُّ بِالْاِمَامِ وَاِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيْقٌ اَوْجِدَارٌ اِذَا سَمِعَ تَكْبِيْرَ الْاِمَامِ

৪৭২. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম ও মুক্‌তাদীর মধ্যে দেওয়াল বা সুতরা থাকলে। হাসান (র.) বলেন, তোমার ও ইমামের মধ্যে নহর থাকলেও ইক্‌তিদা করতে অসুবিধা নেই। আবূ মিজলায (র.) বলেন, যদি ইমামের তাক্‌বীর শোনা যায় তাহলে ইমাম ও মুক্‌তাদীর মধ্যে রাস্তা বা দেওয়াল থাকলেও ইক্‌তিদা করা যায়।

٦٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فِيْ حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيْرٌ فَرَاٰى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ اُنَاسٌ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ فَاَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَالِكَ فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَهُ اُنَاسٌ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ صَنَعُوْا ذٰلِكَ لَيْلَتَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً حَتّٰى اِذَا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا اَصْبَحَ ذَكَرَ ذٰلِكَ النَّاسُ فَقَالَ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ .

৬৯৩ মুহাম্মদ (ইব্‌ন সালাম) (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের সালাত তাঁর নিজ কামরায় আদায় করতেন। কামরার দেওয়ালটি ছিল নীচু। ফলে একদিন সাহবীগণ নবী ﷺ -এর শরীর মুবারক দেখতে পেলেন এবং (দেওয়ালের অপর পার্শ্বে) সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে তাঁর সহিত সালাত আদায় করলেন। সকালে তাঁরা একথা বলাবলি করছিলেন। দ্বিতীয় রাতে তিনি (সালাতে) দাঁড়ালেন। সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন। দু' বা তিন রাত তাঁরা এরূপ করলেন। এরপরে (রাতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে থাকলেন, আর বের হলেন না। ভোরে সাহাবীগণ এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ আমার আশংকা হচ্ছিল যে, রাতের সালাত তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হতে পারে।

٤٧٣ . بَابُ صَلاَةِ اللَّيْلِ

৪৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের সালাত।

٦٩٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ حَصِيْرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ فَثَابَ اِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ .

৬৯৪ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুন্‌যির (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর একটি চাটাই ছিল। তিনি তা দিনের বেলায় বিছিয়ে রাখতেন এবং রাতের বেলায় তা দিয়ে কামরা বানিয়ে নিতেন। সহাবীগণ তাঁর পিছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়ান এবং তাঁর পিছনে সালাত আদায় করেন।

٦٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيْرٍ فِىْ رَمَضَانَ فَصَلّٰى فِيْهَا لَيَالِىَ فَصَلّٰى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِىْ رَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ فَصَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوْسٰى سَمِعْتُ اَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

৬৯৫ আবদুল আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ (র.)........যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রামাযান মাসে একটি ছোট কামরা বানালেন। তিনি (বুস্‌র ইব্‌ন সায়ীদ (র.) বলেন, মনে হয়, (যায়িদ ইব্‌ন সাবিত(রা.) কামরাটি চাটাইর তৈরী ছিল বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি সেখানে কয়েক রাত সালাত আদায় করেন। আর তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কিছু সাহাবীও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। তিনি যখন তাঁদের সম্বন্ধে জানতে পারলেন, তখন তিনি বসে থাকলেন। পরে তিনি তাঁদের কাছে এসে বললেন, তোমাদের কার্যকলাপ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের ঘরেই সালাত আদায় কর। কেননা, ফরয সালাত ব্যতীত লোকেরা ঘরে যে সালাত আদায় করে তা-ই উত্তম। আফ্‌ফান (র.)........যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বলেছেন।

٤٧٤. بَابُ اِيْجَابِ التَّكْبِيْرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

৪৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয তাকবীর বলা ও সালাত শুরু করা।

٦٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى اَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ قَالَ اَنَسٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَصَلّٰى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

৬৯৬ আবুল ইয়ামান (র.)....আনাস ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়ায় চড়েন। ফলে তাঁর ডান পাঁজরে আঁচড় লাগে। আনাস (রা.) বলেন, এ সময় কোন এক সালাত আমাদের নিয়ে তিনি বসে আদায় করেন। আমরাও তাঁর পিছনে বসে সালাত আদায় করি। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেন ঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার জন্যই। তাই তিনি যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর তিনি যখন রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। তিনি যখন সিজ্দা করেন তখন তোমরাও সিজ্দা করবে। তিনি যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ' বলেন, তখন তোমরা ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলবে।

٦٩٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَلِكٍ اَنَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلّٰى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُوْدًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ اِنَّمَا الْاِمَامُ اَوْ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا ۔

৬৯৭ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.)......আনাস ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হন। তাই তিনি আমাদের নিয়ে বসে সালাত আদায় করেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বসে সালাত আদায় করি। তারপর তিনি ফিরে বললেনঃ ইমাম অনুসরণের জন্যই বা তিনি বলেছিলেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। যখন তিনি উঠেন তখন তোমরাও উঠবে। তিনি যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ' বলেন, তখন তোমরা ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলবে এবং তিনি যখন সিজ্দা করেন তখন তোমরাও সিজ্দা করবে।

٦٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوالزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ ۔

৬৯৮ আবুল ইয়ামান (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাক্বীর বলেন, তখন তোমরাও তাক্বীর বলবে, যখন তিনি রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ' বলেন, তখন তোমরা ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলবে আর তিনি যখন সিজ্দা করেন তখন তোমরাও সিজ্দা করবে। যখন তিনি বসে সালাত আদায় করেন তখন তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

٤٧٥ . بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلٰى مَعَ الْاِفْتِتَاحِ سَوَاءً

৪৭৫. অনুচ্ছেদঃ সালাত শুরু করার সময় প্রথম তাকবীরের সাথে সাথে উভয় হাত উঠানো।

٦٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ اَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِ .

৬৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)..... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন, তখন উভয় হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর রুকূ'তে যাওয়ার জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপভাবে দু'হাত উঠাতেন এবং سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ও رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলতেন। কিন্তু সিজ্‌দার সময় এরূপ করতেন না।

٤٧٦ . بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ اِذَا كَبَّرَ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ

৪৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীরে তাহরীমা, রুকূ'তে যাওয়া এবং রুকূ' থেকে উঠার সময় উভয় হাত উঠানো।

٧٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ فِى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِ .

৭০০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এবং যখন তিনি রুকূ'র জন্য তাক্‌বীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন এবং ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলতেন। তবে সিজ্‌দার সময় এরূপ করতেন না।

٧٠١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْوَاسِطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِىْ قِلَابَةَ اَنَّهُ رَأٰى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ اِذَا صَلّٰى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ هٰكَذَا .

৭০১ ইসহাক ওয়াসিতী (র.)........আবূ কিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (রা.)-কে দেখেছেন, তিনি যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাক্বীর বলতেন এবং তাঁর দু' হাত উঠাতেন। আর যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন, আবার যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করেছেন।

٤٧٧. بَابُ اِلَى اَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ فِيْ اَصْحَابِهِ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

৪৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ উভয় হাত কতটুকু উঠাবে। আবূ হুমাইদ (র.) তাঁর সাথীদের বলেছেন যে, নবী ﷺ কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন।

৭০২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنَا سَلِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِفْتَتَحَ التَّكْبِيْرَ فِي الصَّلاَةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يَسْجُدُ وَلاَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ ·

৭০২ আবুল ইয়ামান (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তাক্বীর দিয়ে সালাত শুরু করতে দেখেছি, তিনি যখন তাকবীর বলতেন তখন তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং কাঁধ বরাবর করতেন। আর যখন রুকূ'র তাক্বীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলতেন, তখনও এরূপ করতেন এবং ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলতেন। কিন্তু সিজ্দায় যেতে এরূপ করতেন না। আর সিজ্দার থেকে মাথা উঠাবার সময়ও এরূপ করতেন না।

٤٧٨. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

৪৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ দু' রাকাআত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু' হাত উঠানো।

৭০৩ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ اِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَمُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ مُخْتَصَرًا ·

৭০৩ আইয়্যাশ (র.)........নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা.) যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাক্বীর বলতেন এবং দু' হাত উঠাতেন আর যখন রুকূ' করতেন তখনও দু' হাত উঠাতেন।

এরপর যখন 'سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলতেন তখনও দু' হাত উঠাতেন এবং দু' রাকাআত আদায়ের পর যখন দাঁড়াতেন তখনও দু' হাত উঠাতেন। এ সমস্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত বলে ইব্ন উমর (রা.) বলেছেন। এ হাদীসটি হাম্মাদ ইব্ন সালামা ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন তাহমান, আইউব ও মূসা ইব্ন উক্‌বা (র.) থেকে এ হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

٤٧٩. بَابُ وَضْعِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى

৪৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

٧٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنٰى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِى الصَّلَاةِ قَالَ أَبُوْ حَازِمٍ لاَ أَعْلَمُهُ اِلاَّ يَنْمِى ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ يُنْمٰى ذٰلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِىْ ·

৭০৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).........সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের নির্দেশ দেওয়া হত যে, সালাতে প্রত্যেক ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখবে। আবূ হাযিম (র.) বলেন, সাহল (র.) এ হাদীসটি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন বলেই জানি। ইসমায়ীল (র.) বলেন, এ হাদীসটি নবী ﷺ থেকেই বর্ণনা করা হত। তবে তিনি এরূপ বলেন নি যে, সাহল (র.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন।

٤٨٠. بَابُ الْخُشُوْعِ فِى الصَّلَاةِ

৪৮০. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে খুশু' (বিনয়, নম্রতা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও তন্ময়তা)।

٧٠٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِىْ هٰهُنَا وَاللّٰهِ مَا يَخْفٰى عَلَىَّ رُكُوْعُكُمْ وَلاَ خُشُوْعُكُمْ وَاِنِّىْ لاَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِىْ ·

৭০৫ ইসমায়ীল (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কি মনে কর যে, আমার কিব্‌লা শুধুমাত্র এ দিকে ? আল্লাহ্‌র শপথ, তোমাদের রুকূ' তোমাদের খুশু', কোন কিছুই আমার কাছে গোপন থাকে না। আর নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের দেখি আমার পিছন দিক থেকেও।

٧٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَوَ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِىْ وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِىْ اِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ ·

৭০৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা রুকূ'ও সিজ্‌দাগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার পিছনে থেকে বা রাবী বলেন, আমার পিঠের পিছনে থেকে তোমাদের দেখতে পাই, যখন তোমরা রুকূ' ও সিজ্‌দা কর।

٤٨١. بَابُ مَا يَقُوْلُ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ

৪৮১. অনুচ্ছেদ : তাকবীরে তাহরীমার পরে কি পড়বে।

٧٠٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهِ عَنْهُمَا كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٠

৭০৭ হাফস্ ইব্‌ন উমর (র.)........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-আবূ বক্‌র (রা.) এবং উমর (রা.) ' اَلحَمدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِينَ ' দিয়ে সালাত শুরু করতেন।

٧٠٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ اِسكَاتَةً قَالَ اَحسبهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقلتُ بِابِى وَاُمِّى يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِسكَاتُكَ بَينَ التَّكبِيرِ وَالقِرَاءَةِ مَاتَقُولُ قَالَ اَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ٠

৭০৮ মূসা ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ও কিরাআতের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, তাক্‌বীর ও কিরাআত এর মধ্যে চুপ থাকার সময় আপনি কী পাঠ করে থাকেন ? তিনি বললেন : এ সময় আমি বলি – ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যে যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন, আমার ও আমার ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যে ঠিক তদ্রূপ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। ইয়া আল্লাহ্! শুভ্র বস্ত্রকে যেরূপ নির্মল করা হয় আমাকেও সেরূপ পাক-সাফ করুন। আমার অপরাধসমূহ পানি, বরফ ও হিমশিলা দ্বারা বিধৌত করে দিন।

٤٨٢. بَابٌ

৪৮২. অনুচ্ছেদ :

٧٠٩ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ

اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوْفِ قَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ فَسَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ قَدْدَنَتْ مِنِّى الْجَنَّةُ حَتّٰى لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّى النَّارُ حَتّٰى قُلْتُ اَىْ رَبِّ اَوَ اَنَا مَعَهُمْ فَاِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَانُ هٰذِهِ قَالُوْا حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا لاَ اَطْعَمَتْهَا وَلاَ اَرْسَلَتْهَا تَاْكُلُ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ مِنْ خَشِيْشِ الْاَرْضِ اَوْ خِشَاشٍ ٠

৭০৯ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র.).......আসমা বিনত্ আবূ বক্র (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ. একবার সালাতুল কুসূফ (সূর্য গ্রহণের সালাত) আদায় করলেন। তিনি সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর রুকূ'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। তারপর দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর আবার রুকূ'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূ'তে থাকলেন। এরপর উঠলেন, পরে সিজ্দায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজ্দায় রইলেন। আবার সিজ্দায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজ্দায় থাকলেন। এরপর আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। আবার রুকূ'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূ'তে থাকলেন। এরপর রুকূ' থেকে উঠে আবার দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং আবার রুকূ'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। এরপর রুকূ' থেকে উঠে সিজ্দায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজ্দায় থাকলেন। তারপর উঠে সিজ্দায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজ্দায় থাকলেন। এরপর সালাত শেষ করে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ জান্নাত আমার খুবই নিকটে এসে গিয়েছিল এমনকি আমি যদি চেষ্টা করতাম তা হলে জান্নাতের একগুচ্ছ আঙ্গুর তোমাদের এনে দিতে পারতাম। আর জাহান্নামও আমার একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। এমনকি আমি বলে উঠলাম, ইয়া রব! আমিও কি তাদের সাথে? আমি একজন স্ত্রী লোককে দেখতে পেলাম। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলে-ছিলেন, একটি বিড়াল তাকে খামচাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ স্ত্রী লোকটির এমন অবস্থা কেন? ফিরিশ্তাগণ জবাব দিলেন, সে একটি বিড়ালকে আটকিয়ে রেখেছিল, ফলে বিড়ালটি অনাহারে মারা যায়। উক্ত স্ত্রী লোকটি তাকে খেতেও দেয়নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে আহার করতে পারে। নাফি' (র.) বলেন, আমার মনে হয়, (ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা.) বর্ণনা করেছিলেন, যাতে সে যমীনের পোকা মাকড় খেতে পারে।

٤٨٣. بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ اِلَى الْاِمَامِ فِى الصَّلاَةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فِى صَلاَةِ الْكُسُوْفِ فَرَاَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِيْنَ رَاَيْتُمُوْنِى تَاَخَّرْتُ

৪৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে ইমামের দিকে তাকানো।আয়িশা (রা.) বলেন, নবী ﷺ সালাতে কুসূফ বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন, তোমরা যখন আমাকে পিছিয়ে আসতে দেখেছিলে তখন আমি জাহান্নাম দেখেছিলাম; তার এক অংশ অপর অংশকে বিচূর্ণ করছে।

٧١٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ .

৭১০ মূসা (র.)......আবূ মা'মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি যুহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি করে বুঝতে পারতেন ? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ির নড়াচড়া দেখে।

٧١١ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَأَنَا أَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ يَخْطُبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوْبٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامُوْا قِيَامًا حَتّٰى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ .

৭১১ হাজ্জাজ (র.).......বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, আর তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না, তাঁরা যখন নবী ﷺ -এর সংগে সালাত আদায় করতেন, তখন রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন যে, নবী ﷺ সিজ্‌দায় গেছেন।

٧١٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلّٰى ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُ شَيْئًا فِيْ مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ اِنِّيْ أُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَخَذْتُهُ لَاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا .

৭১২ ইসমায়ীল (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি এজন্য সালাত আদায় করেন। সাহাবা-ই-কিরাম (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় আপনাকে দেখলাম যেন কিছু একটা ধরতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পরে দেখলাম, আবার পিছিয়ে এলেন। তিনি বললেন, আমাকে জান্নাত দেখানো হয় এবং তারই একটি আঙ্গুরের ছড়া নিতে যাচ্ছিলাম। আমি যদি তা নিয়ে আসতাম, তা হলে দুনিয়ার স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত তোমরা তা থেকে খেতে পারতে।

٧١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلّٰى

لَنَا النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ رَقِىَ الْمِنْبَرَ فَاَشَارَ بِيَدَيْهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الْاٰنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِىْ قِبْلَةِ هٰذَا الْجِدَارِ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ثَلَاثًا .

৭১৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং মসজিদের কিব্‌লার দিকে ইশারা করে বললেন, এইমাত্র আমি যখন তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলাম তখন এ দেওয়ালের সামনের দিকে আমি জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম। আজকের মতো এত মঙ্গল ও অমঙ্গল আমি আর দেখিনি, একথা তিনি তিনবার বললেন।

٤٨٤. بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ اِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلَاةِ

৪৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে আসমানের দিকে চোখ তুলে তাকানো।

٧١٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ فِىْ صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِى ذَالِكَ حَتّٰى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ ذَالِكَ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ .

৭১৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ লোকদের কি হল যে, তারা সালাতে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায় ? এ ব্যাপারে তিনি কঠোর বক্তব্য রাখলেন ; এমনকি তিনি বললেন ঃ যেন তারা অবশ্যই এ থেকে বিরত থাকে, অন্যথায় অবশ্যই তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে।

٤٨٥. بَابُ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلَاةِ

৪৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে এদিক ওদিক তাকান।

٧١٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ .

৭১৫ মুসাদ্দাদ (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাতে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ এটা এক ধরণের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার সালাত থেকে অংশ বিশেষ কেড়ে নেয়।

৭১৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهَا اَعْلاَمٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِيْ اَعْلاَمُ هٰذِهِ اِذْهَبُوْا بِهَا اِلٰى اَبِيْ جَهْمٍ وَأْتُوْنِى بِاَنْبِجَانِيَّةٍ ٠

৭১৬ কুতায়বা (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার নবী করীম ﷺ একটি নক্শা করা চাদর পরে সালাত আদায় করলেন। সালাতের পরে তিনি বললেন ঃ এ চাদরের কারুকার্য আমার মনকে নিবিষ্ট করে রেখেছিল। এটি আবূ জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং এর পরিবর্তে একটি "আম্বজানিয়্যাহ" নিয়ে এস।

٤٨٦. بَابُ هَلْ يَلْتَفِتُ لِاَمْرٍ يَنْزِلُ بِهٖ اَوْيَرَى شَيْئًا اَوْ بُصَاقًا فِى الْقِبْلَةِ وَقَالَ سَهْلُ الْتَفَتَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَرَاَى النَّبِىُّ ﷺ ٠

৪৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের মধ্যে কোন কিছু ঘটলে বা কোন কিছু দেখলে বা কিব্লার দিকে থুথু দেখলে, সে দিকে তাকান। সাহ্ল (র.) বলেছেন, আবূ বক্র (রা.) তাকালেন এবং নবী ﷺ-কে দেখলেন।

৭১৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَأَى النَّبِىُّ ﷺ نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّيْ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ انْصَرَفَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ فِى الصَّلاَةِ فَاِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ اَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِى الصَّلاَةِ رَوَاهُ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ ٠

৭১৭ কুতাইবা (র.)........ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন, এমতাবস্থায় মসজিদে কিব্লার দিকে থুথু দেখতে পেয়ে তা পরিস্কার করে ফেললেন। তারপর তিনি সালাত শেষ করে বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাকে, তখন আল্লাহ্ তার সামনে থাকেন। কাজেই সালাতে থাকা অবস্থায় কেউ সামনের দিকে থুথু ফেলবে না। মূসা ইব্ন উক্বা ও ইব্ন আবূ রাওয়াদ (র.) নাফি' (র.) থেকেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৭১৮ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَنَسُ قَالَ بَيْنَمَا الْمُسْلِمُوْنَ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ لَمْ يَفْجَأْهُمْ اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوْفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ وَنَكَصَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفَّ فَظَنَّ اَنَّهُ يُرِيْدُ الْخُرُوْجَ وَهَمَّ الْمُسْلِمُوْنَ اَنْ يَّفْتَتِنُوا فِى صَلاَتِهِمْ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ فَاَرْخٰى السِّتْرَ وَتُوُفِّىَ مِنْ اٰخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ ٠

৭১৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)........আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানগণ ফযরের সালাতে রত এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়িশা (রা.)-এর হুজরার পর্দা উঠালে তাঁরা চমকে উঠলেন। তিনি তাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁরা কাতারবদ্ধ হয়ে আছেন। তা দেখে তিনি মুচকী হাসলেন। আবূ বক্র (রা.) তাঁর ইমামতির স্থান ছেড়ে দিয়ে কাতারে শামিল হওয়ার জন্য পিছিয়ে আসতে চাইলেন। তিনি মনে করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হতে চান। মুসলিমগণও সালাত ছেড়ে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি ইশারায় তাঁদের বললেন, তোমরা তোমাদের সালাত পূরো করো। তারপর তিনি পর্দা ফেলে দিলেন। সে দিনেরই শেষভাগে তাঁর ইন্তিকাল হয়।[১]

٤٨٧. بَابُ وُجُوْبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِ فِى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيْهَا وَمَا يُخَافَتُ

৪৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ সব সালাতেই ইমাম ও মুক্তাদীর কিরাআত পড়া যরুরী, মুকীম অবস্থায় হোক বা সফরে, সশব্দ কিরাআতের সালাত হোক বা নিঃশব্দের, সব সালাতেই ইমামও মুক্তাদীর কিরাআত পড়া যরুরী[২]।

٧١٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ شَكَا اَهْلُ الْكُوْفَةِ سَعْدًا اِلَى عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتّٰى ذَكَرُوْا اَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّىْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ ، فَقَالَ يَا اَبَا اِسْحَاقَ اِنَّ هٰؤُلاَءِ يَزْعُمُوْنَ اَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّىْ قَالَ اَبُو اِسْحٰقَ اَمَّا اَنَا وَاللّٰهِ فَاِنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ بِهِمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اَخْرِمُ عَنْهَا اُصَلِّىْ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَاَرْكُدُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَاُخِفُّ فِى الْاُخْرَيَيْنِ، قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا اَبَا اِسْحٰقَ فَاَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً اَوْ رِجَالاً اِلَى الْكُوْفَةِ فَسَاَلَ عَنْهُ اَهْلَ الْكُوْفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا اِلاَّ سَاَلَ عَنْهُ وَيُثْنُوْنَ مَعْرُوْفًا حَتّٰى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِىْ عَبْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ اُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنٰى اَبَا سَعْدَةَ قَالَ اَمَّا اِذْ نَشَدْتَنَا فَاِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَيَسِيْرُ بِالسَّرِيَّةِ ، وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِى الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدٌ اَمَا وَاللّٰهِ لاَدْعُوَنَّ بِثَلاَثٍ : اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ عَبْدُكَ هٰذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَاَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ ، وَكَانَ بَعْدُ اِذَا سُئِلَ يَقُوْلُ

১. অর্থাৎ তাঁর ইন্তিকালের বিষয়টি শেষ প্রহরে সকলের নিকট সুনিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয়। কেননা, ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিনের প্রথম প্রহরে ইন্তিকাল করেছেন। তাই এ হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবেই করা যায়।

২. হানাফী মাযহাব অনুসারে ইমামের পিছনে নামায পড়ার সময় মুক্তাদীকে কিরাআত পড়তে হয় না। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যার ইমাম আছে, সে ক্ষেত্রে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত।

شَيْخٌ كَبِيْرٌ مَفْتُوْنٌ اَصَابَتْنِيْ دَعْوَةُ سَعْدٍ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَاَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَاِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِىْ فِى الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ ·

৭১৯ মূসা (র.)........জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কূফাবাসীরা সা'দ (রা.)[১] -এর বিরুদ্ধে উমর (রা.)-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং আম্মার (রা.)-কে তাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কূফার লোকেরা সা'দ (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে এ-ও বলে যে, তিনি ভালরূপে সালাত আদায় করতে পারেন না। উমর (রা.) তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, হে আবূ ইসহাক ! তারা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, আপনি নাকি ভালরূপে সালাত আদায় করতে পারেন না। সা'দ (রা.) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের অনুরূপই সালাত আদায় করে থাকি। তাতে কোন ত্রুটি করি না। আমি ইশার সালাত আদায় করতে প্রথম দু' রাকাআতে একটু দীর্ঘ ও শেষের দু' রাকাআতে সংক্ষেপ করতাম। উমর (রা.) বললেন, হে আবূ ইসহাক ! আপনার সম্পর্কে আমার এ-ই ধারণা। তারপর উমর (রা.) কূফার অধিবাসীদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সা'দ (রা.)-এর সঙ্গে কূফায় পাঠান। সে ব্যক্তি প্রতিটি মসজিদে গিয়ে সা'দ (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল এবং তাঁরা সকলেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অবশেষে সে ব্যক্তি বনূ আব্‌স গোত্রের মসজিদে উপস্থিত হয়। এখানে উসামা ইব্‌ন কাতাদাহ্ নামে এক ব্যক্তি যাকে আবূ সা'দাহ্ বলে ডাকা হত– দাঁড়িয়ে বলল, যেহেতু তুমি আল্লাহ্‌র নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছ, সা'দ (রা.) কখনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যান না, গনীমতের মাল সমভাবে বন্টন করেন না এবং বিচারে ইনসাফ করেন না। তখন সা'দ (রা.) বললেন, মনে রেখো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তিনটি দু'আ করছি ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! যদি তোমার এ বান্দা মিথ্যাবাদী হয়, লোক দেখানো এবং আত্মপ্রচারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে- ১. তার হায়াত বাড়িয়ে দিন, ২. তার অভাব বাড়িয়ে দিন এবং ৩. তাকে ফিত্‌নার সম্মুখীন করুন। পরবর্তীকালে লোকটিকে (তার অবস্থা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলত, আমি বয়সে বৃদ্ধ, ফিত্‌নায় লিপ্ত। সা'দ (রা.)-এর দু'আ আমার উপর লেগে আছে। বর্ণনাকারী আবদুল মালিক (র.) বলেন, পরে আমি সে লোকটিকে দেখেছি, অতি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তার উভয় ভ্রু চোখের উপর ঝুলে পড়েছে এবং সে পথে মেয়েদের উত্যক্ত করত এবং তাদের চিমটি কাটতো।

৭২০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ·

৭২০ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)........উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ . বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার নামায হল না।

৭২১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ، قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ

১. তিনি তখন কূফায় আমীর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلُ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَرَدَّ ، وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّىْ كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثًا ، فَقَالَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِى فَقَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَالِكَ فِىْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا .

৭২১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন একজন সাহাবী এসে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি নবী ﷺ-কে সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, আবার গিয়ে সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি ত সালাত আদায় করনি। তিনি ফিরে গিয়ে আগের মত সালাত আদায় করলেন। তারপর এসে নবী ﷺ-কে সালাম করলেন। তিনি বললেন ঃ ফিরে গিয়ে আবার সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবী বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন– আমি তো এর চেয়ে সুন্দর করে সালাত আদায় করতে জানি না। কাজেই আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাক্বীর বলবে। তারপর কুরআন থেকে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে। তারপর রুকূ'তে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ' আদায় করবে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সিজ্দায় যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে সিজ্দা আদায় করবে। তারপর সিজ্দা থেকে উঠে স্থির হয়ে বসবে। আর এভাবেই পূরো সালাত আদায় করবে।

٤٨٨ . بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الظُّهْرِ

৪৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের সালাতে কিরাআত পড়া।

৭২২ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَعْدٌ كُنْتُ اُصَلِّىْ بِهِمْ صَلَوٰةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلاَتَىِ الْعَشِىِّ لاَ اَخْرِمُ عَنْهَا كُنْتُ اَرْكُدُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَاَحْذِفُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ ذَالِكَ الظَّنُّ بِكَ .

৭২২ আবূ নু'মান (র.).....জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা.) বলেন, আমি তাদেরকে নিয়ে বিকালের দু' সালাত (যুহর ও আসর) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করতাম। এতে কোন ত্রুটি করতাম না। প্রথম দু' রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘায়িত এবং শেষ দু' রাকাআতে তা সংক্ষিপ্ত করতাম। উমর (রা.) বলেন, তোমার সম্পর্কে এরূপই ধারণা।

৭২৩ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِى الْاُوْلٰى وَيُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْاٰيَةَ اَحْيَانًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِى الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِى الْاُوْلٰى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ ٠

৭২৩ আবূ নু'আইম (র.).......আবূ কাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহ্রের প্রথম দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহার সহিত আরও দু'টি সূরা পাঠ করতেন। প্রথম রাকাআতে দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সংক্ষেপ করতেন। কখনো কোন আয়াত শুনিয়ে পড়তেন। আসরের সালাতেও তিনি সূরা ফাতিহার সাথে অন্য দু'টি সূরা পড়তেন। প্রথম রাকাআতে দীর্ঘ করতেন। ফজরের প্রথম রাকাআতেও তিনি দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সংক্ষেপ করতেন।

৭২৪ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنِى عُمَارَةُ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ قَالَ سَاَلْنَا خَبَّابًا اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِاَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ ٠

৭২৪ উমর ইব্ন হাফস্ (র.).......আবূ মা'মার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি যুহ্র ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা প্রশ্ন করলাম, আপনারা কি করে তা বুঝতেন ? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ির (মুবারকের) নড়াচড়ায়।

৪৮৯. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْعَصْرِ

৪৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের সালাতে কিরাআত।

৭২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بِاَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ قِرَاءَتَهُ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ ٠

৭২৫ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.)........আবূ মা'মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খাব্বাব ইব্ন আরত্ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি যুহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা কি করে তাঁর কিরাআত বুঝতেন ? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ি মুবারকের নড়াচড়ায়।

٧٢٦ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ سُوْرَةٍ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ اَحْيَانًا .

৭২৬ মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (র.)......আবূ কাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহর ও আসরের প্রথম দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে একটি সূরা পড়তেন। আর কখনো কখনো কোন আয়াত আমাদের শুনিয়ে পড়তেন।

٤٩٠. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

৪৯০. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের সালাতে কিরাআত।

٧٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ وَاللّٰهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِيْ بِقِرَاءَتِكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ اِنَّهَا لَاٰخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ .

৭২৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মুল ফায্ল (রা.) তাঁকে ' وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ' সূরাটি তিলাওয়াত করতে শুনে বললেন, বেটা! তুমি এ সূরা তিলাওয়াত করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে এ সূরাটি পড়তে শেষবারের মত শুনেছিলাম।

٧٢٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ لِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَالَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ بِطُوْلَى الطُّوْلَيَيْنِ .

৭২৮ আবূ আসিম (র.)........মারওয়ান ইব্ন হাকাম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) আমাকে বললেন, কি ব্যাপার, মাগরিবের সালাতে তুমি যে কেবল ছোট ছোট সূরা তিলাওয়াত কর? অথচ আমি নবী ﷺ-কে দু'টি দীর্ঘ সূরার মধ্যে দীর্ঘতমটি থেকে পাঠ করতে শুনেছি।[১]

٧٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ .

---

১. অপেক্ষাকৃত দু'টি দীর্ঘতম সূরা দ্বারা সূরা আরাফ ও সূরা আন'আমকে বুঝানো হয়েছে। আর এ দু'টির মাঝে দীর্ঘতম হল সূরা আরাফ।

৭২৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)......জুবাইর ইব্ন মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর থেকে পড়তে শুনেছি।

٤٩١. بَابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

৪৯১. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাতে সশব্দে কিরাআত।

٧٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ .

৭৩০ আবূ নু'মান (র.).......আবূ রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করলাম। সেদিন তিনি ' إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ' সূরাটি তিলাওয়াত করে সিজ্‌দা করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম ﷺ-এর পিছনে এ সিজ্‌দা করেছি, তাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ সূরায় সিজ্‌দা করব।

٧٣١ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ .

৭৩১ আবুল ওয়ালীদ (র.)......আদী (ইব্ন সাবিত) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারাআ (রা.) থেকে শুনেছি যে, নবী করীম ﷺ এক সফরে ইশার সালাতের প্রথম দু' রাকাআতের এক রাকাআতে সূরা ' وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ' পাঠ করেন।

٤٩٢. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ

৪৯২. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাতে সিজ্‌দার আয়াত (সম্বলিত সূরা) তিলাওয়াত।

٧٣٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ .

৭৩২ মুসাদ্দাদ (র.)......আবূ রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করলাম। তিনি ' إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ' সূরাটি তিলাওয়াত করে সিজ্‌দা করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সিজ্‌দা কেন ? তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম ﷺ-এর পিছনে এ সূরায় সিজ্‌দা করেছি, তাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি এতে সিজ্‌দা করব।

٤٩٣. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

৪৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাতে কিরাআত।

٧٣٣ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فِي الْعِشَاءِ ، وَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ اَوْ قِرَاءَةً .

৭৩৩ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র.).......বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে ইশার সালাতে ' وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ' পড়তে শুনেছি। আমি কাউকে তাঁর চাইতে সুন্দর কণ্ঠ অথবা কিরাআত শুনিনি।

٤٩٤. بَابُ يُطَوِّلُ فِي الْاُوْلَيَيْنِ وَيَحْذِفُ فِي الْاُخْرَيَيْنِ

৪৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম দু' রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করা ও শেষ দু' রাকাআতে তা সংক্ষেপ করা।

٧٣٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ لَقَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلاَةِ قَالَ اَمَّا اَنَا فَامُدُّ فِي الْاُوْلَيَيْنِ وَاَحْذِفُ فِي الْاُخْرَيَيْنِ وَلاَ اٰلُوْ مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَدَقْتَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ اَوْ ظَنِّيْ بِكَ .

৭৩৪ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র.).....জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.) সা'দ (রা.)-কে বললেন, আপনার বিরুদ্ধে তারা (কূফাবাসীরা) সর্ব বিষয়ে অভিযোগ করেছে, এমনকি সালাত সম্পর্কেও। সা'দ (রা.) বললেন, আমি প্রথম দু'রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করে থাকি এবং শেষের দু' রাকাআতে তা সংক্ষেপে করি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে যেরূপ সালাত আদায় করেছি, অনুরূপই সালাত আদায়ের ব্যাপারে আমি ত্রুটি করিনি। উমর (রা.) বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, আপনার ব্যাপারে ধারণা ত এরূপই ছিল, কিংবা (তিনি বলে-ছিলেন) আপনার সম্পর্কে আমার এরূপই ধারণা।

٤٩٥. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ ، وَقَالَ اُمُّ سَلَمَةَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِالطُّوْرِ

৪৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাতে কিরাআত। উম্মে সালামা (রা.) বলেন, নবী ﷺ সূরা তূর পড়েছেন।

٧٣٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبِيْ عَلَى اَبِيْ بَرْزَةَ

الْاَسْلَمِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ اِلَى اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلاَ يُبَالِيْ بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيْسَهُ ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اَوْ اِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ ٠

৭৩৫ আদম (র.)......সাইয়ার ইব্‌ন সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার পিতা আবূ বারযা আসলামী (রা.)- নিকট উপস্থিত হয়ে সালাতসমূহের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ যুহরের সালাত সূর্য ঢলে গেলেই আদায় করতেন। আর আসর (এমন সময় যে, সালাতের শেষে) কোন ব্যক্তি সূর্য সজীব থাকতে থাকতেই মদীনার প্রান্ত সীমায় ফিরে আসতে পারত। মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গেছি। আর তিনি ইশা রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে কোন দ্বিধা করতেন না। এবং ইশার আগে ঘুমানো ও পরে কথাবার্তা বলা তিনি পসন্দ করতেন না। আর তিনি ফজর আদায় করতেন এমন সময় যে, সালাত শেষে ফিরে যেতে লোকেরা তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারত। এর দু' রাকাআতে অথবা রাবী বলেছেন, এক রাকাআতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত পড়তেন।

٧٣٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ يَقُوْلُ فِيْ كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ فَمَااَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفَى عَنَّا اَخْفَيْنَا عَنْكُمْ وَاِنْ لَمْ تَزِدْ عَلٰى اُمِّ الْقُرْاٰنِ اَجْزَأَتْ وَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ ٠

৭৩৬ মুসাদ্দাদ (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক সালাতেই কিরাআত পড়া হয়। তবে যে সব সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদের শুনিয়ে পড়ব। আর যে সব সালাতে আমাদের না শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদের না শুনিয়ে পড়ব। যদি তোমরা সূরা ফাতিহার চাইতে বেশী না পড়, সালাত আদায় হয়ে যাবে। আর যদি বেশী পড় তা উত্তম।[১]

٤٩٦. بَابُ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلاَةِ الْفَجْرِ ، وَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَيَقْرَأُ بِالطُّوْرِ

৪৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাতে স্বশব্দে কিরাআত। উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আমি লোকদের পিছনে তাওয়াফ করছিলাম। নবী ﷺ তখন সালাত আদায় করছিলেন এবং সূরা তূর পাঠ করছিলেন।

১. এ হলো ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, অন্যান্য হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব।

৭২৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ فِى طَائِفَةٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ عَامِدِيْنَ اِلٰى سُوْقِ عُكَاظٍ ، وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ اِلٰى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا حِيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوْا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ اِلاَّ شَئٌ حَدَثَ فَاضْرِبُوْا مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوْا مَاهٰذَا الَّذِىْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ فَانْصَرَفَ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوْا نَحْوَ تِهَامَةَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدِيْنَ اِلٰى سُوْقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهٖ صَلاَةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْاٰنَ اسْتَمَعُوْا لَهُ ، فَقَالُوْا هٰذَا وَاللّٰهِ الَّذِىْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ حِيْنَ رَجَعُوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ ، وَقَالُوا يَا قَوْمَنَا : اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهٖ : قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَاِنَّمَا اُوْحِىَ اِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ .

৭৩৭ মুসাদ্দাদ (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। আর দুষ্ট জিন্নদের[১] উর্ধলোকের সংবাদ সংগ্রহের পথে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় এবং তাদের দিকে অগ্নিপিন্ড নিক্ষিপ্ত হয়। কাজেই শয়তানরা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসে। তারা জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের কি হয়েছে ? তারা বলল, আমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে এবং আমাদের দিকে অগ্নিপিন্ড ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু ঘটেছে বলেই তোমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই, পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত বিচরণ করে দেখ, কী কারণে তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে ? তাই তাদের যে দলটি তিহামার দিকে গিয়েছিল, তারা নবী করীম ﷺ-এর দিকে অগ্রসর হল। তিনি তখন উকায বাজারের পথে নাখ্‌লা নামক স্থানে সাহাবীগণকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। তারা যখন কুরআন শুনতে পেল, তখন সেদিকে মনোনিবেশ করল। তারপর তারা বলে উঠল, আল্লাহ্‌র শপথ! এটিই তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এমন সময় যখন তারা সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসল এবং বলল হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। ফলে আমরা এতে ঈমান এনেছি এবং কখনো আমরা আমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরীক স্থির করব না। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-এর প্রতি ' قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ....... ' সূরা নাযিল করেন। মূলত তাঁর নিকট জিন্নদের বক্তব্যই ওহীরূপে নাযিল করা হয়েছে।

---

১. হাদীসে উল্লেখিত "শায়াতীন" (شياطين) শব্দটি দুষ্ট প্রকৃতির জিন্নদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

٧٣٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْمَا اُمِرَ وَسَكَتَ فِيْمَا اُمِرَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

৭৩৮ মুসাদ্দাদ (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যেখানে কিরাআত পড়ার[১] জন্য নির্দেশ পেয়েছেন, সেখানে পড়েছেন। আর যেখানে চুপ করে থাকতে[২] নির্দেশ পেয়েছেন সেখানে চুপ করে থেকেছেন। (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) ঃ "নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

٤٩٧ . بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّوْرَتَيْنِ فِى الرَّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيْمِ وَبِسُوْرَةٍ قَبْلَ سُوْرَةٍ وَبِاَوَّلِ سُوْرَةٍ ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُؤْمِنُوْنَ فِى الصُّبْحِ حَتّٰى اِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ اَوْ ذِكْرُ عِيْسٰى اَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ وَقَرَأَ عُمَرُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى بِمِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ اٰيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ وَفِى الثَّانِيَةِ بِسُوْرَةٍ مِنَ الْمَثَانِىْ وَقَرَأَ الْاَحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِى الْاُوْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ بِيُوْسُفَ اَوْ يُوْنُسَ وَذَكَرَ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ الصُّبْحَ بِهِمَا ، وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِاَرْبَعِيْنَ اٰيَةً مِنَ الْاَنْفَالِ وَفِى الثَّانِيَةِ بِسُوْرَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَقَالَ قَتَادَةُ فِيْمَنْ يَقْرَأُ سُوْرَةً وَاحِدَةً فِىْ رَكْعَتَيْنِ اَوْ يُرَدِّدُ سُوْرَةً وَاحِدَةً فِى رَكْعَتَيْنِ كُلٌّ كِتَابُ اللّٰهِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِىْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُوْرَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِى الصَّلَاةِ مِمَّا تَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةً اُخْرٰى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَالِكَ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ اَصْحَابُهُ فَقَالُوْا اِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهٰذِهِ السُّوْرَةِ ثُمَّ لَا تَرٰى اَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتّٰى تَقْرَأَ بِاُخْرٰى فَاِمَّا تَقْرَأُ بِهَا وَاِمَّا اَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِاُخْرٰى ، فَقَالَ مَا اَنَا بِتَارِكِهَا اِنْ اَحْبَبْتُمْ اَنْ اَؤُمَّكُمْ بِذَالِكَ فَعَلْتُ ، وَاِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْ اَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوْا اَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ فَلَمَّا اَتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اَخْبَرُوْهُ الْخَبَرَ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ اَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلٰى لُزُوْمِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ اِنِّىْ اُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ اِيَّاهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ .

---
১. অর্থাৎ সশব্দে পড়ার। ২. নিঃশব্দে পড়ার।

৪৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ এক রাকাআতে দু' সূরা মিলিয়ে পড়া, সূরার শেষাংশ পড়া, এক সূরার আগে আরেক সূরা পড়া এবং সূরার প্রথমাংশ পড়া। আবদুল্লাহ্ ইবন সায়িব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ফজরের সালাতে সূরা মু'মিনূন পড়তে শুরু করেন। যখন মূসা (আ.) ও হারূন (আ.) বা ঈসা (আ.)–এর আলোচনা এল, তাঁর কাশি উঠল আর তখন তিনি রুকূ'তে চলে গেলেন। উমর (রা.) প্রথম রাকাআতে সূরা বাকারার একশ' বিশ আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং দ্বিতীয় রাকআতে মাসানী[১] সূরাসমূহের কোন একটি তিলাওয়াত করেন। আহনাফ (র.) প্রথম রাকাআতে সূরা কাহ্ফ তিলাওয়াত করেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ইউসুফ বা সূরা ইউনুস[২] তিলাওয়াত করেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উমর (রা.)–এর পিছনে এ দু'টি সূরা দিয়ে ফজরের সলাত আদায় করেন। ইব্ন মাসঊদ (রা.) (প্রথম রাক–আতে) সূরা আনফালের চল্লিশ আয়াত পড়েন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে মুফাস্সাল[৩] সূরা সমূহের একটি পড়েন। যে ব্যক্তি দু' রাকাআতে একই সূরা ভাগ করে পড়ে বা দু' রাকাআতে একই সূরা দুহরিয়ে পড়ে। তার সম্পর্কে কাতাদা (রা.) বলেন, সবই মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব। (অর্থাৎ এতে কোন দোষ নেই)। উবায়দুল্লাহ্ (রা.) কুবার মসজিদে তাঁদের ইমামতি করতেন।[৪] তিনি সশব্দে কিরা–আত পড়া হয় এমন কোন সালাতে যখনই কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন, قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ সূরা দ্বারা শুরু করতেন। তা শেষ করে অন্য একটি সূরা এর সাথে মিলিয়ে পড়তেন। আর প্রতি রাকাআতেই তিনি এরূপ করতেন। তাঁর সঙ্গীরা এ ব্যাপারে তাঁর কাছে বললেন যে, আপনি এ সূরাটি দিয়ে শুরু করেন, এটি যথেষ্ট হয় বলে আপনি মনে করেন না তাই আর একটি সূরা মিলিয়ে পড়েন। হয় আপনি এটিই পড়বেন, না হয় এটি বাদ দিয়ে অন্যটি পড়বেন। তিনি বললেন, আমি এটি কিছুতেই ছাড়তে পারব না। আমার এভাবে ইমামতি করা যদি আপনারা অপসন্দ করেন, তাহলে আমি আপনাদের ইমামতি ছেড়ে দেব। কিন্তু তাঁরা জানতেন যে, তিনি তাদের মাঝে উত্তম। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তাদের ইমামতি করুক এট তাঁরা অপসন্দ করতেন। পরে নবী করীম যখন তাঁদের এখানে আগমন করেন, তাঁরা বিষয়টি নবী করীম ﷺ–কে জানান। তিনি বললেন, হে, অমুক! তোমার সঙ্গীগণ যা বলেন তা করতে তোমাকে কিসে বাঁধা দেয়? আর প্রতি রাকাআতে এ সূরাটি বাধ্যতামূলক করে নিতে কিসে উদ্বুদ্ধ করছে?

---

১. মাসানী অর্থাৎ একশ' আয়াতের কম আয়াত বিশিষ্ট সূরা। — কিরমানী

২. হানাফী মতে এইরূপ করা মাকরূহ এবং কুরআনের তারতীব রক্ষা করা মুস্তাহাব।

৩. 'মুফাস্সাল'— অর্থাৎ সূরা হুজুরাতে থেকে কুরআন মজীদের শেষ সূরা পর্যন্ত।

৪. তাঁর নাম ছিল কুলসুম ইব্ন হিদম।

তিনি বললেন, আমি এ সূরাটি ভালবাসি। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ এ সূরার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে ॥

৭৩৯ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِىْ رَكْعَةٍ ، فَقَالَ هٰذًا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِىْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَتَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ ·

৭৩৯ আদম (র.).......আবূ ওয়াইল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর নিকট এসে বলল, গতরাতে আমি মুফাস্সাল সূরাগুলো এক রাকাআতেই তিলাওয়াত করেছি। তিনি বললেন, তাহলে নিশ্চয়ই কবিতার ন্যায় দ্রুত পড়েছ। নবী করীম ﷺ পরস্পর সমতূল্য যে সব সূরা মিলিয়ে পড়তেন, সেগুলো সম্পর্কে আমি জানি। এ বলে তিনি মুফাস্সাল সূরাসমূহের বিশটি সূরার কথা উল্লেখ করে বলেন, নবী করীম ﷺ প্রতি রাকাআতে এর দু'টি করে সূরা পড়তেন।

٤٩٨. بَابُ يَقْرَأُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৪৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ শেষ দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহাহ্ পড়া।

৭৪০ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ فِى الْاُوْلَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ وَيُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهٰكَذَا فِى الْعَصْرِ وَهٰكَذَا فِى الصُّبْحِ ·

৭৪০ মূসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).......আবূ কাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যুহরের প্রথম দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষ দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন এবং তিনি কোন কোন আয়াত আমাদের শোনাতেন, আর তিনি প্রথম রাকাআতে যতটুকু দীর্ঘ করতেন, দ্বিতীয় রাকাআতে ততটুকু দীর্ঘ করতেন না। এরূপ করতেন আসরে এবং ফজরেও।

٤٩٩. بَابُ مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

৪৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ যুহরে ও আসরে নিঃশব্দে কিরাআত পড়া।

৭৪১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ قُلْتُ لِخَبَّابٍ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا مِنْ اَيْنَ عَلِمْتَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ ·

৭৪১ কুতাইবা (র.).......আবূ মা'মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি যুহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে বুঝলেন ? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ি মুবারকের নড়াচড়া দেখে।

٥٠٠. بَابُ اِذَا اَسْمَعَ الْاِمَامُ الْاٰيَةَ

৫০০. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম আয়াত শুনিয়ে পাঠ করলে।

٧٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا ، وَكَانَ يُطِيْلُ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى .

৭৪২ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.)........আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যুহর ও আসরের সালাতের প্রথম দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে আরেকটি সূরা পড়তেন। কখনো কোন কোন আয়াত আমাদের শুনিয়ে পড়তেন এবং তিনি প্রথম রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করতেন।

٥٠١. بَابُ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى

৫০১. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম রাকাআতে কিরাআতে দীর্ঘ করা।

٧٤٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ .

৭৪৩ আবূ নু'আইম (র.)......আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যুহরের সালাতের প্রথম রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করতেন ও দ্বিতীয় রাকাআতে সংক্ষিপ্ত করতেন এবং এরূপ করতেন ফযরের সালাতেও।

٥٠٢. بَابُ جَهْرِ الْاِمَامِ بِالتَّاْمِيْنِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ اٰمِيْنَ دُعَاءٌ اَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتّٰى اِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً ، وَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُنَادِي الْاِمَامَ لَا تَفُتْنِيْ بِاٰمِيْنَ ، وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُهُ وَيَحُضُّهُمْ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِيْ ذٰلِكَ خَبَرًا

৫০২. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সশব্দে 'আমীন' বলা। আতা (র.) বলেন, 'আমীন' হল দু'আ। তিনি আরও বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা.) ও তাঁর পিছনের মুসুল্লীগণ এমনভাবে 'আমীন' বলতেন যে, মসজিদে গুমগুম আওয়ায হতো। আবূ হুরায়রা

(রা.) ইমামকে ডেকে বলতেন, আমাকে 'আমীন' বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না। নাফি' (র.) বলেন, ইব্ন উমর (রা.) কখনই 'আমীন' বলা ছাড়তেন না এবং তিনি তাদের (আমীন বলার জন্য) উৎসাহিত করতেন। আমি তাঁর কাছ থেকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনেছি।

٧٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ ٠

৭৪৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম যখন 'আমীন' বলেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কেননা, যার 'আমীন' (বলা) ও ফিরিশ্তাদের 'আমীন' (বলা) এক হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মা'ফ করে দেওয়া হয়। ইব্ন শিহাব (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও 'আমীন' বলতেন।

٥٠٣. بَابُ فَضْلِ التَّأْمِيْنِ

৫০৩. অনুচ্ছেদ ঃ 'আমীন' বলার ফযীলত।

٧٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ اٰمِيْنَ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِى السَّمَاءِ اٰمِيْنَ فَوَافَقَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ٠

৭৪৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ. বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ (সালাতে) 'আমীন' বলে, আর আসমানে ফিরিশ্তাগণ 'আমীন' বলেন এবং উভয়ের 'আমীন' একই সময় হলে, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মা'ফ করে দেওয়া হয়।

٥٠٤. بَابُ جَهْرِ الْمَأْمُوْمِ بِالتَّأْمِيْنِ

৫০৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুক্তাদীর সশব্দে 'আমীন' বলা।

٧٤٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

وَنُعَيْمُ الْمُجْمِرُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ٠

৭৪৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম ' غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ' পড়লে তোমরা 'আমীন' বলো। কেননা, যার এ (আমীন) বলা ফিরিশ্‌তাদের (আমীন) বলার সাথে একই সময় হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। মুহাম্মাদ ইব্ন আমর (র.) আবূ সালামা (র.) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে এবং নু'আইম- মুজমির (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনায় সুমাই (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٥٠٥. بَابُ اِذَا رَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ

৫০৫. অনুচ্ছেদ ঃ কাতারে পৌঁছার আগেই রুকূ'তে চলে গেলে।

٧٤٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنِ الْاَعْلَمْ وَهُوَ زِيَادُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّهُ اِنْتَهٰى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ اَنْ يَصِلَ اِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ ٠

৭৪৭ মূসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).......আবূ বাক্‌রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম ﷺ -এর কাছে এমন অবস্থায় পৌঁছলেন যে, নবী ﷺ তখন রুকূ'তে ছিলেন। তখন কাতার পর্যন্ত পৌঁছার আগেই তিনি রুকূ'তে চলে যান। এ ঘটনা নবী ﷺ-এর কাছে ব্যক্ত করা হলে, তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দিন। তবে এরূপ আর করবে না।

٥٠٦. بَابُ اِتْمَامِ التَّكْبِيْرِ فِى الرُّكُوْعِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِيْهِ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

৫০৬. অনুচ্ছেদঃ রুকূ'তে তাকবীর পূর্ণভাবে বলা।এ ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।এ বিষয় মালিক ইব্ন হুওয়ারিস (রা.) থেকেও রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে।

٧٤٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْوَاسِطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلّٰى مَعَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هٰذَا الرَّجُلُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيْهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَنَّهُ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ ٠

৭৪৮ ইসহাক ওয়াসিতী (র.)........ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বসরায় আলী (রা.)-এর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, ইনি (আলী (রা.) আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -

এর সঙ্গে আদায়কৃত সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি উল্লেখ করেন যে, নবী ﷺ প্রতিবার (মাথা) উঠাতে ও নামাতে তাক্‌বীর বলতেন।

৭৪৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَاِذَا انْصَرَفَ قَالَ اِنِّىْ لَاَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৭৪৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাদের সঙ্গে সালাত আদায় করতেন এবং প্রতিবার উঠা বসার সময় তাক্‌বীর বলতেন। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার সালাতই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ।

٥٠٧. بَابُ اِتْمَامِ التَّكْبِيْرِ فِى السُّجُوْدِ

৫০৭. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দার তাক্‌বীর পূর্ণভাবে বলা।

৭৫০ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ كَبَّرَ ، وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ ، وَاِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ اَخَذَ بِيَدِىْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ قَدْ ذَكَّرَنِىْ هٰذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ اَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৭৫০ আবূ নু'মান (র.).......মুতার্‌রিফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.)-এর পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন সিজ্‌দায় গেলেন তখন তাক্‌বীর বললেন, সিজ্‌দা থেকে যখন মাথা উঠালেন তখনও তাক্‌বীর বললেন, আবার দু' রাকাআতের পর যখন দাঁড়ালেন তখনও তাক্‌বীর বললেন। তিনি যখন সালাত শেষ করলেন তখন ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) আমার হাত ধরে বললেন, ইনি (আলী রা.) আমাকে মুহাম্মদ ﷺ-এর সালাত স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বা তিনি বলেছিলেন, আমাদের নিয়ে মুহাম্মদ ﷺ-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করেছেন।

৭৫১ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَاِذَا وَضَعَ فَاَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَوَ لَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِىِّ ﷺ لَا اُمَّ لَكَ .

৭৫১ আমর ইব্‌ন আওন (র.).......ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাকামে (ইব্‌রাহীমের নিকট) এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, প্রতিবার উঠা ও ঝুঁকার সময় এবং দাঁড়ানো ও বসার সময়

তাক্‌বীর বলছেন। আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে একথা জানালে তিনি বললেন, তুমি মাতৃহীন হও,[১] একি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সালাত নয়?

٥٠٨. بَابُ التَّكْبِيْرِ اِذَا قَالَ مِنَ السُّجُوْدِ

৫০৮. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দা থেকে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলা।

٧٥٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّهُ اَحْمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ سُنَّةُ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ وَقَالَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ·

৭৫২ মূসা ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.)........ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কা শরীফে এক বৃদ্ধের পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি বাইশবার তাক্‌বীর বললেন। আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে বললাম, লোকটি তো আহ্‌মক। তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। এ যে আবুল কাসিম (সা.)-এর সুন্নাত। মূসা (র.) বলেন, আবান (র.) কাতাদা (র.) সূত্রেও ইকরিমা (রা.) থেকে এ হাদীসটি সরাসরি বর্ণনা করেছেন।

٧٥٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِىْ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِى الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتّٰى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ ·

৭৫৩ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাত আরম্ভ করার সময় দাঁড়িয়ে তাক্‌বীর বলতেন। এরপর রুকূ'তে যাওয়ার সময় তাক্‌বীর বলতেন, আবার যখন রুকূ' থেকে পিঠ সোজা করে উঠতেন তখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলতেন, তারপর দাঁড়িয়ে ' رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ' বলতেন। এরপর সিজ্‌দায় যাওয়ার সময় তাক্‌বীর বলতেন। এবং যখন মাথা উঠাতেন তখনও তাক্‌বীর বলতেন। আবার (দ্বিতীয়) সিজ্‌দায় যেতে তাক্‌বীর বলতেন এবং পুনরায় মাথা উঠাতেন তখনও তাক্‌বীর বলতেন। এভাবেই তিনি পুরো সালাত শেষ করতেন। আর দ্বিতীয়

---

১. ইহা তিরস্কার স্বরূপ বলা হয়েছে, খারাপ উদ্দেশ্যে নয়।

রাকাআতের বৈঠক শেষে যখন (তৃতীয় রাকাআতের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও তাক্‌বীর বলতেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিহ্ (র.) লাইস (র.) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করতে ' وَلَكَ الْحَمْدُ ' উল্লেখ করেছেন।

٥٠٩. بَابُ وَضْعِ الْاَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ وَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ فِىْ اَصْحَابِهِ اَمْكَنَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ

৫০৯. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ'তে হাঁটুর উপর হাত রাখা। আবূ হুমাইদ (রা.) তাঁর সঙ্গীদের সামনে বলেছেন, নবী ﷺ (রুকূ'র সময়) দু' হাত দিয়ে উভয় হাঁটুতে ভর দিতেন।

٧٥٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّىَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَىَّ فَنَهَانِىْ اَبِىْ وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِيْنَا عَنْهُ وَاُمِرْنَا اَنْ نَضَعَ اَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ .

৭৫৪ আবুল ওয়ালীদ (র.)........মুসআব ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। এবং (রুকু'র সময়) দু' হাত জোড় করে উভয় উরুর মাঝে রাখলাম। আমার পিতা আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন,পূর্বে আমরা এরূপ করতাম; পরে আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং হাত হাঁটুর উপর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

٥١٠. بَابُ اِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوْعَ

৫১০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ সঠিকভাবে রুকু' না করে।

٧٥٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ رَاٰى حُذَيْفَةُ رَجُلاً لاَيُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ قَالَ مَاصَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِىْ فَطَرَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ .

৭৫৫ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র.)........যায়িদ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযাইফা (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে রুকূ' ও সিজ্‌দা ঠিকমত আদায় করছে না। তিনি তাকে বললেন, তোমার সালাত হয়নি। যদি তুমি (এই অবস্থায়) মারা যাও, তা হলে আল্লাহ্ কর্তৃক মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রদত্ত আদর্শ হতে বিচ্যুত অবস্থায় তুমি মারা যাবে।

٥١١. بَابُ اِسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِى الرُّكُوْعِ ، وَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ فِى اَصْحَابِهِ رَكَعَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ

৫১১. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ'তে পিঠ সোজা রাখা। আবূ হুমাইদ (রা.) তাঁর সঙ্গীদের সামনে বলেছেন, নবী ﷺ রুকূ' করতেন এবং রুকূ'তে পিঠ সোজা রাখতেন।

٥١٢. بَابُ حَدِّ اِتْمَامِ الرُّكُوْعِ وَالْاِعْتِدَالِ فِيْهِ وَالْاِطْمَأْنِيْنَةِ

৫১২. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ' পূর্ণ করার সীমা এবং এতে মধ্যম পন্থা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন।

٧٥٦ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُوْدُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُوْدَ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ .

৭৫৬ বাদাল ইবন মুহাব্বার (র.)........বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থা ব্যতীত নবী ﷺ-এর রুকূ' সিজ্‌দা এবং দু' সিজ্‌দার মধ্যবর্তী সময় এবং রুকূ' থেকে উঠে দাঁড়ানো, এগুলো প্রায় সমপরিমাণ ছিল।

٥١٣. بَابُ اَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهُ بِالْاِعَادَةِ

৫১৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সঠিক রুকূ' করেনি তাকে পুণরায় সালাত আদায়ের জন্য নবী ﷺ –এর নির্দেশ।

٧٥٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا اُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِيْ قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَالِكَ فِيْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا .

৭৫৭ মুসাদ্দাদ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একসময়ে নবী ﷺ মসজিদে তাশরীফ আনলেন, তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলো। তারপর সে নবী ﷺ -কে সালাম করলো। নবী ﷺ তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে সালাত আদায় কর, কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। লোকটি আবার সালাত আদায় করল এবং পুনরায় এসে নবী ﷺ -কে সালাম দিল। তিনি বললেন ঃ আবার গিয়ে সালাত আদায় কর, কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তারপর লোকটি বলল, সে মহান সত্তার শপথ ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এর চেয়ে সুন্দর সালাত আদায় করতে জানিনা। কাজেই, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন ঃ যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে, তখন তাক্‌বীর

বলবে। তারপর কুরআন থেকে যতটুকু তোমার পক্ষে সহজ ততটুকু পড়বে। এরপর রুকূ'তে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ' আদায় করবে। তারপর রুকূ' থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। ধীরস্থিরভাবে সিজ্‌দা করবে। এরপর সিজ্‌দা থেকে উঠে স্থিরভাবে বসবে এবং পুনরায় সিজ্‌দায় গিয়ে স্থিরভাবে সিজ্‌দা করবে। তারপর পূর্ণ সালাত এভাবে আদায় করবে।

٥١٤. بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوْعِ

৫১৪. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ'তে দু'আ।

৭৫৮ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ٠

৭৫৮ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রুকূ' ও সিজ্‌দায় এ দু'আ পড়তেন ' سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ' হে আমাদের রব আল্লাহ্‌! আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ্‌! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

٥١٥. بَابُ مَا يَقُوْلُ الْاِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

৫১৫. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর সময় ইমাম ও মুক্‌তাদী যা বলবেন।

৭৫৯ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ ، وَاِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٠

৭৫৯ আদম (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন 'سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলে (রুকূ' থেকে উঠতেন) তখন ' اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলতেন, আর তিনি যখন রুকূ'তে যেতেন এবং রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন, তখন তাক্‌বীর বলতেন এবং উভয় সিজ্‌দা থেকে যখন দাঁড়াতেন, তখন ' اَللّٰهُ اَكْبَرُ ' বলতেন।

٥١٦. بَابُ فَضْلِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

৫১৬. অনুচ্ছেদ ঃ 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ'—এর ফযীলত।

৭৬০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ·

৭৬০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-বলেছেন, ঃ ইমাম যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলেন, তখন তোমরা ' اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলবে। কেননা, যার এ উক্তি ফিরিশ্‌তাগণের উক্তির সঙ্গে একই সময়ে উচ্চারিত হয়, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

৫১৭. بَابٌ

৫১৭. অনুচ্ছেদ

৭৬১ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَأُقَرِّبَنَّ صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِيْ رَكْعَةِ الْأُخْرٰى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُوْا لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ ·

৭৬১ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র.).........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অবশ্যই নবী ﷺ-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করব। আবূ হুরায়রা (রা.) যুহর, ইশা ও ফজরের সালাতের শেষ রাকাআতে ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলার পর কুনূত পড়তেন। এতে তিনি মু'মিনগণের জন্য দু'আ করতেন এবং কাফিরদের প্রতি লা'নত করতেন।

৭৬২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْقُنُوْتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ ·

৭৬২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ (র.)..........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে) কুনূত ফজর ও মাগরিবের সালাতে পড়া হত।

৭৬৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيٰى ابْنِ خَلاَّدٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّيْ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ اَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلُ ·

৭৬৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)........রিফা'আ ইব্‌ন রাফি' যুরাকী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা নবী ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বললেন, তখন পিছন থেকে এক সাহাবী ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ' বললেন। সালাত শেষ করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে এরূপ বলেছিল ? সে সাহাবী বললেন, আমি। তখন তিনি বললেন ঃ আমি দেখলাম ত্রিশ জনের বেশী ফিরিশ্‌তা এর সাওয়াব কে আগে লিখবেন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছেন।

٥١٨. بَابُ اَطْمَأْنِيْنَةِ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ، وَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتَوٰى جَالِسًا حَتّٰى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ

৫১৮. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর পর স্থির হওয়া। আবূ হুমাইদ (র.) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ উঠে এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যে, মেরুদন্ডের হাড় যথাস্থানে ফিরে আসতো।

٧٦٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ اَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُصَلِّيْ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامَ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ نَسِيَ .

৭৬৪ আবুল ওয়ালীদ (র.).......সাবিত (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) আমাদেরকে নবী ﷺ-এর সালাতের বর্ণনা দিলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করে দেখালেন। তিনি যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন, তখন (এতক্ষণ) দাঁড়িয়ে রইলেন যে, আমরা মনে করলাম, তিনি (সিজ্‌দার কথা) ভুলে গেছেন।

٧٦٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُوْدُهُ ، وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ .

৭৬৫ আবুল ওয়ালীদ (র.).......বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর রুকূ' ও সিজ্‌দা এবং তিনি যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন, এবং দু' সিজ্‌দার মধ্যবর্তী সময় সবই প্রায় সমান হত।

٧٦٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يُرِيْنَا كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَذَاكَ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَقَامَ فَاَمْكَنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَمْكَنَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاَنْصَبَ هُنَيَّةً قَالَ فَصَلّٰى بِنَا صَلاَةَ شَيْخِنَا هٰذَا اَبِيْ بُرَيْدٍ وَكَانَ اَبُوْ بُرَيْدٍ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْاٰخِرَةِ اِسْتَوٰى قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ .

৭৬৬ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.)……আবূ কিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালিক ইব্ন হুওয়াইরিস (রা.) নবী ﷺ-এর সালাত কেমন ছিল তা আমাদের দেখালেন। তারপর রুকূ'তে গেলেন এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ' আদায় করলেন; তারপর তাঁর মাথা উঠালেন এবং কিছুক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে আমাদের এই শায়খ আবূ বুরাইদ (র.)-এর ন্যায় সালাত আদায় করলেন। আর আবূ বুরাইদ (র.) দ্বিতীয় সিজ্দা থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসতেন, তারপর দাঁড়াতেন।

٥٢٠. بَابُ يَهْوِى بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ يَسْجُدُ ، وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

৫২০. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্দায় যাওয়ার সময় তাক্বীর বলতে বলতে নত হওয়া। নাফি' (র.) বলেন, ইব্ন উমর (রা.) সিজ্দায় যাওয়ার সময় হাঁটু রাখার আগে হাত রাখতেন।

٧٦٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا أَبِيْ هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ صَلاَةٍ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ وَغَيْرِهَا فِى رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ اَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ حِيْنَ يَهْوِىْ سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الْجُلُوْسِ فِى الْاِثْنَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَالِكَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ حَتّٰى يَفْرَغُ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ لَاَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَتْ هٰذِهِ لَصَلاَتَهُ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا ، قَالاَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدْعُوا لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيْهِمْ بِاَسْمَائِهِمْ ، فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُوْنَ لَهُ .

৭৬৭ আবুল ইয়ামান (র.)……আবূ বক্র ইব্ন আবদুর রাহমান (র.) ও আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুরায়রা (রা.) রামাযান মাসের সালাত বা অন্য কোন সময়ের সালাত ফরয হোক বা অন্য কোন সালাত হোক, দাঁড়িয়ে শুরু করার সময় তাক্বীর বলতেন, আবার রুকূ'তে যাওয়ার সময় তাক্বীর বলতেন। তারপর (রুকূ' থেকে উঠার সময়) ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলতেন, সিজ্দায় যাওয়র পূর্বে ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলতেন। তারপর সিজ্দার জন্য অবনত হওয়ার সময়

আল্লাহু আকবার বলতেন ।আবার সিজ্দা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাক্বীর বলতেন। এরপর (দ্বিতীয়) সিজ্দায় যাওয়ার সময় তাক্বীর বলতেন এবং সিজ্দা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাক্বীর বলতেন। দু' রাকাআত আদায় করে দাঁড়ানোর সময় আবার তাক্বীর বলতেন। সালাত শেষ করা পর্যন্ত প্রতি রাকা-আতে এইরূপ করতেন। সালাত শেষে তিনি বলতেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ ! তোমাদের মধ্য থেকে আমার সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নবী ﷺএর সালাত এরূপই ছিল। উভয় বর্ণনাকারী (আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান ও আবূ সালামা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺযখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলতেন। আর কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করে তাঁদের জন্য দু'আ করতেন। দু'আয় তিনি বলতেন, ইয়া আল্লাহ্! ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ, সালামা ইব্‌ন হিশাম, আইয়্যাস ইব্‌ন আবূ রাবী'আ (রা.) এবং অপরাপর দুর্বল মুসলমানদেরকে রক্ষা করুন। ইয়া আল্লাহ্! মুদার গোত্রের উপর আপনার পাকড়াও কঠোর করুন, ইউসুফ (আ)-এর যুগে যেমন খাদ্য সংকট ছিল তাদের জন্যও অনুরূপ খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে দিন। (রাবী বলেন) এ যুগে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী মুদার গোত্রের লোকেরা নবী ﷺ -এর বিরোধী ছিল।

৭৬৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَقَطَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قُعُوْدًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا ، وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا ، وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا قَالَ سُفْيَانُ كَذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَقَدْ حَفِظَ كَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَكَ الْحَمْدُ حَفِظْتُ مِنْ شِقِّهِ الْاَيْمَنِ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَاَنَا عِنْدَهُ فَجُحِشَ سَاقُهُ الْاَيْمَنُ .

৭৬৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে যান। কোন কোন সময় সুফিয়ান (র.) হাদীস বর্ণনা করার সময় ' عن فرس ' শব্দের স্থলে ' من فرس ' শব্দ বলতেন। ফলে তাঁর ডান পাঁজর আহত হয়ে পড়ে। আমরা তাঁর শুশ্রূষা করার জন্য সেখানে গেলাম। এ সময় সালাতের ওয়াক্ত হল। তিনি আমাদের নিয়ে বসে সালাত আদায় করলেন, আমরাও বসেই আদায় করলাম। সুফিয়ান (র.) আর একবার বলেছেন, আমরা বসে সালাত আদায় করলাম। সালাতের পর নবী ﷺ বললেন ঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে ইক্তিদা করার জন্য। তিনি যখন তাক্বীর বলেন, তখন তোমরাও তাক্বীর বলবে, তিনি যখন রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। তিনি যখন রুকূ' থেকে উঠেন তখন তোমরাও উঠবে, তিনি যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ

حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলবে। তিনি যখন সিজ্‌দা করেন, তখন তোমরাও সিজ্‌দা করবে। সুফিয়ান (র.) বলেন, মা'মারও কি এরূপ বর্ণনা করেছেন? (আলী (র.) বলেন) আমি বললাম, হ্যাঁ। সুফিয়ান (র.) বলেন, তিনি ঠিকই স্মরণ রেখেছেন, এরূপই যুহরী (র.) 'ولك الحمد' বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান (র.) বলেন, (যুহরীর কাছ থেকে) ডান পাঁজর যখম হওয়ার কথা মুখস্থ করেছিলাম। কিন্তু যখন তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে আসলাম, তখন ইব্‌ন জুরায়জ (র.) বললেন, আমিও তাঁর কাছে ছিলাম। (তিনি বলেছেন,) নবী ﷺ -এর ডান পায়ের নল যখম হয়েছিল।

٥٢٠. بَابُ فَضْلِ السُّجُوْدِ

৫২০. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দার ফযীলত।

৭৬৯ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمَا اَنَّ النَّاسَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُمَارُوْنَ فِى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابٌ قَالُوْا لاَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَهَلْ تُمَارُوْنَ فِى الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ قَالُوْا لاَ قَالَ فَاِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيْتَ وَتَبْقٰى هٰذِهِ الْاُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَاِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْعُوْهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ جَهَنَّمَ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يَجُوْزُ مِنَ الرُّسُلِ بِاُمَّتِهِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ اِلاَّ الرُّسُلُ وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِىْ جَهَنَّمَ كَلاَلِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا اِلاَّ اللّٰهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوْبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُوْ حَتّٰى اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ رَحْمَةَ مَنْ اَرَادَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللّٰهُ الْمَلاَئِكَةَ اَنْ يُخْرِجُوْا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ وَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِاٰثَارِ السُّجُوْدِ وَحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ اٰدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ اِلاَّ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ

أٰخِرُ اَهْلِ النَّارِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ مُقْبِلاً بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِىَ عَنِ النَّارِ قَدْ قَشَبَنِىْ رِيْحُهَا وَاَحْرَقَنِىْ ذَكَاؤُهَا ، فَيَقُوْلُ هَلْ عَسَيْتَ اِنْ فُعِلَ ذَالِكَ بِكَ اَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَالِكَ فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِى اللّٰهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَاِذَا اَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأٰى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمْنِىْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ اَلَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتَ الْعُهُوْدَ وَالْمِيْثَاقَ اَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ لاَ اَكُوْنُ اَشْقٰى خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ فَمَا عَسَيْتَ اِنْ اُعْطِيْتَ ذَالِكَ اَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ اَسْأَلُ غَيْرَ ذَالِكَ فَيُعْطِىْ رَبَّهُ مَاشَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ فَيُقَدِّمُهُ اِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَاِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأٰى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُوْرِ ، فَيَسْكُتُ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ وَيْحَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ اَلَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتَ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ اَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِىْ اُعْطِيْتَ ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِىْ اَشْقٰى خَلْقِكَ ، فَيَضْحَكُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِىْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ تَمَنَّ فَيَتَمَنّٰى حَتّٰى اِذَا انْقَطَعَ اُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا اَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتّٰى اِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْاَمَانِىُّ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَكَ ذَالِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ اَبُو سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ لاَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ لَكَ ذَالِكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَمْ اَحْفَظْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ قَوْلَكَ ذَالِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اِنِّىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ذَالِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ ۔

৭৬৯ আবুল ইয়ামান (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সাহাবীগণ নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব ? তিনি বললেনঃ মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ কর? তাঁরা বললেন, না ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে ? সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেনঃ নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহ্কে অনুরূপভাবে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যে যার উপাসনা করত সে যেন তার অনুসরণ করে। তাই তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগুতের অনুসরণ করবে। আর অবশিষ্ট থাকবে শুধুমাত্র এ উম্মাহ্, তবে তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। তাঁদের মাঝে এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন ঃ "আমি তোমাদের রব।" তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রবের শুভাগমন না হবে, ততক্ষণ আমরা

এখানেই থাকব। আর তার যখন শুভাগমন হবে তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারব। তখন তাদের মাঝে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন, "আমি তোমাদের রব।" তারা বলবে, হাঁ, আপনিই আমাদের রব। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ডাকবেন। আর জাহান্নামের উপর একটি সেতুপথ (পুলসিরাত) স্থাপন করা হবে। রাসূলগণের মধ্যে আমিই সবার আগে আমার উম্মাত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবে না। আর রাসূল-গণের কথা হবে ঃ ' اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ' (আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম) ইয়া আল্লাহ্, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার বহু শলাকা থাকবে; সেগুলো হবে সা'দান কাঁটার মতো। তোমরা কি সা'দান কাঁটা দেখেছ ? তারা বলবে, হাঁ, দেখেছি। তিনি বলবেন, সেগুলো দেখতে সা'দান[১] কাঁটার মতোই। তবে সেগুলো কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। সে কাঁটা লোকের আমল অনুযায়ী তাদের তড়িৎ গতিতে ধরবে। তাদের কিছু লোক ধ্বংস হবে আমলের কারণে। আর কারোর পায়ে যখম হবে, কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে, তারপর নাজাত পেয়ে যাবে। জাহান্নামী-দের থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক রাহমত করতে ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে ফিরিশ্তাগণকে নির্দেশ দেবেন যে, যারা আল্লাহ্র ইবাদত করত, তাদের যেন জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হয়। ফিরিশ্তাগণ তাদের বের করে আনবেন এবং সিজ্দার চিহ্ন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের জন্য সিজ্দার চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেওয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফলে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। কাজেই সিজ্দার চিহ্ন ছাড়া আগুন বনী আদমের সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে। অবশেষে, তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের উপর 'আবে-হায়াত' ঢেলে দেওয়া হবে ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার উপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মত সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচার কাজ সমাপ্ত করবেন। কিন্তু একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থেকে যাবে। তার মুখমণ্ডল তখনও জাহান্নামের দিকে ফেরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সেই শেষ ব্যক্তি। সে তখন নিবেদন করবে, হে আমার রব! জাহান্নাম থেকে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন। এর দূষিত হাওয়া আমাকে বিষিয়ে তুলছে, এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রনা দিচ্ছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে, তুমি এ ছাড়া আর কিছু চাইবে না ত ? সে বলবে, না, আপনার ইয্যতের শপথ! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ্ তা'আলাকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিবে। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিবেন। এরপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ্র ইচ্ছা সে চুপ করে থাকবে। তারপর সে বলবে, হে আমার রব! আপনি জান্নাতের দরযার কাছে পৌছে দিন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি পূর্বে যা চেয়েছিলে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না বলে তুমি কি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দাওনি ? তখন সে বলবে, হে আমার রব! তোমার সৃষ্টির সবচাইতে হতভাগ্য আমি হতে চাই না। আল্লাহ্ তাতক্ষণিক বলবেন, তোমার এটি পুরন করা হলে তুমি এ ছাড়া কিছু চাইবে না তো ? সে বলবে না, আপনার ইযযতের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। এ ব্যাপারে সে তার ইচ্ছানুযায়ী

১. সা'দান চতুর্পাশ্বে কাঁটা বিশিষ্ট এক প্রকার গাছ, মরু অঞ্চলে জন্মে, যার কাঁটাগুলো বাঁকা হয়ে থাকে। এগুলো উটের খাদ্য।

অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। সে যখন জান্নাতের দরযায় পৌছবে তখন জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য্য ও তার আভ্যন্তরীণ সুখ শান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করবেন, সে চুপ করে থাকবে। এরপর সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও! তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে আদম সন্তান, কি আশ্চর্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্গিকার করনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না ? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আমাকে সবচাইতে হতভাগ্য করবেন না। এতে আল্লাহ্ হেসে দেবেন। এরপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন এবং বলবেন, চাও। সে তখন চাইবে, এমন কি তার চাওয়ার আকাংখা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ বলবেন ঃ এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার রব তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। অবশেষে যখন তার আকাংখা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ এ সবই তোমার, এ সাথে আরো সমপরিমাণ (তোমাকে দেওয়া হল)। আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) আবূ হুরায়রা (রা.)কে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ এ সবই তোমার, তার সাথে আরও দশগুণ (তোমাকে দেওয়া হল)। আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুধু এ কথাটি স্মরণ রেখেছি যে, এ সবই তোমার এবং এর সাথে সমপরিমাণ। আবূ সাঈদ (রা.) বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, এসব তোমার এবং এর সাথে আরও দশগুণ।

٥٢١. بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُوْدِ

৫২৯. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দার সময় দু' বাহু পার্শ্ব দেশ থেকে পৃথক রাখা।

٧٧٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا صَلَّى فَرَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ نَحْوَهُ .

৭৭০ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক (র.) যিনি ইব্‌ন বুহাইনা (রা.) তাঁর থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন, তখন উভয় হাত এরূপ করতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়ত। লাইস (র.) বলেন, জা'ফর ইব্‌ন রাবী'আ (র.) আমার কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٢. بَابُ يَسْتَقْبِلُ بِاَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَهُ اَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৫২২. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে উভয় পায়ের আঙ্গুল কিব্‌লামুখী রাখা। আবূ হুমাইদ (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٢٣. بَابُ اِذَا لَمْ يَتِمُّ السُّجُوْدِ

৫২৩. অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ণভাবে সিজ্‌দা না করলে।

৭৭১ حَدَّثَنَا اَلصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَلاَ سُجُوْدَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ

৭৭১ সাল্‌ত ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)......হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে রুকূ‘ ও সিজ্‌দা পূর্ণরূপে আদায় করছে না। সে যখন তার সালাত শেষ করল, তখন হুযায়ফা (রা.) তাকে বললেন, তুমি তো সালাত আদায় করনি। আবূ ওয়াইল (র.) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছিলেন যে, এভাবে সালাত আদায় করে তুমি যদি মারা যাও, তা হলে মুহাম্মদ ﷺ-এর তরীকা থেকে বিচ্যুত হয়ে মারা যাবে।

٥٢٤. بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ

৫২৪. অনুচ্ছেদ ঃ সাত অঙ্গ দ্বারা সিজ্‌দা করা।

৭৭২ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اُمِرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ اَعْضَاءٍ وَلاَ يَكُفُّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا اَلْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ·

৭৭২ কাবীসা (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজ্‌দা করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। (অঙ্গ সাতটি হল) কপাল, দু' হাত, দু' হাঁটু ও দু' পা।

৭৭৩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اُمِرْنَا اَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ وَلاَ نَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعَرًا ·

৭৭৩ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আমরা সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজ্‌দা করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছি।

৭৭৪ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِىِّ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ اَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِىُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْاَرْضِ ·

৭৭৪ আদম (র.)........বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, যিনি অবশ্যই মিথ্যাবাদী ছিলেন না। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর পিছনে সালাত আদায় করতাম। তিনি ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলার পর যতক্ষণ না কপাল মাটিতে স্থাপন করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ সিজ্‌দার জন্য পিঠ ঝুঁকাত না।

٥٢٥. بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْاَنْفِ

৫২৬. অনুচ্ছেদ ঃ নাক দ্বারা সিজ্‌দা করা।

৭৭৫ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى اَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ ٠

৭৭৫ মু'য়াল্লা ইব্‌ন আসাদ (র.)...ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আমি সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজ্‌দা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। কপাল দ্বারা এবং তিনি হাত দিয়ে নাকের প্রতি ইশারা করে এর অন্তর্ভুক্ত করেন, আর দু' হাত, দু' হাঁটু এবং দু' পায়ের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা। আর আমরা যেন চুল ও কাপড় না গুটাই।

٥٢٧. بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْاَنْفِ فِى الطِّيْنِ

৫২৬. অনুচ্ছেদ ঃ নাক দ্বারা কাদামাটির উপর সিজ্‌দা করা।

৭৭৬ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ اِلٰى اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ فَقُلْتُ اَلاَ تَخْرُجُ بِنَا اِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثْ فَخَرَجَ فَقَالَ قُلْتُ حَدِّثْنِىْ مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَ الْاَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنَّ الَّذِىْ تَطْلُبُ اَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ الْعَشَرَ الْاَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنَّ الَّذِىْ تَطْلُبُ اَمَامَكَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيْبًا صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَاِنِّىْ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَاِنِّىْ نُسِّيْتُهَا وَاِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِىْ وِتْرٍ وَاِنِّىْ رَاَيْتُ كَاَنِّىْ اَسْجُدُ فِىْ طِيْنٍ وَمَاءٍ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيْدَ النَّخْلِ وَمَا نَرَى فِى السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَزَعَةٌ فَاُمْطِرْنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ وَالْمَاءِ عَلٰى جَبْهَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَرْنَبَتِهِ تَصْدِيْقَ رُؤْيَاهُ ٠

৭৭৬ মূসা (র.).......আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমাদের সঙ্গে খেজুর বাগানে চলুন, (হাদীস সংক্রান্ত) আলাপ আলোচনা করব। তিনি বেরিয়ে আসলেন। আবূ সালামা (রা.) বলেন, আমি তাকে বললাম, 'লাইলাতুল কাদ্‌র' সম্পর্কে নবী করীম ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা আমার কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রামাযানের প্রথম দশ দিন ই'তিকাফ করলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে ই'তিকাফ করলাম। জিব্‌রাঈল (আ.) এসে বললেন, আপনি যা তালাশ করছেন, তা আপনার সামনে রয়েছে। এরপর তিনি মধ্যবর্তী দশ দিন ই'তিকাফ করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে ই'তিকাফ করলাম। পুনরায় জিব্‌রাঈল (আ.) এসে বললেন, আপনি যা তালাশ করছেন, তা আপনার সামনে রয়েছে। এরপর রামাযানের বিশ তারিখ সকালে নবী করীম ﷺ খুত্‌বা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন, যারা আল্লাহ্‌র নবীর সঙ্গে ই'তিকাফ করেছেন, তারা যেন ফিরে আসেন (আবার ই'তিকাফ করেন) কেননা, আমাকে স্বপ্নে 'লাইলাতুল কাদ্‌র' অবগত করানো হয়েছে। তবে আমাকে তা (নির্ধারিত তারিখটি) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে তা শেষ দশ দিনের কোন এক বেজোড় তারিখে। স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি কাদা ও পানির উপর সিজ্‌দা করছি। তখন মসজিদের ছাদ খেঁজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত ছিল। আমরা আকাশে কোন কিছুই (মেঘ) দেখিনি, এক খন্ড হালকা মেঘ আসল এবং আমাদের উপর (বৃষ্টি) বর্ষিত হল। নবী করীম ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এমন কি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কপাল ও নাকের অগ্রভাগে পানি ও কাঁদার চিহ্ন দেখতে পেলাম। এভাবেই তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো।

٥٢٧ . بَابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ اِلَيْهِ ثَوْبَهُ اِذَا خَافَ اَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

৫২৭. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ে গিরা লাগানো ও তা বেঁধে নেওয়া এবং সতর প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকায় কাপড় জড়িয়ে নেওয়া।

٧٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِدُوْا اُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ ، فَقِيْلَ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِى الرِّجَالُ جُلُوْسًا .

৭৭৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র.)........সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করতেন। কিন্তু ইযার বা লুঙ্গী ছোট হওয়ার কারণে তা গলার সাথে বেঁধে নিতেন। আর মহিলাগণকে বলে দেওয়া হয়েছিল, তোমরা সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষগণ ঠিকমত না বসবে।

٥٢٨ . بَابُ لاَ يَكُفُّ شَعَرًا

৫২৮. অনুচ্ছেদ ঃ (সালাতের মধ্যে মাথার) চুল একত্র করবে না।

| ٧٧٨ | حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ وَلاَ يُكُفَّ ثَوْبَهُ وَلاَ شَعْرَهُ .

| ৭৭৮ | আবূ নু'মান (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ . সাততি অঙ্গের সাহায্যে সিজ্‌দা করতে এবং সালাতের মধ্যে চুল একত্র না করতে এবং কাপড় টেনে না ধরতে আদিষ্ট হয়েছিলেন।

٥٢٩. بَابُ لاَ يُكُفُّ ثَوْبَهُ فِى الصَّلاَةِ

৫২৯ . অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের মধ্যে কাপড় টেনে না ধরা ।

| ٧٧٩ | حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُمِرْ اَنْ أَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةٍ لاَ اَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا .

| ৭৭৯ | মূসা ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আমি সাত অঙ্গে সিজ্‌দা করার, সালাতের মধ্যে চুল একত্র না করার এবং কাপড় টেনে না ধরার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

٥٣٠. بَابُ التَّسْبِيْحِ وَالدُّعَاءِ فِى السُّجُوْدِ

৫৩০. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দায় তাস্‌বীহ্ ও দু'আ পাঠ।

| ٧٨٠ | حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرٌ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ يَتَأَوَّلُ الْقُرْاٰنَ .

| ৭৮০ | মুসাদ্দাদ (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর রুকূ' ও সিজ্‌দায় অধিক পরিমাণে ' سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ' "হে আল্লাহ ! হে আমাদের রব! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন" পাঠ করতেন। এতে তিনি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালন করতেন।[১]

---

১. এর দ্বারা সূরা নাসর-এর ৩ নং আয়াত " فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا " (আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তো তাওবা কবূলকারী) দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

٥٢١. بَابُ الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

৫৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ দু' সিজ্দার মধ্যে অপেক্ষা করা।

৭৮১ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لأَصْحَابِهِ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلاَةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلاَةَ عَمْرِو ابْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هٰذَا قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ قَالَ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ٠

৭৮১ আবূ নু'মান (র.)........আবূ কিলাবা (র.) থেকে বর্ণিত যে, মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা.) তাঁর সাথীদের বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে আমি কি তোমাদের অবহিত করব না ? (রাবী) আবূ কিলাবা (র.) বলেন, এ ছিল সালাতের সময় ছাড়া অন্য সময়। তারপর তিনি (সালাতে) দাঁড়ালেন, তারপর রুকূ' করলেন, এবং তাক্বীর বলে মাথা উঠালেন আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সিজ্দায় গেলেন এবং সিজ্দা থেকে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ বসে পুনরায় সিজ্দা করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। এভাবে তিনি আমাদের এ শায়খ আমর ইব্ন সালিমার সালাতের মত সালাত আদায় করলেন। আইয়ূব (র.) বলেন, আম্র ইব্ন সালিমা (র.) এমন কিছু করতেন যা অন্যদের করতে দেখিনি। তা হল তিনি তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাকাআতে বসতেন। মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ -এর নিকট এসে কিছু দিন অবস্থান করলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনদের মধ্যে ফিরে যাওয়ার পর অমুক সালাত অমুক সময়, অমুক সালাত অমুক সময় আদায় করবে। সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমামতী করবে।

৭৮২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ ﷺ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ ٠

৭৮২ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম (র.)......বারাআ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর সিজ্দা ও রুকূ' এবং দু' সিজ্দার মধ্যে বসা প্রায় সমান হতো।

৭৮৩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي لاَ

اَلَوْا اَنْ اُصَلِّىَ بِكُمْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ بِنَا قَالَ ثَابِتٌ كَانَ اَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ اَرَكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامَ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِىَ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِىَ ٠

৭৮৩ সুলাইমান ইব্‌ন হারব্‌ (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে যে ভাবে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি, কম বেশী না করে আমি তোমাদের সে ভাবেই সালাত আদায় করে দেখাব। সাবিত (র.) বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) এমন কিছু করতেন যা তোমাদের করতে দেখিনা। তিনি রুকূ' হতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এত বিলম্ব করতেন যে, কেউ বলত, তিনি (সিজ্‌দার কথা) ভুলে গেছেন।

٥٢٢ . بَابُ لاَيَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِى السُّجُوْدِ وَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ سَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ وَوَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا

৫৩২. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দায় কনুই বিছিয়ে না দেওয়া। আবু হুমাইদ (রা.) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ সিজ্‌দা করেছেন এবং তাঁর দু' হাত রেখেছেন, কিন্তু বিছিয়েও দেননি আবার তা গুটিয়েও রাখেন নি।

٧٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ ٠

৭৮৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সিজ্‌দায় (অঙ্গ প্রত্যঙ্গের) সামঞ্জস্য রক্ষা কর এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দু' হাত বিছিয়ে না দেয় যেমন কুকুর বিছিয়ে দেয়।

٥٢٣ . بَابُ مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِىْ وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

৫৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের বেজোড় রাকাআতে সিজ্‌দা থেকে উঠে বসার পর দাঁড়ানো।

٧٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِىُّ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ فَاِذَا كَانَ فِىْ وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا ٠

৭৮৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্‌ (র.).......মালিক ইব্‌ন হুয়াইরিস লাইসী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি তাঁর সালাতের বেজোড় রাকাআতে (সিজ্‌দা থেকে) উঠে না বসে দাঁড়াতেন না।

٥٣٤. بَابُ كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

৫৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ রাকাআত শেষে কিভাবে জমিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবে।

٧٨٦ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَ نَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِىْ مَسْجِدِنَا هٰذَا فَقَالَ اِنِّىْ لأُصَلِّىْ بِكُمْ وَمَا اُرِيْدُ الصَّلاَةَ وَلٰكِنْ اُرِيْدُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ قَالَ اَيُّوْبُ فَقُلْتُ لاَبِىْ قِلاَبَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلاَتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلاَةِ شَيْخِنَا هٰذَا يَعْنِى عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ قَالَ اَيُّوْبُ وَكَانَ ذٰلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيْرَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ قَامَ .

৭৮৬ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র.).......আবূ কিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন হুয়াইরিস (রা.) এসে আমাদের এ মসজিদে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আাদয় করব। এখন আমার সালাত আদায়ের কোন ইচ্ছা ছিল না, তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যে ভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি তা তোমাদের দেখাতে চাই। আইয়ূব (র.) বলেন, আমি আবূ কিলাবা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর (মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা.)-এর সালাত কিরূপ ছিল ? তিনি (আবূ কিলাবা (র.) বলেন, আমাদের এ শায়খ অর্থাৎ আম্র ইব্ন সালিমা (রা.)-এর সালাতের মত। আইয়ুব (র.) বললেন, শায়খ তাক্বীর পূর্ণ বলতেন এবং যখন দ্বিতীয় সিজ্দা থেকে মাথা উঠাতেন তখন বসতেন, তারপর মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।

٥٣٥. بَابُ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِىْ نَهْضَتِهِ

৫৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ দু' সিজ্দার শেষে উঠার সময় তাক্বীর বলবে।ইব্ন যুবায়র (রা.) উঠার সময় তাক্বীর বলতেন।

٧٨٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى لَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَحِيْنَ سَجَدَ وَحِيْنَ رَفَعَ وَحِيْنَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ

৭৮৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালিহ্ (র.)......সায়ীদ ইব্ন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবূ সায়ীদ (রা.) সালাতে আমাদের ইমামতী করেন। তিনি প্রথম সিজ্দা থেকে মাথা উঠানোর সময়, দ্বিতীয় সিজ্দা করার সময়, দ্বিতীয় সিজ্দা থেকে মাথা উঠানোর সময় এবং দু' রাকাআত শেষে

(তাশাহ্হুদের বৈঠকের পর) দাঁড়ানোর সময় স্বশব্দে তাক্‌বীর বলেন। তিনি বলেন, আমি এভাবেই নবী ﷺ-কে (সালাত আ'দায় করতে) দেখেছি।

৭৮৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَعِمْرَانُ صَلاَةً خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَاِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَاِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا سَلَّمَ اَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِيْ فَقَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هٰذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ اَوْ قَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِيْ هٰذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ ·

৭৮৮ সুলাইমান ইব্‌ন হার্‌ব (র.)..মুতার্‌রিফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও ইমরান (রা.) একবার আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.)-এর পিছনে সালাত আদায় করি। তিনি সিজ্‌দা করার সময় তাক্‌বীর বলেছেন। উঠার সময় তাক্‌বীর বলেন এবং দু' রাকাআত শেষে দাঁড়ানোর সময় তাক্‌বীর বলেছেন। সালাম ফিরানোর পর ইমরান (র.) আমার হাত ধরে বললেন, ইনি তো (আলী) আমাকে মুহাম্মদ ﷺ-এর সালাত স্মরণ করিয়ে দিলেন।

٥٣٦ . بَابُ سُنَّةِ الْجُلُوْسِ فِى التَّشَهُّدِ وَكَانَتْ اُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِىْ صَلاَتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيْهَةً

৫৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদে বসার পদ্ধতি। উম্মু দারদা (রা.) তাঁর সালাতে পুরুষের মত বসতেন, তিনি ছিলেন দীন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানী।

৭৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَتَرَبَّعُ فِى الصَّلاَةِ اِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ – وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ فَنَهَانِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ اِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِيَ الْيُسْرٰى فَقُلْتُ اِنَّكَ تَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَالَ اِنَّ رِجْلَيَّ لاَتَحْمِلاَنِيْ ·

৭৮৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.)কে সালাতে আসন পিড়ি করে বসতে দেখেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমি সে সময় অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমিও সেরূপ করলাম। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) আমাকে নিষেধ করলেন এবং তিনি বললেন, সালাতে (বসার) সুন্নাত তরীকা হল তুমি ডান পা খাড়া করবে এবং বাঁ পা বিছিয়ে রাখবে। তখন আমি বললাম, আপনি এরূপ করেন ? তিনি বললেন, আমার দু' পা আমার ভার বহণ করতে পারে না।

৭৯০ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ وَيَزِيْدَ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اَنَا كُنْتُ اَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُهُ اِذَا كَبَّرَجَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ اَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتّٰى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِاَطْرَافِ اَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَاِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى وَاِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْاُخْرَى وَقَعَدَ عَلٰى مَقْعَدَتِهِ وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيْدَ بْنَ اَبِيْ حَبِيْبٍ وَيَزِيْدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنَ ابْنِ عَطَاءٍ قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ ابْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ كُلُّ فَقَارٍ .

৭৮০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর এবং লায়স (র.).......মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর একদল সাহাবীর সঙ্গে বসা ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন আবূ হুমাইদ সায়ীদী (রা.) বলেন, আমিই তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে বেশী স্মরণ রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি (সালাত শুরু করার সময়) তিনি তাক্বীর বলে দু'-হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর যখন রুকূ' করতেন তখন দু' হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠ সমান করে রাখতেন। তারপর রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যাতে মেরুদন্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসত। এরপর যখন সিজ্দা করতেন তখন দু' হাত সম্পূর্ণভাবে মাটির উপর বিছিয়ে দিতেন না, আবার গুটিয়েও রাখতেন না। এবং তাঁর উভয় পায়ের আঙ্গুলীর মাথা কেবলামুখী করে দিতেন। যখন দু' রাকাআতের পর বসতেন তখন বাঁ পা-এর উপর বসে ডান পা খাড়া করে দিতেন এবং যখন শেষ রাকাআতে বসতেন তখন বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসতেন।

লায়স (র.)...,.........ইব্ন আতা (র.) থেকে হাদীসটি শুনেছেন। আবূ সালিহ্ (র.) লায়স (র.) থেকে ' كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ' বলেছেন। আর ইব্ন মুবারক (র.)......মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র.) থেকে শুধু ' كُلُّ فَقَارٍ ' বর্ণনা করেছেন।

٥٢٧. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الْاَوَّلَ وَاجِبًا لاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

৫৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ যারা প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ ওয়াজিব নয় বলে মনে করেন। কেননা, নবী ﷺ দু' রাকাআত শেষে (তাশাহ্হুদ না পড়ে) দাঁড়ালেন এবং আর (বসার জন্য) ফেরেন নি।

٧٩١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ مَوْلٰى بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَوْلٰى رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُحَيْنَةَ وَهُوَ مِنْ اَزْدِ شَنُوْءَةَ وَهُوَ حَلِفٌ لِبَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى بِهِمِ الظُّهْرَ فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتّٰى اِذَا قَضٰى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ ٠

৭৯১ আবুল ইয়ামান (র.).....বনূ আবদুল মুত্তালিবের আযাদকৃত দাস এবং রাবী কোন সময়ে বলেছেন রাবীয়া ইব্‌ন হারিসের আযাদকৃত দাস, আবদুর রাহমান ইব্‌ন হুরমুয (রা.) থেকে বর্ণিত যে, বনূ আব্‌দ মানাফের বন্ধু গোত্র আয্‌দ শানআর লোক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুহাইনা (রা.) যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী-গণের অন্যতম। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ তাঁদের নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করলেন। তিনি প্রথম দু' রাকাআত পড়ার পর না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুক্‌তাদীগণ তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। এ ভাবে সালাতের শেষভাগে মুক্‌তাদীগণ সালামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু নবী ﷺ বসাবস্থায় তাক্‌বীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু' বার সিজ্‌দা করলেন, পরে সালাম ফিরালেন।

৫২৮. بَابُ التَّشَهُّدِ فِى الْاُوْلٰى

৫২৮. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করা।

٧٩٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمَّا كَانَ فِىْ اٰخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ٠

৭৯২ কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক (রা.) যিনি ইব্‌ন বুহাইনা, তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করলেন। দু' রাকাআত পড়ার পর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন অথচ তাঁর বসা জরুরী ছিল। তারপর সালাতের শেষভাগে বসে তিনি দু'টো সিজ্‌দা করলেন।

৫২৯. بَابُ التَّشَهُّدِ فِى الْاٰخِرَةِ

৫২৯. অনুচ্ছেদ ঃ শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পড়া।

٧٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ

النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ فَاِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمُوْهَا اَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ٠

৭৯৩ আবূ নু'আইম (র.).........শাকীক ইব্‌ন সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা.) বলেন, আমরা যখন নবী ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, তখন আমরা বলতাম, "আস্‌সালামু আলা জিব্‌রীল ওয়া মিকাইল এবং আস্‌সালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান।" তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্ নিজেই তো সালাম, তাই যখন তোমরা কেউ সালাত আদায় করবে, তখন সে যেন বলে[১]– اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ কেননা, যখন তোমরা এ বলবে তখন আসমান ও যমীনের আল্লাহ্‌র সকল নেক বান্দার কাছে পৌঁছে যাবে। এর সঙ্গে اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ [২] ও পড়বে।

٥٤٠. بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلاَمِ

৫৪০. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পূর্বে দু'আ।

٧٩٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلاَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ سَمِعْتُ خَلَفَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ فِي الْمَسِيْحِ وَالْمَسِّيْحِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَهُوَ وَاحِدٌ اَحَدُهُمَا عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَالْاٰخَرُ الدَّجَّالُ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَعِيْذُ فِيْ صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ٠

---

১. তাশাহ্‌হুদের অর্থঃ সকল মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহ্‌র সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের উপর বর্ষিত হোক।

২. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

৭৯৪ আবুল ইয়ামান (র.)......উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) তাঁকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে এ বলে দু'আ করতেন اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ "কবরের আযাব থেকে, মাসীহে দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিত্‌না থেকে ইয়া আল্লাহ্! আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইয়া আল্লাহ্! গুনাহ্ ও ঋণগ্রস্ততা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি কতই না ঋণগ্রস্ততা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন কথা বলার সময় মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.) বলেন, খালফ ইব্ন আমির (র.)-কে বলতে আমি শুনেছি যে مَسِيْحُ ও مَسِّيْحُ এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয় শব্দই সমার্থবোধক তবে একজন হলেন ঈসা (আ.) এবং অপর ব্যক্তি হলো দাজ্জাল। যুহরী (র.) বলেছেন, উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র.) আয়িশা (রা.) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সালাতে মধ্যে মধ্যে দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে (আল্লাহ্‌র নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

٧٩٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍوعَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْبِهِ فِىْ صَلَاتِىْ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِى اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ٠

৭৯৫ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.)......আবূ বাকর সিদ্দীক (র.) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আরয করলেন, আমাকে সালাতে পাঠ করার জন্য একটি দু'আ শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, এ দু'আটি বলবে- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ "ইয়া আল্লাহ্! আমি নিজের উপর অধিক যুলুম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ থেকে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

٥٤١. بَابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

৫৪১. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্‌হুদের পর যে দু'আটি বেছে নেওয়া হয়, অথচ তা ওয়াজিব নয়।

٧٩٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنِىْ شَقِيْقٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا اِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاتَقُوْلُوْا

السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْـمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمُوْهَا اَصَابَتْ كُلَّ عَبْـدٍ فِى السَّمَاءِ اَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْـهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْـهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْـدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ فَيَدْعُوْ ٠

| ৭৯৬ | মুসাদ্দাদ (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের অবস্থা এ ছিল যে, যখন আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে সালাতে থাকতাম, তখন আমরা বলতাম, বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহ্‌র প্রতি সালাম। সালাম অমুকের প্রতি, সালাম অমুকের প্রতি। এতে নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি সালাম, তোমরা এরূপ বল না। কারণ আল্লাহ্ নিজেই সালাম। বরং তোমরা বল– اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْـمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَـلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ (সমস্ত মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণের প্রতি)। তোমরা যখন তা বলবে তখন আসমান বা আসমান ও যমীনের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রত্যেক বান্দার কাছে তা পৌছে যাবে। (এরপর বলবে) اَشْـهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْـهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْـدُهُ وَرَسُوْلُهُ "আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল।" তারপর যে দু'আ তার পসন্দ হয় তা সে বেছে নিবে এবং পড়বে।

٥٤٢ . بَابُ مَنْ لَّمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَاَنْفَهُ حَتّٰى صَلّٰى قَالَ اَبُوْعَبْدِ اللّٰهِ رَاَيْتُ الْحُمَيْدِىَّ يَحْتَجُّ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْ لَّا يَمْسَحَ الْجَبْهَةَ فِى الصَّلٰوةِ

৫৪২. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত যিনি কপাল ও নাকের ধূলাবালি মোছেন নি। আবূ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, আমি হুমায়দী (র.)–কে দেখেছি যে, সালাত শেষ হওয়ার আগে কপাল না মুছার ব্যাপারে এ হাদীস দিয়ে দলিল পেশ করতেন।

| ٧٩٧ | حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْـيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا سَعِيْـدٍ الْخُدْرِىَّ فَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْـجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّيْنِ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ فِىْ جَبْـهَتِهِ ٠

| ৭৯৭ | মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.)........আবূ সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পানি ও কাদার মধ্যে সিজ্‌দা করতে দেখেছি। এমন কি তাঁর (মুবারক) কপালে কাদামাটির চিহ্ন লেগে থাকতে দেখেছি।

٥٤٣. بَابُ التَّسْلِيْمِ

৫৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরান।

| ٧٩٨ | حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَاالزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِيْ تَسْلِيْمَهُ وَمَكَثَ يَسِيْرًا قَبْلَ اَنْ يَقُوْمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاُرَى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَا النِّسَاءُ قَبْلَ اَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ ·

৭৯৮ মূসা ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.).......উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাম ফিরাতেন, তখন সালাম শেষ হলেই মহিলাগণ দাঁড়িয়ে পড়তেন। তিনি ﷺ দাঁড়ানোর পূর্বে কিছুক্ষণ বসে অপেক্ষা করতেন। ইব্‌ন শিহাব (র.) বলেন, আমার মনে হয়, তাঁর এ অপেক্ষা এ কারণে যাতে মুসাল্লীগণ থেকে যে সব পুরুষ ফিরে যান তাদের পূর্বেই মহিলাগণ নিজ অবস্থানে পৌঁছে যান।

٥٤٤. بَابُ يُسَلِّمُ حِيْنَ يُسَلِّمُ الْاِمَامُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَسْتَحِبُّ اِذَا سَلَّمَ الْاِمَامُ اَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ

৫৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুক্‌তাদীগণও সালাম ফিরাবে। ইব্‌ন উমর (রা.) ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুক্‌তাদীগণের সালাম ফিরানো মুসতাহাব মনে করতেন।

| ٧٩٩ | حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عِتْبَانَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ ·

৭৯৯ হিব্বান ইব্‌ন মূসা (র.).......ইত্‌বান ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি। তিনি যখন সালাম ফিরান তখন আমরাও সালাম ফিরাই।

٥٤٥. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الْاِمَامِ وَاكْتَفٰى بِتَسْلِيْمِ الصَّلَاةِ

৫৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ যারা ইমামের সালামের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না এবং সালাতের সালামকেই যথেষ্ট মনে করেন।

| ٨٠٠ | حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ

الرَّبِيْعِ وَزَعَمَ اَنَّهُ عَقَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِى دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْاَنْصَارِىَّ ثُمَّ اَحَدَ بَنِى سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ لِقَوْمِىْ بَنِىْ سَالِمٍ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّىْ اَنْكَرْتُ بَصَرِىْ وَاِنَّ السُّيُوْلَ تَحُوْلُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِى فَلَوَدِدْتُ اَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِى بَيْتِىْ مَكَانًا حَتّٰى اَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ اَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَغَدَا عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِىْ اَحَبَّ اَنْ يُصَلِّىَ فِيْهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ ۔

৮০০ আবদান (র.).......মাহমূদ ইব্ন রাবী' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, যে তাঁদের বাড়ীতে রাখা একটি বালতির (পানি নিয়ে) নবী ﷺ কুল্লি করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ইত্বান ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) যিনি বনূ সালিম গোত্রের একজন, তাঁকে বলতে শুনেছি, আমি নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীন হয়ে গিয়েছে এবং আমার বাড়ী থেকে আমার কাওমের মসজিদ পর্যন্ত পানি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি আমার বাড়ীতে এসে এক যায়গায় সালাত আদায় করবেন সে যায়গাটুকু আমি সালাত আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিব। নবী ﷺ বললেন ঃ ইন্‌শা আল্লাহ্, আমি তা করব। পরদিন রোদের তেজ বৃদ্ধি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বকর (রা.) আমার বাড়ীতে এলেন। নবী ﷺ প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে দিলাম। তিনি না বসেই বললেন ঃ তোমার ঘরের কোন স্থানে তুমি আমার সালাত আদায় পসন্দ কর? তিনি পসন্দ মত একটি জায়গা নবী ﷺ-কে সালাত আদায়ের জন্য ইশারা করে দেখালেন। তারপর তিনি দাঁড়ালেন আমরাও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলাম। অবশেষে তিনি সালাম ফিরালেন, আমরাও তাঁর সালামের সময় সালাম ফিরালাম।

৫৪৬. بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

৫৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পর যিক্‌র।

٨٠١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ اَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ اَعْلَمُ اِذَا انْصَرَفُوْا بِذٰلِكَ اِذَا سَمِعْتُهُ ۔

৮০১ ইসহাক ইব্ন নাস্‌র (র.)...ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ

-এর সময় মুসল্লীগণ ফরয সালাত শেষ হলে উচ্চস্বরে যিক্‌র করতেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি এরূপ শুনে বুঝলাম, মুসল্লীগণ সালাত শেষ করে ফিরছেন।

৮٠٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ اَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِىِّ ﷺ بِالتَّكْبِيْرِ قَالَ عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ كَانَ اَبُوْ مَعْبَدٍ اَصْدَقَ مَوَالِى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَلِىٌّ وَاسْمُهُ نَافِذٌ .

৮০২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাক্‌বীর শুনে আমি বুঝতে পারতাম সালাত শেষ হয়েছে। আলী (রা.) বলেন, সুফিয়ান (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ মা'বাদ (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর আযাদকৃত দাসসমূহের মধ্যে অধিক সত্যবাদী দাস ছিলেন। আলী (র.) বলেন, তার নাম ছিল নাফিয।

৮٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ مِنَ الْاَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ اَمْوَالٍ يَحُجُّوْنَ بِهَا وَيَعْتَمِرُوْنَ وَيُجَاهِدُوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ قَالَ أَلاَ اُحَدِّثُكُمْ اِنْ اَخَذْتُمْ اَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ اَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ اَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ اِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَنَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَنُكَبِّرُ اَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ تَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ حَتّٰى يَكُوْنَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ .

৮০৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বক্‌র (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দরিদ্রলোক নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের দ্বারা উচ্চমর্যাদা ও স্থায়ী আবাস লাভ করছেন, তাঁরা আমাদের মত সালাত আদায় করছেন আমাদের মত সিয়াম পালন করছেন এবং অর্থের দ্বারা হজ্জ, উমরা, জিহাদ ও সাদাকা করার মর্যাদাও লাভ করছেন। এ শুনে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের এমন কিছু কাজের কথা বলব, যা তোমরা করলে, যারা নেক কাজে তোমাদের চাইতে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে, তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে। তবে যারা পুনরায় এ ধরণের কাজ করবে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশ বার করে তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ্) তাহ্‌মীদ (আলহামদু লিল্লাহ্) এবং তাক্‌বীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। (এ বিষয়টি নিয়ে) আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। কেউ বলল, আমরা তেত্রিশ বার তাসবীহ্ পড়ব। তেত্রিশ বার তাহ্‌মীদ আর চৌত্রিশ বার তাক্‌বীর পড়ব। এরপর আমি তাঁর কাছে ফিরে গেলাম। তিনি বললেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ বলবে, যাতে সবগুলোই তেত্রিশবার করে হয়ে যায়।

٨٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ اَمْلَى عَلَىَّ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِيْ كِتَابٍ اِلَى مُعَاوِيَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهٰذَا وَقَالَ الْحَسَنُ وَعَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ وَرَّادٍ بِهٰذَا الْجَدُّ غِنًى .

৮০৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)......মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.)-এর কাতিব ওয়ার্‌রাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.) আমাকে দিয়ে মু'আবিয়া (রা.)-কে (এ মর্মে) একখানা পত্র লিখালেন যে, নবী ﷺ প্রত্যেক ফরয সালাতের পর বলতেন - لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ "এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। ইয়া আল্লাহ্! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আপনার কাছে (সৎকাজ ভিন্ন) কোন সম্পদশালীর সম্পদ উপকারে আসে না।" শু'বা (র.) আবদুল মালিক (র.) থেকে অনুরূপ বলেছেন, আপনার কাছে (সৎ কাজ ছাড়া) এবং হাসান (র.) বলেন, 'جد' অর্থ সম্পদ এবং শু'বা (র.)......ওয়ার্‌রাদ (র.) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٤٧. بَابٌ يَسْتَقْبِلُ الْاِمَامُ النَّاسَ اِذَا سَلَّمَ

৫৪৭. অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্‌তাদীগণের দিকে ফিরবেন।

٨٠٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلَّى صَلاَةً اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ .

৮০৫ মূসা ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.)........সামুরা ইব্‌ন জুনদব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাত শেষ করতেন, তখন আমাদের দিকে মুখ ফিরাতেন।

٨٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى اِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ

قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِه فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ ٠

৮০৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)........যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে বৃষ্টি হওয়ার পর হুদায়বিয়াতে আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমরা কি জান, তোমাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাময় প্রতিপালক কি বলেছেন ? তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই উত্তম জানেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ (রব) বলেন, আমার বান্দাদের মধ্য কেউ আমার প্রতি মু'মিন হয়ে গেল এবং কেউ কাফির। যে বলেছে, আল্লাহ্র করুণা ও রহমতে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে হল আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়েছে।

৮০৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَزِيْدَ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَخَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَلَمَّا صَلّٰى اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِه ، فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوْا وَاِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ ٠

৮০৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনীর (র.)........আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অর্ধরাত পর্যন্ত সালাত বিলম্ব করলেন। এরপর তিনি আমাদের সামনে বের হয়ে এলেন। সালাত শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরায়ে বললেন, লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষায় থাকবে ততক্ষণ তোমরা যেন সালাতে রত থাকবে।

٥٤٨. بَابُ مُكْثِ الْاِمَامِ فِيْ مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَالَ لَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّيْ فِيْ مَكَانِهِ الَّذِيْ صَلّٰى فِيْهِ الْفَرِيْضَةَ وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لَا يَتَطَوَّعُ الْاِمَامُ فِيْ مَكَانِه وَلَمْ يَصِحَّ

৫৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পরে ইমামের মুসাল্লায় বসে থাকা। নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা.) যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ফরয সালাত আদায় করতেন সেখানে দাঁড়িয়ে অন্য সালাত আদায় করতেন।এরূপ কাসিম (র.) আমল করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মারুফ' হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, ইমাম তাঁর জায়গায় দাঁড়িয়ে নফল সালাত আদায় করবেন।(ইমাম বুখারী (র.) বলেন) এ হাদীসটি মারফূ' হিসেবে রিওয়ায়েত করা ঠিক নয়।

৮০৮ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِيْ مَكَانِهِ يَسِيْرًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ لِكَيْ يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ اِلَيْهِ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ . وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا قَالَتْ كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوْتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَنْصَرِفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَتْنِيْ هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ اَخْبَرَنِيْ الزُّهْرِيُّ اَنَّ هِنْدَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْقُرَشِيَّةَ اَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ الْمِقْدَادِ وَهُوَ حَلِيْفُ بَنِيْ زُهْرَةَ وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتْنِيْ هِنْدُ الْقُرَشِيَّةُ وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ عَتِيْقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ الْفِرَاسِيَّةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ امْرَاَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ حَدَّثَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৮০৮ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (র.).......উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ সালাম ফিরানোর পর নিজ যায়গায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। ইব্ন শিহাব (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বসে থাকার কারণ আমার মনে হয় সালাতের পর মহিলাগণ যাতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পান। তবে আল্লাহ্ই তা অধিক জ্ঞাত। ইব্ন আবূ মারইয়াম (র.)......হিন্দ বিন্ত হারিস ফিরাসিয়াহ (রা.) যিনি উম্মে সালামা (রা.)-এর বান্ধবী তাঁর সূত্রে নবী পত্নী উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাম ফিরাতেন, তারপর মহিলাগণ ফিরে গিয়ে তাঁদের ঘরে প্রবেশ করতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ফিরবার আগেই। ইব্ন ওহাব (র.) ইউনুস (র.) সূত্রে শিহাব (র.) থেকে বলেন যে, আমাকে হিন্দ ফিরাসিয়াহ (রা.) বর্ণনা করেছেন এবং উসমান ইব্ন উমর (র.) বলেন, আমাকে ইউনুস (র.) যুহরী (র.) থেকে বলেন যে, আমাকে হিন্দ ফিরাসিয়াহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, আর যুবাইদী (র.) বলেন, আমাকে যুহরী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, হিন্দ বিনত হারিস কুরাশিয়াহ (রা.) তাকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি মা'বাদ ইব্ন মিকদাদ (র.)-এর স্ত্রী। আর মা'বদ বনূ যুহরার সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন এবং তিনি (হিন্দ) নবী ﷺ -এর সহধর্মিনীগণের নিকট যাতায়াত করতেন। শু'আইব (র.) যুহরী (র.) থেকে বলেন যে, আমাকে হিন্দ কুরাশিয়াহ (র.) বর্ণনা করেছেন। আর ইব্ন আবূ আতীক (র.) যুহরী (র.) সূত্রে হিন্দ ফিরাসিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। লাইস (র.) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সায়ীদ (র.) সূত্রে ইব্ন শিহাব (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশের এক মহিলা তাঁকে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٥٤٩. بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

৫৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লীদের নিয়ে সালাত আদায়ের পর কোন প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়লে তাদের ডিঙ্গিয়ে যাওয়া।

৮০৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِىِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ اِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى اَنَّهُمْ عَجِبُوْا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ يَحْبِسَنِىْ فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ ·

৮০৯ মুহাম্মদ ইব্ন উবাইদ (র.)........উকবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় নবী ﷺ-এর পিছনে আসরের সালাত আদায় করলাম। সালাম ফিরানোর পর তিনি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যান এবং মুসল্লীগণকে ডিঙ্গিয়ে তাঁর সহধর্মিনীগণের কোন একজনের কক্ষে গেলেন। তাঁর এই দ্রুততায় মুসল্লীগণ ঘাবড়িয়ে গেলেন। নবী ﷺ তাঁদের কাছে ফিরে এলেন এবং দেখলেন যে, তাঁর দ্রুততার কারণে তাঁরা বিস্মিত হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি বললেন ঃ আমাদের কাছে রক্ষিত কিছু স্বর্ণের কথা মনে পড়ে যায়। তা আমার প্রতিবন্ধক হোক, তা আমি পসন্দ করি না। তাই তা বন্টন করার নির্দেশ দিয়ে দিলাম।

٥٥٠. بَابُ الْاِنْفِتَالِ وَالْاِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ وَكَانَ اَنَسٌ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَيَعِيْبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى اَوْ مَنْ يَعْمِدُ الْاِنْفِتَالَ عَنْ يَمِيْنِهِ

৫৫০. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত শেষে ডান ও বাঁ দিকে ফিরে যাওয়া। আনাস ইব্ন মালিক (রা.) কখনো ডান দিকে এবং কখনো বাঁ দিকে ফিরে যেতেন। নির্দিষ্ট করে ডান দিকে ফিরে যাওয়া দোষণীয় মনে করতেন।

৮১০ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى اَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ لَا يَنْصَرِفَ اِلَّا عَنْ يَمِيْنِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ كَثِيْرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ ·

৮১০ আবুল ওয়ালীদ (র.)........আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসঊদ) (রা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার সালাতের কোন কিছু শায়তানের জন্য না করে। তা হল, শুধুমাত্র ডান দিকে ফিরানো জরুরী মনে করা। আমি নবী ﷺ-কে অধিকাংশ সময়ই বাম দিকে ফিরতে দেখেছি।

٥٥١. بَابُ مَاجَاءَ فِى الثُّوْمِ النِّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ اَكَلَ الثُّوْمَ اَوِالْبَصَلَ مِنَ الْجُوْعِ اَوْغَيْرِهِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

৫৫১. অনুচ্ছেদ ঃ কাচা রসুন, পিয়াজ, ও দুর্গন্ধযুক্ত মশলা বা তরকারী। নবী ﷺ -এর বাণীঃ ক্ষুধা বা অন্য কোন কারণে কেউ যেন রসুন বা পিয়াজ খেয়ে অবশ্যই আমাদের মসজিদের কাছে না আসে।

৮১১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيْدُ الثُّوْمَ فَلاَيَغْشَانَا فِى مَسَاجِدِنَا قُلْتُ مَا يَعْنِىْ بِهِ قَالَ مَا اُرَاهُ يَعْنِىْ الاَّ نِيْئَهُ وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ الاَّ نَتْنَهُ ٠

৮১১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি এ জাতীয় গাছ থেকে খায়, তিনি এ দ্বারা রসুন বুঝিয়েছেন, সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। (রাবী আতা (র.) বলেন) আমি জাবির (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ -এর দ্বারা কি বুঝিয়েছেন (জাবির (রা.)) বলেন, আমার ধারণা যে, নবী ﷺ -এর দ্বারা কাঁচা রসুন বুঝিয়েছেন এবং মাখ্‌লাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.) ইব্‌ন জুরায়জ (র.) থেকে দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

৮١٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِىْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِى الثُّوْمَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ٠

৮১২ মুসাদ্দাদ (র.).........ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ খায়বারের যুদ্ধের সময় বলেন, যে ব্যক্তি এই জাতীয় বৃক্ষ থেকে অর্থাৎ কাচা রসুন ভক্ষণ করবে সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের কাছে না আসে।

٨١٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءُ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ زَعَمَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتُ مِنْ بُقُوْلٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا فَسَاَلَ فَاُخْبِرَ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْبُقُوْلِ فَقَالَ قَرِّبُوْهَا اِلَى بَعْضِ اَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَاٰهُ كَرِهَ اَكْلَهَا فَقَالَ كُلْ فَاِنِّىْ اُنَاجِىْ مَنْ لاَ تُنَاجِىْ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ اُتِىَ بِبَدْرٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِىْ طَبَقًا فِيْهِ خَضِرَاتُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَاَبُوْ صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ فَلاَ اَدْرِىْ هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِىِّ اَوْ فِى الْحَدِيْثِ ٠

৮১৩ সায়ীদ ইব্‌ন উফাইর (র.).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রসুন অথবা পিয়াজ খায় সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে অথবা বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে আর নিজ ঘরে বসে থাকে। (উক্ত সনদে আরো বর্ণিত আছে যে,) নবী ﷺ -এর কাছে একটি পাত্র যার মধ্যে শাক-সজী ছিল আনা হলো। নবী ﷺ-এর গন্ধ পেলেন এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তাকে সে পাত্রে রক্ষিত শাক-সজী সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন একজন সাহাবী (আবূ আইয়ূব (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, তাঁর কাছে এগুলো পৌঁছিয়ে দাও। কিন্তু তিনি তা খেতে অপসন্দ মনে করলেন, এ দেখে নবী ﷺ বললেনঃ তুমি খাও। আমি যাঁর সাথে গোপনে আলাপ করি তাঁর সাথে তুমি আলাপ কর না (ফিরিশ্‌তার সাথে আমার আলাপ হয় তাঁরা দুর্গন্ধকে অপসন্দ করেন) আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ (র.) ইব্‌ন ওয়াহাব (র.) থেকে বলেছেন, 'أُتِيَ بِبَدْرٍ' ইব্‌ন ওয়াহব-এর অর্থ বলেছেন, খাঞ্চা যার মধ্যে শাক-সজী ছিল। আর লায়স ও আবূ সাফওয়ান (র.) ইউনুস (র.) থেকে রিওয়ায়াত বর্ণনায় 'قِدْرٍ' এর বর্ণনা উল্লেখ করেন নি। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) قِدْرٍ এর বর্ণনা যুহরী (র.)-এর উক্তি, না হাদীসের অংশ তা আমি বলতে পারছি না।

٨١٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ فِي الثُّوْمِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا وَلاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا .

৮১৪ আবূ মা'মার (র.).......আবদুল আযীয (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নবী ﷺ -কে রসুন খাওয়া সম্পর্কে কি বলতে শুনেছেন? তখন আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ জাতীয় গাছ থেকে খায় সে যেন, অবশ্যই আমাদের কাছে না আসে এবং আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় না করে।

٥٥٢ . بَابُ وُضُوْءِ الصِّبْيَانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغُسْلُ وَالطُّهُوْرُ وَحُضُوْرِهِمُ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيْدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ وَصُفُوْفِهِمْ

৫৫২. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের উযূ করা, কখন তাদের উপর গোসল ও পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিব হয় এবং সালাতের জামা'আতে, দু' ঈদে এবং জানাযায় তাদের হাযির হওয়া এবং কাতারবন্দী হওয়া।

٨١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِيْ غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوْا عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

৮১৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র.)......শা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক ব্যক্তি আমাকে খবর দিয়েছেন, যিনি নবী ﷺ এর সঙ্গে একটি পৃথক কবরের কাছে গেলেন। নবী ﷺ সেখানে লোকদের ইমামতি করেন। লোকজন কাতারবন্দী হয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আমর! কে আপনাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.)।

٨١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ‏.‏

৮১৬ আলী ইব্‌ন আবদুলাহ্ (র.)........আবু সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক (মুসলমানের) গোসল করা কর্তব্য।

٨١٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْـمُوْنَةَ لَيْلَةً فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوْءًا خَفِيْفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَحَوَّلَنِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ فَأَتَاهُ الْـمُنَادِيْ يَأْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ اِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْـرٍو اِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْـرٌو سَمِعْتُ عُبَيْـدَ بْنَ عُمَيْـرٍ يَقُوْلُ اِنَّ رُؤْيَا الْاَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ إِنِّى أَرَى فِى الْـمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ ‏.‏

৮১৭ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক রাতে আমার খালা (উম্মুল মু'মিনীন) মাইমূনা (রা.) এর কাছে রাত্র কাটালাম। সে রাতে নবী ﷺ -ও সেখানে নিদ্রা যান। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে তিনি উঠলেন এবং একটি ঝুলন্ত মশ্‌ক থেকে পানি নিয়ে হাল্‌কা উযূ করলেন। আম্‌র (বর্ণনাকারী) এটাকে হাল্‌কা এবং অতি কম বুঝলেন। এরপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি উঠে তাঁর মতই সংক্ষিপ্ত উযূ করলাম, এরপর এসে নবী ﷺ -এর বামপাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডানপাশে করে দিলেন। এরপর যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সালাত আদায় করলেন, এরপর বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়ায হতে লাগল, এরপর মুআয্‌যীন এসে সালাতের কথা জানালে তিনি উঠে তাঁর সালাতের জন্য চলে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। কিন্তু (নতুন) উযূ করলেন না। সুফিয়ান (র.) বলেন, আমি আমর (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, লোকজন বলে থাকেন, নবী ﷺ -এর চোখ নিদ্রায় যেত কিন্তু তাঁর কাল্‌ব (হৃদয়) জাগ্রত থাকত। আম্‌র (র.) বললেন, উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (র.)-

কে আমি বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই নবীগণের স্বপ্ন অহী। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন إِنِّيْ أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ (ইব্‌রাহীম (আ.), ইসমাঈল (আ.)-কে বললেন) আমি স্বপ্নে দেখলাম,তোমাকে কুরবানী করছি.......(৩৭:১০২)।

৮১৮ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَاَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ قُوْمُوْا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ فَقُمْتُ اِلَى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْيَتِيْمُ مَعِيْ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ·

৮১৮ ইসমায়ীল (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, ইসহাক (র.)-এর দাদী মুলাইকা (রা.) খাদ্য তৈরী করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। তিনি তার তৈরী খাবার খেলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমরা উঠে দাঁড়াও, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। আনাস (রা.) বলেন, আমি একটি চাটাইয়ে দাঁড়ালাম যা অধিক ব্যবহারের কারণে কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি এতে পানি ছিটিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন, আমার সঙ্গে একটি ইয়াতীম বাচ্চাও দাঁড়াল এবং বৃদ্ধা আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন। আমাদের নিয়ে তিনি দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন।

৮১৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ بِمِنًى اِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيَّ اَحَدٌ ·

৮১৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি গাধার উপর আরোহণ করে অগ্রসর হলাম। তখন আমি প্রায় সাবালক। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনায় প্রাচীর ব্যতীত অন্য কিছু সামনে রেখে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আমি কোন এক কাতারের সম্মুখ দিয়ে অগ্রসর হয়ে এক জায়গায় নেমে পড়লাম এবং গাধাটিকে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দিলাম। এরপর আমি কাতারে প্রবেশ করলাম। আমার এ কাজে কেউ আপত্তি করলেন না।

৮২০ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْعِشَاءِ حَتّٰى نَادَاهُ عُمَرُ قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ فَقَالَ انَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ يُصَلِّيْ هٰذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرَكُمْ وَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّيْ غَيْرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ .

৮২০ আবুল ইয়ামান ও আইয়াশ (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে অনেক বিলম্ব করলেন। অবশেষে উমর (রা.) তাঁকে আহবান করে বললেন, নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। আয়িশা (রা.) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে বললেনঃ তোমরা ব্যতীত পৃথিবীর আর কেউ এ সালাত আদায় করে না। (রাবী বলেন,) মদীনাবাসী ব্যতীত আর কেউ সে সময় সালাত আদায় করতেন না।

٨٢١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ الْخُرُوْجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِيْ مِنْهُ مَاشَهِدْتُهُ يَعْنِيْ مِنْ صِغَرِهِ اَتَى الْعَلَمَ الَّذِيْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ اَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُهْوِيْ بِيَدِهَا اِلَى حَلْقِهَا تُلْقِيْ فِيْ ثَوْبِ بِلَالٍ ثُمَّ اَتَى هُوَ وَبِلَالٌ الْبَيْتَ .

৮২১ আম্‌র ইব্‌ন আলী (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে কখনো ঈদের মাঠে গমন করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, গিয়েছি। তবে তাঁর কাছে আমার যে মর্যাদা ছিল তা না থাকলে আমি অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে সেখানে যেতে পারতাম না। তিনি কাসীর ইব্‌ন সাল্‌তের বাড়ীর কাছে যে নিশানা ছিল সেখানে আসলেন (নামাযান্তে) পরে খুত্‌বা দিলেন। এরপর মহিলাদের নিকট গিয়ে তিনি তাদের ওয়ায ও নসীহত করেন। এবং তাদের সাদাকা করতে নির্দেশ দেন। ফলে মহিলারা তাঁদের হাতের আংটি খুলে বিলাল (রা.)-এর কাপড়ের মধ্যে ফেলতে লাগলেন। এরপর নবী করীম ﷺ ও বিলাল (রা.) বাড়ী চলে এলেন।

٥٥٣. بَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ

৫৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ও অন্ধকারে মহিলাগণের মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া।

٨٢٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْعَتَمَةِ حَتّٰى نَادَاهُ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا اَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ وَلَا يُصَلِّيْ يَوْمَئِذٍ اِلَّا بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعَتَمَةَ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ .

৮২২ আবুল ইয়ামান (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে অনেক বিলম্ব করলেন। ফলে উমর (রা.) তাঁকে আহবান করে বললেন, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন নবী করীম ﷺ বেরিয়ে এসে বললেন ঃ এ সালাতের জন্য পৃথিবীতে অন্য কেউ অপেক্ষারত নেই। সে সময় মদীনাবাসী ব্যতীত অন্য কোথাও সালাত আদায় করা হত না। মদীনাবাসীরা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশের দৃশ্যমান লালিমা অদৃশ্য হওয়ার সময় থেকে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইশার সালাত আদায় করতেন।

٨٢٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ اِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوْا لَهُنَّ ، تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৮২৩ উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র.).......ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যদি তোমাদের স্ত্রীগণ রাতে মসজিদে আসার জন্য তোমাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, তা হলে তাদের অনুমতি দিবে। শু'বা (র.)........ইব্ন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٨٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ النِّسَاءَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُنَّ اِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ صَلّٰى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللّٰهُ ﷺ فَاِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ .

৮২৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).......হিন্দ বিন্ত হারিস (র.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণী সালামা (রা.) তাঁকে জানিয়েছেন, মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে উঠে যেতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায়কারী পুরুষগণ, আল্লাহ্ যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, (তথায়) অবস্থান করতেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ উঠতেন, তখন পুরুষগণও উঠে যেতেন।

٨٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ .

৮২৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ফজরের সালাত শেষ করতেন তখন মহিলাগণ চাদরে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে ঘরে ফিরতেন। অন্ধকারের কারণে তখন তাঁদেরকে চিনা যেতো না।

٨٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لاَقُوْمُ اِلَى الصَّلاَةِ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ أُطَوِّلَ فِيْهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِيْ صَلاَتِيْ كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمِّهِ .

৮২৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন মিস্‌কীন (র.)......আবূ কাতাদা আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি সালাতে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘায়িত করব বলে ইচ্ছা করি, এরপর শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে আমি সালাত সংক্ষিপ্ত করি এ আশংকায় যে, তার মায়ের কষ্ট হবে।

٨٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي اِسْرَائِيْلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ اَوْ مُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ .

৮২৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানতেন যে, মহিলারা কি অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তা হলে বনী ইসরাঈলের মহিলাদের যেমন নিষেধ করা হয়েছিল, তেমনি এদেরও মসজিদে আসা নিষেধ করে দিতেন। (রাবী) ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সায়ীদ (র.) বলেন,) আমি আমরাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাদের কি নিষেধ করা হয়েছিল ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٥٥٤. بَابُ صَلاَةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

৫৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষগণের পিছনে মহিলাগণের সালাত।

٨٢٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ قَامَتِ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِيْ تَسْلِيْمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيْرًا قَبْلَ اَنْ يَقُوْمَ قَالَ نَرَى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ لِكَي تَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ اَنْ يُدْرِكَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ .

৮২৮ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাযাআ' (র.).......উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সালাম ফিরাতেন, তখন মহিলাগণ তাঁর সালাম শেষ করার পর উঠে যেতেন। নবী করীম ﷺ দাঁড়ানোর আগে নীজ জায়গায় কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। রাবী (যুহরী (র.) বলেন, আমাদের

মনে হয়, তা এজন্য যে, অবশ্য আল্লাহ্ ভাল জানেন, যাতে মহিলাগণ চলে যেতে পারেন, পুরুষগণ তাদের যাওয়ার আগেই।

٨٢٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اِسْحٰقَ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ فِى بَيْتِىْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيْمٌ خَلْفَهُ وَاُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا ·

৮২৯ আবূ নু'আইম (র.).......আনাস (ইব্‌ন মালিক) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ উম্মে সুলাইম (রা.)-এর ঘরে সালাত আদায় করেন। আমি এবং একটি ইয়াতীম তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম আর উম্মে সুলাইম (রা.) আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন।

٥٥٥. بَابُ سُرْعَةِ اِنْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِى الْمَسْجِدِ

৫৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাত শেষে মহিলাগণের দ্রুত চলে যাওয়া এবং মসজিদে তাদের অল্পক্ষণ অবস্থান করা।

٨٣٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ اَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا ·

৮৩০ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মূসা (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করতেন। এপর মু'মিনদের স্ত্রীগণ চলে যেতেন, অন্ধকারের জন্য তাদের চেনা যেত না অথবা বলেছেন, অন্ধকারের জন্য তাঁরা একে অপরকে চিনতেন না।

٥٥٦. بَابُ اِسْتِئْذَانِ الْمَرْاَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوْجِ اِلَى الْمَسْجِدِ

৫৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে যাওয়ার জন্য স্বামীর নিকট মহিলার অনুমতি চাওয়া।

٨٣١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْنَعْهَا ·

৮৩১ মুসাদ্দাদ (র.).........আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের কারো স্ত্রী যদি (সালাতের জন্য মসজিদে যাওয়ার) অনুমতি চায় তা হলে স্বামী যেন তাকে বাঁধা না দেয়।

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় ঃ জুমু‘আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় ঃ জুমু'আ

٥٥٧. بَابُ فَرْضِ الْجُمُعَةِ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ، فَسْعَوْ فَامْضُوْ

৫৫৭. অনুচ্ছেদঃ জুমু'আ ফরয হওয়া। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "যখন জুমু'আর দিন সালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন আল্লাহ্র যিক্রের উদ্দেশ্যে ধাবিত হও এবং ক্রয়–বিক্রয় ত্যাগ কর। এ–ই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর।" 'فَاسْعَوْ' অর্থ ধাবিত হও।

٨٣٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ هُرْمُزَ الْاَعْرَجَ مَوْلَى رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِىْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ الْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ .

৮৩২ আবূ ইয়ামান (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা দুনিয়ায় (আগমনের দিক দিয়ে) সর্বশেষ, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা মর্যাদার দিক দিয়ে সবার আগে। পার্থক্য শুধু এই যে, তাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের আগে। তারপর তাদের সে দিন যে দিন তাদের জন্য ইবাদত ফরয করা হয়েছিল তারা এ বিষয়ে মতানৈক্য করেছে। কিন্তু সে বিষয়ে আল্লাহ্ আমাদের হিদায়াত করেছেন। কাজেই এ ব্যাপারে লোকেরা আমাদের

পশ্চাতবর্তী। ইয়াহূদীদের (সম্মানিত দিন হল) আগামী কাল (শনিবার) এবং নাসারাদের আগামী পরশু (রোববার)।

٥٥٨. بَابُ فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُوْدُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ

৫৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন গোসল করার ফযীলত। শিশু কিংবা মহিলাদের জুমু'আর দিনে (সালাতের জন্য) হাযির হওয়া কি প্রয়োজন?

٨٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮৩৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ. বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ জুমু'আর সালাতে আসলে (তার আগে) সে যেন গোসল করে।

٨٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ اَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِى الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ اَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ قَالَ اِنِّىْ شُغِلْتُ فَلَمْ اَنْقَلِبْ اِلَى اَهْلِىْ حَتّٰى سَمِعْتُ التَّاذِيْنَ فَلَمْ اَزِدْ اَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوْءَ اَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ بِالْغُسْلِ .

৮৩৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) জুমু'আর দিন দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন, এমন সময় নবী করীম ﷺ-এর প্রথম যুগের একজন মুহাজির সাহাবী এলেন। উমর (রা.) তাঁকে ডেকে বললেন, এখন সময় কত ? তিনি বললেন, আমি ব্যস্ত ছিলাম, তাই ঘরে ফিরে আসতে পারিনি। এমন সময় আযান শুনতে পেয়ে শুধু উযূ করে নিলাম। উমর (রা.) বললেন, কেবল উযূই ? অথচ আপনি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোসলের আদেশ দিতেন।

٨٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

৮৩৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)......আবূ সায়ীদ খুদ্রী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ. বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল করা কর্তব্য।

৫৫৭. بَابُ الطِّيْبِ لِلْجُمُعَةِ

৫৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার।

٨٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيْبًا اِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرٌو اَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَاَمَّا الْاِسْتِنَانُ وَالطِّيْبُ فَاللّٰهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ اَمْ لاَ وَلٰكِنْ هٰكَذَا فِي الْحَدِيْثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ أَخُوْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يُسَمَّ أَبُوْ بَكْرٍ هٰذَا رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الْاَشَجِّ وَسَعِيْدُ بْنُ أَبِي هِلاَلٍ وَعِدَّةٌ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكَنَّى بِأَبِيْ بَكْرٍ وَأَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ .

৮৩৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)......আমর ইব্ন সুলাইম আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) বলেন, আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল করা কর্তব্য। আর মিস্ওয়াক করবে এবং সুগন্ধি পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করবে। আম্র (ইব্ন সুলাইম) (র.) বলেন, গোসল সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তা কর্তব্য। কিন্তু মিস্ওয়াক ও সুগন্ধি কর্তব্য কিনা তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে হাদীসে এরূপই আছে। আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র.) বলেন, আবূ বকর ইব্ন মুনকাদির (র.) হলেন মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র.)-এর ভাই। কিন্তু তিনি আবূ বকর হিসাবেই পরিচিত নন। বুকাইর ইব্ন আশাজ্জ, সায়ীদ ইব্ন আবূ হিলাল সহ অনেকে তাঁর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র.)-এর কুনিয়াত (উপনাম) ছিল আবূ বকর ও আবূ আবদুল্লাহ্।

٥٦٠. بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

৫৬০. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর ফযীলত।

٨٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا اَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ .

৮৩৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন জানাবাত গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সালাতের জন্য আগমন করে সে যেন, একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন, একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। পরে ইমাম যখন খুত্বা প্রদানের জন্য বের হন তখন ফিরিশ্তাগণ যিক্র শোনার জন্য হাযির হয়ে থাকেন।

٨٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْنُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذَا دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَحْتَبِسُوْنَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ اِلاَّ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ اَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاحَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮৩৮ আবূ নু'আইম (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, জুমু'আর দিন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) খুত্বা দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেন। উমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সালাতে সময় মত আসতে তোমরা কেন বাধাগ্রস্ত হও ? তিনি বললেন, আযান শোনার সাথে সাথেই তো আমি উযূ করেছি। তখন উমর (রা.) বললেন, তোমরা কি নবী করীম ﷺ-কে এ কথা বলতে শোননি যে, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাতে রওয়ানা হয়, তখন সে যেন গোসল করে নেয়।

٥٦١. بَابُ الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

৫৬১. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর জন্য তৈল ব্যবহার।

٨٣٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنِ ابْنِ وَدِيْعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّىْ مَاكُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامُ اِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى .

৮৩৯ আদম (র.).....সালমান ফারিসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল থেকে ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে এরপর বের হয় এবং দু' জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, তারপর তার নির্ধারিত সালাত আদায় করে এবং ইমামের খুত্বা দেওয়ার সময় চুপ থাকে, তা হলে তার সে জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

৮٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ طَاوُسُ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرُوْا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوْا رُؤُسَكُمْ وَانْ لَمْ تَكُوْنُوْا جُنُبًا وَاَصِيْبُوْا مِنَ الطِّيْبِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، اَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ وَاَمَّا الطِّيْبُ فَلاَ اَدْرِيْ .

৮৪০ আবূল ইয়ামান (র.).......তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা.) - কে বললাম, সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন গোসল কর এবং মাথা ধুয়ে ফেল যদিও তোমরা জুনুবী না হয়ে থাক এবং সুগন্ধি ব্যবহার কর। ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন, গোসল সম্পর্কে নির্দেশ ঠিকই আছে, কিন্তু সুগন্ধি সম্পর্কে আমার জানা নেই।

٨٤١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اَيَمَسُّ طِيْبًا اَوْ دُهْنًا اِنْ كَانَ عِنْدَ اَهْلِهِ ، فَقَالَ لاَ اَعْلَمُهُ .

৮৪১ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র.).....তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন, জুমু'আর দিন গোসল সংক্রান্ত নবী করীম ﷺ-এর বাণীর উল্লেখ করেন তখন আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ যখন পরিবারবর্গের সঙ্গে অবস্থান করতেন তখনও কি তিনি সুগন্ধি বা তেল ব্যবহার করতেন ? তিনি বললেন, আমি তা জানি না।

٥٦٢. بَابُ يَلْبَسُ اَحْسَنَ مَا يَجِدُ

৫৬২. অনুচ্ছেদ ঃ যা আছে তার মধ্য থেকে উত্তম কাপড় পরিধান করবে।

٨٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَاٰى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَوِاشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبِسُ هٰذِهِ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلُ فَاَعْطٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْ حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا .

৮৪২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) মসজিদে নববীর দরজার নিকটে এক জোড়া রেশমী পোষাক (বিক্রি হতে) দেখে নবী

করীম ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি এটি আপনি খরীদ করতেন আর জুমু'আর দিন এবং যখন আপনার কাছে প্রতিনিধি দল আসে তখন আপনি তা পরিধান করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটা তো সে ব্যক্তিই পরিধান করে, আখিরাতে যার (মঙ্গলের) কোন অংশ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ ধরনের কয়েক জোড়া পোষাক আসে, তখন তার এক জোড়া তিনি উমর (রা.)-কে প্রদান করেন। উমর (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে এটি পরিধান করতে দিলেন অথচ আপনি উতারিদের (রেশম) পোষাক সম্পর্কে যা বলার তা তো বলেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাকে এটি নিজের পরিধানের জন্য প্রদান করিনি। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) তখন এটি মক্কায় তাঁর এক ভাইকে দিয়ে দেন, যে তখন মুশরিক ছিল।

٥٦٣. بَابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَنُّ

৫৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন মিস্‌ওয়াক করা। আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মিস্‌ওয়াক করতেন।

٨٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِيْ اَوْ عَلَى النَّاسِ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ ٠

৮৪৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মাতের জন্য বা তিনি বলেছেন, লোকদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তা হলে প্রত্যেক সালাতের সাথে তাদের মিস্‌ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

٨٤٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ حَدَّثَنَا اَنَسٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ ٠

৮৪৪ আবূ মা'মার (র.).........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি মিস্‌ওয়াক সম্পর্কে তোমাদের অনেক বলেছি।

٨٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ ٠

৮৪৫ মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর (র.).......হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন রাতে সালাতের জন্য উঠতেন তখন দাঁত মেজে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন।

٥٦٤. بَابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

৫৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের মিস্‌ওয়াক দিয়ে মিস্‌ওয়াক করা।

٨٤٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ اَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . فَقُلْتُ لَهُ اَعْطِنِيْ هٰذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ، فَاَعْطَانِيْهِ فَقَصَمْتُهُ ، ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَاَعْطَيْتُهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ. فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَسْنِدٌ اِلٰى صَدْرِيْ .

৮৪৬ ইসমায়ীল (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা.) একটি মিস্‌ওয়াক হাতে নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-তাঁর দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আবদুর রাহমান! মিস্‌ওয়াকটি আমাকে দাও। সে তা আমাকে দিল। আমি ব্যবহৃত অংশ ভেঙ্গে ফেললাম এবং তা চিবিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দিলাম। তিনি আমার বুকে হেলান দিয়ে তা দিয়ে মিস্‌ওয়াক করলেন।

٥٦٥ بَابُ مَا يُقْرَأُ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে কী পড়তে হবে ?

٨٤٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ هُرْمُزَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ .

৮৪৭ আবূ নু'আইম (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে (কোন সময়) الٓمّٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ এবং هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ এ দু'টি সূরা তিলাওয়াত করতেন।

٥٦٦ بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرٰى وَالْمُدُنِ

৫৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ গ্রামে ও শহরে জুমু'আর সালাত।

٨٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِيْ جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثٰى مِنَ الْبَحْرَيْنِ .

৮৪৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ.

-এর মসজিদে জুমু'আর সালাত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম জুমু'আর সালাত অনুষ্ঠিত হয় বাহ্‌রাইনে জুওয়াসা নামক স্থানে অবস্থিত আবদুল কায়স গোত্রের মসজিদে।

٨٤٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُوْنُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ اِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَاَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرٰى هَلْ تَرٰى اَنْ اُجَمِّعَ وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلٰى اَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيْهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّوْدَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلٰى اَيْلَةَ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَنَا اَسْمَعُ يَأْمُرُهُ اَنْ يُجَمِّعَ يُخْبِرُهُ اَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الْاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ اَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ اَبِيْهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

৮৪৯ বিশ্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)...ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলেই রক্ষণাবেক্ষণকারী। লাইস (ইব্‌ন সা'দ (রা.) আরো অতিরিক্ত বলেন, (পরবর্তী রাবী) ইউনুস (র.) বলেছেন, আমি একদিন ইব্‌ন শিহাব (র.)-এর সঙ্গে ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে ছিলাম। তখন রুযাইক (ইব্‌ন হুকায়ম (র.) ইব্‌ন শিহাব (র.)-এর নিকট লিখলেন, আপনি কি মনে করেন, আমি কি (এখানে) জুমু'আর সালাত আদায় করব? রুযাইক (র.) তখন সেখানে তাঁর জমির কৃষি কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। সেখানে একদল সুদানী ও অন্যান্য লোক বাস করত। রুযাইক (র.) সে সময় আইলা শহরের (আমীর) ছিলেন। ইব্‌ন শিহাব (র.) তাঁকে জুমু'আ কায়িম করার নির্দেশ দিয়ে লিখেছিলেন এবং আমি তাকে এ নির্দেশ দিতে শুনলাম। সালিম (র.) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলেই রক্ষণা-বেক্ষণকারী এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অধীনস্থদের (দায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম[১] এক জন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাঁকে তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবার বর্গের অভিভাবক, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহের কর্ত্রী, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক, তাকেও তার মনিবের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন ঃ পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদের রক্ষক এবং এগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা সবাই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সাবাইকে তাদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

১. 'ইমাম' শব্দ বলতে রাষ্ট্রের কর্ণধার, যে কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক, ব্যবস্থাপক ও সালাতের ইমাম অর্থে ব্যবহৃত হয়।

٥٦٧ . بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

৫৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলা, বালক–বালিকা এবং অন্য যারা জুমু'আয় হাযির হয় না, তাদের কি গোসল করা প্রয়োজন? ইব্‌ন উমর (রা.) বলেছেন, যাদের উপর জুমু'আর সালাত ওয়াজিব, শুধু তাদের গোসল করা প্রয়োজন।

٨٥٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمُ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮৫০ আবুল ইয়ামান (র.).........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতে আসবে সে যেন গোসল করে।"

٨٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

৮৫১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.).......আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-বলেছেন ঃ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য জুমু'আর দিন গোসল করা কর্তব্য।

٨٥٢ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهٰذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ فَغَدًا لِلْيَهُوْدِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارٰى فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَغْتَسِلَ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ رَوَاهُ اَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلّٰهِ تَعَالٰى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَغْتَسِلَ فِى كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا .

৮৫২ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমরা দুনিয়ায় (আগমনের দিক দিয়ে) সর্বশেষে। কিন্তু কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবার আগে। তবে তাদের কিতাব প্রদান করা হয়েছে আমাদের আগে এবং আমাদের তা দেয়া হয়েছে তাদের পরে। তারপর এই দিন (শুক্রবার নির্ধারণ) সম্বন্ধে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের এ শুক্রবার সম্পর্কে হিদায়াত দান করেছেন। পরের দিন (শনিবার) ইয়াহূদীদের এবং তারপরের দিন (রোববার) নাসারাদের। এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ প্রত্যেক

মুসলিমের উপর হক রয়েছে যে, প্রতি সাত দিনের এক দিন সে গোসল করবে, তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে। আবান ইব্‌ন সালিহ্‌ (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর আল্লাহ্‌র হক রয়েছে যে, প্রতি সাত দিনের এক দিন সে যেন গোসল করে।

৮৫৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ائْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ اِلَى الْمَسَاجِدِ ٠

৮৫৩ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.).......ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা মহিলাগণকে রাতে (সালাতের জন্য) মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিবে।

৮৫৪ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْـدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقِيْلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِيْنَ ، وَقَدْ تَعْلَمِيْنَ اَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذٰلِكَ وَيَغَارُ ، قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُـهُ اَنْ يَنْهَانِيْ ، قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ ٠

৮৫৪ ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র.)........ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.)-এর স্ত্রী (আতিকাহ্‌ বিনত যায়িদ) ফজর ও ইশার সালাতের জামা'আতে মসজিদে হাযির হতেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কেন (সালাতের জন্য) বের হন ? অথচ আপনি জানেন যে, উমর (রা.) তা অপসন্দ করেন এবং মর্যাদা হানিকর মনে করেন। তিনি জবাব দিলেন, তা হলে এমন কি বাধা রয়েছে যে, উমর (রা.) স্বয়ং আমাকে নিষেধ করছেন না ? বলা হল, তাঁকে বাধা দেয় রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর বাণী ঃ আল্লাহ্‌র দাসীদের আল্লাহ্‌র মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।

٥٦٨. بَابُ الرُّخْصَةِ اِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

৫৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির কারণে জুমু'আর সালাতে হাযির না হওয়ার অবকাশ।

৮৫৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْـرِيْنَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِيْ يَوْمٍ مَطِيْـرٍ اِذَا قُلْتَ اَشْـهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَكَاَنَّ النَّاسَ اسْـتَنْكَرُوْا ، قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي اِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَاِنِّيْ كَرِهْتُ اَنْ اُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوْنَ فِي الطِّيْنِ وَالدَّحْضِ ٠

৮৫৫ মুসাদ্দাদ (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর মুআয্‌যিনকে এক বর্ষণমুখর দিনে বললেন, যখন তুমি (আযানে) 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌' বলবে, তখন 'হাইয়া আলাস্‌

সালাহ্' বলবে না, বলবে, "সাল্লু ফী বুয়ূতিকুম"-তোমরা নিজ নিজ বাসগৃহে সালাত আদায় কর। তা লোকেরা অপসন্দ করল। তখন তিনি বললেন ঃ আমার চাইতে উত্তম ব্যক্তিই (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তা করেছেন। জুমু'আ নিঃসন্দেহে জরুরী। আমি অপসন্দ করি যে, তোমাদেরকে মাটি ও কাদার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করার অসুবিধায় ফেলি।

٥٧٩. بَابُ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ، لِقَوْلِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَزَّ: إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا كُنْتَ فِيْ قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْلَمْ تَسْمَعْهُ وَكَانَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجَمِّعُ وَأَحْيَانًا لَا يُجَمِّعُ وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ

৫৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ কতদূর থেকে জুমু'আর সালাতে আসবে এবং জুমু'আ কার উপর ওয়া–জিব? কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, (তখন) আলাহ্র যিকরের দিকে দৌড়িয়ে যাও। আতা (র.) বলেছেন, যখন তুমি কোন বড় শহরে বাস কর, জুমু'আর দিন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হলে, তা তুমি শুনতে পাও বা না পাও, তোমাকে অবশ্যই জামা–'আতে হাযির হতে হবে। আনাস (রা.) যখন (বস্‌রা থেকে) দু' ফারসাখ্ (ছয় মাইল) দূরে অবস্থিত জাবিয়া নামক স্থানে তাঁর বাড়ীতে অবস্থান করতেন, তখন কখনো জুমু'আ পড়তেন, কখনো পড়তেন না।

٨٥٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيْ فَيَأْتُوْنَ فِي الْغُبَارِ يُصِيْبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هٰذَا .

৮৫৬ আহ্মদ ইব্ন সালিহ্ (র.)........নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন তাদের বাড়ী ও উঁচু এলাকা থেকেও জুমু'আর সালাতের জন্য পালাক্রমে আসতেন। আর যেহেতু তারা ধূলো-বালির মধ্য দিয়ে আগমণ করতেন, তাই তারা ধূলি মলিন ও ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। তাঁদের দেহ থেকে ঘাম বের হত। একদিন তাদের একজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসেন। তখন নবী করীম ﷺ আমার নিকট ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন ঃ যদি তোমরা এ দিনটিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে।

٥٧٠. بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَذٰلِكَ يُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَعَمْرِو ابْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

৫৭০. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য হেলে গেলে জুমু'আর ওয়াক্ত হয়। উমর, আলী, নু'মান ইব্‌ন বাশীর এবং আমর ইব্‌ন হুরাইস (রা.) থেকেও অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে।

٨٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ اَنْفُسِهِمْ وَكَانُوْا اِذَا رَاحُوْا اِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوْا فِيْ هَيْئَتِهِمْ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوِاغْتَسَلْتُمْ ·

৮৫৭ আবদান (র.)........ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সায়ীদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আমরাহ (র.)-কে জুমু'আর দিনে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আমরাহ (র.) বলেন, আয়িশা (রা.) বলেছেন যে, লোকজন নিজেদের কাজকর্ম নিজেরাই করতেন। যখন তারা দুপুরের পরে জুমু'আর জন্য যেতেন তখন সে অবস্থায়ই চলে যেতেন। তাই তাঁদের বলা হল,যদি তোমরা গোসল করে নিতে।

٨٥٨ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ ·

৮৫৮ সুরাইজ ইব্‌ন নু'মান (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর সালাত আদায় করতেন, যখন সূর্য হেলে যেতো।

٨٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيْلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ·

৮৫৯ আবদান (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রথম ওয়াক্তেই জুমু'আর সালাতে যেতাম এবং জুমু'আর পরে কাইলূলা (দুপুরের বিশ্রাম) করতাম।

٥٧١. بَابُ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭১. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন যখন সূর্যের তাপ প্রখর হয়।

٨٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ ابْنُ عُمَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَلْدَةَ هُوَ خَالِدُ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ قَالَ يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلْدَةَ فَقَالَ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ وَقَالَ

بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَلْدَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا اَمِيْرُ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ لِاَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ .

৮৬০ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বক্র মুকাদ্দামী (র.)........আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রচণ্ড শীতের সময় প্রথম ওয়াক্তেই সালাত আদায় করতেন। আর প্রখর গরমের সময় ঠাণ্ডা করে (বিলম্ব করে) সালাত আদায় করতেন। অর্থাৎ জুমু'আর সালাত। ইউনুস ইব্ন বুকাইর (র.) আমাদের বলেছেন, আর তিনি সালাত শব্দের উল্লেখ করেছেন, জুমু'আ শব্দের উল্লেখ করেন নি। আর বিশ্র ইব্ন সাবিত (র.) বলেন, আমাদের কাছে আবূ খালদা (র.) বর্ণনা করছেন যে, জুমু'আর ইমাম আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি আনাস (রা)-কে বলেন, নবী করীম ﷺ যুহরের সালাত কি ভাবে আদায় করতেন?

٥٧٢ . بَابُ الْمَشْيِ اِلَى الْجُمُعَةِ ، وَقَوْلُ اللّٰهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ قَالَ السَّعْىُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِيْنَئِذٍ وَقَالَ عَطَاءٌ تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا ، وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ اَنْ يَشْهَدَ

৫৭২. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর জন্য পায়ে হেঁটে চলা এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ "তোমরা আল্লাহ্‌র যিকরের জন্য দৌড়িয়ে আস"। যিনি বলেন, 'সা'ঈ' (سعى) — এর অর্থ কাজ করা, গমণ করা। কেননা, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا — এর অন্তর্গত سعى — এর অর্থ হচ্ছে কাজ করা। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, তখন (জুমু'আর আযানের পর) যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়ে যায়। আতা (র.) বলেন, শিল্প—কারিগরীর যাবতীয় কাজই তখন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ (র.) যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, জুমু'আর দিন যখন মুআয্যিন আযান দেয় তখন মুসাফিরের জন্য জুমু'আর সালাতে হাযির হওয়া উচিত।

٨٦١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ اَدْرَكَنِىْ اَبُوْ عَبْسٍ وَاَنَا اَذْهَبُ اِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ .

৮৬১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)........আবায়া ইব্ন রিফা'আ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি

জুমু'আর সালাতে যাওয়ার সময় আবূ আব্স্ (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, যার দু'পা আল্লাহ্র পথে ধূলি ধূসরিত হয়, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।

৮٦٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ ، عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ ، فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا ·

৮৬২ আদাম ও আবুল ইয়ামান (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যখন সালাত শুরু হয়, তখন দৌড়িয়ে গিয়ে সালাতে যোগাদান করবে না, বরং হেঁটে গিয়ে সালাতে যোগদান করবে। সালাতে ধীর-স্থিরভাবে যাওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কাজেই জামা'আতের সাথে সালাত যতটুকু পাও আদায় কর, আর যা ফাওত হয়ে গেছে, পরে তা পুরো করে নাও।

٨٦٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ أَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ قَتَادَةَ لَا اَعْلَمُهُ اِلَّا عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ ·

৮৬৩ আম্‌র ইব্‌ন আলী (র.).......আবূ কাতাদা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত সালাতে দাঁড়াবে না। তোমাদের জন্য ধীর-স্থির থাকা অপরিহার্য।

٥٧٣. بَابُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন সালাতে দু' জনের মধ্যে ফাঁক না করা।

٨٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ وَدِيْعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، ثُمَّ ادَّهَنَ اَوْمَسَّ مِنْ طِيْبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَلّٰى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ اَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى ·

৮৬৪ আবদান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)...সালমান ফারিসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে এবং যথাসম্ভব উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, এরপর

তেল মেখে নেয় অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে, তারপর (মসজিদে) যায়, আর দু'জনের মধ্যে ফাঁক করে না এবং তার ভাগ্যে নির্ধারিত পরিমাণ সালাত আদায় করে। আর ইমাম যখন (খুত্বার জন্য) বের হন তখন চুপ থাকে। তার এ জুমু'আ এবং পরবর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

٥٧٤. بَابُ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ اَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِى مَكَانِهِ

৫৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন কোন ব্যক্তি তার ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসবে না।

٨٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلُ اَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيْهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ الْجُمُعَةَ قَالَ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا .

৮৬৫ মুহাম্মদ ইব্ন সাল্লাম (র.)........ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন, যেন কেউ তার ভাইকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সে জায়গায় না বসে। ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, আমি নাফি' (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি শুধু জুমু'আর ব্যাপারে? তিনি বললেন, জুমু'আ ও অন্যান্য (সালাতের) ব্যাপারেও (এ নির্দেশ প্রযোজ্য)।

٥٧٥. بَابُ الْاَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনের আযান।

٨٦٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوَّلُهُ اِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الزَّوْرَاءُ مَوْضَعُ بِالسُّوْقِ الْمَدِيْنَةِ .

৮৬৬ আদম (র.)......সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আবূ বক্র (রা.) এবং উমর (রা.)-এর সময় জুমু'আর দিন ইমাম যখন মিম্বরের উপর বসতেন, তখন প্রথম আযান দেওয়া হত। পরে যখন উসমান (রা.) খলীফা হলেন এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি 'যাওরা' থেকে তৃতীয়[১] আযান বৃদ্ধি করেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, 'যাওরা' হল মদীনার অদূরে বাজারের একটি স্থান।

১. এর আগে কেবল খুত্বার আযান ও ইকামাত প্রচলন ছিল। এখন থেকে তৃতীয় অর্থাৎ সালাতের জন্য বর্তমানে প্রচলিত আযানের রেওয়াজ হয়।

٥٧٦. بَابُ الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন এক মুআয্যিনের আযান দেওয়া।

٨٦٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ الَّذِيْ زَادَ التَّأْذِيْنَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ كَثُرَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّأْذِيْنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ يَعْنِيْ عَلَى الْمِنْبَرِ ٠

৮৬৭ আবূ না'আইম (র.).......সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, মদীনার অধিবাসীদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেল, তখন জুমু'আর দিন তৃতীয় আযান যিনি বৃদ্ধি করলেন, তিনি হলেন, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.)। নবী করীম ﷺ-এর সময় (জুমু'আর জন্য) একজন ব্যতীত মুআয্যিন ছিল না এবং জুমু'আর দিন আযান দেওয়া হত যখন ইমাম বসতেন অর্থাৎ মিম্বরের উপর খুত্‌বার পূর্বে।

٥٧٧. بَابُ يُؤَذِّنُ الْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

৫৭৭. অনুচ্ছেদঃ ইমাম মিম্বরের উপর বসে জবাব দিবেন, যখন আযানের আওয়ায শুনবেন।

٨٦٨ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ مُعَاوِيَةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَاَنَا فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَاَنَا فَلَمَّا اَنْ قَضَى التَّأْذِيْنَ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى هٰذَا الْمَجْلِسِ حِيْنَ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُوْلُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّيْ مِنْ مَقَالَتِيْ ٠

৮৬৮ ইব্‌ন মুকাতিল (র.).....মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মিম্বরে বসা অবস্থায় মুয়ায্যিন আযান দিলেন। মুয়ায্যিন বললেন, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" মু'আবিয়া (রা.) বললেন, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।" মুয়ায্যিন বললেন, "আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" তিনি বললেন এবং আমিও (বলছি "আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)। মুয়ায্যিন বললেন, "আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্" তিনি বললেন, এবং আমিও (বলছি.....)। যখন (মুআয্যিন) আযান শেষ করলেন, তখন মু'আবিয়া (রা.) বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আমার থেকে যে বাক্যগুলো শুনেছ, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মুয়ায্যিনের আযানের সময় এ মজলিসে বাক্যগুলো বলতে আমি শুনেছি।

٥٧٨ . بَابُ الْجُلُوْسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّاذِيْنَ

৫৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের সময় মিম্বরের উপর বসা।

٨٦٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ اَنَّ التَّأْذِيْنَ الثَّانِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ حِيْنَ كَثُرَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ التَّأْذِيْنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ ٠

৮৬৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)........সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মসজিদে মুসল্লীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, উসমান (রা.) জুমু'আর দিন দ্বিতীয় আযানের নির্দেশ দেন। ইতিপূর্বে জুমু'আর দিন ইমাম যখন (মিম্বরের উপর) বসতেন, তখন আযান দেওয়া হত।

٥٧٩ . بَابُ التَّأْذِيْنِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

৫৭৯ . অনুচ্ছেদ ঃ খুত্বার সময় আযান।

٨٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ اِنَّ الْاَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ اَوَّلُهُ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ فِيْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَثُرُوْا اَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْاَذَانِ الثَّالِثِ فَاُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ ٠

৮৭০ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.)........সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর এবং উমর (রা.)-এর যুগে জুমু'আর দিন ইমাম যখন মিম্বরের উপর বসতেন, তখন প্রথম আযান দেওয়া হত। এরপর যখন উসমান (রা.)-এর খিলাফতের সময় এল এবং লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন উসমান (রা.) জুমু'আর দিন তৃতীয়[১] আযানের নির্দেশ দেন। 'যাওরা' নামক স্থান থেকে এ আযান দেওয়া হয়, পরে এ আযান অব্যাহত থাকে।

٥٨٠ . بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ اَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ

৫৮০. অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বরের উপর খুত্বা দেওয়া। আনাস (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ মিম্বর থেকে খুত্বা দিতেন।

٨٧١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْقَارِيُّ

১. সে যুগে ইকামতকে আযান হিসাবে গণ্য করা হতো।

الْقُرَشِيُّ الْاِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَازِمِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ رِجَالاً اَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُوْدُهُ فَسَأَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ اَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ ، وَاَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ مُرِيْ غُلَامَكِ النَّجَّارَ اَنْ يَّعْمَلَ لِيْ اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ اِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَاَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَاهُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرٰى فَسَجَدَ فِيْ اَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ ، فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوْابِيْ وَلِتَعَلَّمُوْا صَلَاتِيْ ·

৮৭১ কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ (র.)........আবূ হাযিম ইব্‌ন দীনার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, (একদিন) কিছু লোক সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদীর নিকট আগমন করে এবং মিম্বরটি কোন্ কাঠের তৈরী ছিল, এ নিয়ে তাদের মনে প্রশ্ন জেগে ছিল। তারা এ সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করল। এতে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সম্যকরূপে অবগত আছি যে, তা কিসের ছিল। প্রথম যে দিন তা স্থাপন করা হয় এবং প্রথম যে দিন এর উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসেন তা আমি দেখেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারদের অমুক মহিলার (বর্ণনাকারী বলেন, সাহ্‌ল (রা.) তার নামও উল্লেখ করেছিলেন) নিকট লোক পাঠিয়ে বলেছিলেন, তোমার কাঠমিস্ত্রি গোলামকে আমার জন্য কিছু কাঠ দিয়ে এমন জিনিষ তৈরী করার নির্দেশ দাও, যার উপর বসে আমি লোকদের সাথে কথা বলতে পারি। এরপর সে মহিলা তাকে আদেশ করেন এবং সে (মদীনা থেকে নয় মাইল দূরবর্তী) গাবা নামক স্থানের ঝাউ কাঠ দিয়ে তা তৈরী করে নিয়ে আসে। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তা পাঠিয়েছেন। নবী ﷺ-এর আদেশে এখানেই তা স্থাপন করা হয়। এরপর আমি দেখেছি, এর উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করেছেন। এর উপর উঠে তাকবীর দিয়েছেন এবং এখানে (দাঁড়িয়ে) রুকূ' করেছেন। এরপর পিছনের দিকে নেমে এসে মিম্বরের গোড়ায় সিজ্‌দা করেছেন এবং (এ সিজ্‌দা) পুনরায় করেছেন, এরপর সালাত শেষ করে সমবেত লোকদের দিকে ফিরে বলেছেন ঃ হে লোক সকল! আমি এটা এ জন্য করেছি যে, তোমরা যেন আমার ইক্‌তিদা করতে এবং আমার সালাত শিখে নিতে পার।

٨٧٢ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ اَنَسٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ جِذْعٌ يَقُوْمُ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ اَصْوَاتِ الْعِشَارِ حَتّٰى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيٰى اَخْبَرَنِيْ حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ·

৮৭২ সায়ীদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মসজিদে নববীতে) এমন একটি (খেজুর গাছের) খুঁটি ছিল যার সাথে হেলান দিয়ে নবী করীম ﷺ দাঁড়াতেন। এরপর যখন তাঁর জন্য মিম্বর স্থাপন করা হল, আমরা তখন খুঁটি থেকে দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর মত ক্রন্দন করার শব্দ শুনতে পেলাম। এমনকি নবী করীম ﷺ মিম্বার থেকে নেমে এসে খুঁটির উপর হাত রাখলেন।

٨٧٣ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ . يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ جَاءَ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ·

৮৭৩ আদম ইব্‌ন ইয়াস (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মিম্বরের উপর থেকে খুত্‌বা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতে আসে সে যেন গোসল করে নেয়।

٥٨١ بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا وَقَالَ اَنَسٌ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا

৫৮১. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দেওয়া। আনাস (রা.) বলেছেন, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিতেন।

٨٧٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ كَمَا تَفْعَلُوْنَ الْاٰنَ ·

৮৭৪ উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর কাওয়ারিরী (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিতেন। এরপর বসতেন এবং পুনরায় দাঁড়াতেন। যেমন তোমরা এখন করে থাক।

٥٨٢ . بَابُ يَسْتَقْبِلُ الْاِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتِقْبَالُ النَّاسِ الْاِمَامَ اِذَا خَطَبَ وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَاَنَسٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الْاِمَامَ

৫৮২. অনুচ্ছেদ ঃ খুত্‌বার সময় মুসাল্লীগণের ইমামের দিকে আর ইমাম মুসাল্লীগণের দিকে মুখ করা। ইব্‌ন উমর ও আনাস (রা.) ইমামের দিকে মুখ করতেন।

٨٧٥ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ·

৮৭৫ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র.)......আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদিন মিম্বরের উপর বসলেন এবং আমরা তাঁর চারপাশে বসলাম।

٥٨٣ . بَابُ مَنْ قَالَ فِى الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ اَمَّا بَعْدُ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مَحْمُوْدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ قُلْتُ مَا شَاْنُ النَّاسِ ، فَاَشَارَتْ بِرَاْسِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ اٰيَةٌ ، فَاَشَارَتْ بِرَاْسِهَا اَىْ نَعَمْ ، قَالَتْ فَاَطَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جِدًّا حَتّٰى تَجَلاَّنِىَ الْغَشْىُ وَاِلٰى جَنْبِىْ قِرْبَةٌ فِيْهَا مَاءٌ فَفَتَحْتُهَا فَجَعَلْتُ اَصُبُّ مِنْهَا عَلٰى رَاْسِىْ فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللّٰهَ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ قَالَتْ وَلَغِطَ نِسْوَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَانْكَفَأْتُ اِلَيْهِنَّ لِاُسَكِّتَهُنَّ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ قَالَتْ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ اَكُنْ اُرِيْتُهُ اِلاَّ قَدْ رَاَيْتُهُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا حَتّٰى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَاِنَّهُ قَدْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ مِثْلَ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ يُؤْتٰى اَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ ، فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوْ قَالَ الْمُوْقِنُ شَكَّ هِشَامٌ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاٰمَنَّا وَاَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوْ قَالَ الْمُرْتَابُ شَكَّ هِشَامٌ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُ قَالَ هِشَامٌ فَلَقَدْ قَالَتْ لِىْ فَاطِمَةُ فَاَوْعَيْتُهُ غَيْرَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ

৫৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ খুত্‌বায় আল্লাহ্‌র প্রশংসার পর 'আম্‌মা বা'দু' বলা। ইক্‌রিমা (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.)–এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। মাহমূদ (র.).....আস্‌মা বিন্‌ত আবূ বক্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একদিন) আয়িশা (রা.)–এর নিকট গমণ করি। লোকজন তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কি হয়েছে ? তখন তিনি মাথা দিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করলেন।আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি কোন নিদর্শন? তিনি মাথা দিয়ে ইশারা করে, হ্যাঁ বললেন।(এরপর আমি ও তাঁদের সংগে সালাতে যোগ দিলাম) তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত এত দীর্ঘায়িত করলেন যে, আমি প্রায় অজ্ঞান হতে যাচ্ছিলাম।আমার পার্শ্বেই একটি চামড়ার মশকে পানি রাখা ছিল।আমি সেটা খুললাম এবং আমার মাথায় পানি দিতে লাগলাম।এরপর যখন সূর্য উজ্জল হয়ে উঠলো তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত সমাপ্ত করলেন এবং লোকজনের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা পেশ করলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। এরপর

বললেন, আম্মা বা'দু। আসমা (রা.) বলেন, তখন কয়েকজন আনসারী মহিলা শোরগোল করছিলেন। তাই আমি চুপ করাবার উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রতি ঝুঁকে পড়লাম। এরপর আয়িশা (রা.)—কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি নবী করীম ﷺ কি বললেন? আয়িশা (রা.) বললেন, তিনি বলেছেন, এমন কোন জিনিষ নেই যা আমাকে দেখানো হয়নি আমি এ জায়গা থেকে সব কিছুই দেখেছি। এমন কি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখলাম। আমার নিকট ওহী পাঠান হয়েছে যে, তোমাদেরকে কবরে মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্নার ন্যায় অথবা তিনি বলেছেন, সে ফেত্নার কাছা—কাছি ফিত্নায় ফেলা হবে। (অর্থাৎ তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হবে।) তোমাদের প্রত্যেককে (কবরে) উঠানো হবে এবং প্রশ্ন করা হবে, এ ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ্) সম্পর্কে তুমি কি জান? তখন মু'মিন অথবা মুকিন (নবী ﷺ এ দু'টোর মধ্যে কোন শব্দটি বলেছিলেন এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী হিশামের মনে সন্দেহ রয়েছে) বলবে, তিনি হলেন, আল্লাহ্র রাসূল, তিনি মুহাম্মদ ﷺ, তিনি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল ও হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। এরপর আমরা ঈমান এনেছি, তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছি, তাঁর আনুগত্য করেছি এবং তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। তখন তাঁকে বলা হবে, তুমি ঘুমিয়ে থাক, যেহেতু তুমি নেককার। তুমি যে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছ তা আমরা অবশ্যই জানতাম। আর মুনাফিক বা মুরতাব (সন্দেহ পোষণকারী) (এ দু'টোর মধ্যে কোন শব্দটি বলেছিলেন এ সম্পর্কে বর্ণনাকারী হিশামের মনে সন্দেহ রয়েছে)— তাকেও প্রশ্ন করা হবে যে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান? উত্তরে সে বলবে, আমি কিছুই জানি না। অবশ্য মানুষকে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে শুনছি, আমিও তাই বলতাম। হিশাম (র.) বলেন, ফাতিমা (রা.) আমার নিকট যা বলেছেন, তা সবটুকু আমি উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছি। তবে তিনি ওদের প্রতি যে কঠোরতা করা হবে তাও উল্লেখ করেছেন।

٨٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِيَ بِمَالٍ اَوْ سَبْيٍ فَقَسَمَهُ فَاَعْطَى رِجَالاً وَتَرَكَ رِجَالاً فَبَلَغَهُ اَنَّ الَّذِيْنَ تَرَكَ عَتَبُوْا فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ اَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّابَعْدُ فَوَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُعْطِي الرَّجُلَ وَاَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِيْ اَدَعُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الَّذِيْ اُعْطِيْ وَلٰكِنْ اُعْطِيْ اَقْوَامًا لِمَا اَرٰى فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ ، وَاَكِلُ اَقْوَامًا اِلٰى مَاجَعَلَ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْغِنٰى وَالْخَيْرِ فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ ، فَوَاللّٰهِ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِيْ بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ

اللهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ تَابَعَهُ يُونُسُ ·

৮৭৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র.)......আম্‌র ইব্‌ন তাগলিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু মাল বা কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী উপস্থিত করা হলো তিনি তা বন্টন করে দিলেন। বন্টনের সময় কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে বাদ দিলেন। তারপর তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে, যাদের তিনি দেননি, তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন, তারপর বললেন ঃ আম্মা বা'দ। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কোন লোককে দেই আর কোন লোককে দেই না। যাকে আমি দেই না, সে যাকে আমি দেই, তার চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়। তবে আমি এমন লোকদের দেই যাদের অন্তরে অধৈর্য ও মালের প্রতি লিপ্সা দেখতে পাই; আর কিছু লোককে আল্লাহ্ যাদের অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা ও কল্যাণ রেখেছেন, তাদের সে অবস্থার উপর ন্যস্ত করি। তাদের মধ্যে আম্‌র ইব্‌ন তাগলিব একজন। বর্ণনাকারী আম্‌র ইব্‌ন তাগলিব (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ বাণীর পরিবর্তে আমি লাল উটও[১] পসন্দ করি না।

٨٧٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ تَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ لٰكِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا تَابَعَهُ يُوْنُسُ ·

৮৭৭ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন একরাতের মধ্যভাগে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করলেন। তাঁর সঙ্গে সাহাবীগণও সালাত আদায় করলেন, সকালে তাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করলেন। ফলে (দ্বিতীয় রাতে) এর চাইতে অধিক সংখ্যক সাহাবী একত্রিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। পরের দিন সকালেও তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ফলে তৃতীয় রাতে মসজিদে লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসুল্লীগণের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি ফজরের সালাতের জন্য বের হলেন এবং ফজরের সালাত শেষ করে লোকদের দিকে ফিরলেন। তারপর আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা বর্ণনা করেন। এরপর বললেনঃ আম্মা বা'দ (তারপর বক্তব্য এই যে) এখানে তোমাদের উপস্থিতি আমার কাছে গোপন ছিল না, কিন্তু আমার আশংকা ছিল, তা তোমাদের জন্য ফরয করে দেওয়া হয় আর তোমরা তা আদায় করতে অসমর্থ হয়ে পড়।

১. তৎকালীন আরবের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ।

٨٧٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ تَابَعَهُ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَأَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَّا بَعْدُ تَابَعَهُ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ فِيْ أَمَّا بَعْدُ ٠

৮৭৮ আবুল ইয়ামান (র.)......আবূ হুমাইদ সায়ীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক সন্ধ্যায় সালাতের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং তৌহীদের সাক্ষ্য বাণী পাঠ করলেন। আর যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, 'আম্‌মা বা'দ'।

٨٧٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُوْلُ أَمَّا بَعْدُ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٠

৮৭৯ আবুল ইয়ামান (র.)........মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন। এরপর আমি তাঁকে তৌহীদের সাক্ষ্য বাণী পাঠ করার পর বলতে শুনলাম, 'আম্‌মা বা'দ'।

٨٨٠ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِنْبَرَ وَكَانَ اٰخِرُ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلٰى مَنْكِبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ فَثَابُوْا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هٰذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ يَقِلُّوْنَ وَيَكْثُرُ النَّاسُ فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيْهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيْهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ ٠

৮৮০ ইসমায়ীল ইব্‌ন আবান (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মিম্বরের উপর আরোহণ করলেন। এ ছিল তাঁর জীবনের শেষ মজলিস। তিনি বসেছিলেন, তাঁর দু' কাঁধের উপর বড় চাদর জড়ানো ছিল এবং মাথায় বাঁধা ছিল কালো পট্টি। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন, এরপর বললেন, হে লোক সকল ! তোমরা আমার নিকট আস। লোকজন তাঁর নিকট একত্র হলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ 'আম্‌মা বা'দ'। শুনে রাখ, এ আনসার গোত্র সংখ্যায় কমতে থাকবে এবং অন্য লোকেরা সংখ্যায় বাড়তে থাকবে। কাজেই যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মাতের কোন বিষয়ের কর্তৃত্ব লাভ করবে এবং সে এর সাহায্যে কারো ক্ষতি বা উপকার করার সুযোগ পাবে, সে যেন এই আনসারদের সৎ লোকদের ভাল কাজগুলো গ্রহণ করে এবং তাদের মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করে দেয়।

৫৮৪. بَابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন দু' খুত্‌বার মাঝে বসা।

৮৮১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا ·

৮৮১ মুসাদ্দাদ (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ দু' খুত্‌বা দিতেন আর দু' খুত্‌বার মাঝে বসতেন।

৫৮৫. بَابُ الْاِسْتِمَاعِ اِلَى الْخُطْبَةِ

৫৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ মনোযোগসহ খুত্‌বা শোনা।

৮৮২ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِيْ* قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يُهْدِيْ بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِيْ يُهْدِيْ بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ ·

* هُرَيْرَةَ

৮৮২ আদম (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, জুমু'আর দিন মসজিদের দরওয়াযায় ফিরিশ্‌তাগণ অবস্থান করেন এবং ক্রমানুসারে আগে আগমণকারীদের নাম লিখতে থাকেন। যে সবার আগে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি মোটাতাজা উট কুরবানী করে। এরপর যে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি গাভী কুরবানী করে। তারপর আগমণকারী ব্যক্তি মুরগী দানকারীর ন্যায়। এরপর আগমণকারী ব্যক্তি একটি ডিম দানকারীর ন্যায়। তারপর ইমাম যখন বের হন তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাঁদের দফতর বন্ধ করে দেন এবং মনোযোগ সহ খুত্‌বা শোনতে থাকেন।

৫৮৬. بَابُ اِذَا رَاَى الْاِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ اَمَرَهُ اَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

৫৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম খুত্‌বা দেওয়ার সময় কাউকে আসতে দেখলে তাকে দু' রাকা'আত সালাত আদায়ের আদেশ দেওয়া।

৮৮৩ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ يَافُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ ·

৮৮৩ আবূ নু'মান (র.).........জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কোন এক)

জুমু'আর দিন নবী ﷺ লোকদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমনি সময় এক ব্যক্তি আগমণ করল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক! তুমি কি সালাত আদায় করেছ? সে বলল, না, তিনি বললেন, উঠ, সালাত আদায় করে নাও।

٥٨٧. بَابُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

৫৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম খুত্‌বা দেওয়ার সময় যিনি মসজিদে আসবেন তার সংক্ষেপে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করা।

٨٨٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ·

৮৮৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন নবী ﷺ খুত্‌বা দেওয়ার সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সালাত আদায় করেছ কি? সে বলল, না, তিনি বললেনঃ উঠ, দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে নাও।

٥٨٨. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ

৫৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ খুত্‌বায় দু' হাত উঠানো।

٨٨٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ وَهَلَكَ الشَّاءُ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا ·

৮৮৫ মুসাদ্দাদ (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন নবী ﷺ খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (পানির অভাবে) ঘোড়া মরে যাচ্ছে, ছাগল বকরীও মরে যাচ্ছে। কাজেই আপনি দু'আ করুন, যেন আল্লাহ্ আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তখন তিনি দু' হাত প্রসারিত করলেন এবং দু'আ করলেন।

٥٨٩. بَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন খুত্‌বায় বৃষ্টির জন্য দু'আ।

٨٨٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ

يَخْطُبُ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَامَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتّٰى ثَارَالسَّحَابُ اَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتّٰى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ حَتّٰى الْجُمُعَةِ الْاُخْرَى وَقَامَ ذٰلِكَ الْاَعْرَابِىُّ اَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَاعَلَيْنَا فَمَا يُشِيْرُ بِيَدِهِ اِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ اِلاَّ انْفَرَجَتْ وَصَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِىْ قَنَاةُ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ اَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ ٠

৮৮৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুন্‌যির (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে একবার দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় এক জুমু'আর দিন নবী ﷺ খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুইন উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (বৃষ্টির অভাবে) সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার পরিজনও অনাহারে রয়েছে। তাই আপনি আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জন্য দু'আ করুন। তিনি দু' হাত তুললেন। সে সময় আমরা আকাশে এক খন্ড মেঘও দেখিনি। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ (করে বলছি)! (দু'আ শেষে) তিনি দু' হাত (এখনও)নামান নি, এমন সময় পাহাড়ের ন্যায় মেঘের বিরাট বিরাট খন্ড উঠে আসল। তারপর তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করেন নাই, এমন সময় দেখতে পেলাম তাঁর (পবিত্র) দাঁড়ির উপর ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে। সে দিন আমাদের এখানে বৃষ্টি হল। এর পরে ক্রমাগত দু'দিন এবং পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন। (পরবর্তী জুমু'আর দিন) সে বেদুইন অথবা অন্য কেউ উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (বৃষ্টির কারণে) এখন আমাদের বাড়ী ঘর ধ্বসে পড়ছে, সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন। তখন তিনি দু' হাত তুললেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ্ আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় (বৃষ্টি দাও), আমাদের উপর নয়। (দু'আর সময়) তিনি মেঘের এক একটি খন্ডের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন, আর সেখান-কার মেঘ কেটে যাচ্ছিল। এর ফলে চতুর্দিকে মেঘ পরিবেষ্টিত অবস্থায় ঢালের ন্যায় মদীনার আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেলে এবং কানাত উপত্যকার পানি এক মাস ধরে প্রবাহিত হতে লাগল, তখন (মদীনার) চতুর্পাশের যে কোন অঞ্চল হতে যে কেউ এসেছে,সে এ মুযলধারে বৃষ্টির কথা আলোচনা করেছে।

٥٩٠. بَابُ الْاِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ وَاِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ اَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا وَقَالَ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامُ

৫৯০. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন ইমাম খুত্‌বা দেওয়ার সময় অন্যকে চুপ করানো। যদি কেউ তার সাথীকে (মুসল্লীকে বলে) চুপ থাক, তাহলে সে একটি অনর্থক কথা বললো। সালমান ফারেসী (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যখন ইমাম কথা বলবেন, তখন চুপ থাকবে।

৮৮৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ .

৮৮৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন যখন তোমার পাশের মুসল্লীকে বলবে চুপ থাক, অথচ ইমাম খুত্বা দিচ্ছেন, তা হলে তুমি একটি অনর্থক কথা বললে।

٥٩١ . بَابُ السَّاعَةِ الَّتِيْ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

৫৯১. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনের সে মুহূর্তটি।

৮৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالٰى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا .

৮৮৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা যদি এ সময় সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র নিকট কিছু চায়, তা হলে তিনি তাকে অবশ্যই তা দান করে থাকেন এবং তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত।

٥٩٢ . بَابُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ فِيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

৫৯২. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর সালাতে কিছু মুসল্লী যদি ইমামের নিকট থেকে চলে যান তা হলে ইমাম ও অবশিষ্ট মুসল্লীগণের সালাত জায়িয হবে।

৮৮৯ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوْا إِلَيْهَا حَتّٰى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا .

৮৮৯ মু'আবিয়া ইব্‌ন আম্‌র (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সংগে (জুমু'আর) সালাত আদায় করছিলাম। এমন সময় খাদ্য দ্রব্য বহণকারী একটি উটের কাফিলা হাযির হল এবং তারা (মুসল্লীগণ) সে দিকে এত বেশী মনোযোগী হলেন যে, নবী ﷺ-এর সংগে মাত্র বারোজন মুসল্লী অবশিষ্ট ছিলেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْـوًا انْفَضُّوا اِلَيْـهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا "এবং যখন তারা ব্যবসা বা খেল তামাশা দেখতে পেল। তখন সে দিকে দ্রুত চলে গেল এবং আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেল।" (সূরা জুমু'আ)

٥٩٣. بَابُ الصَّلاَةِ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

৫৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর (ফরয সালাতের) আগে ও পরে সালাত আদায় করা।

٨٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ . كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ .

৮৯০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের পূর্বে দু' রাকা'আত ও পরে দু' রাকা'আত, মাগরিবের পর নিজের ঘরে দু' রাকা'আত এবং ইশার পর দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। আর জুমু'আর দিন নিজের ঘরে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন না। (ঘরে গিয়ে) দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।

٥٩٤. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

৫৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "অতঃপর যখন সালাত শেষ হবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করবে।"

٨٩١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَتْ فِيْنَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى اَرْبِعَاءَ فِيْ مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا فَكَانَتْ اِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ اُصُوْلَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِى قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيْرٍ تَطْحَنُهَا فَيَكُوْنُ اُصُوْلُ السِّلْقِ عَرْقَهُ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَرِّبُ ذٰلِكَ الطَّعَامَ اِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ وَكُنَّا نَتَمَنّٰى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذٰلِكَ .

৮৯১ সায়ীদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র.).......সাহ্‌ল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে বসবাসকারিণী জনৈকা মহিলা একটি ছোট নহরের পাশে ক্ষেতে বীটের চাষ করতেন। জুমু'আর দিনে সে বীটের মূল তুলে এনে রান্নার জন্য ডেগে চড়াতেন এবং এর উপর এক মুঠো যবের আটা দিয়ে রান্না

করতেন। তখন এ বীট মূলই এর গোশ্‌ত (গোশতের বিকল্প) হয়ে যেত। আমরা জুমু'আর সালাত থেকে ফিরে এসে তাঁকে সালাম দিতাম। তিনি তখন খাদ্য আমাদের সামনে পেশ করতেন এবং আমরা তা খেতাম। আমরা সে খাদ্যের আশায় জুমু'আ বারে উদগ্রীব থাকতাম।

٨٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ بِهٰذَا وَقَالَ مَاكُنَّا نَقِيْلُ وَلَا نَتَغَدّٰى اِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

৮৯২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)........সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে এ হাদীস বর্ণিত, তিনি আরো বলেছেন, জুমু'আর (সালাতের) পরই আমরা কায়লূলা (দুপুরের শয়ন ও হাল্‌কা নিদ্রা) এবং দুপুরের আহার্য গ্রহণ করতাম।

٥٩٥. بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

৫৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর পরে কায়লূলা (দুপুরের শয়ন ও হাল্‌কা নিদ্রা)।

٨٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىُّ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كُنَّا نُبَكِّرُ اِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيْلُ .

৮৯৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন উক্‌বা শায়বানী (র.)........হুমাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা.) বলেছেন ঃ আমরা জুমু'আর দিন সকালে যেতাম তারপর (সালাত শেষে) কায়লূলা করতাম।

٨٩٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُوْنُ الْقَائِلَةُ .

৮৯৪ সায়ীদ ইব্‌ন আবু মারইয়াম(র.)..সাহ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ এর সংগে জুমু'আর সালাত আদায় করতাম। তারপর হতো কায়লূলা।

٥٩٦. اَبْوَابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ وَقَالَ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ ، اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ، وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَائِكُمْ وَلْتَاْتِ طَائِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ، وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ، اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا .

৫৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ খাওফের সালাত (শত্রুভীতি অবস্থায় সালাত)।মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ আর যখন তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর তখন সালাত 'কসর' করলে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না, যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিত্না সৃষ্টি করবে। নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সংগে সালাত কায়েম করবে তখন তাদের একদল তোমার সংগে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তারপর তারা সিজ্দা করলে তখন তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে। অপর একদল যারা সালাতে শরীক হয় নাই, তারা তোমার সংগে যেন সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিররা কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর এক সংগে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও বা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা নিসা ঃ ১০১–১০২)।

৮৯৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَعْنِي صَلَاةَ الْخَوْفِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِيْ لَمْ تُصَلِّ فَجَاؤُوْا فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ·

৮৯৫ আবু ইয়ামান (র.)..........শু'আইব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যুহরী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি সালাত আদায় করতেন অর্থাৎ খাওফের সালাত ? তিনি বললেন, আমাকে সালিম (র.) জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে নাজ্দ এলাকায় যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমরা শত্রুর মুখোমুখী কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। একদল তাঁর সঙ্গে সালাতে দাঁড়ালেন এবং অন্য একটি দল শত্রুর প্রতি মুখোমুখী অবস্থান করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সংগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নিয়ে রুকূ' ও দু'টি সিজ্দা করলেন। এরপর এ দলটি যারা সালাত আদায় করেনি, তাঁদের স্থানে চলে গেলেন এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে এগিয়ে এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের সংগে এক রুকূ' ও

দু' সিজ্‌দা করলেন এবং পরে সালাম ফিরালেন। এরপর তাদের প্রত্যেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজে নিজে একটি রুকূ' ও দু'টি সিজ্‌দা (সহ সালাত) শেষ করলেন।

٥٩٧. بَابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ رِجَالاً وَرُكْبَانًا رَاجِلٌ قَائِمٌ

৫৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ পদাতিক বা আরোহী অবস্থায় খাওফের সালাত।

٨٩٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ اِذَا اخْتَلَطُوْا قِيَامًا، وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَلْيُصَلُّوْا قِيَامًا وَرُكْبَانًا .

৮৯৬ সায়ীদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.)......নাফি' (র.) সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে মুজাহিদ (র.)-এর বর্ণনার মতো উল্লেখ করেছেন যে, সৈন্যরা যখন পরস্পর (শত্রুমিত্র) মিলিত হয়ে যায়, তখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। ইব্‌ন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে আরো বলেছেন যে, যদি সৈন্যদের অবস্থা এর চেয়ে গুরুতর হয়ে যায়, তা হলে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করবে।

٥٩٨. بَابُ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِيْ صَلاَةِ الْخَوْفِ

৫৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ খাওফের সালাতে মুসল্লিগণের একাংশ অন্য অংশকে পাহারা দিবে।

٨٩٧ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرُوْا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوْا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِيْنَ سَجَدُوْا وَ حَرَسُوْا اِخْوَانَهُمْ وَاَتَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرَى فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِيْ صَلاَةٍ وَلٰكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

৮৯৭ হাইওয়া ইব্‌ন শুরাইহ্ (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে (ইক্তিদা করে) দাঁড়ালেন। তিনি তাক্‌বীর বললেন, তারাও তাক্‌বীর বললেন, তিনি রুকূ' করলেন, তারাও তাঁর সঙ্গে রুকূ' করলেন। এরপর তিনি সিজ্‌দা করলেন এবং তারাও তাঁর সঙ্গে সিজ্‌দা করলেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়ালেন, তখন যারা তাঁর সংগে সিজ্‌দা করছিলেন তারা উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের ভাইদের পাহারা দিতে লাগলেন। তখন অপর দলটি এসে তাঁর সঙ্গে রুকূ' করলেন। এভাবে সকলেই সালাতে অংশগ্রহণ করলেন। অথচ একদল অপর দলকে পাহারাও দিলেন।

٥٩٩. بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُوْنِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ وَقَالَ الْاَوْزَاعِيُّ اِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الصَّلَاةِ صَلُّوْا اِيْمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ فَاِنْ لَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الْاِيْمَاءِ اَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ اَوْ يَاْمَنُوْا فَيُصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ فَاِنْ لَمْ يَقْدِرُوْا صَلُّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ لَا يُجْزِئُهُمُ التَّكْبِيْرُ وَيُؤَخِّرُوْهَا حَتَّى يَاْمَنُوْا وَبِهِ قَالَ مَكْحُوْلٌ وَقَالَ اَنَسٌ حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ اِضَاءَةِ الْفَجْرِ وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ نُصَلِّ اِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ اَبِي مُوْسَى فَفُتِحَ لَنَا وَقَالَ اَنَسٌ وَمَا يَسُرُّنِيْ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ۔

৫৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ দুর্গ অবরোধ ও শত্রুর মুখোমুখী অবস্থায় সালাত। ইমাম আওযায়ী (র.) বলেন, যদি অবস্থা এমন হয় যে, বিজয় আসন্ন কিন্তু শত্রুদের ভয়ে সৈন্যদের (জামা'আতে) সালাত আদায় করা সম্ভব নয়, তা হলে সবাই একাকী ইশারায় সালাত আদায় করবে। আর যদি ইশারায় আদায় করতে না পার তবে সালাত বিলম্বিত করবে। যে পর্যন্ত না যুদ্ধ শেষ হয় বা তারা নিরাপদ হয়। তারপর দু' রাকা'আত সালাত আদায় করবে। যদি (দু'রাকা'আত) আদায় করতে সক্ষম না হয় তা হলে একটি রুকু' ও দু'টি সিজ্‌দা (এক রাকা'আত) আদায় করবে। তাও সম্ভব না হলে শুধু তাক্‌বীর বলে সালাত শেষ করা জায়িয হবে না বরং নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত সালাত বিলম্ব করবে। মাকহুল ও (র.) এ মত পোষণ করতেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন, (একটি যুদ্ধে) ভোরবেলা তুস্‌তার দুর্গের উপর আক্রমণ চলছিলো এবং যুদ্ধ প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে, ফলে সৈন্যদের সালাত আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সূর্য উঠার বেশ পরে আমরা সালাত আদায় করেছিলাম। আর আমরা তখন আবূ মূসা (রা.)—এর সাথে ছিলাম, পরে সে দূর্গ আমরা জয় করে ছিলাম। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) বলেন সে সালাতের বিনিময়ে দুনিয়া ও তার সব কিছুতেও আমাকে খুশী করতে পারবে না।

٨٩٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ اَنْ تَغِيْبَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا وَاللّٰهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ قَالَ فَنَزَلَ اِلٰى بُطْحَانَ فَتَوَضَّاَ وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا ۔

৮৯৮ ইয়াহ্ইয়া (ইব্ন জাফর) (র.).......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন উমর (রা.) কুরাইশ গোত্রের কাফিরদের মন্দ বলতে বলতে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সূর্য প্রায় ডুবে যাচ্ছে, অথচ আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি। তখন নবী ﷺ. বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমিও তা এখনও আদায় করতে পারিনি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি মদীনার বুতহান উপত্যকায় নেমে উযূ করলেন এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আসরের সালাত আদায় করলেন, এরপর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

٦٠٠. بَابُ صَلاَةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوْبِ رَاكِبًا وَإِيْمَاءً وَقَالَ الْوَلِيْدُ ذَكَرْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ صَلاَةَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ كَذٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ وَاحْتَجَّ الْوَلِيْدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ

৬০০. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনকারী ও শত্রুতাড়িত ব্যক্তির আরোহী অবস্থায় ও ইশারায় সালাত আদায় করা। ওয়ালীদ (র.) বলেছেন, আমি ইমাম আওযায়ী (র.)–এর কাছে শুরাহ্বীল ইব্ন সিমত (র.) ও তাঁর সংগীগণের সাওয়ার অবস্থায় তাঁদের সালাতের উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, সালাত ফাওত হওয়ার আশংকা থাকলে আমাদের কাছে এটাই প্রচলিত নিয়ম। এর দলিল হিসেবে ওয়ালীদ (র.) নবী ﷺ-এর নির্দেশ পেশ করেন ঃ "তোমাদের কেউ যেন বণী কুরায়যায় (এলাকায়) পৌঁছার আগে আসরের সালাত আদায় না করে"।

٨٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّيْ حَتّٰى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّيْ لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذٰلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ ·

৮৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).......ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ. আহ্যাব যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে আমাদেরকে বললেন, বনূ কুরাইযা এলাকায় পৌঁছার আগে কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। কিন্তু অনেকের পথিমধ্যেই আসরের সময় হয়ে গেল, তখন তাদের কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে না পৌঁছে সালাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা সালাত আদায় করে নেব, আমাদের নিষেধ করার এ উদ্দেশ্য ছিল না (বরং উদ্দেশ্য ছিল তাড়াতাড়ি যাওয়া) নবী ﷺ-এর নিকট এ কথা উল্লেখ করা হলে, তিনি তাঁদের কারোর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেননি।

٦٠١. بَابُ التَّكْبِيْرِ وَالْغَلَسُ بِالصُّبْحِ وَالصَّلاَةِ عِنْدَ الاِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

৬০১. অনুচ্ছেদ ঃ তাক্‌বীর বলা, ফজরের সালাত সময় হওয়া মাত্র আদায় করা এবং শত্রুর উপর অতর্কিত আক্রমণ ও যুদ্ধাবস্থায় সালাত।

٩٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ فَخَرَجُوْا يَسْعَوْنَ فِى السِّكَكِ وَيَقُوْلُوْنَ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ قَالَ وَالْخَمِيْسُ الْجَيْشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرَارِيَّ فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَصَارَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ لِثَابِتٍ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اَنْتَ سَاَلْتَ اَنَسًا مَا اَمْهَرَهَا قَالَ اَمْهَرَهَا نَفْسَهَا فَتَبَسَّمَ .

৯০০ মুসাদ্দাদ (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদিন) ফজরের সালাত অন্ধকার থাকতে আদায় করলেন। এরপর সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহু আক্‌বার, খায়বার ধ্বংস হোক! যখন আমরা কোন সম্প্রদায়ের এলাকায় অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হয় কতই না মন্দ! তখন তারা (ইয়াহূদীরা) বের হয়ে গলির মধ্যে দৌড়াতে লাগল এবং বলতে লাগল, মুহাম্মাদ ও তাঁর খামীস এসে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, খামীস হচ্ছে, সৈন্য-সামন্ত। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উপর জয়লাভ করেন। তিনি যোদ্ধাদের হত্যা করলেন এবং নারী-শিশুদের বন্দী করলেন। তখন সাফিয়্যা প্রথমত দিহ্‌ইয়া কালবীর এবং পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অংশে পড়ল। তারপর তিনি তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁর মুক্তিদানকে মাহররূপে গণ্য করেন। আবদুল আযীয (র.) সাবিত (রা.)-এর কাছে জানতে চাইলেন, তাঁকে কি মাহর দেওয়া হয়েছিল ? তা কি আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ? তিনি বললেন, তাঁর মুক্তিই তাঁর মাহর, আর মুচ্‌কি হাঁসলেন।

كِتَابُ الْعِيْدَيْنِ

অধ্যায় ঃ দু' ঈদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْعِيْدَيْنِ

অধ্যায় ঃ দু' ঈদ

٦٠٢. بَابٌ فِي الْعِيْدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيْهِ

৬০২. অনুচ্ছেদ ঃ দু' ঈদ ও এতে সুন্দর পোষাক পরা।

٩٠١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ اِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوْقِ فَاَخَذَهَا فَاَتَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْتَعْ هٰذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَالْوُفُوْدِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ فَاَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَاَتَى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قُلْتَ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ وَاَرْسَلْتَ اِلَيَّ بِهٰذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَبِيْعُهَا اَوْ تُصِيْبُ بِهَا حَاجَتَكَ .

৯০১ আবুল ইয়ামান (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাজারে বিক্রি হচ্ছিল এমন একটি রেশমী জুব্বা নিয়ে উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এটি কিনে নিন। ঈদের সময় এবং প্রতিনিধি দলের সংগে সাক্ষাতকালে এটি দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ এটি তো তার পোষাক, যার (আখিরাতে) কল্যাণের কোন অংশ নেই। এ ঘটনার পর উমর (রা.) আল্লাহ্‌র যত দিন ইচ্ছা ততদিন অতিবাহিত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট একটি রেশমী জুব্বা পাঠালেন, উমার (রা.) তা গ্রহণ করেন এবং সেটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো বলেছিলেন, এটা তার পোষাক যার (আখিরাতে) কল্যাণের কোন অংশ নেই। অথচ আপনি এ জুব্বা আমার নিকট পাঠিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তুমি এটি বিক্রি করে দাও এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থে তোমার প্রয়োজন মিটাও।

٦٠٣. بَابُ الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيْدِ

৬০৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন বর্শা ও ঢালের খেলা ।

৯০২ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَسَدِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِيْ وَقَالَ مِنْ مِزْمَارَةِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّوْدَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَاَمَّا سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاَمَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ تَنْظُرِيْنَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَاَقَامَنِيْ وَرَاءَهُ خَدِّيْ عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُوْلُ دُوْنَكُمْ يَابَنِيْ اَرْفِدَةَ حَتَّى اِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِيْ .

৯০২ আহ্‌মদ ইব্‌ন ঈসা (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার কাছে এলেন তখন আমার নিকট দু'টি মেয়ে বু'আস যুদ্ধ সংক্রান্ত কবিতা আবৃত্তি করছিল। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখলেন। এ সময় আবূ বকর (রা.) এলেন, তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, শয়তানী বাদ্যযন্ত্র[১] (দফ্) বাজান হচ্ছে নবী ﷺ-এর কাছে! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তাদের ছেড়ে দাও। তারপর তিনি যখন অন্য দিকে ফিরলেন তখন আমি তাদের ইঙ্গিত করলাম এবং তারা বের হয়ে গেল। আর ঈদের দিন সুদানীরা বর্শা ও ঢালের দ্বারা খেলা করত। আমি নিজে (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আরয করেছিলাম অথবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তারপর তিনি আমাকে তাঁর পিছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল ছিল তাঁর গালের সাথে লাগান। তিনি তাদের বললেন, তোমরা যা করতে ছিলে তা করতে থাক, হে বণূ আরফিদা। পরিশেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি দেখা শেষ হয়েছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন, তা হলে চলে যাও।

٦٠٤. بَابُ سُنَّةِ الْعِيْدَيْنِ لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ

৬০৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিমগণের জন্য উভয় ঈদের রীতিনীতি ।

৯০৩ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ ، فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَاُ مِنْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا .

১. দফ্‌'এক প্রকার ঢোল যার একদিক উন্মুক্ত।

৯০৩ হাজ্জাজ (ইব্ন মিন্হাল) (র.).......বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে খুত্বা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমাদের আজকের এ দিনে আমরা যে কাজ প্রথম শুরু করব, তা হল সালাত আদায় করা। এরপর ফিরে আসব এবং কুরবানী করব। তাই যে এরূপ করে সে আমাদের রীতিনীতি সঠিকভাবে পালন করল।

٩٠٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعِنْدِىْ جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِى الْاَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَمَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ فِىْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذٰلِكَ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا .

৯০৪ উবাইদ ইব্ন ইসমায়ীল (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন আমার ঘরে) আবূ বকর (রা.) এলেন তখন আমার নিকট আনসার দু'টি মেয়ে বু'আস যুদ্ধের দিন আনসারীগণ পরস্পর যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে কবিতা আবৃত্তি করছিল। তিনি বলেন, তারা কোন পেশাগত গায়িকা ছিল না। আবূ বক্র (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরে শয়তানী বাদ্যযন্ত্র। আর এটি ছিল ঈদের দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আবূ বক্র! প্রত্যেক জাতির জন্যই আনন্দ উৎসব রয়েছে আর এ হলো আমাদের আনন্দ।

٦٠٥ . بَابُ الْاَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ

৬০৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদুল ফিত্রের দিন বের হওয়ার আগে আহার করা ।

٩٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَاْكُلَ تَمَرَاتٍ وَقَالَ مُرَجًّا بْنُ رِجَاءٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَيَاْكُلُهُنَّ وِتْرًا .

৯০৫ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম (র.)........আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলাহ্ ﷺ ঈদুল ফিত্রের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। অপর এক রিওয়ায়াতে আনাস (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তা বেজোড় সংখ্যক খেতেন।

٦٠٦ . بَابُ الْاَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

৬০৮. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন আহার করা ।

٩٠٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ

الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهٰى فِيْهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ مِنْ جِيْرَانِهِ فَكَانَ النَّبِيَّ ﷺ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِيْ جَذْعَةٌ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلاَ اَدْرِيْ اَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ اَمْ لاَ ۔

৯০৬ মুসাদ্দাদ (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ সালাতের আগে যে যবেহ্ করবে তাকে আবার যবেহ্ (কুরবানী) করতে হবে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আজকের এদিন গোশত খাওয়ার আকাংখা করা হয়। সে তার প্রতিবেশীদের অবস্থা উল্লেখ করল। তখন নবী করীম ﷺ যেন তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। সে বলল, আমার নিকট এখন ছয় মাসের এমন একটি মেষ শাবক আছে, যা আমার কাছে দু'টি হৃষ্টপুষ্ট বক্‌রীর চাইতেও বেশী পসন্দনীয়। নবী করীম ﷺ তাকে সেটা কুরবানী করার অনুমতি দিলেন। অবশ্য আমি জানি না, এ অনুমতি তাকে ছাড়া অন্যদের জন্যও কি না ?

৯০৭ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْاَضْحٰى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ اَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَاِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَانُسُكَ لَهُ فَقَالَ اَبُوْبُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنِّيْ نَسَكْتُ شَاتِيْ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَاَحْبَبْتُ اَنْ تَكُوْنَ شَاتِيْ اَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِيْ بَيْتِيْ فَذَبَحْتُ شَاتِيْ وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ اَنْ اٰتِيَ الصَّلَاةَ قَالَ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ اَفَتَجْزِيْ عَنِّيْ قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ ۔

৯০৭ উসমান (র.).......বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল আযহার দিন সালাতের পর আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা দান করেন। খুত্‌বায় তিনি বলেন ঃ যে আমাদের মত সালাত আদায় করল এবং আমাদের মত কুরবানী করল, সে কুরবানীর রীতিনীতি যথাযথ পালন করল। আর যে ব্যক্তি সালাতের আগে কুরবানী করল তা সালাতের আগে হয়ে গেল, কিন্তু এতে তার কুরবানী হবে না। বারাআ-এর মামা আবূ বুরদাহ্ ইব্‌ন নিয়ার (রা.) তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জানামতে আজকের দিনটি পানাহারের দিন। তাই আমি পসন্দ করলাম যে, আমার ঘরে সর্বপ্রথম যবেহ্ করা হোক আমার বক্‌রীই। তাই আমি আমার বক্‌রীটি যবেহ্ করেছি এবং সালাতে আসার পূর্বে তা দিয়ে নাশ্‌তাও করেছি। নবী করীম ﷺ বললেনঃ তোমার বক্‌রীটি গোশ্‌তের উদ্দেশ্যে যবেহ্ করা হয়েছে। তখন তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কাছে এমন একটি ছয় মাসের মেষ শাবক আছে যা আমার কাছে দু'টি বকরীর চাইতেও পসন্দনীয়। এটি (কুরবানী দিলে) কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তবে তুমি ব্যতীত অন্য কারো জন্য যথেষ্ট হবে না।

٦٠٧. بَابُ الْخُرُوْجِ اِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

৬০৭ . অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বর না নিয়ে ঈদগাহে গমণ।

৯০৮ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلّٰى فَاَوَّلُ شَىْءٍ يَبْدَاُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَاْمُرُهُمْ فَاِنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ اَوْيَاْمُرَ بِشَىْءٍ اَمَرَبِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ فِىْ اَضْحٰى اَوْفِطْرٍ فَلَمَّا اَتَيْنَا الْمُصَلّٰى اِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيْرُ بْنُ الصَّلْتِ فَاِذَا مَرْوَانُ يُرِيْدُ اَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّىَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهٖ فَجَبَذَنِى فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ لَهٗ غَيَّرْتُمْ وَاللّٰهِ ، فَقَالَ اَبَا سَعِيْدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا اَعْلَمُ وَاللّٰهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا اَعْلَمُ ، فَقَالَ اَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُوْنُوا يَجْلِسُوْنَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ ٠

৯০৮ সায়ীদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র.).......আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে গমন করে সেখানে তিনি প্রথম যে কাজ শুরু করতেন তা হল সালাত। আর সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তাঁরা তাঁদের কাতারে বসে থাকতেন। তিনি তাঁদের নসীহত করতেন, উপদেশ দিতেন এবং নির্দেশ দান করতেন। যদি তিনি কোন সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের আলাদা করে নিতেন। অথবা যদি কোন বিষয়ে নির্দেশ জারী করার ইচ্ছা করতেন তবে তা জারি করতেন। তারপর তিনি ফিরে যেতেন। আবূ সায়ীদ (রা.) বলেন, লোকেরা বরাবর এ নিয়মই অনুরসরণ করে আসছিল। অবশেষে যখন মারওয়ান মদীনার আমীর হলেন, তখন ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিত্‌রের উদ্দেশ্যে আমি তাঁর সঙ্গে বের হলাম। আমরা যখন ঈদগাহেঁ পৌঁছলাম তখন সেখানে একটি মিম্বর দেখতে পেলাম, সেটি কাসীর ইব্ন সাল্‌ত (রা.) তৈরী করেছিলেন। মারওয়ান সালাত আদায়ের আগেই এর উপর আরোহণ করতে উদ্যত হলেন। আমি তাঁর কাপড় টেনে ধরলাম। কিন্তু তিনি কাপড় ছাড়িয়ে খুত্‌বা দিলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা (রাসূলের সুন্নাত) পরিবর্তন করে ফেলেছ। সে বলল, হে আবূ সায়ীদ ! তোমরা যা জানতে, তা গত হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি যা জানি, তা তার চেয়ে ভাল, যা আমি জানি না। সে তখন বলল, লোকজন সালাতের পর আমাদের জন্য বসে থাকে না, তাই আমি খুত্‌বা সালাতের আগেই দিয়েছি।

٦٠٨. بَابُ الْمَشْيِ وَالرُّكُوْبِ اِلَى الْعِيْدِ وَالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ

৬০৮. অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে হেঁটে বা সাওয়ারীতে আরোহণ করে ঈদের জামা'আতে যাওয়া এবং আযান ও ইকামত ছাড়া খুত্বার পূর্বে সালাত আদায় করা।

৯০৯ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاَةِ .

৯০৯ ইব্রাহীম ইব্ন মুন্যির (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্‌রের দিন সালাত আদায় করতেন। আর সালাত শেষে খুত্‌বা দিতেন।

৯১০ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَاَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَرْسَلَ اِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِى اَوَّلِ مَا بُوْيِعَ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ اِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، وَاَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْاَضْحٰى وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فَبَدَاَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ فَاَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّاُ عَلٰى يَدِ بِلاَلٍ وَبِلاَلُ بَاسِطُ ثَوْبَهُ يُلْقِيْ فِيْهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَاءِ اَتَرٰى حَقًّا عَلَى الْاِمَامِ الْاٰنَ اَنْ يَّاْتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِيْنَ يَفْرُغُ قَالَ اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ اَنْ لاَ يَفْعَلُوْا .

৯১০ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র.)........জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিত্‌রের দিন বের হতেন। এরপর খুত্‌বার আগে সালাত শুরু করেন। রাবী বলেন, আমাকে আতা (র.) বলেছেন যে, ইব্ন যুবায়র (রা.) এর বায়'আত গ্রহণের প্রথম দিকে ইব্ন আব্বাস (রা.) এ বলে লোক পাঠালেন যে, ঈদুল ফিত্‌রের সালাতে আযান দেওয়া হত না এবং খুত্‌বা দেওয়া হতো সালাতের পরে। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে প্রথমে সালাত আদায় করলেন এবং পরে লোকদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা দিলেন। যখন নবী ﷺ খুত্‌বা শেষ করলেন, তিনি (মিম্বর থেকে) নেমে মহিলাগণের (কাতারে) কাছে আসলেন এবং তাঁদের নসীহত করলেন। তখন তিনি বিলাল (রা.)-এর হাতে ভর করেছিলেন এবং বিলাল (রা.) তাঁর কপড় জড়িয়ে ধরলে, মহিলাগণ এতে সাদাকার বস্তু দিতে লাগলেন। আমি আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি এখনো যরুরী মনে করেন যে, ইমাম খুত্‌বা শেষ করে মহিলাগণের নিকট এসে তাদের নসীহত করবেন? তিনি বললেন, নিশ্চয় তা তাদের জন্য অবশ্যই যরুরী। তাদের কি হয়েছে যে, তাঁরা তা করবে না?

٦٠٩. بَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيْدِ

৬০৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের সালাতের পর খুত্বা।

٩١١ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّوْنَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

৯১১ আবূ আসিম (র.).......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বক্র, উমর এবং উসমান (রা.)-এর সঙ্গে সালাতে হাযির ছিলাম। তাঁরা সবাই খুত্বার আগে সালাত আদায় করতেন।

٩١٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

৯১২ ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম (র.)......ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আবূ বক্র এবং উমর (রা.) উভয় ঈদের সালাত খুত্বার পূর্বে আদায় করতেন।

٩١٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ، ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ تُلْقِى الْمَرْاَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا .

৯১৩ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিত্রে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন। এর আগে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি। তারপর বিলাল (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে মহিলাগণের কাছে এলেন এবং সাদাকা প্রদানের জন্য তাদের নির্দেশ দিলেন। তখন তাঁরা দিতে লাগলেন। কেউ দিলেন আংটি, আবার কেউ দিলেন গলার হার।

٩١٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَاُ فِىْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّىَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِى شَىْءٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِىْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوْفِىَ اَوْ تَجْزِىَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ .

৯১৪ আদম (র.)........বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আজকের এ দিনে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সালাত আদায় করা। এরপর আমরা (বাড়ী) ফিরে আসব এবং কুরবানী করব। কাজেই যে ব্যক্তি তা করল, সে আমাদের নিয়ম পালন করল। যে ব্যক্তি সালাতের আগে কুরবানী করল, তা শুধু গোশ্‌ত বলেই গন্য হবে, যা সে পরিবারবর্গের জন্য আগেই করে ফেলেছে। এতে কুরবানীর কিছুই নেই। তখন আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার (রা.) নামক এক আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো (আগেই) যবেহ্ করে ফেলেছি। এখন আমার নিকট এমন একটি মেষ শাবক আছে যা এক বছর বয়সের মেষের চাইতে উৎকৃষ্ট। তিনি বললেন, সেটির স্থলে এটাকে যবেহ্ করে ফেল। তবে তোমার পর অন্য কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

٦١٠. بَابُ مَايُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلاَحِ فِى الْعِيْدِ وَالْحَرَمِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوْا اَنْ يَحْمِلُوا السِّلاَحَ يَوْمَ عِيْدٍ اِلاَّ اَنْ يَخَافُوْا عَدُوًّا

৬১০. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের জামা'আতে এবং হারাম শরীফে অস্ত্রবহণ নিষিদ্ধ। হাসান বাসরী (র.) বলেছেন, শত্রুর ভয় ব্যতীত ঈদের দিনে অস্ত্র বহণ করতে তাদের নিষেধ করা হয়েছে।

٩١٥ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيٰى اَبُو السُّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِيْنَ اَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِى اَخْمَسِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذٰلِكَ بِمِنًى فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُوْدُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَعْلَمُ مَنْ اَصَابَكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَنْتَ اَصَبْتَنِىْ قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلْتَ السِّلاَحَ فِىْ يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيْهِ وَاَدْخَلْتَ السِّلاَحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنِ السِّلاَحُ يُدْخَلُ فِى الْحَرَمِ .

৯১৫ যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আবূ সুকাইন (র.).......সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা.)-এর সংগে ছিলাম যখন বর্শার অগ্রভাগ তাঁর পায়ের তলদেশে বিদ্ধ হয়েছিল। ফলে তাঁর পা রেকাবের সাথে আটকে গিয়েছিল। আমি তখন নেমে সেটি টেনে বের করে ফেললাম। এ ঘটে ছিল মিনায়। এ সংবাদ হাজ্জাজের নিকট পৌছলে তিনি তাঁকে দেখতে আসেন। হাজ্জাজ বললো, যদি আমি জানতে পারতাম কে আপনাকে আঘাত করেছে, (তাকে আমি শাস্তি দিতাম)। তখন ইব্‌ন উমর (রা.) বললেন, তুমিই আমাকে আঘাত করেছ। সে বলল, তা কি ভাবে? ইব্‌ন উমর (রা.) বললেন, তুমিই সেদিন (ঈদের দিন) অস্ত্র ধারণ করেছ, যে দিন অস্ত্র ধারণ করা হত না। তুমিই অস্ত্রকে হারাম শরীফে প্রবেশ করিয়েছ, অথচ হারাম শরীফে কখনো অস্ত্র প্রবেশ করা হয় না।

৯১৬ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ الْعَاصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَاَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنْ اَصَابَكَ قَالَ اَصَابَنِىْ مَنْ اَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِىْ يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيْهِ حَمْلُهُ يَعْنِى الْحَجَّاجَ .

৯১৬ আহ্মদ ইব্ন ইয়াকুব (র.)..সায়ীদ ইব্ন আস (রা.)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা.)-এর নিকট হাজ্জাজ এলো। আমি তখন তাঁর কাছে ছিলাম। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলো, তিনি কেমন আছেন ? ইব্ন উমর (রা.) বললেন, ভাল। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলো, আপনাকে কে আঘাত করেছে ? তিনি বললেন, আমাকে সে ব্যক্তি আঘাত করেছে,যে সে দিন অস্ত্র ধারণের আদেশ দিয়েছে,যে দিন তা ধারণ করা বৈধ নয়। অর্থাৎ হাজ্জাজ।

٦١١. بَابُ التَّبْكِيْرِ اِلَى الْعِيْدِ ، وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ اِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِىْ هٰذِهِ السَّاعَةِ وَذٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ

৬১১. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের সালাতের জন্য সকাল সকাল রওয়ানা হওয়া। আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুস্র (রা.) বলেছেন, আমরা চাশ্তের সালাতের সময় ঈদের সালাত সমাপ্ত করতাম।

৯১৭ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِىْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّىَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّىَ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِىْ شَىْءٍ فَقَامَ خَالِىْ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اُصَلِّىَ وَعِنْدِىْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا اَوْ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِىَ جَذَعَةٌ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ .

৯১৭ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.)......বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কুরবানীর দিন আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দেন। তিনি বলেন, আজকের দিনে আমাদের প্রথম কাজ হল সালাত আদায় করা। তারপর ফিরে এসে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আমাদের নিয়ম পালন করল। যে ব্যক্তি সালাতের আগেই যবেহ্ করবে, তা শুধু গোশ্তের জন্যই হবে, যা সে পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে। কুরবানীর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তখন আমার মামা আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো সালাতের আগেই যবেহ্ করে ফেলেছি। তবে এখন আমার নিকট এমন একটি মেষশাবক আছে যা 'মুসিন্না'[১] মেষের চাইতেও উত্তম। তখন নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তার স্থলে এটিই (কুরবানী) করে নাও। অথবা তিনি বললেন ঃ এটিই যবেহ্ কর। তবে তুমি ব্যতীত আর কারো জন্যই মেষশাবক যথেষ্ট হবে না।

১. মুসিন্না অর্থ যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে।

٦١٢. بَابُ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُوْدَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوْقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيْرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ

৬১২. অনুচ্ছেদ ঃ তাশ্‌রীকের দিনগুলোতে আমলের ফযীলত। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ দ্বারা (যিলহাজ্জ মাসের) দশ দিন বুঝায় এবং وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُوْدَاتُ দ্বারা 'আইয়ামুত তাশরীক' বুঝায়। ইব্‌ন উমর ও আবূ হুরায়রা (রা.) এই দশ দিন তাক্‌বীর বলতে বলতে বাজারের দিকে যেতেন এবং তাদের তাক্‌বীরের সঙ্গে অন্যরাও তাক্‌বীর বলত। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র.) নফল[১] সালাতের পরেও তাক্‌বীর বলতেন।

৯১৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هٰذِهِ قَالُوْا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ .

৯১৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আরা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল, অন্যান্য দিনের আমলের তুলনায় উত্তম। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, জিহাদও কি (উত্তম) নয় ? নবী করীম ﷺ বললেন ঃ জিহাদও নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে নিজের জান ও মালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদ করে এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না।

٦١٣. بَابُ التَّكْبِيْرِ أَيَّامَ مِنًى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُوْنَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتّٰى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيْرًا . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلٰى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيْعًا . وَكَانَتْ مَيْمُوْنَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيْقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

৬১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মিনা-এর দিনগুলোতে এবং সকালে আরাফায় যাওয়ার সময় তাক্‌বীর বলা। উমর (রা.) মিনায় নিজের তাবূতে তাক্‌বীর বলতেন। মসজিদের লোকেরা তা শুনে

---
১. এ তাঁর নিজস্ব মত। অন্যান্য ইমামগণের মতে শুধু ফরয সালাতের পরেই তাক্‌বীর বলতে হয়।

তারাও তাক্‌বীর বলতেন এবং বাজারের লোকেরাও তাক্‌বীর বলতেন। ফলে সমস্ত মিনা তাক্‌বীরের আওয়াযে গুঞ্জরিত হয়ে উঠত। ইব্‌ন উমর (রা.) সে দিনগুলোতে মিনায় তাক্‌বীর বলতেন এবং সালাতের পরে, বিছানায়, খীমায়, মজলিসে এবং চলার সময় এ দিনগুলোতে তাক্‌বীর বলতেন। মাইমূনা (রা.) কুরবানীর দিন তাক্‌বীর বলতেন এবং মহিলারা আবান ইব্‌ন উসমান ও উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.)–এর পিছনে তাশরীকের রাতগুলোতে মুসজিদে পুরুষদের সংগে সংগে তাক্‌বীর বলতেন।

٩١٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِىْ بَكْرٍ الثَّقَفِىُّ ، قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى اِلَى عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ يُلَبِّى الْمُلَبِّى لاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ .

৯১৯ আবূ নু'আইম (র.)..........মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বক্‌র সাকাফী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সকাল বেলা মিনা থেকে যখন আরাফাতের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-এর নিকট তালবিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, তাল্‌বিয়া পাঠকারী তালবিয়া পড়ত, তাকে নিষেধ করা হতো না। তাক্‌বীর পাঠকারী তাক্‌বীর পাঠ করত, তাকেও নিষেধ করা হতো না।

٩٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ اَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيْدِ حَتّٰى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتّٰى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيْرِهِمْ وَيَدْعُوْنَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُوْنَ بَرَكَةَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ .

৯২০ মুহাম্মদ (র.).......উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈদের দিন আমাদের বের হওয়ার আদেশ দেওয়া হত। এমন কি আমরা কুমারী মেয়েদেরকেও অন্দর মহল থেকে বের করতাম এবং ঋতুমতী মেয়েদেরকেও। তারা পুরুষদের পিছনে থাকতো এবং তাদের তাক্‌বীরের সাথে তাক্‌বীর বলতো এবং তাদের দু'আর সাথে দু'আ করত- তারা আশা করত সে দিনের বরকত এবং পবিত্রতা।

٦١٤. بَابُ الصَّلاَةِ اِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ

৬১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন বর্শা সামনে পুতে সালাত আদায়।

٩٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّىْ .

৯২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, ঈদুল ফিত্‌র ও কুরবানীর দিন নবী করীম ﷺ -এর সামনে বর্শা পুতে দেওয়া হত। তারপর তিনি সালাত আদায় করতেন।

٦١٥. بَابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ اَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَى الْاِمَامِ يَوْمَ الْعِيْدِ

৬১৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন ইমামের সামনে বল্লম অথবা বর্শা বহণ করা।

٩٢٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَغْدُوْ اِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا ٠

৯২২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র.).....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সকাল বেলায় ঈদগাহে যেতেন, তখন তাঁর সামনে বর্শা বহণ করা হতো এবং তাঁর সামনে ঈদগাহে তা স্থাপন করা হতো এবং একে সামনে রেখে তিনি সালাত আদায় করতেন।

٦١٦. بَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ اِلَى الْمُصَلَّى

৬১৬. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের এবং ঋতুমতীদের ঈদগাহে গমন।

٩٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اُمِرْنَا اَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَعَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ حَفْصَةَ قَالَ اَوْ قَالَتِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى ٠

৯২৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র.).......উম্মে আতীয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে) যুবতী ও পর্দানশীন মেয়েদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আদেশ করা হত। আইয়্যুব-(র.) থেকে হাফ্‌সা (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে এবং হাফ্‌সা (রা.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত বর্ণনা আছে যে, ঈদগাহে ঋতুমতী মহিলাগণ আলাদা থাকতেন।

٦١٧. بَابُ خُرُوْجِ الصِّبْيَانِ اِلَى الْمُصَلَّى

৬১৭. অনুচ্ছেদ ঃ বালকদের ঈদগাহে গমন।

٩٢٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ٠

৯২৪ আমর ইব্‌ন আব্বাস (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর সঙ্গে ঈদুল ফিত্‌র বা আযহার দিন বের হলাম। তিনি সালাত আদায় করলেন। এরপর খুত্‌বা

দিলেন। তারপর মহিলাগণের কাছে গিয়ে তাঁদের উপদেশ দিলেন, তাঁদের নসীহত করলেন এবং তাঁদেরকে সাদাকা দানের নির্দেশ দিলেন।

٦١٨. بَابُ اِسْتِقْبَالِ الْاِمَامِ النَّاسَ فِى خُطْبَةِ الْعِيْدِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ مُقَابِلَ النَّاسِ

৬১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের খুত্বা দেওয়ার সময় মুসল্লীগণের দিকে ইমামের মুখ করে দাঁড়ানো। আবু সায়ীদ (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ মুসল্লীগণের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন।

٩٢٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ يَومَ اَضْحٰى اِلَى الْبَقِيْعِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِىْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نَبْــدَاَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ عَجَّلَهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِىْ شَىْءٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ ذَبَحْتُ وَعِنْدِىْ جَذَعَةٌ خَيْــرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اَذْبَحْهَا وَلَا تَفِىْ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ .

৯২৫ আবূ নু'আইম (র.)......বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ ঈদুল আযহার দিন বাকী' (নামক কবরস্থানে) গমন করেন। তারপর তিনি দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন এরপর আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং তিনি বলেন, আজকের দিনের প্রথম ইবাদাত হল সালাত আদায় করা। এরপর (বাড়ী) ফিরে গিয়ে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে। আর যে এর পূর্বেই যবেহ্ করবে তা হলে তার যবেহ্ হবে এমন একটি কাজ, যা সে নিজের পরিবারবর্গের জন্যই তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে, এর সাথে কুরবানীর কোন সম্পর্ক নেই। তখন এক ব্যক্তি (আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার (রা.) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি (তো সালাতের পূর্বেই) যবেহ্ করে ফেলেছি। এখন আমার নিকট এমন একটি মেষশাবক আছে যা পূর্ণবয়স্ক মেষের চাইতে উত্তম। (এটা কুরবানী করা যাবে কি ?) তিনি বললেন, এটাই যবেহ্ কর। তবে তোমার পর আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

٦١٩. بَابُ الْعَلَمِ بِالْمُصَلّٰى

৬১৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগাহে চিহ্ন রাখা।

٩٢٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيْلَ لَهُ اَشَهِدْتَ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِىْ مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتّٰى اَتَى الْعَلَمَ الَّذِىْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ

وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَاَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ بِاَيْدِيْهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِيْ ثَوْبِ بِلاَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلاَلٌ اِلٰى بَيْتِهِ ٠

৯২৬ মুসাদ্দাদ (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কি নবী করীম ﷺ -এর সংগে কখনো ঈদে উপস্থিত হয়েছেন ? তিনি বললেন হাঁ। যদি তাঁর কাছে আমার মর্যাদা না থাকত তা হলে কম বয়সী হওয়ার কারণে আমি ঈদে উপস্থিত হতে পারতাম না। তিনি বের হয়ে কাসীর ইব্‌ন সালতের গৃহের কাছে স্থাপিত নিশানার কাছে এলেন এবং সালাত আদায় করলেন। এরপর খুত্‌বা দিলেন। তারপর তিনি মহিলাগণের নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর সংগে বিলাল (রা.) ছিলেন। তিনি মহিলাগণের উপদেশ দিলেন, নসীহত করলেন এবং দান সাদাকা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি তখন মহিলাগণের নিজ নিজ হাত বাড়িয়ে বিলাল (রা.)-এর কাপড়ে দান সামগ্রী ফেলতে দেখলাম। এরপর তিনি এবং বিলাল (রা.) নিজ বাড়ীর দিকে চলে গেলেন।

٦٢٠. بَابُ مَوْعِظَةِ الْاِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيْدِ

৬২০. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন মহিলাগণের প্রতি ইমামের উপদেশ দেওয়া।

٩٢٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلّٰى فَبَدَاَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَاَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّاُ عَلٰى يَدِ بِلاَلٍ وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِى فِيْهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِيْنَئِذٍ تُلْقِيْ فَتَخَهَا وَيُلْقِيْنَ قُلْتُ اَتُرٰى حَقًّا عَلَى الْاِمَامِ ذٰلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ اِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُوْنَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَاَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يُصَلُّوْنَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ حِيْنَ يُجْلِسُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ اَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتّٰى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ الْاٰيَةَ ، ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْهَا اَنْتُنَّ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَتِ امْرَاَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ لاَيَدْرِيْ حَسَنٌ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءٌ اَبِيْ وَاُمِّيْ فَيُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِيْ ثَوْبِ بِلاَلٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْفَتَخُ الْخَوَاتِيْمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ٠

৯২৭ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন নাসর (র.).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ঈদুল ফিত্‌রের দিন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন, পরে খুত্‌বা দিলেন। খুত্‌বা শেষে নেমে

মহিলাগণের নিকট আসলেন এবং তাঁদের নসীহত করলেন। তখন তিনি বিলাল (রা.)-এর হাতের উপর ভর দিয়ে ছিলেন এবং বিলাল (রা.) তাঁর কাপড় প্রসারিত করে ধরলেন। মহিলাগণ এতে দান সামগ্রী ফেলতে লাগলেন (আমি ইব্ন জুরাইজ) আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি ঈদুল ফিত্রের সাদাকা ? তিনি বললেন না, বরং এ সাধারণ সাদাকা যা তাঁরা ঐ সময় দিচ্ছিলেন। কোন মহিলা তাঁর আংটি দান করলে অন্যান্য মহিলাগণও তাঁদের আংটি দান করতে লাগলেন। আমি আতা (র.)-কে (আবার), জিজ্ঞাসা করলাম, মহিলাগণকে উপদেশ দেওয়া কি ইমামের জন্য জরুরী ? তিনি বললেন, অবশ্যই, তাদের উপর তা জরুরী। তাঁদের (ইমামগণ) কি হয়েছে যে, তাঁরা এরূপ করবেন না ? ইব্ন জুরাইজ (র) বলেছেন, হাসান ইব্ন মুসলিম (র.) তাঊস (র) এর মাধ্যমে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করছেন। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ আবূ বক্র, উমর ও উসমান (রা.)-এর সংগে ঈদুল ফিত্রে আমি উপস্থিত ছিলাম। তাঁরা খুত্বার আগে সালাত আদায় করতেন, পরে খুত্বা দিতেন। নবী ﷺ বের হলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তিনি হাতের ইশারায় (লোকদের) বসিয়ে দিচ্ছেন। এরপর তাদের কাতার ফাঁক করে অগ্রসর হয়ে মহিলাদের কাছে এলেন। বিলাল (রা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তখন নবী ﷺ কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ -الاية "হে নবী! যখন ঈমানদার মহিলাগণ আপনার নিকট এ শর্তে বায়'আত করতে আসেন..........(সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২)। এ আয়াত শেষ করে নবী ﷺ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এ বায়'আতের উপর আছ ? তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা বলল, হাঁ, সে ছাড়া আর কেউ এর জবাব দিল না। হাসান (র.) জানেন না, সে মহিলা কে ? এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা সাদাকা কর। সে সময় বিলাল (রা.) তাঁর কাপড় প্রসারিত করে বললেন, আমার মা-বাপ আপনাদের জন্য কুরবান হোক, আসুন, আপনারা দান করুন। তখন মহিলাগণ তাঁদের ছাট-বড় আংটি গুলো বিলাল (রা.)-এর কাপড়ের মধ্যে ফেলতে লাগলেন। আবদুর রায্যাক (র.) বলেন, 'الفتخ' হলো বড় আংটি যা জাহেলী যুগে ব্যবহৃত হত।

٦٢١. بَابُ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِى الْعِيْدِ

৬২১. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের সালাতে যাওয়ার জন্য মহিলাগণের ওড়না না থাকলে।

৯২৮ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيْنَا اَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِىْ خَلَفٍ فَاَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ اَنْ زَوْجَ اُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثِنْتَى عَشَرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ اُخْتُهَا مَعَهُ فِى سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضٰى نُدَاوِى الْكَلْمٰى فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى اِحْدَانَا بَأْسٌ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ اَنْ لاَ تَخْرُجَ ، فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَ دَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ اَتَيْتُهَا فَسَاَلْتُهَا اَسَمِعْتِ فِىْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِىْ وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِىَّ ﷺ اِلاَّ قَالَتْ بِاَبِىْ قَالَ لِيَخْرُجِ

الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ اَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ شَكَّ اَيُّوْبُ وَالْحُيَّضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحُيَّضُ قَالَتْ نَعَمْ اَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا .

৯২৮ আবূ মা'মার (র.).......হাফসা বিন্ত সীরীন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ঈদের দিন আমাদের যুবতীদের বের হতে নিষেধ করতাম। একবার জনৈক মহিলা এলেন এবং বনু খালাফের প্রাসাদে অবস্থান করলেন। আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি বললেন, তাঁর ভগ্নিপতি নবী ﷺ-এর সাথে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, এর মধ্যে ছয়টি যুদ্ধে স্বয়ং তাঁর বোনও স্বামীর সাথে অংশ গ্রহণ করেছেন, (মহিলা বলেন) আমার বোন বলেছেন, আমরা রুগ্নদের সেবা করতাম, আহতদের শুশ্রূষা করতাম। একবার তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমাদের কারো ওড়না না থাকে, তখন কি সে বের হবে না ? নবী ﷺ বললেন ঃ এ অবস্থায় তার বান্ধবী যেন তাকে নিজ ওড়না পরিধান করতে দেয় এবং এভাবে মহিলাগণ যেন কল্যাণকর কাজে ও মু'মিনদের দু'আয় অংশগ্রহণ করেন। হাফ্সা (রা.) বলেন, যখন উম্মে আতিয়া (রা.) এলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি কি এসব ব্যাপারে কিছু শুনছেন ? তিনি বললেন হাঁ, হাফসা (র.) বলেন, আমার পিতা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য উৎসর্গিত হোক এবং তিনি যখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করতেন, তখনই এ কথা বলতেন। তাঁবুতে অবস্থান-কারিনী যুবতীগণ এবং ঋতুমতী মহিলাগণ যেন বের হন। তবে ঋতুমতী মহিলাগণ যেন সালাতের স্থান থেকে সরে থাকেন। তারা সকলেই যেন কল্যাণকর কাজে ও মু'মিনদের দু'আয় অংশগ্রহণ করেন। হাফ্সা (র.) বলেন, আমি তাকে বললাম, ঋতুমতী মহিলাগণও ? তিনি বললেন, হাঁ ঋতুমতী মহিলা কি আরাফাত এবং অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হয় না ?

٦٢٢. بَابُ اِعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى

৬২২. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগাহে ঋতুমতী মহিলাগণের পৃথক অবস্থান।

৯২৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ اُمِرْنَا اَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَاتِ الْخُدُوْرِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ اَوْ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ ، فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلاَّهُمْ .

৯২৯ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র.).......উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ঈদের দিন) আমাদেরকে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাই আমরা ঋতুমতী, যুবতী এবং তাঁবুতে অবস্থানকারীনী মহিলাগণকে নিয়ে বের হতাম। ইব্ন আওন (র.)-এর এক বর্ণনায় রয়েছে, অথবা তাঁবুতে অবস্থানকারীনী যুবতী মহিলাগণকে নিয়ে বের হতাম। অতঃপর ঋতুমতী মহিলাগণ মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের দু'আয় অংশ গ্রহণ করতেন। তবে ঈদগাহে পৃথকভাবে অবস্থান করতেন।

٦٢٣. بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى

৬২৩. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন ঈদগাহে নাহর ও যবেহ্।

৯৩০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْحَرُ اَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى ·

৯৩০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).......ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ঈদগাহে নাহর করতেন কিংবা যবেহ্ করতেন।

٦٢٤. بَابُ كَلَامِ الْاِمَامِ وَالنَّاسِ فِىْ خُطْبَةِ الْعِيْدِ وَاِذَا سُئِلَ الْاِمَامُ عَنْ شَىْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ

৬২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের খুত্‌বার সময় ইমাম ও লোকদের কথ বলা এবং খুত্‌বার সময় ইমামের নিকট কোন প্রশ্ন করা হলে।

৯৩১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ اَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَامَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ اِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ وَاَكَلْتُ وَاَطْعَمْتُ اَهْلِىْ وَجِيْرَانِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ فَاِنَّ عِنْدِىْ عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ فَهَلْ تَجْزِىْ عَنِّى، قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ ·

৯৩১ মুসাদ্দাদ (র.)........বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরবানীর দিন সালাতের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সামনে খুত্‌বা দিলেন। খুত্‌বায় তিনি বললেন, যে আমাদের মত সালাত আদায় করবে এবং আমাদের কুরবানীর মত কুরবানী করবে, তার কুরবানী যথার্থ বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করবে তার সে কুরবানী গোশ্‌ত খাওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না। তখন আবূ বুরদাহ্ ইব্‌ন নিয়ার (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলালাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো সালাতে বের হবার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। আমি ভেবেছি যে, আজকের দিনটি তো পানাহারের দিন। তাই আমি তাড়াতাড়ি করে ফেলেছি। আমি নিজে খেয়েছি এবং আমরা পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশীদেরকেও আহার করায়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ওটা গোশ্‌ত খাওয়ার বক্‌রী ছাড়া আর কিছু হয়নি। আবূ বুরদা (রা.) বলেন, তবে আমার নিকট এমন একটি মেষ শাবক আছে যা দু'টো

(গোশ্‌ত খাওয়ার) বক্‌রীর চেয়ে ভাল। এটা কি আমার পক্ষে কুরবানীর জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তোমার পরে অন্য কারো জন্য যথেষ্ট হবে না।

৯৩২ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ جِيرَانٌ لِي إِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَإِمَّا قَالَ فَقْرٌ وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا.

৯৩২ হামিদ ইব্‌ন উমর (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন সালাত আদায় করেন, তারপর খুত্‌বা দিলেন। এরপর নির্দেশ দিলেন, যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করেছে সে যেন পুনরায় কুরবানী করে। তখন আনসারগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলালাহ্! আমার প্রতিবেশীরা ছিল উপবাসী অথবা বলেছেন দরিদ্র। তাই আমি সালাতের পূর্বেই যবেহ্ করে ফেলেছি। তবে আমার নিকট এমন মেষশাবক আছে যা দু'টি হৃষ্টপুষ্ট বকরীর চাইতেও আমার নিকট অধিক পসন্দ সই। নবী করীম ﷺ তাঁকে সেটা কুরবানী করার অনুমতি প্রদান করেন।

৯৩৩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ.

৯৩৩ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).......জুন্দাব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কুরবানীর দিন সালাত আদায় করেন, এরপর খুত্‌বা দেন। তারপর যবেহ্ করেন এবং তিনি বলেন ঃ সালাতের পূর্বে যে ব্যক্তি যবেহ্ করবে তাকে তার স্থলে আর একটি যবেহ্ করতে হবে এবং যে যবেহ্ করেনি, আল্লাহ্‌র নামে তার যবেহ্ করা উচিৎ।

٦٢٥. بَابُ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

৬২৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন ফিরার সময় যে ব্যক্তি ভিন্ন পথে আসে।

৯৩৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ.

৯৩৪ মুহাম্মদ (র.).......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদের দিন (বাড়ী ফেরার সময়) ভিন্ন পথে আসতেন। ইউনুস ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীস

বর্ণনায় আবূ তুমাইলা ইয়াহ্ইয়া (র.) এর অনুসরণ করেছেন। তবে জাবির (রা.) থেকে হাদীসটি অধিকতর সহীহ্।

٦٢٢. بَابُ إِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَكَذَالِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِى الْبُيُوْتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ هٰذَا عِيْدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِيْ عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيْهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيْرِهِمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُوْنَ فِى الْعِيْدِ يُصَلُّوْنَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ وَقَالَ عَطَاءُ إِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

৬২৬. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ঈদের সালাত না পেলে সে দু' রা'কাআত সালাত আদায় করবে। মহিলা এবং যারা বাড়ী ও পল্লীতে অবস্থান করে তারাও এরূপ করবে। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ হে মুসলিমগণ! এ হলো আমাদের ঈদ। আর আনাস ইব্ন মালিক (রা.) যাবিয়া নামক স্থানে তাঁর আযাদকৃত গোলাম ইব্ন আবূ উত্বাকে এ আদেশ করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর পরিবারবর্গ ও সন্তান সন্ততিদের নিয়ে শহরের অধিবাসীদের ন্যায় তাক্বীরসহ সালাত আদায় করেন এবং ইকরিমা (র.) বলেছেন, গ্রামের অধিবাসীরা ঈদের দিন সমবেত হয়ে ইমামের ন্যায় দু' রাকা'আত সালাত আদায় করবে। আতা (র.) বলেন, যখন কারো ঈদের সালাত ছুটে যায় তখন সে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করবে।

٩٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِى أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُوْ بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِيْ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ فِى الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِيْ أَرْفِدَةَ يَعْنِيْ مِنَ الْأَمْنِ .

৯৩৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, আবূ বক্র (রা.) তাঁর নিকট এলেন। এ সময় মিনার দিবসগুলোর এক দিবসে তাঁর নিকট দু'টি মেয়ে দফ বাজাচ্ছিল, নবী করীম ﷺ তাঁর চাদর আবৃত অবস্থায় ছিলেন। তখন আবূ বক্র (রা.) মেয়ে দু'টিকে ধমক দিলেন। তারপর নবী করীম ﷺ মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আবূ বক্র ! ওদের বাঁধা দিও না। কেননা, এসব ঈদের দিন। আর সে দিনগুলো ছিল মিনার দিন। আয়িশা (রা.) আরো বলেছেন, হাবশীরা

যখন মসজিদে (এর প্রাঙ্গণে) খেলাধূলা করছিল, তখন আমি তাদের দেখছিলাম এবং আমি দেখেছি, নবী করীম ﷺ আমাকে আড়াল করে রেখেছেন। উমর (রা.) হাবশীদের ধমক দিলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, ওদের ধমক দিও না। হে বণূ আরফিদা! তোমরা যা করছিলে তা নিশ্চিন্তে কর।

٦٢٧. بَابُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيْدِ وَبَعْدَهَا ، وَقَالَ اَبُو الْمُعَلّٰى سَمِعْتُ سَعِيْدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْعِيْدِ

৬২৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের সালাতের পূর্বে ও পরে সালাত আদায় করা। আবূ মু'আল্লা (র.) বলেন, আমি সায়ীদ (রা.)-কে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বলতে শুনেছি যে, তিনি ঈদের পূর্বে সালাত আদায় করা মাকরূহ্ মনে করতেন।

٩٣٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلاَلٌ .

৯৩৬ আবুল ওয়ালীদ (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বিলাল (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে ঈদুল ফিত্‌রের দিন বের হয়ে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন। তিনি এর আগে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি।

كِتَابُ الْوِتْرِ

অধ্যায় ঃ বিত্‌র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْوِتْرِ

অধ্যায় ঃ বিত্‌র

٦٢٨. بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوِتْرِ

৬২৮. অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌রের বিবরণ।

٩٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّٰى وَعَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِى الْوِتْرِ حَتّٰى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ ·

৯৩৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)……ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ রাতের সালাত দু' দু' (রাকা'আত) করে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ফজর হওয়ার আশংকা করে, সে যেন এক রাকা'আত মিলিয়ে সালাত আদায় করে নেয়। আর সে যে সালাত আদায় করল, তা তার জন্য বিত্‌র হয়ে যাবে। নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) বিত্‌র সালাতের এক ও দু' রাকা'আতের মাঝে সালাম ফিরাতেন। এরপর কাউকে কোন প্রয়োজনীয় কাজের নির্দেশ দিতেন।

٩٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ وَهِىَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِى عَرْضِ وِسَادَةٍ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِى طُوْلِهَا فَنَامَ حَتّٰى انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَرِيْبًا مِنْهُ فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ اٰيَاتٍ مِنْ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ ، فَقُمْتُ

اِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى رَأْسِىْ وَأَخَذَ بِأُذُنِىْ يَفْتِلُهَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

৯৩৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন মাইমূনা (রা.)-এর ঘরে রাত কাটান। (তিনি বলেন) আমি বালিশের প্রস্থের দিক দিয়ে শয়ন করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর পরিবার সেটির দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে শয়ন করলেন। নবী করীম ﷺ রাতের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ঘুমালেন। এরপর তিনি জাগ্রত হলেন এবং চেহারা থেকে ঘুমের আবেশ দূর করেন। পরে তিনি সূরা আলে-ইমরানের (শেষ) দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ঝুলন্ত মশ্‌কের নিকট গেলেন এবং উত্তমরূপে উযূ করলেন। এরপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর মতই করলাম এবং তাঁর পাশেই দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার কান ধরলেন। এরপর তিনি দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর দু' রাকা'আত, এরপর দু' রাকা'আত, এরপর দু' রাকা'আত, এরপর দু' রাকা'আত, এরপর তিনি বিত্‌র আদায় করলেন। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন। অবশেষে মুআয্‌যিন তাঁর কাছে এলো। তখন তিনি দাঁড়িয়ে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর বের হয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।

৯৩৯ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوْتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ قَالَ الْقَاسِمُ وَرَأَيْنَا اُنَاسًا مُنْذُ اَدْرَكْنَا يُوْتِرُوْنَ بِثَلَاثٍ وَاِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ اَرْجُوْ اَنْ لَا يَكُوْنَ بِشَىْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ .

৯৩৯ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন সুলাইমান (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রাতের সালাত দু' দু' রাকা'আত করে। তারপর যখন তুমি সালাত শেষ করতে চাইবে, তখন এক রাকা'আত আদায় করে নিবে। তা তোমার পূর্ববর্তী সালাতকে বিত্‌র করে দিবে। কাসিম (র.) বলেন, আমরা সাবালক হয়ে লোকদের তিন রাকা'আত বিত্‌র আদায় করতে দেখেছি। উভয় নিয়মেরই অবকাশ রয়েছে। আমি আশা করি এর কোনটিই দোষনীয় নয়।

৯৪০ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ تَعْنِىْ بِاللَّيْلِ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ .

৯৪০ আবুল ইয়ামান (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এগার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। এ ছিল তাঁর রাত্রিকালীন সালাত। এতে তিনি এমন দীর্ঘ সিজ্‌দা করতেন যে, তাঁর মাথা উঠাবার আগে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারে এবং ফজরের সালাতের আগে তিনি আরো দু' রাকা'আত পড়তেন। তারপর তিনি ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করতেন, সালাতের জন্য মুআয্‌যিনের আসা পর্যন্ত।

٦٢٩. بَابُ سَاعَاتِ الْوِتْرِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَوْ صَانِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

৬২৯. অনুচ্ছেদ ঃ বিতরের সময়। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী ﷺ আমাকে ঘুমানোর পূর্বে বিত্‌র আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

٩٤١ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ اُطِيْلُ فِيْهِمَا الْقِرَاءَةَ فَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الْاَذَانَ بِاُذُنَيْهِ ، قَالَ حَمَّادُ اَىْ سُرْعَةً .

৯৪১ আবূ নু'মান (র.)......আনাস ইব্‌ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা.)-কে বললাম, ফজরের পূর্বের দু' রাকাআতে আমি কিরাআত দীর্ঘ করব কি না, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি বললেন, নবী ﷺ রাতে দু' দু' রাকা'আত করে সালাত আদায় করতেন এবং এক রাকাআতে মিলিয়ে বিত্‌র পড়তেন। এরপর ফজরের সালাতের পূর্বে তিনি দু' রাকা'আত এমন সময় আদায় করতেন যেন একামতের শব্দ তাঁর কানে আসছে। রাবী হাম্মাদ (র.) বলেন, অর্থাৎ দ্রুততার সাথে ।(সংক্ষিপ্ত কিরাআতে)

٩٤٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَانْتَهٰى وِتْرُهُ اِلَى السَّحَرِ .

৯৪২ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের সকল অংশে (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রাতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে) বিত্‌র আদায় করতেন আর (জীবনের) শেষ দিকে সাহ্‌রীর সময় তিনি বিত্‌র আদায় করতেন।

٦٣٠. بَابُ اِيْقَاظِ النَّبِىِّ ﷺ اَهْلَهُ بِالْوِتْرِ

৬৩০. অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌রের জন্য নবী করীম ﷺ কর্তৃক তাঁর পরিবারবর্গকে জাগানো।

٩٤٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ وَاَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلٰى فِرَاشِهِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُوْتِرَ اَيْقَظَنِىْ فَاَوْتَرْتُ .

৯৪৩ মুসাদ্দাদ (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (রাতে) সালাত আদায় করতেন, তখন আমি তাঁর বিছানায় আড়াআড়িভাবে ঘুমিয়ে থাকতাম। এরপর তিনি যখন বিত্‌র পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে জাগিয়ে দিতেন এবং আমিও বিত্‌র আদায় করে নিতাম।

٦٣١. بَابُ لِيَجْعَلْ اٰخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا

৬৩১. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের সর্বশেষ সালাত যেন বিত্‌র হয়।

٩٤٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ·

৯৪৪ মুসাদ্দাদ (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ বিত্‌রকে তোমাদের রাতের শেষ সালাত করবে।

٦٣٢. بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

৬৩২. অনুচ্ছেদ ঃ সাওয়ারী জন্তুর উপর বিত্‌রের সালাত।

٩٤٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ اَسِيْرُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيْدُ فَلَمَّ خَشِيْتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَاَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ خَشِيْتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَاَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَلَيْسَ لَكَ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلٰى وَاللّٰهِ قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ ·

৯৪৫ ইসমায়ীল (র.).........সায়ীদ ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.)-এর সঙ্গে মক্কার পথে সফর করছিলাম। সায়ীদ (র.) বলেন, আমি যখন ফজর হওয়ার আশংকা করলাম, তখন সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লাম এবং বিত্‌রের সালাত আদায় করলাম। এরপর তাঁর সঙ্গে মিলিত হলাম। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, ভোর হওয়ার আশংকা করে নেমে বিত্‌র আদায় করেছি। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মধ্যে কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নেই? আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠের পিঠে (আরোহী অবস্থায়) বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন।

٦٣٣. بَابُ الْوِتْرِ فِى السَّفَرِ

৬৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ সফর অবস্থায় বিত্‌র।

٩٤٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُوْمِئُ اِيْمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ اِلاَّ الْفَرَائِضَ وَيُوْتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ .

৯৪৬ মুসা ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.)......ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সফরে ফরয সালাত ব্যতীত তাঁর সাওয়ারীতে থেকেই ইশারায় রাতের সালাত আদায় করতেন। সাওয়ারী যে দিকেই ফিরুক না কেন, আর তিনি বাহনের উপরেই বিত্‌র আদায় করতেন।

٦٣٤. بَابُ الْقُنُوْتِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهُ

৬৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ'র আগে ও পরে কুনূত পাঠ করা।

٩٤٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَقَنَتَ النَّبِىُّ ﷺ فِى الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ اَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَسِيْرًا .

৯৪৭ মুসাদ্দাদ (র.)........মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ফজরের সালাতে নবী করীম ﷺ কুনূত পড়েছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁকে জিজ্ঞেসা করা হলো তিনি কি রুকূ'র আগে কুনূত পড়েছেন ? তিনি বললেন, কিছুদিন রুকূ'র পরে পড়েছেন।

٩٤٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوْتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فَاِنَّ فُلاَنًا اَخْبَرَنِىْ عَنْكَ اَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ كَذَبَ اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا اُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِيْنَ رَجُلاً اِلٰى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ دُوْنَ اُوْلٰئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ .

৯৪৮ মুসাদ্দাদ (র.).......আসিম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললন, কুনূত অবশ্যই পড়া হত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম। রুকূ'র আগে না পরে ? তিনি বললেন, রুকূ'র আগে। আসিম (র.) বললেন, অমুক ব্যক্তি আমাকে আপনার বরাত দিয়ে বলেছেন যে, আপনি বলেছেন, রুকূ'র পরে। তখন আনাস (রা.) বলেন, সে ভুল

বলেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ'র পরে এক মাস ব্যাপি কুনূত পাঠ করেছেন। আমার জানা মতে, তিনি সত্তর জন সাহাবীর একটি দল, যাদের কুর্‌রা (অভিজ্ঞ ক্বারীগণ) বলা হতো মুশরিকদের কোন এক কাউমের উদ্দেশ্যে পাঠান। এরা সেই কাউম নয়, যাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বদ্ দু'আ করেছিলেন। বরং তিনি এক মাস ব্যাপি কুনূতে সে সব কাফিরদের জন্য বদ্ দু'আ করেছিলেন যাদের সাথে তাঁর চুক্তি ছিল এবং তারা চুক্তি ভঙ্গ করে ক্বারীগণকে হত্যা করেছিল।

৯৪৯ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ ۔

৯৪৯ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মাস ব্যাপী রি'ল ও যাক্‌ওয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে নবী ﷺ কুনূতে দু'আ পাঠ করেছিলেন।

৯৫০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ الْقُنُوْتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ ۔

৯৫০ মুসাদ্দাদ (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাগরিব ও ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করা হত।

كِتَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ

অধ্যায় ঃ বৃষ্টির জন্য দু‘আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ

অধ্যায় ঃ বৃষ্টির জন্য দু'আ

٦٣٥. بَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ وَخُرُوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ

৬৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির জন্য দু'আ এবং দু'আর উদ্দেশ্যে নবী করীম ﷺ -এর বের হওয়া।

৯৫১ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهٖ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ يَسْتَسْقِىْ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ·

৯৫১ আবূ নু'আইম (র.).....আব্বাদ ইব্ন তামীম (র.) তাঁর চাচা (আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে বের হলেন এবং তাঁর চাদর পাল্টালেন।

٦٣٦. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ

৬৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ —এর দু'আ ইউসুফ (আ.)—এর যমানার দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর মত (এদের উপরেও) কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ দিন।

৯৫২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَاَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ قَالَ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ هٰذَا كُلُّهُ فِى الصُّبْحِ ·

৯৫২ কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন শেষ রাকা'আত থেকে মাথা উঠালেন, তখন বললেন, হে আল্লাহ্! আইয়্যাশ ইব্‌ন আবূ রাবী'আহ্‌কে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ্! সালামা ইব্‌ন হিশামকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ্! ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ্! দুর্বল মু'মিনদেরকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ্! মুযার গোত্রের উপর আপনার শাস্তি কঠোর করে দিন। হে আল্লাহ্! ইউসুফ (আ.)-এর যমানার দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর ন্যায় (এদের উপরে) কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ দিন। নবী করীম ﷺ আরো বললেন, গিফার গোত্র, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর আসলাম গোত্র, আল্লাহ্ তাদেরকে নিরাপদে রাখুন। ইব্‌ন আবূ যিনাদ (র.) তাঁর পিতা থেকে বলেন, এ সমস্ত দু'আ ফজরের সালাতে ছিল।

٩٥٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا رَاٰى مِنَ النَّاسِ اِدْبَارًا قَالَ اَللّٰهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَاَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَىْءٍ حَتّٰى اَكَلُوا الْجُلُوْدَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيَفَ وَيَنْظُرَ اَحَدُهُمْ اِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوْعِ فَاَتَاهُ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ وَاِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا فَادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ اِلٰى قَوْلِهِ اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ مَضَتِ الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَاٰيَةُ الرُّوْمِ .

৯৫৩ হুমাইদী ও উসমান ইব্‌ন আবূ শাইবা (র.).......আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন লোকদেরকে ইসলাম বিমুখ ভূমিকায় দেখলেন, তখন দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! ইউসুফ (আ.)-এর যামানার সাত বছরের (দুর্ভিক্ষের) ন্যায় তাদের উপর সাতটি বছর দুর্ভিক্ষ দিন। ফলে তাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ আপতিত হল যে, তা সব কিছুই ধ্বংস করে দিল। এমন কি মানুষ তখন চামড়া, মৃতদেহ এবং পচা ও গলিত জানোয়ারও খেতে লাগল। ক্ষুধার তাড়নায় অবস্থা এতদূর চরম আকার ধারণ করল যে, কেউ যখন আকাশের দিকে তাকাত তখন সে ধূঁয়া দেখতে পেত। এমতাবস্থায় আবূ সুফিয়ান (ইসলাম গ্রহণ পূর্বে) নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি তো আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চল এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার আদেশ দান কর। কিন্তু তোমার কাউমের লোকেরা তো মরে যাচ্ছে। তুমি তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ কর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ..... فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ اِلٰى قَوْلِهِ اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى "আপনি সে দিনটির অপেক্ষায় থাকুন যখন আকাশ সুস্পষ্ট ধূঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে..... সেদিন আমি প্রবলভাবে তোমাদের পাকড়াও করব।" (৪৪ ঃ ১০-১৬) আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, সে কঠিন আঘাত এর দিন ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। ধূঁয়াও দেখা গেছে, আঘাতও এসেছে। আর মক্কার মুশ্‌রিকদের নিহত ও গ্রেফতারের

যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তাও সত্য হয়েছে। সত্য হয়েছে সূরা রূম-এর এ আয়াতও (রুমবাসী দশ বছরের মধ্যে পারসিকদের উপর আবার বিজয় লাভ করবে)।

٦٣٧. بَابُ سُؤَالِ النَّاسِ الْاِمَامَ الْاِسْتِسْقَاءَ اِذَا قَحَطُوْا

৬৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ অনাবৃষ্টির সময় লোকদের ইমামের নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আর আবেদন।

٩٥٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ اَبِيْ طَالِبٍ

وَاَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ * ثِمَالُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِلْاَرَامِلِ

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَسْقِيْ فَمَا يَنْزِلُ حَتّٰى يَجِيْشَ كُلُّ مِيْزَابٍ

وَاَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ * ثِمَالُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِلْاَرَامِلِ ٠

৯৫৪ আমর ইব্ন আলী (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা.)-কে আবূ তালিব-এর কবিতাটি পাঠ করতে শুনেছি,

وَاَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ * ثِمَالُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِلْاَرَامِلِ – ১

উমর ইব্ন হামযা (র.).........ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর বৃষ্টির জন্য দু'আ রত অবস্থায় আমি তাঁর পবিত্র চেহারার দিকে তাকালাম এবং কবির এ কবিতাটি আমার মনে পড়লো। আর তাঁর (মিম্বর থেকে) নামতে না নামতেই প্রবল বেগে মীযাব[২] থেকে পানি প্রবাহিত হতে দেখলাম। আর এ হলো আবূ তালিবের কবিতা।

٩٥٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ اِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقٰى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ ٠

৯৫৫ হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)

১. তিনি শুভ্র তাঁর চেহারার অসীলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করা হতো। তিনি ইয়াতীমদের আহার দানকারী আর বিধবাদের হিফাযতকারী।
২. মীযাব – ছাদ থেকে পানি নামার নালী।

অনাবৃষ্টির সময় আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর উসিলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্! (প্রথমে) আমরা আমাদের নবী করীম ﷺ-এর অসিলা দিয়ে দু'আ করতাম এবং আপনি বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আমাদের নবী করীম ﷺ-এর চাচার উসিলা দিয়ে দু'আ করছি, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, দু'আর সাথে সাথেই বৃষ্টি বর্ষিত হত।

٦٣٨. بَابُ تَحْوِيْلِ الرِّدَاءِ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ

৬৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিস্কায় চাদর উল্টানো।

٩٥٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ ابْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ ٠

৯৫৬ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বৃষ্টির জন্য দু'আ করেন এবং নিজের চাদর উল্টিয়ে দেন।

٩٥٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ يُحَدِّثُ اَبَاهُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ هُوَ صَاحِبُ الْاَذَانِ وَلٰكِنَّهُ وَهَمٌ لِاَنَّ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيُّ مَازِنُ الْاَنْصَارِ ٠

৯৫৭ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ঈদগাহে গেলেন এবং বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। তারপর কিব্লামুখী হয়ে নিজের চাদরখানি উল্টিয়ে নিলেন এবং দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ইব্ন উয়াইনা (র.) বলতেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা.) হলেন, আযানের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সাহাবী। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ ইনি হলেন, সেই আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসিম মাযিনী, যিনি আনসারের মাযিন গোত্রের লোক।

٦٣٩. بَابُ اِنْتِقَامِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ بِالْقَحْطِ اِذَا انْتُهِكَ مَحَارِمُ اللّٰهِ

৬৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র মাখলূকের মধ্য থেকে কেউ তাঁর মর্যাদাপূর্ণ বিধানসমূহের সীমালংঘন করলে মহিমময় প্রতিপালক কর্তৃক দুর্ভিক্ষ দিয়ে শাস্তি প্রদান।

٦٤٠. بَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

৬৪০. অনুচ্ছেদ ঃ জামে' মসজিদে বৃষ্টির জন্য দু'আ।

٩٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ نَمِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ رَجُلاً دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِماً فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِىْ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللّٰهَ يُغِيْثُنَا، قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا قَالَ اَنَسٌ وَلاَ وَاللّٰهِ مَانَرَى فِى السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةٍ وَلاَ شَيْئًا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ قَالَ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذٰلِكَ الْبَابِ فِى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُمْسِكْهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ، اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالْاٰجَامِ وَالْجِبَالِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِىْ فِى الشَّمْسِ قَالَ شَرِيْكٌ فَسَاَلْتُ اَنَسًا اَهُوَ الرَّجُلُ الْاَوَّلُ قَالَ لاَ اَدْرِىْ ۰

৯৫৮ মুহাম্মাদ (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জুমু'আর দিন মিম্বরের সোজাসুজি দরওয়াযা দিয়ে (মসজিদে) প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাগুলোর চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তাঁর উভয় হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ্! বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ্! বৃষ্টি দিন। আনাস (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তখন আকাশে মেঘমালা, মেঘের চিহ্ন বা কিছুই দেখতে পাইনি। অথচ সাল'আ পর্বত ও আমাদের মধ্যে কোন ঘর বাড়ী ছিল না। আনাস (রা.) বলেন, হঠাৎ সাল'আ পর্বতের পিছন থেকে ঢালের মত মেঘ বেরিয়ে এল এবং তা মধ্য আকাশে পৌঁছে বিস্তৃত হয়ে পড়ল। তারপর বর্ষণ শুরু হল। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা ছয়দিন সূর্য দেখতে পাইনি। তারপর এক ব্যক্তি পরবর্তী জুমু'আর দিন সে দরওয়াযা দিয়ে (মসজিদে) প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাটও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই আপনি আল্লাহ্‌র নিকট বৃষ্টি বন্ধের জন্য দু'আ করুন। আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উভয় হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়; টিলা, পাহাড়, উচ্চভূমি, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। আনাস (রা.) বলেন, এতে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা (মসজিদ থেকে বেরিয়ে) রোদে চলতে লাগলাম। শরীক (র.) (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কি আগের সে লোক ? তিনি বললেন, আমি জানি না।

٦٤١. بَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ فِيْ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

৬৪১. অনুচ্ছেদ ঃ কিব্‌লার দিকে মুখ না করে জুমু'আর খুত্‌বায় বৃষ্টির জন্য দু'আ করা।

৯৫৯ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُغِيْثُنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا ، اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا ، قَالَ اَنَسُ وَلاَ وَاللّٰهِ مَانَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَقَزَعَةٍ وَمَابَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ اَنْتَشَرَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ فَلاَ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذٰلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُمْسِكُهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاَكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيْكٌ فَسَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اَهُوَ الرَّجُلُ الْاَوَّلُ فَقَالَ مَا اَدْرِيْ ۰

৯৫৯ কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জুমু'আর দিন দারুল কাযা (বিচার কাজ সমাধার স্থান)-এর দিকের দরওয়াযা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল। আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ্! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ্! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। আনাস (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মেঘ নেই, মেঘের সামান্য টুক্‌রাও নেই। অথচ সাল'আ পর্বত ও আমাদের মধ্যে কোন ঘরবাড়ি ছিল না। তিনি বলেন, হঠাৎ সাল'আর ওপাশ থেকে ঢালের মত মেঘ উঠে এল এবং মধ্য আকাশে এসে ছড়িয়ে পড়ল। এরপর প্রচুর বর্ষণ হতে লাগল। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা ছয়দিন সূর্য দেখতে পাইনি। এর পরের জুমু'আয় সে দরওয়াযা দিয়ে এক ব্যক্তি প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। লোকটি তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ধন সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই আপনি বৃষ্টি বন্ধের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন। আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন দু' হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের আশে পাশে, আমাদের

উপর নয়। হে আল্লাহ্! টিলা, মালভূমি, উপত্যকার অভ্যন্তরে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। আনাস (রা.) বলেন, তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা বেরিয়ে রোদে চলতে লাগলাম। (রাবী) শরীক (র.) বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কি আগের সেই লোক? তিনি বললেন, আমি জানি না।

٦٤٢. بَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ

৬৪২. অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ।

٩٦٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَحَطَ الْمَطَرُ فَادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَسْقِيَنَا فَدَعَا فَمُطِرْنَا فَمَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ اِلَى مَنَازِلِنَا فَمَازِلْنَا نُمْطَرُ اِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ قَالَ فَقَامَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً يُمْطَرُوْنَ وَلاَ يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ .

৯৬০ মুসাদ্দাদ (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিন খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। এ সময় একজন লোক এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন। তিনি যেন আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তিনি তখন দু'আ করলেন। ফলে এত অধিক বৃষ্টি হল যে, আমাদের নিজ নিজ ঘরে পৌঁছতে পারছিলাম না। এমনকি পরের জুমু'আ পর্যন্ত বৃষ্টি হতে থাকল। আনাস (রা.) বলেন, তখন সে লোকটি অথবা অন্য একটি লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি দু'আ করুন, আল্লাহ্ যেন আমাদের উপর থেকে বৃষ্টি সরিয়ে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। আনাস (রা.) বলেন, আমি তখন দেখতে পেলাম, মেঘ ডানে ও বামে বিভক্ত হয়ে বৃষ্টি হতে লাগল, মদীনাবাসীর উপর বর্ষণ হচ্ছিল না।

٦٤٣. بَابُ مَنِ اكْتَفٰى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ

৬৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির দু'আর জন্য জুমু'আর সালাতকে যথেষ্ট মনে করা।

٩٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكَتِ الْمَوَاشِيْ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَدَعَا فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِيْ فَادْعُ اللّٰهَ يُمْسِكْهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ

اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ ٠

৯৬১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)........আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, গৃহপালিত পশুগুলো মরে যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি দু'আ করলেন। ফলে সে জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকল। তারপর সে ব্যক্তি আবার এসে বলল, (অতি বৃষ্টির কারণে) ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, রাস্তা অচল হয়ে যাচ্ছে এবং পশুগুলোও মরে যাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহ্! টিলা, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। তখন মদীনা থেকে মেঘ এমনভাবে কেটে গেল, যেমন কাপড় ফেড়ে ফাঁক হয়ে যায়।

٦٤٤. بَابُ الدُّعَاءِ اِذَا تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ

৬৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ অধিক বৃষ্টির কারণে রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দু'আ করা।

٩٦٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِىْ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمُطِرُوْا مِنْ جُمُعَةٍ اِلَى جُمُعَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ عَلَى رُؤُسِ الْجِبَالِ وَالْاٰكَامِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ ٠

৯৬২ ইসমায়ীল (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পশুগুলো মারা যাচ্ছে, এবং রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আপনি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন। ফলে সে জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকল। এরপর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঘরবাড়ী ধ্বসে পড়েছে, রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং পশুগুলোও মরে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন ঃ হে আল্লাহ্! পাহাড়ের চূড়ায়, টিলায়, উপত্যকায় এবং বনাঞ্চলে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। তারপর মদীনার আকাশ থেকে মেঘ সরে গেল, যেমন কাপড় ফেড়ে ফাঁক হয়ে যায়।

٦٤٥. بَابُ مَاقِيْلَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৬৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ বলা হয়েছে, জুমু'আর দিন বৃষ্টির জন্য দু'আ করার সময় নবী ﷺ তাঁর চাঁদর উল্টান নি।

٩٦٣ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلًا شَكَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ هَلَاكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ فَدَعَا اللّٰهَ يَسْتَسْقِىْ وَلَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

৯৬৩ হাসান ইব্‌ন বিশ্‌র (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত একব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার এবং পরিবার পরিজনের দুঃখ-কষ্টের অভিযোগ করে। তখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। বর্ণনাকারী একথা বলেন নি, তিনি (আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ) তাঁর চাদর উল্টিয়ে ছিলেন এবং এও বলেন নি, তিনি কিব্‌লামুখী হয়েছিলেন।

٦٤٦. بَابُ اِذَا اسْتَشْفَعُوْا اِلَى الْاِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدَّهُمْ

৬৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির জন্য ইমামকে দু'আ করার অনুরোধ করা হলে তা প্রত্যাখ্যান না করা।

٩٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِيْ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ فَدَعَا اللّٰهَ فَمُطِرُوْا مِنْ جُمُعَةٍ اِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ عَلَى ظُهُوْرِ الْجِبَالِ وَالْاٰكَامِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ .

৯৬৪ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর কাছে একব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! পশুগুলো মরে যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহ্‌র নিকট (বৃষ্টির জন্য) দু'আ করুন। তখন তিনি দু'আ করলেন। ফলে এক জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হতে থাকল। এরপর একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! ঘরবাড়ী বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তা ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং পশুগুলোও মরে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তখন দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্‌! পাহাড়ের উপর, টিলার উপর, উপত্যকা এলাকায় এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। ফলে মদীনা থেকে মেঘ এরূপভাবে কেটে গেল যেমন কাপড় ফেড়ে ফাঁক হয়ে যায়।

٦٤٧. بَابُ اِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُوْنَ بِالْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَ الْقَحْطِ

৬৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ দুর্ভিক্ষের সময় মুশরিক্‌রা মুসলিমদের নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আর আবেদন করলে।

٩٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ وَالْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ اَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اِنَّ قُرَيْشًا اَبْطَوُا عَنِ الْاِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِىُّ ﷺ فَاَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتّٰى هَلَكُوْا فِيْهَا وَاَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ فَجَاءَهُ اَبُوْسُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَاِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوْا فَادْعُ اللّٰهَ فَقَرَأَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ ثُمَّ عَادُوْا اِلٰى كُفْرِهِمْ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ وَزَادَ اَسْبَاطُ عَنْ مَنْصُوْرٍ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسُقُوا الْغَيْثَ فَاَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ فَسُقُوا النَّاسَ حَوْلَهُمْ ۔

৯৬৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র.).......ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইশরা যখন ইসলাম গ্রহণে দেরী করছিল, তখন নবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করলেন। পরিণামে তাদেরকে দুর্ভিক্ষ এমনভাবে গ্রাস করল যে, তারা বিনাশ হতে লাগল এবং মৃতদেহ ও হাড়গোড় খেতে লাগল। তখন আবূ সুফিয়ান (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি তো আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়ে থাক। অথচ তোমার কাউম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তুমি মহান আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ কর। তখন তিনি তিলাওয়াত করলেন, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ "তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের যে দিন আসমানে প্রকাশ্য ধূঁয়া দেখা দিবে।" তারপর (আল্লাহ্‌ যখন তাদের বিপদমুক্ত করলেন তখন) তারা আবার কুফরীর দিকে ফিরে গেল। এর পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ্‌র এ বাণী ঃ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى "যেদিন আমি কঠোরভাবে পাকড়াও করব অর্থাৎ বদরের দিন। মানসূর (র.) থেকে (বর্ণনাকারী) আসবাত (র.) আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করেন। ফলে লোক-জনের উপর বৃষ্টিপাত হয় এবং অবিরাম সাতদিন পর্যন্ত বর্ষিত হতে থাকে। লোকেরা অতিবৃষ্টির বিষয়টি পেশ করল। তখন নবী ﷺ দু'আ করে বলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। তারপর তাঁর মাথার উপর থেকে মেঘ সরে গেল। তাঁদের পার্শ্ববর্তী লোকদের উপর বর্ষিত হল।

٦٤٨. بَابُ الدُّعَاءِ اِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

৬৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ অধিক বর্ষনের সময় এ রূপ দু'আ করা "যেন পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি হয় আমাদের এলাকায় নয়।"

٩٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوْا فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ فَادْعُ

اللّٰهَ يَسْقِيْنَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا مَرَّتَيْنِ وَاَيْمُ اللّٰهِ مَانَرَى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ فَنَشَاَتْ سَحَابَةٌ وَاَمْطَرَتْ وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ اِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِىْ تَلِيْهَا فَلَمَّا قَامَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ صَاحُوْا اِلَيْهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يَحْبِسُهَا عَنَّا فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَاعَلَيْنَا فَكَشَطَتِ الْمَدِيْنَةُ فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوْلَهَا وَلَا تَمْطُرُ بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةً فَنَظَرْتُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَاِنَّهَا لَفِىْ مِثْلِ الْاِكْلِيْلِ ٠

৯৬৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বক্‌র (র.).........আনাস (ইব্‌ন মালিক) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। তখন লোকেরা দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, গাছপালা লাল হয়ে গিয়েছে এবং পশুগুলো মারা যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। এভাবে দু'বার বললেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তখন আকাশে এক খণ্ড মেঘও দেখতে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মেঘ দেখা দিল এবং বর্ষণ হলো। তিনি (রাসূলুল্লাহ্) মিম্বর থেকে নেমে সালাত আদায় করলেন। এরপর যখন তিনি চলে গেলেন, তখন থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত বৃষ্টি হতে থাকে। তারপর যখন তিনি (দাঁড়িয়ে) জুমু'আর খুত্‌বা দিচ্ছিলেন, তখন লোকেরা উচ্চস্বরে তাঁর নিকট নিবেদন করল, ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হচ্ছে, রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন যেন আমাদের থেকে তিনি বৃষ্টি বন্ধ করেন। তখন নবী ﷺ মৃদু হেঁসে বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। তখন মদীনার আকাশ মুক্ত হলো আর এর আশে পাশে বৃষ্টি হতে লাগল। মদীনায় তখন এক ফোঁটা বৃষ্টিও হচ্ছিল না। আমি মদীনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মদীনা যেন মেঘ মুকুটের মাঝে শোভা পাচ্ছিল।

٦٤٩ بَابُ الدُّعَاءِ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ قَائِمًا وَقَالَ لَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِىُّ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَاسْتَسْقَى فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ وَرَاَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ النَّبِىَّ ﷺ

৬৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে ইস্‌তিসকার দু'আ করা। আবূ নু'আইম (র.) যুহায়র (র.)–এর মাধ্যমে আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ আনসারী (রা.) বের হলেন এবং, বারাআ ইব্‌ন আযিব ও যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.) ও তাঁর সঙ্গে বের হলেন। তিনি মিম্বর ছাড়াই পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে তাঁদের সংগে

নিয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। তারপর ইস্তিগফার করে আযান ও ইকামাত ব্যতীত সশব্দে কিরাআত পড়ে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন।(রাবী) আবু ইসহাক (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (আনসারী) (রা.) নবী ﷺ -কে দেখেছেন। (কাজেই তিনিও একজন সাহাবী)।

٩٦٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبَّادُ بْنِ تَمِيْمٍ اَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِيْ لَهُمْ فَقَامَ فَدَعَا اللّٰهَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَاُسْقُوْا ٠

৯৬৭ আবুল ইয়ামান (র.)........আব্বাদ ইব্ন তামীম (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁর চাচা নবী ﷺ -এর একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে নবী ﷺ সাহাবীগণকে নিয়ে তাঁদের জন্য বৃষ্টির দু'আর উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি দাঁড়ালেন এবং দাঁড়িয়েই আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করলেন। তারপর কিব্লামুখী হয়ে নিজ চাদর উল্টিয়ে দিলেন। এরপর তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল।

٦٥٠. بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ

৬৫০. অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিসকায় সশব্দে কিরাআত পাঠ।

٩٦٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِيْ فَتَوَجَّهَ اِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُوْ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ٠

৯৬৮ আবূ নু'আইম (র.)......আব্বাদ ইব্ন তামীম (রা.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বৃষ্টির দু'আর জন্য বের হলেন, কিব্লামুখী হয়ে দু'আ করলেন এবং নিজের চাদরখানি উল্টে দিলেন। তারপর দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। তিনি উভয় রাকা'আতে সশব্দে কিরাআত পাঠ করলেন।

٦٥١. بَابُ كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهْرَهُ اِلَى النَّاسِ

৬৫১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ কিভাবে মানুষের দিকে পিঠ ফিরালেন।

٩٦٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِيْ قَالَ فَحَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوْ ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلّٰى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ٠

৯৬৯ আদম (র.)........আব্বাদ ইব্ন তামীম (র.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী

ﷺ যেদিন বৃষ্টির দু'আর উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, আমি তা দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি লোকদের দিকে তাঁর পিঠ ফিরালেন এবং কিব্‌লামুখী হয়ে দু'আ করলেন। এরপর তিনি তাঁর চাদর উল্টে দিলেন। তারপর আমাদের নিয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন। তিনি উভয় রাকা'আতে সশব্দে কিরাআত পাঠ করেন।

٦٥٢. بَابُ صَلاَةِ الْاِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ

৬৫২. অনুচ্ছেদ ঃ ইস্‌তিস্‌কার সালাত দু' রাকা'আত।

٩٧٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ .

৯৭০ কুতাইবা ইব্‌ন সাইদ (র.)........আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (র.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন এবং চাদর উল্‌টিয়ে নিলেন।

٦٥٣. بَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ فِى الْمُصَلَّى

৬৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগাহে ইসতিস্‌কা।

٩٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِىْ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ قَالَ سُفْيَانُ فَاَخْبَرَنِى الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ جَعَلَ الْيَمِيْنَ عَلَى الشِّمَالِ .

৯৭১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)........আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (র.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইসতিস্‌কার জন্য ঈদগাহ্‌র ময়দানে গমন করেন। তিনি কিব্‌লামুখী হলেন, এরপর দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন এবং তাঁর চাদর উল্টিয়ে নিলেন। সুফিয়ান (র.) বলেন, আবূ বক্‌র (রা.) থেকে মাসউদী (রা.) আমাকে বলেছেন, তিনি (চাদর পাল্টানোর ব্যাখ্যায়) বলেন, ডান পাশ বাঁ পাশে দিলেন।

٦٥٤. بَابُ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ

৬৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির জন্য দু'আর সময় কিব্‌লামুখী হওয়া।

٩٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ

اَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى يُصَلِّىْ وَاَنَّهُ لَمَّا دَعَا اَوْ اَرَادَ اَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ زَيْدٍ هٰذَا مَازِنِىٌّ وَالْاَوَّلُ كُوْفِىٌّ هُوَ ابْنُ يَزِيْدَ ·

৯৭২ মুহাম্মদ (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতের জন্য ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি যখন দু'আ করলেন অথবা দু'আ করার ইচ্ছা করলেন তখন কিব্‌লামুখী হলেন এবং তাঁর চাদর উল্টিয়ে নিলেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, এ (হাদীসের বর্ণনাকারী) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ তিনি মাযিন গোত্রীয়। আগের হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন কুফী এবং তিনি ইব্‌ন ইয়াযিদ।

٦٥٥. بَابُ رَفْعِ النَّاسِ اَيْدِيَهُمْ مَعَ الْاِمَامِ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ

৬৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিস্‌কায় ইমামের সঙ্গে লোকদের হাত উঠানো।

٩٧٣ قَالَ اَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ اَعْرَابِىٌّ مِنْ اَهْلِ الْبَدْوِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُوْ وَرَفَعَ النَّاسُ اَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُوْنَ قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى مُطِرْنَا فَمَازِلْنَا نُمْطَرُ حَتّٰى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْاُخْرٰى فَاَتَى الرَّجُلُ اِلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَشِقَ الْمُسَافِرُ وَمُنِعَ الطَّرِيْقُ بَشِقَ اَىْ مَلَّ وَقَالَ الْاُوَيْسِىُّ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَشَرِيْكٍ سَمِعَا اَنَسًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ ·

৯৭৩ আইয়্যুব ইব্‌ন সুলায়মান (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুঈন জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (অনাবৃষ্টিতে) পশুগুলো মরে যাচ্ছে, পরিবার-পরিজন মারা যাচ্ছে, মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আর জন্য দু'হাত উঠালেন। লোকজনও দু'আর জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে হাত উঠিয়ে দু'আ করতে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন,আমরা মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল, এমন কি পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি হতে থাকল। তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুসাফির ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। ' بَشِقَ '-এর অর্থ ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। ওয়ায়সী (র.) আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর উভয় হাত উঠিয়েছিলেন, এমন কি আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।

٦٥٦. بَابُ رَفْعِ الْإِمَامِ يَدَهُ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ

৬৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইস্‌তিসকায় ইমামের হাত উঠানো।

٩٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَىْءٍ مِنْ دُعَاءِهِ اِلاَّ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ وَاِنَّهُ يَرْفَعُ حَتّٰى يُرَى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ .

৯৭৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইসতিস্‌কা ব্যতীত অন্য কোথাও দু'আর মধ্যে হাত উঠাতেন না।[১] তিনি হাত এতটুকু উপরে উঠাতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।

٦٥٧. بَابُ مَا يُقَالُ اِذَا اَمْطَرَتْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَصَيِّبٍ الْمَطَرِ وَقَالَ غَيْرُهُ صَابَ وَاَصَابَ يَصُوْبُ

৬৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টিপাতের সময় কি পড়তে হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, কুরআনের আয়াত ' كَصَيِّبٍ ' অর্থ বৃষ্টি। অন্যরা বলেছেন ' صَيِّبٍ ' শব্দটি صَابَ وَاَصَابَ يَصُوْبُ এর মূল ধাতু থেকে উৎপন্ন।

٩٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ اَبُو الْحَسَنِ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِىُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ نَافِعٍ .

৯৭৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বৃষ্টি দেখলে বলতেন, হে আল্লাহ্! মুষলধারায় কল্যাণকর বৃষ্টি দাও। কাসিম ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.) উবায়দুল্লাহ্‌র সূত্রে তার বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন এবং উকাইল ও আওযায়ী (র.) নাফি' (র.) থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

٦٥٨. بَابُ مَنْ تَمَطَّرَ فِى الْمَطَرِ حَتّٰى يَتَحَادَرَ عَلٰى لِحْيَتِهِ

৬৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টিতে কেউ এমনভাবে ভিজে যাওয়া যে, দাঁড়ি বেয়ে পানি ঝরলো।

٩٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ اَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ

১. ইসতিস্‌কা ছাড়া অন্যান্য স্থানে নবী ﷺ হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন সহীহ্ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। এস্থলে হাত উঠাতেন না দ্বারা বেশী উর্ধ্বে হাত উঠাতেন না বুঝানো হয়েছে।

عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا أَنْ يَسْقِيَنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ قَالَ فَثَارَ سَحَبُ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتّٰى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلٰى لِحْيَتِهِ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ وَفِي الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِيْ يَلِيْهِ اِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى فَقَامَ ذٰلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَمَا جَعَلَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ اِلَّا تَفَرَّجَتْ حَتّٰى صَارَتِ الْمَدِيْنَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ حَتّٰى سَالَ الْوَادِيْ وَادِيْ قَنَاةَ شَهْرًا ، قَالَ فَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ ·

৯৭৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে একবার লোকেরা অনাবৃষ্টিতে পতিত হল। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে জুমু'আর খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (অনাবৃষ্টিতে) ধন সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পরিবার পরিজন ক্ষুধার্ত। আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের বৃষ্টি দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (দু'আর জন্য) তাঁর দু' হাত তুললেন। সে সময় আকাশে একখণ্ড মেঘও ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, হঠাৎ পাহাড়ের মত বহু মেঘ একত্রিত হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বর থেকে অবতরণের পূর্বে বৃষ্টি শুরু হলো। এমনকি আমি দেখলাম, নবী ﷺ-এর দাড়ি মুবারক বেয়ে বৃষ্টির পানি ঝরছে। বর্ণনাকারী আরো বলেন সেদিন, তার পরের দিন, তার পরবর্তী দিন এবং পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত বৃষ্টি হল। তারপর সে বেদুঈন বা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (অতি বৃষ্টিতে) ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে গেল, সম্পদ ডুবে গেল, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্য দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তাঁর দু'হাত তুলে বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। এরপর তিনি হাত দিয়ে আকাশের যে দিকে ইঙ্গিত করলেন, সে দিকের মেঘ কেটে গেল। এতে সমগ্র মদীনার আকাশ মেঘ মুক্ত চালের মত হয়ে গেল এবং কানাত উপত্যকায় এক মাস ধরে বৃষ্টি প্রবাহিত হতে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন যে অঞ্চল থেকে লোক আসত, কেবল এ অতিবৃষ্টির কথাই বলাবলি করত।

٦٥٩. بَابُ اِذَا هَبَّتِ الرِّيْحُ

৬৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ যখন বায়ু প্রবাহিত হয়।

৯৭৭ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَتِ الرِّيْحُ الشَّدِيْدَةُ اِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذٰلِكَ فِيْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ

৯৭৭ সাঈদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হত তখন নবী ﷺ -এর চেহারায় তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। (অর্থাৎ চেহারায় আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠত)।

٦٦٠. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ نُصِرْتُ بِالصَّبَا

৬৬০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর উক্তি, "আমাকে পূবালী হাওয়া দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে"।

٩٧٨ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَاُهْلِكَتْ عَادُ بِالدَّبُوْرِ ·

৯৭৮ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, আমাকে পূবালী হাওয়া দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। আর আদ জাতিকে পশ্চিমা বায়ূ দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

٦٦١. بَابُ مَا قِيْلَ فِى الزَّلاَزِلِ وَالْاٰيَاتِ

৬৬১. অনুচ্ছেদ ঃ ভূমিকম্প ও কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।

٩٧٩ حَدَّثَنَا اَبُـو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْـمَالُ فَيَفِيْضُ ·

৯৭৯ আবুল ইয়ামান (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না ইল্‌ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিত্না প্রকাশ পাবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। হারজ খুন-খারাবী। তোমাদের ধন-সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, উপচে পড়বে।

٩٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ شَامِنَا وَفِى يَمَنِنَا قَالَ قَالُوْا وَفِى نَجْـدِنَا قَالَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ شَامِنَا وَفِىْ يَمَنِنَا قَالَ قَالُوْا وَفِىْ نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ·

৯৮০ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র.)......ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের শামে (সিরিয়া) ও ইয়ামনে বরকত দান করুন। লোকেরা বলল, আমাদের নজদেও। নবী ﷺ বললেনঃ হে আল্লাহ্! আমাদের শামদেশে ও ইয়ামনে বরকত দান করুন। লোকেরা তখন বলল,

আমাদের নজদেও। রাবী বলেন, নবী ﷺ তখন বললেন ঃ সেখানে তো রয়েছে ভূমিকম্প ও ফিত্না-ফাসাদ আর শয়তানের শিং[১] সেখান থেকেই বের হবে।

٦٦٢. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالىٰ : وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شُكْرَكُمْ

৬৬২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ঃ "এবং তোমরা মিথ্যা আরোপকেই তোমাদের উপজীব্য করেছ"। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, 'রিয্ক' দ্বারা এখানে 'কৃতজ্ঞতা' বুঝানো হয়েছে।

৯৮১ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِيْ مَالِك عَنْ صَالِحِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى اِثْرِ سَمَاءٍ كَانَ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ، فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَاَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَالِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ .

৯৮১ ইসমায়ীল (র.).......যায়িদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে বৃষ্টিপাতের পরে আমাদের নিয়ে হুদাইবিয়ায় ফজরের সালাত আদায় করেন। তারপর নবী ﷺ ফিরিয়ে লোকদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ তোমরা কি জান, তোমাদের রব কি বলেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি তখন বললেন, (আল্লাহ্ বলেছেন) আমার কিছুসংখ্যক বান্দা অবিশ্বাসী হয়ে গেল। যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্র ফযল ও রহমতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে ব্যক্তি বলে, অমুক অমুক নক্ষত্র উদয়ের ফলে (বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে) সে ব্যক্তি আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।

٦٦٣. بَابُ لَا يَدْرِيْ مَتٰى يَجِيْءُ الْمَطَرُ اِلَّا اللّٰهُ ، وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ

৬৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ কখন বৃষ্টি হবে তা মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, পাঁচটি এমন বিষয় রয়েছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না।

৯৮২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَايَعْلَمُهَا اِلَّا اللّٰهُ ، لَا يَعْلَمُ اَحَدٌ مَا يَكُوْنُ فِيْ غَدٍ وَلَا يَعْلَمُ اَحَدٌ مَا يَكُوْنُ

১. তার দল বা অনুসারী।

فِي الْأَرْحَامِ ، وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ ، وَمَا يَدْرِيْ أَحَدٌ مَتَى يَجِئُ الْمَطَرُ .

৯৮২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)......ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ গায়বের কুঞ্জি হল পাঁচটি, যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। ১. কেউ জানে না যে, আগামীকাল কী ঘটবে। ২. কেউ জানে না যে মায়ের গর্ভে কী আছে। (৩) কেউ জানে না যে, আগামীকাল সে কী অর্জন করবে। ৪. কেউ জানে না যে, সে কোথায় মারা যাবে। ৫. কেউ জানে না যে, কখন বৃষ্টি হবে।

كِتَابُ الْكُسُوْفِ

অধ্যায় ঃ সূর্যগ্রহণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْكُسُوْفِ

অধ্যায় ঃ সূর্যগ্রহণ

٦٦٤. بَابُ الصَّلاَةِ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ

৬৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় সালাত।

٩٨٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّٰى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى انْجَلَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتّٰى يُكْشَفَ مَابِكُمْ ٠

৯৮৩ আমর ইব্‌ন আওন (র.)......আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম, এ সময় সূর্যগ্রহণ শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের চাদর টানতে টানতে মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং আমরাও প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে সূর্য প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি বললেনঃ কারো মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ দেখবে তখন এ অবস্থা কেটে যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে এবং দু'আ করতে থাকবে।

٩٨٤ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا ٠

৯৮৪ শিহাব ইব্‌ন আব্বাদ (র.).....আবূ মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ কোন লোকের মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে তা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। তাই তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হতে দেখবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে এবং সালাত আদায় করবে।

٩٨٥ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا ٠

৯৮৫ আসবাগ (র.)......ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে তা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কাজেই তোমরা যখনই গ্রহণ হতে দেখবে তখনই সালাত আদায় করবে।

٩٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ ، فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوْا وَادْعُوا اللّٰهَ ٠

৯৮৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)......মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় যে দিন (তাঁর পুত্র) ইবরাহীম (রা.) ইন্‌তিকাল করেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা তখন বলতে লাগল, ইব্‌রাহীম (রা.) এর মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন তা দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করবে।

٦٦٥. بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوْفِ

৬৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় সাদাকা করা।

٩٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ مَافَعَلَ فِي الْاُوْلٰى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ

تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَيَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا، ثُمَّ قَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ مَا مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَزْنِىَ عَبْدُهُ اَوْ تَزْنِىَ اَمَتُهُ ، يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا .

৯৮৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি দীর্ঘ সময় কিয়াম করেন, এরপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করেন। এরপর পুনরায় (সালাতে) তিনি উঠে দাঁড়ান এবং দীর্ঘ কিয়াম করেন। অবশ্য তা প্রথম কিয়াম চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি রুকূ' করেন এবং এ রুকূ'ও দীর্ঘ করেন। তবে তা প্রথম রুকূ'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজ্‌দা করেন এবং সিজ্‌দাও দীর্ঘক্ষণ করেন। এরপর তিনি প্রথম রাকা'আতে যা করেছিলেন তার অনুরূপ দ্বিতীয় রাকা'আতে করেন এবং যখন সূর্য প্রকাশিত হয় তখন সালাত শেষ করেন। এরপর তিনি লোকজনের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা দান করেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করেন। এরপর তিনি বলেনঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করবে। তাঁর মহত্ব ঘোষণা করবে এবং সালাত আদায় করবে ও সাদাকা প্রদান করবে। এরপর তিনি আরো বললেনঃ হে উম্মাতে মুহাম্মদী! আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌র কোন বান্দা যিনা করলে কিংবা কোন নারী যিনা করলে, আল্লাহ্‌র চাইতে বেশী অপসন্দকারী কেউ নেই। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহ্‌র কসম, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তা হলে তোমরা অবশ্যই কম হাঁসতে এবং বেশী কাঁদতে।

٦٦٦. بَابُ النِّدَاءِ بِالصَّلاَةُ جَامِعَةٌ فِى الْكُسُوْفِ

৬৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল কুসূফের জন্য 'আস্-সালাতু জামিয়াতুন' বলে আহবান।

٩٨٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمِ بْنِ اَبِىْ سَلاَّمٍ الْحَبَشِىُّ الدِّمَشْقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُوْدِىَ اِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ .

৯৮৮ ইসহাক (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় যখন সূর্যগ্রহণ হলো, তখন (সালাতে সমবেত হওয়ার জন্য) 'আস্-সালাতু জামিয়াতুন' বলে আহবান জানানো হলো।

٦٦٧. بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ فِي الْكُسُوْفِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ

৬৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় ইমামের খুত্‌বা। আয়িশা ও আসমা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ খুত্‌বা দিয়েছিলেন।

৯৮৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَبَّرَ فَاقْتَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِيَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ اَدْنٰى مِنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاسْتَكْمَلَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَنْصَرِفَ ، ثُمَّ قَامَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ هُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَايَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلَاةِ وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيْرُ بْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ اِنَّ اَخَاكَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِالْمَدِيْنَةِ لَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ قَالَ اَجَلْ لِاَنَّهُ اَخْطَأَ السُّنَّةَ .

৯৮৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকাইর ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ (র.).......নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর জীবৎকালে একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন তিনি মসজিদে গমন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকেরা তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হলো। তিনি তাক্‌বীর বললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। এরপর তাক্‌বীর বললেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূ'তে থাকলেন। এরপর ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলে দাঁড়ালেন এবং সিজ্‌দায় না গিয়েই আবার দীর্ঘক্ষণ কিরাআত পাঠ করলেন। তবে তা প্রথম কিরাআতের চাইতে অল্পস্থায়ী। তারপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বললেন এবং দীর্ঘ রুকূ' করলেন, তবে তা প্রথম রুকূ'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি বললেন ঃ ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' এরপর সিজ্‌দায় গেলেন। তারপর তিনি পরবর্তী রাকা'আতেও অনুরূপ করলেন এবং এভাবে চার সিজ্‌দার সাথে চার রাকা'আত পূর্ণ করলেন। তাঁর সালাত শেষ করার পূর্বেই সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন এবং বললেন ঃ সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি

নিদর্শন মাত্র। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ হয় না। কাজেই যখনই তোমরা গ্রহণ হতে দেখবে, তখনই ভীত হয়ে সালাতের দিকে গমন করবে। রাবী বর্ণনা করেন, কাসীর ইব্ন আব্বাস (র.) বলতেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে আয়িশা (রা.) থেকে উরওয়া (র.) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাই আমি উরওয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ভাই (আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর) তো মদীনায় যেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, সেদিন ফজরের সালাতের ন্যায় দু'রাকা'আত সালাত আদায়ের অতিরিক্ত কিছু করেননি। তিনি বললেন, তা ঠিক, তবে তিনি নিয়ম অনুসারে ভুল করেছেন।

٦٦٨. بَابُ هَلْ يَقُوْلُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ اَوْ خَسَفَتْ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَخَسَفَ الْقَمَرُ

৬৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ 'কাসাফাতিশ্ শামসু' বলবে, না 'খাসাফাতিশ্ শামসু' বলবে? আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'ওয়া খাসাফাল কামারু'।

৯৯০ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَاَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَامَ كَمَا هُوَ قَرَاَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً وَهِىَ اَدْنٰى مِنَ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ سَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلاً ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِى كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوا اِلَى الصَّلاَةِ ۰

৯৯০ সায়ীদ ইব্ন উফাইর (র.)......নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় সালাত আদায় করেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাক্বীর বললেন। এরপর দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করেন। তারপর তিনি দীর্ঘ রুকূ' করলেন। এরপর মাথা তুললেন, আর 'سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলে আগের মতই দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। তবে তা আগের কিরাআতের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকূ' করলেন, তবে এ রুকূ' প্রথম রুকূ'র চাইতে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি দীর্ঘ সিজ্দা করলেন। তারপর তিনি শেষ রাকা'আতে প্রথম রাকা'আতের অনুরূপ করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তখন সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি খুত্বা দিলেন। খুত্বায় তিনি সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে বললেন, এ হচ্ছে আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে গ্রহণ হয় না। কজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা ভীত বিহ্বল অবস্থায় সালাতের দিকে গমন করবে।

٦٦٩ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يُخَوِّفُ اللّٰهُ عِبَادَهُ بِالْكُسُوْفِ وَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৬৬৯ অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ এর উক্তি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যগ্রহণ দিয়ে তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। আবূ মূসা (আশ'আরী (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

৯৯১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَايَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ وَقَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُوْنُسَ يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ وَتَابَعَهُ مُوْسٰى عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَتَابَعَهُ اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ ·

৯৯১ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.)......আবূ বাক্রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। তবে এ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আবদুল ওয়ারিস, শু'আইব, খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্, হাম্মাদ ইব্ন সালাম (র.) ইউনুস (র.) থেকে 'এ দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন' বাক্যটি বর্ণনা করেননি; আর মূসা (র.) মুবারক (র.) স্থলে হাসান (র.) থেকে ইউনুস (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে আবূ বাক্রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ এ দিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। আশ'আস (র.) হাসান (র.) থেকে ইউনুস (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٦٧٠. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِى الْكُسُوْفِ

৬৭০. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় কবর আযাব থেকে পানাহ্ চাওয়া।

৯৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِىْ قُبُوْرِهِمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانَىِ الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلَةً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ

قِيَامًا طَوِيْــلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْــلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْــلاً وَهُوَ دُوْنَ الْــقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْــلاً وَهُوَ دُوْنَ الــرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْــصَرَفَ فَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ اَنْ يَتَعَوَّذُوْا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

৯৯২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)......নবী করীম ﷺ এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করতে এলো। সে আয়িশা (রা.)-কে বলল, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করুন। এরপর আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন, কবরে কি মানুষকে আযাব দেওয়া হবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তা থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। পরে কোন এক সকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওয়ারীতে আরোহণ করেন। তখন সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয়। তিনি সূর্যোদয় ও দুপুরের মাঝামাঝি সময় ফিরে আসেন এবং কামরাগুলোর মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করেন। এরপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন এবং লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়াল। তারপর তিনি দীর্ঘ কিয়াম করেন। এরপর তিনি দীর্ঘ রুকূ' করেন পরে মাথা তুলে দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে এ কিয়াম আগের কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর আবার তিনি দীর্ঘ রুকূ' করেন, তবে এ রুকূ' আগের রুকূ'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং সিজ্‌দায় গেলেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর দীর্ঘ রুকূ' করলেন। এ রুকূ' প্রথম রাকা'আতের রুকূ'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন এবং এ কিয়াম আগের কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর আবার রুকূ' করলেন এবং তা প্রথম রাকা'আতের রুকূ'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। পরে মাথা তুললেন এবং সিজ্‌দায় গেলেন। এরপর সালাত শেষ করলেন। আল্লাহ্র যা ইচ্ছা তিনি তা বললেন এবং কবর আযাব থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য উপস্থিত লোকদের নির্দেশ দেন।

٦٧١. بَابُ طُوْلِ السُّجُوْدِ فِي الْكُسُوْفِ

৬৭১. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সালাতে দীর্ঘ সিজ্‌দা করা।

৯৯৩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُوْدِيَ اِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِيْ سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْــعَتَيْنِ فِيْ سَجْــدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ اَطْوَلَ مِنْهَا .

৯৯৩ আবূ নু'আইম (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় যখন সূর্যগ্রহণ হয় তখন 'আস্-সালাতু জামি'আতুন' বলে ঘোষণা দেয়া হয়। নবী করীম ﷺ

তখন এক রাকা'আতে দু'বার রুকূ' করেন, এরপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকা'আতেও দু'বার রুকূ' করেন এরপর বসেন আর ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আয়িশা (রা.) বলেছেন, এ সালাত ব্যতীত এত দীর্ঘ সিজ্‌দা আমি কখনও করিনি।

٦٧٢. بَابُ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ جَمَاعَةً وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ فِىْ صُفَّةِ زَمْزَمَ وَجَمَعَ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

৬৭২. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণ-এর সালাত জামা'আতে আদায় করা। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) লোকদেরকে নিয়ে যম্‌যমের সুফ্‌ফায় সালাত আদায় করেন এবং আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) জামা'আতে সালাত আদায় করেছেন। ইব্‌ন উমর (রা.) গ্রহণে-এর সালাত আদায় করেছেন।

٩٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَيَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِىْ مَقَامِكَ ثُمَّ رَاَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَصَبْتُهُ لاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَاُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ اَفْظَعَ وَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوْا بِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ ، قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَاَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

৯৯৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন সালাত আদায় করেন এবং তিনি সূরা বাকারা পাঠ করতে যত সময় লাগে সে পরিমাণ দীর্ঘ কিয়াম করেন। এরপর দীর্ঘ রুকূ' করেন। তারপর মাথা তুলে পুনরায় দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি

দীর্ঘ রুকূ' করলেন। তবে তা প্রথম রুকূ'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি সিজ্‌দা করেন। আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর আবার দীর্ঘ রুকূ' করেন, তবে তা আগের রুকূ'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিয়াম করলেন, তবে তা প্রথম কিয়াম অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকূ' করেন, তবে তা প্রথম রুকূ' অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজ্‌দা করেন এবং সালাত শেষ করেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তারপর তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখনই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা থেকে কি যেন ধরছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পিছনে সরে এলেন। তিনি বললেন ঃ আমি তো জান্নাত দেখেছিলাম এবং এক গুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে, দুনিয়া কায়িম থাকা পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে পারতে। এরপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা স্ত্রীলোক। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কী কারণে ? তিনি বললেন ঃ তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞাসা করা হল, তারা কি আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে ? তিনি জবাব দিলেন, তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং ইহ্‌সান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো প্রতি সারা জীবন সদাচরণ কর, এরপর সে তোমার থেকে (যদি) সামান্য ত্রুটি পায়, তা হলে বলে ফেলে, তোমার থেকে কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না।

٦٧٣. بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوْفِ

৬৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় পুরুষদের সংগে মহিলাদের সালাত।

৯৯৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهَا قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَاِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّوْنَ ، وَاِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَاَشَارَتْ بِيَدِهَا اِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقُلْتُ اٰيَةٌ فَأَشَارَتْ اَىْ نَعَمْ ، قَالَتْ فَقُمْتُ حَتّٰى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ اَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ اَرَهُ اِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا حَتّٰى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، لَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ مِثْلَ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لاَ اَدْرِيْ اَيَّتَهُمَا قَالَتْ اَسْمَاءُ يُؤْتَى اَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُوْقِنُ لاَ اَدْرِيْ اَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاَجَبْنَا

وَامَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا اِنْ كُنْتَ لَمُوْقِنًا وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ لاَ اَدْرِىْ اَيَّتَهُمَا قَالَتْ اَسْمَاءُ ، فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ .

৯৯৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).........আসমা বিন্‌ত আবূ বক্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্যগ্রহণের সময় আমি নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.)-এর নিকট গেলাম। তখন লোক-জন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিল। তখন আয়িশা (রা.) ও সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কী হয়েছে ? তখন তিনি হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করলেন এবং 'সুবহানাল্লাহ্' বললেন। আমি বললাম, এ কি কোন নিদর্শন ? তখন তিনি ইশারায় বললেন, হাঁ। আসমা (রা.) বলেন, আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। এমন কি (দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে) আমি প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়লাম এবং মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন, তখন আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ আমি এ স্থান থেকে দেখতে পেলাম, যা এর আগে দেখিনি, এমন কি জান্নাত এবং জাহান্নাম। আর আমার নিকট ওহী পাঠান হয়েছে যে, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কবরের মধ্যে দাজ্জালের ফিত্‌নার ন্যায় অথবা বলেছেন তার কাছাকাছি ফিত্‌নায় লিপ্ত করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, ('মিস্‌লা' ও 'কারীবান') দু'টির মধ্যে কোন্‌টি আসমা (রা.) বলেছিলেন, তা আমার মনে নেই। তোমাদের এক একজনকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে প্রশ্ন করা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি জান ? তখন মু'মিন (ঈমানদার) অথবা 'মুকিন' (বিশ্বাসী) বলবেন– বর্ণনাকারী বলেন যে, আসমা (রা.) 'মু'মিন' শব্দ বলেছিলেন, না 'মুকীন' তা আমার স্মরণ নেই, তিনি হলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুস্পষ্ট দলীল ও হিদায়াত নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং আমরা এতে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি ও তাঁর অনুসরণ করেছি। এরপর তাঁকে বলা হবে, তুমি নেক্‌কার বান্দা হিসেবে ঘুমিয়ে থাক। আমরা অবশ্যই জানতাম যে, নিশ্চিতই তুমি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলে। আর মুনাফিক কিংবা সন্দেহকারী বর্ণনাকারী বলেন, আসমা (রা.) 'মুনাফিক' না 'সন্দেহকারী' বলেছিলেন তা আমার মনে নেই, সে শুধু বলবে, আমি কিছুই জানি না। আমি মানুষকে কিছু বলতে শুনেছি এবং আমিও তাই বলেছি।

٦٧٤. بَابُ مَنْ اَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فِى الْكُسُوْفِ الشَّمْسِ

৬৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করা পসন্দনীয়।

٩٩٦ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ لَقَدْ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِى كُسُوْفِ الشَّمْسِ .

৯৯৬ রাবী' ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.).......আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٦٧٥. بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ فِي الْمَسْجِدِ

৬৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে সূর্যগ্রহণের সালাত।

[৯৯৭] حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ يَهُوْدِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُوْرِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنْ ذَالِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلًا ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَدُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَدُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُوْنَ السُّجُوْدِ الْاَوَّلِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ ، اَنْ يَقُوْلَ ثُمَّ اَمَرَهُمْ اَنْ يَتَعَوَّذُوْا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ٠

[৯৯৭] ইসমায়ীল (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ইয়াহূদী মহিলা তাঁর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করতে এল। মহিলাটি বলল, আল্লাহ্ আপনাকে কবরের আযাব থেকে পানাহ্ দিন। তারপর আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন, কবরে কি মানুষকে আযাব দেওয়া হবে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাই কবর আযাব থেকে। পরে একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওয়ারীতে আরোহণ করেন। তখন সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয়। তিনি ফিরে এলেন, তখন ছিল সূর্যোদয় ও দুপুরের মাঝামাঝি সময়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হুজরাগুলোর মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করলেন। তারপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন এবং লোকেরাও তাঁর পিছনে দাঁড়াল। তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এরপর দীর্ঘ রুকূ' করলেন। তারপর মাথা তুলে আবার দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে এ কিয়াম প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি আবার দীর্ঘ রুকূ' করেন। তবে এ রুকূ' প্রথম রুকূ'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ সিজ্দা করলেন। এরপর তিনি আবার দাঁড়িয়েদীর্ঘ কিয়াম করেন। অবশ্য তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘ রুকূ' করলেন, তা প্রথম রুকূ'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি আবার দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর দীর্ঘ রুকূ' করেন। অবশ্য এ রুকূ' প্রথম রুকূ'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজ্দা করেন। এ সিজ্দা প্রথম সিজদার চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি সালাত আদায় শেষ করেন। এরপরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্র যা ইচ্ছা তাই বললেন। পরিশেষে তিনি সবাইকে কবর আযাব থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেন।

٦٧٧. بَابُ لاَ تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ رَوَاهُ اَبُوْ بَكْرَةَ وَالْمُغِيْرَةُ وَاَبُوْ مُوْسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

৬৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ হয় না। আবূ বাকরা, মুগীরা, আবূ মূসা, ইব্‌ন আব্বাস ও ইব্‌ন উমর (রা.) এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

৯৯৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّمْسَ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا .

৯৯৮ মুসাদ্দাদ (র.).......আবূ মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কারো মৃত্যুর ও জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। এগুলো আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন সালাত আদায় করবে।

৯৯৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَاَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهِىَ دُوْنَ قِرَاءَتِهِ الْاُوْلٰى ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ دُوْنَ رُكُوْعِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَيَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُرِيْهِمَا عِبَادَهُ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلاَةِ .

৯৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। নবী করীম ﷺ তখন দাঁড়ালেন এবং লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি কিরাআত দীর্ঘ করেন। এরপর তিনি দীর্ঘ রুকূ' করেন। তারপর তিনি মাথা তুলেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পড়েন। তবে তা প্রথম কিরাআতের চাইতে কম ছিল। আবার তিনি রুকূ' করেন এবং রুকূ' দীর্ঘ করেন। তবে এ রুকূ' প্রথম রুকূ'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা তুলেন এবং দু'টি সিজ্‌দা করেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতেও অনুরূপ করেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে হয় না। আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মধ্যে এ হল দু'টি নিদর্শন; যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের দেখিয়ে থাকেন। কাজই যখন তোমরা তা দেখবে তখন ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় সালাতের দিকে গমণ করবে।

٦٧٧. بَابُ الذِّكْرِ فِي الْكُسُوْفِ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

৬৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় আল্লাহ্‌র যিকর। এ বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন।

١٠٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَزِعًا يَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ فَاَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى بِاَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ رَاَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ الَّتِيْ يُرْسِلُ اللّٰهُ لاَ تَكُوْنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنْ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ فَاِذَا رَاَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ ·

১০০০ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র.)……আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হল, তখন নবী করীম ﷺ ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠলেন এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশংকা করছিলেন। এরপর তিনি মসজিদে আসেন এবং এর আগে আমি তাঁকে যেমন করতে দেখেছি, তার চাইতে দীর্ঘ সময় ধরে কিয়াম, রুকূ' ও সিজ্‌দা সহকারে সালাত আদায় করলেন। আর তিনি বললেন ঃ এগুলো হল নিদর্শন যা আল্লাহ্‌ পাঠিয়ে থাকেন, তা কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না। বরং আল্লাহ্‌ তা'আলা এর দ্বারা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। কাজেই যখন তোমরা এর কিছু দেখতে পাবে, তখন ভীত বিহবল অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র, দু'আ এবং ইস্‌তিগ্‌ফারের দিকে অগ্রসর হবে।

٦٧٨. بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْكُسُوْفِ قَالَهُ اَبُوْ مُوْسٰى وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৬৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় দু'আ। এ বিষয়ে আবূ মূসা ও আয়িশা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٠٠١ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ اِنْكَسَفَتْ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَادْعُوا اللّٰهَ وَصَلُّوْا حَتّٰى يَنْجَلِيَ ·

১০০১ আবুল ওয়ালীদ (র.)……মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-(এর পুত্র) ইব্‌রাহীম (রা.) যে দিন ইন্‌তিকাল করেন, সে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা বলল, ইব্‌রাহীম (রা.)-এর মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তখন বললেন ঃ নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টোর গ্রহণ হয়

না। কাজেই যখন তোমরা এদের গ্রহণ হতে দেখবে, তখন তাদের গ্রহণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করবে এবং সালাত আদায় করতে থাকবে।

٦٧٩. بَابُ قَوْلِ الْإِمَامِ فِيْ خُطْبَةِ الْكُسُوْفِ أَمَّا بَعْدُ ، وَقَالَ اَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ .

৬৭৯ অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের খুত্‌বায় ইমামের "আম্‌মা–বা'দু" বলা। আবূ উসামা (র.) বলেন, হিশাম (র.)....আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ সালাত শেষ করলেন আর এদিকে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তিনি খুত্‌বা দিলেন। এতে তিনি প্রথমে আল্লাহ্‌র যথাযথ প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ 'আম্‌মা বা'দু'।

٦٨٠. بَابُ الصَّلَاةِ فِيْ كُسُوْفِ الْقَمَرِ

৬৮০ অনুচ্ছেদ ঃ চন্দ্রগ্রহণের সালাত।

١٠٠٢ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

১০০২ মাহমূদ (র.).......আবূ বাক্‌রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। তখন তিনি দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন।

١٠٠٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى اِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ اِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَاِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَاِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ وَذَاكَ اَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ ، فَقَالَ النَّاسُ فِيْ ذَاكَ .

১০০৩ আবূ মা'মার (র.)......আবূ বাক্‌রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। তিনি বের হয়ে তাঁর চাদর টেনে টেনে মসজিদে পৌঁছলেন এবং লোকজনও তাঁর কাছে একত্রিত হল। তারপর তিনি তাঁদের নিয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন। এরপর সূর্যগ্রহণ মুক্ত

হলে তিনি বললেন ঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এ দু'টোর গ্রহণ ঘটে না। কাজেই যখন গ্রহণ হবে, তা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে এবং দু'আ করতে থাকবে। এ কথা নবী করীম ﷺ এ কারণেই বলেছেন যে, সেদিন তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (রা.)-এর ওফাত হয়েছিল এবং লোকেরা সে ব্যাপারে বলাবলি করছিল।

٦٨١. بَابُ الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى فِي الْكُسُوْفِ أَطْوَلُ

৬৮১. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সালাতে প্রথম রাকা'আত হবে দীর্ঘতর।

١٠٠٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى بِهِمْ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِيْ سَجْدَتَيْنِ الْاَوَّلُ اَطْوَلُ ٠

১০০৪ মাহমূদ ইব্ন গাইলান (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় লোকদের নিয়ে দু'রাক'আতে চার রুকূ' সহ সালাত আদায় করেন। প্রথমটি (রাকা'আত দ্বিতীয়টির চাইতে) দীর্ঘস্থায়ী ছিল।

٦٨٢. بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوْفِ

৬৮২. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সালাতে সশব্দে কিরাআত পাঠ।

١٠٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ صَلَاةِ الْخُسُوْفِ بِقِرَاءَتِهِ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِيْ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَقَالَ الْاَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا بِالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ الْوَلِيْدُ وَاَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ مِثْلَهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ مَا صَنَعَ اَخُوْكَ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صَلّٰى اِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ اِذْ صَلّٰى بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ اَجَلْ اِنَّهُ اَخْطَاَ السُّنَّةَ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ ٠

১০০৫ মুহাম্মদ ইব্ন মিহ্রান (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ

সূর্যগ্রহণের সালাতে তাঁর কিরাআত সশব্দে পাঠ করেন। কিরা'আত সমাপ্ত করার পর তাক্‌বীর বলে রুকূ' করেন। যখন রুকূ' থেকে মাথা তুললেন, তখন বললেন, 'سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' তারপর এ গ্রহণ-এর সালাতেই তিনি আবার কিরাআত পাঠ করেন এবং চার রুকূ' ও চার সিজ্‌দাসহ দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন। বর্ণনাকারী আওযায়ী (র.)ও অন্যান্য রাবীগণ বলেন, যুহরী (র.)-কে উরওয়া (র.)-এর মাধ্যমে আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি একজনকে 'আস্-সালাতু জামিয়াতুন' বলে ঘোষণা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তারপর তিনি অগ্রসর হন এবং চার রুকূ' ও চার সিজ্‌দাসহ দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন। ওয়ালীদ (র.) বলেন, আমাকে আবদুর রাহমান ইব্‌ন নামির আরো বলেন যে, তিনি ইব্‌ন শিহাব (র.) থেকে অনুরূপ শুনেছেন যুহরী (র.) বলেন, যে, আমি উরওয়াকে (র.) বললাম, তোমার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (র.) এরূপ করেন নি। তিনি যখন মদীনায় গ্রহণ-এর সালাত আদায় করেন, তখন ফজরের সালাতের ন্যায় দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন। উরওয়া (র.) বললেন, হাঁ, তিনি নিয়ম অনুসরণে ভুল করেছেন। সুলাইমান ইব্‌ন কাসীর (র.) যুহরী (র.) থেকে সশব্দে কিরাআতের ব্যাপারে ইব্‌ন কাসীর (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَبْوَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন তিলাওয়াতের সিজ্‌দা

٦٨٣. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ وَسُنَّتِهَا

৬৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন তিলাওয়াতের সিজ্‌দা ও এর পদ্ধতি।

١٠٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْاَسْوَدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيْهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ اَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى اَوْتُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِيْنِيْ هٰذَا فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا ·

১০০৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)........আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মক্কায় সূরা আন্-নাজ্‌ম তিলাওয়াত করেন। এরপর তিনি সিজ্‌দা করেন এবং একজন বৃদ্ধ লোক ছাড়া তাঁর সঙ্গে সবাই সিজ্‌দা করেন। বৃদ্ধ লোকটি এক মুঠো কংকর বা মাটি হাতে নিয়ে তার কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে বলল, আমার জন্য এ যথেষ্ট। আমি পরবর্তী যমানায় দেখেছি যে, সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে।

٦٨٤. بَابُ سَجْدَةِ تَنْزِيْلِ السَّجْدَةِ

৬৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা তানযীলুস্-সাজ্‌দা-এর সিজ্‌দা।

١٠٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ ·

১০০৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)......আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ শুক্রবার ফজরের সালাতে........ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ এবং...... هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ সূরা দু'টি তিলাওয়াত করতেন।

٦٨٥. بَابُ سَجْدَةِ صٓ

৬৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা সোয়াদ–এর সিজ্‌দা ।

١٠٠٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُو النُّعْمَانِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ ص لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا ٠

১০০৮ সুলায়মান ইব্‌ন হারব ও আবুন্‌-নু'মান (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা সোয়াদ এর সিজ্‌দা অত্যাবশ্যক সিজ্‌দাসমূহের মধ্যে গণ্য নয়। তবে নবী করীম ﷺ-কে আমি তা তিলাওয়াতের পর সিজ্‌দা করতে দেখেছি।

٦٨٦. بَابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৬৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আন্‌ নাজ্‌মের সিজ্‌দা। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন ।

١٠٠٩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ سُوْرَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَبِهَا فَمَا بَقِيَ اَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ اِلاَّ سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى اَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِيْنِيْ هٰذَا ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا ٠

১০০৯ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র.)......আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী করীম ﷺ সূরা আন্‌ নাজ্‌ম তিলাওয়াত করেন, এরপর সিজ্‌দা করেন। তখন উপস্থিত লোকদের এমন কেউ বাকী ছিল না; যে তাঁর সঙ্গে সিজ্‌দা করেনি। কিন্তু এক ব্যক্তি এক মুঠো কংকর বা মাটি হাতে নিয়ে কপাল পর্যন্ত তুলে বলল, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। (আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন) পরে আমি এ ব্যক্তিকে দেখেছি যে, সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে।

٦٨٧. بَابُ سُجُوْدِ الْمُسْلِمِيْنَ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوْءٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَسْجُدُ عَلٰى وُضُوْءٍ

৬৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুশ্‌রিকদের সাথে মুসলিমগণের সিজ্‌দা করা আর মুশরিক্‌রা অপবিত্র। তাদের উযূ হয় না। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) বিনা উযূতে তিলাওয়াতের সিজ্‌দা করেছেন।[১]

১০১০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَيُّوْبَ ・

১০১০ মুসাদ্দাদ (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ সূরা ওয়ান্-নাজ্‌ম তিলাওয়াতের পর সিজ্‌দা করেন এবং তাঁর সংগে সমস্ত মুসলিম, মুশরিক, জ্বিন ও ইনসান সবাই সিজ্‌দা করেছিল।

٦٨٨. بَابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ

৬৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ যিনি সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করলেন। অথচ সিজ্‌দা করলেন না।

১০১১ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَزَعَمَ اَنَّهُ قَرَاَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا ・

১০১১ সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ আবূ রাবী' (র.)......যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ সূরা ওয়ান্ নাজ্‌ম তিলাওয়াত করেন অথচ এতে সিজ্‌দা করেননি।

১০১২ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا ・

১০১২ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র.)........যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সামনে সূরা ওয়ান্ নাজ্‌ম তিলাওয়াত করলাম। কিন্তু তিনি এতে সিজ্‌দা করেননি।

٦٨٩. بَابُ سَجْدَةِ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

৬৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা 'ইযাস্ সামাউন্ শাক্কাত'-এর সিজ্‌দা।

১. হযরত ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে অপর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি উযূ অবস্থায় সিজ্‌দা করতেন। তাছাড়া কোন ইমামই উযূ ছাড়া তিলাওয়াতের সিজ্‌দা সমর্থন করেননি। —আইনী

١٠١٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ وَمُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالاَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ بِهَا فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَلَمْ اَرَكَ تَسْجُدُ قَالَ لَوْ لَمْ اَرَ النَّبِىَّ ﷺ يَسْجُدُ لَمْ اَسْجُدْ ٠

১০১৩ মুসলিম ও মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র.)......আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবূ হুরায়রা (রা.)-কে দেখলাম, তিনি اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ সূরা তিলাওয়াত করলেন এবং সিজ্‌দা করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ হুরায়রা! আমি কি আপনাকে সিজ্‌দা করতে দেখিনি ? তিনি বললেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে সিজ্‌দা করতে না দেখলে সিজ্‌দা করতাম না।

٦٩٠. بَابُ مَنْ سَجَدَ لِسُجُوْدِ الْقَارِئِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ لِتَمِيْمِ بْنِ حَذْلَمٍ وَهُوَ غُلاَمٌ فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَقَالَ فَاِنَّكَ اِمَامُنَا فِيْهَا

৬৯০. অনুচ্ছেদ ঃ তিলাওয়াতকারীর সিজ্‌দার কারণে সিজ্‌দা করা। তামীম ইব্‌ন হাযলাম নামক এক বালক সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করলে ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) তাঁকে (সিজ্‌দা করতে আদেশ করে) বলেন, এ ব্যাপারে তুমিই আমাদের ইমাম।

١٠١٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّوْرَةَ فِيْهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ حَتّٰى مَا يَجِدُ اَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ ٠

১০১৪ মুসাদ্দাদ (র.)......ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একবার আমাদের সামনে এমন এক সূরা তিলাওয়াত করলেন, যাতে সিজ্‌দার আয়াত রয়েছে। তাই তিনি সিজ্‌দা করলেন এবং আমরাও সিজ্‌দা করলাম। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, আমাদের কেউ কেউ কপাল রাখার জায়গা পাচ্ছিলেন না।

٦٩١. بَابُ ازْدِحَامِ النَّاسِ اِذَا قَرَأَ الْاِمَامُ السَّجْدَةَ

৬৯১. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম যখন সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করেন তখন লোকের ভীড়।

١٠١٥ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَزْدَحِمُ حَتّٰى مَا يَجِدُ اَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ٠

১০১৫ বিশ্‌র ইব্‌ন আদম (র.)........ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং আমরা তাঁর নিকট থাকতাম, তখন তিনি সিজ্‌দা করতেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে সিজ্‌দা করতাম। এতে এত ভীড় হতো যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সিজ্‌দা করার জন্য কপাল রাখার জায়গা পেত না।

٦٩٢. بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوْجِبِ السُّجُوْدَ وَقِيْلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا كَأَنَّهُ لاَ يُوْجِبُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ سَلْمَانُ مَا لِهٰذَا غَدَوْنَا وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِنَّمَا السَّجْدَةُ مَنِ اسْتَمَعَهَا وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ يَسْجُدُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ طَاهِرًا فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِيْ حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلاَ عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ لاَ يَسْجُدُ لِسُجُوْدِ الْقَاصِّ

৬৯২. অনুচ্ছেদ ঃ যাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তিলাওয়াতের সিজ্‌দা ওয়াজিব করেন নি। ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.)–কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি সিজ্‌দার আয়াত শুনল কিন্তু এর জন্য সে বসেনি (তার কি সিজ্‌দা দিতে হবে?) তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর সে যদি তা শোনার জন্য বসতো (তা হলে কি) তাকে সিজ্‌দা করতে হত? (বুখারী (র.) বলেন,) যেন তিনি তার জন্য সিজ্‌দা ওয়াজিব মনে করেন না। সালমান (ফারিসী) (রা.) বলেছেন, আমরা এ জন্য (সিজ্‌দার আয়াত শোনার জন্য) আসি নি। উসমান (ইব্‌ন আফ্‌ফান) (রা.) বলেছেন, যে মনোযোগসহ সিজ্‌দার আয়াত শোনে শুধু তার উপর সিজ্‌দা ওয়াজিব। যুহরী (র.) বলেছেন, পবিত্র অবস্থা ছাড়া সিজ্‌দা করবে না। যদি তুমি আবাসে থেকে সিজ্‌দা কর, তবে কিব্‌লামুখী হবে। যদি তুমি সাওয়ার অবস্থায় হও, তবে যে দিকেই তোমার মুখ হোক না কেন, তাতে তোমার কোন দোষ নাই। আর সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.) বক্তার বক্তৃতায় সিজ্‌দার আয়াত শোনে সিজ্‌দা করতেন না।

١٠١٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَكَانَ رَبِيْعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيْعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُوْرَةِ النَّحْلِ حَتّٰى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتّٰى إِذَا كَانَتْ

الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتّٰى اِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُوْدِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ اَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُوْدَ اِلاَّ اَنْ نَشَاءَ ٠

১০১৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.).......উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক জুমু'আর দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে সূরা নাহ্‌ল তিলাওয়াত করেন। এতে যখন সিজ্‌দার আয়াত এল, তখন তিনি মিম্বর থেকে নেমে সিজ্‌দা করলেন এবং লোকেরাও সিজ্‌দা করল। এভাবে যখন পরবর্তী জুমু'আ এল, তখন তিনি সে সূরা পাঠ করেন। এতে যখন সিজ্‌দার আয়াত এল, তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল! আমরা যখন সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করি, তখন যে সিজ্‌দা করবে সে ঠিকই করবে, যে সিজ্‌দা করবে না তার কোন গুনাহ নেই। তার বর্ণনায় (বর্ণনাকারী বলেন) আর উমর (রা.) সিজ্‌দা করেন নি। নাফি' (র.) ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে আরো বলেছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা সিজ্‌দা ফরয করেন নি, তবে আমরা ইচ্ছা করলে সিজ্‌দা করতে পারি।

٦٩٣. بَابُ مَنْ قَرَاَ السَّجْدَةَ فِى الصَّلاَةِ فَسَجَدَ بِهَا

৬৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজ্‌দা করা।

١٠١٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَكْرٌ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ فَلاَ اَزَالُ اَسْجُدُ فِيْهَا حَتّٰى اَلْقَاهُ ٠

১০১৭ মুসাদ্দাদ (র.).......আবূ রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সাথে ইশার সালাত আদায় করেছিলাম। তিনি সালাতে اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ সূরা তিলাওয়াত করে সিজ্‌দা করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কী ? তিনি বললেন, এ সূরা তিলাওয়াতের সময় আবুল কাসিম ﷺ-এর পিছনে আমি এ সিজ্‌দা করেছিলাম। তাই তাঁর সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এ ভাবে আমি সিজ্‌দা করতে থাকব।

٦٩٤. بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسُّجُوْدِ مِنَ الزِّحَامِ

৬৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ ভীড়ের কারণে সিজ্‌দা দিতে জায়গা না পেলে।

١٠١٨ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ السُّوْرَةَ الَّتِىْ فِيْهَا السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتّٰى مَا يَجِدُ اَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ ٠

কুরআন তিলাওয়াতের সিজ্‌দা

১০১৮ সাদাকা (র.)........ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন এমন সূরা তিলাওয়াত করতেন যাতে সিজ্‌দা রয়েছে, তখন তিনি সিজ্‌দা করতেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে সিজ্‌দা করতাম। এমন কি (ভীড়ের কারণে) আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কপাল রাখার জায়গা পেত না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَبْوَابُ التَّقْصِيْرِ الصَّلٰوةِ

সালাতে কসর করা

٦٩٥. بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّقْصِيْرِ وَكَمْ يُقِيْمُ حَتّٰى يَقْصُرَ

৬৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ কসর সম্পর্কে বর্ণনা এবং কতদিন অবস্থান পর্যন্ত কসর করবে।

١٠١٩ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ وَ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ اِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَاِنْ زِدْنَا اَتْمَمْنَا ٠

১০১৯ মূসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একবার সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং সালাত কসর করেন। কাজেই (কোথাও) আমরা উনিশ দিনের সফরে থাকলে কসর করি এবং এর চাইতে বেশী হলে পুরোপুরি সালাত আদায় করি।[১]

١٠٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ اَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ اَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا ٠

১০২০ আবূ মা'মার (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সংগে মক্কা থেকে মদীনায় গমণ করি, আমরা মদীনা ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি দু'রাকা'আত, দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন। (রাবী বলেন) আমি (আনাস (রা.)-কে বললাম, আপনারা মক্কায় কত দিন ছিলেন তিনি বললেন, আমরা সেখানে দশ দিন ছিলাম।[২]

---

১. এখানে বর্ণনাকারী মক্কা বিজয়কালীন মক্কায় অবস্থানের দিনগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ মতপোষণ করেন যে, পনের দিনের ইকামতের নিয়াত করলে সালাত পুরা করবে, কসর নয়।

২. এ হলো বিদায় হজ্জের সময়ের বর্ণনা।

٦٩٦. بَابُ صَلَاةٍ بِمِنًى

৬৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ মিনায় সালাত।

১০২১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا .

১০২১ মুসাদ্দাদ (র.).........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ আবূ বাক্‌র এবং উমার (রা.)-এর সংগে মিনায় দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেছি। উসমান (রা.)-এর সঙ্গেও তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে দু' রাকা'আত আদায় করেছি। তারপর তিনি পূর্ণ সালাত আদায় করতে লাগলেন।

১০২২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ آمَنَ مَا كَانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ .

১০২২ আবুল ওয়ালীদ (র.)......হারিসা ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নিরাপদ অবস্থায় আমাদেরকে নিয়ে মিনায় দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন।

১০২৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ صَلّٰى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيْلَ ذٰلِكَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِىْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّىْ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ .

১০২৩ কুতায়বা (র.).......ইব্‌রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুর রাহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.)-কে বলতে শুনেছি, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) আমাদেরকে নিয়ে মিনায় চার রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন। তারপর এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-কে বলা হলো, তিনি প্রথমে 'ইন্না লিল্লাহ্' পড়লেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে মিনায় দু' রাকা'আত পড়েছি, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সংগে মিনায় দু'রাকাআ'ত পড়েছি এবং উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-এর সংগে মিনায় দু'রাকা'আত পড়েছি। কতই না ভাল হতো যদি চার রাকা'আতের পরিবর্তে দু'রাকা'আত মাকবূল সালাত হতো।

٦٩٧. بَابُ كَمْ أَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ حَجَّتِهِ

৬৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ বিদায় হজ্জে কত দিন অবস্থান করেছিলেন ?

১٠٢٤ حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ لِصَبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّوْنَ بِالْحَجِّ فَامَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً اِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْىُ تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ .

১০২৪ মূসা ইব্ন ইস্মায়ীল (র.)........ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ (যিল হাজ্জের) ৪র্থ তারিখ সকালে (মক্কায়) আগমণ করেন এবং তাঁরা হজ্জের জন্য তালবীয়া পাঠ করতে থাকেন। তারপর তিনি তাঁদের হজ্জকে উমরায় রূপান্তরিত করার নির্দেশ দিলেন। তবে যাঁদের সঙ্গে কুরবানীর জানোয়ার ছিল তাঁরা এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নন। হাদীস বর্ণনায় আতা (র.) আবুল আলিয়াহ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٦٩٨. بَابُ فِىْ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ وَسَمَّى النَّبِىُّ ﷺ السَّفَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِىْ اَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهِىَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا

৬৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ কত দিনের সফরে সালাত কসর করবে। এক দিন ও এক রাতের সফরকে নবী করীম ﷺ সফর বলে উল্লেখ করেছেন। ইব্ন উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা.) চার 'বুর্দ' অর্থাৎ ষোল ফারসাখ দূরত্বে কসর করতেন এবং সাওম পালন করতেন না।[১]

١٠٢٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ اُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَتُسَافِرِ الْمَرْاَةُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ .

১০২৫ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র.)........ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ কোন মহিলাই যেন মাহ্রাম পুরুষকে সঙ্গে না নিয়ে তিন দিনের সফর না করে।

١٠٢٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْاَةُ ثَلاَثَةً اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ تَابَعَهُ اَحْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

১০২৬ মুসাদ্দাদ (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ কোন মহিলার সাথে কোন মাহ্রাম পুরুষ না থাকলে, সে যেন তিন দিনের সফর না করে। আহ্মাদ (র.)......ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় উবাইদুল্লাহ্ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

---

১. এক ফারসাখ হলো– তিন মাইল। —আইনী।

١٠٢٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ٠

১০২৭ আদম (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে মহিলা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোন মাহ্রাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে এক দিন ও এক রাত্রির পথ সফর করা জায়িয নয়। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর সুহাইল ও মালিক (র.).......হাদীস বর্ণনায় ইব্ন আবূ যিব (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٦٩٧. بَابُ يَقْصُرُ اِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَخَرَجَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوْتَ فَلَمَّا رَجَعَ قِيْلَ لَهُ هٰذِهِ الْكُوْفَةُ قَالَ لاَ حَتّٰى نَدْخُلَهَا

৬৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ যখন নিজ আবাসস্থল থেকে বের হবে তখন থেকেই কসর করবে। আলী (রা.) বের হওয়ার পরই কসর করলন। অথচ তাঁকে বলা হল, এ তো কূফা। তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত কূফায় প্রবেশ না করি।

١٠٢٨ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَاِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ٠

১০২৮ আবূ নু'আইম (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে মদীনায় যুহরের সালাত চার রাকা'আত আদায় করেছি এবং যুল-হুলাইফায় আসরের সালাত দু' রাকা'আত আদায় করেছি।

١٠٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَلصَّلَاةُ اَوَّلُ مَافُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَاُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَاُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ قَالَ الزُّهْرِىُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ قَالَ تَاَوَّلَتْ مَا تَاَوَّلَ عُثْمَانُ ٠

১০২৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম অবস্থায় সালাত দু' রাকা'আত করে ফরয করা হয় তারপর সফরে সালাত সে ভাবেই স্থায়ী থাকে এবং মুকীম অবস্থায় সালাত পূর্ণ (চার রাকা'আত) করা হয়েছে। যুহরী (র.) বলেন, আমি উরওয়া (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, (মিনায়) আয়িশা (রা.) কেন সালাত পূর্ণ আদায় করতেন? তিনি বললেন, উসমান (রা.) যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন, আয়িশা (রা.) তা গ্রহণ করেছেন।

٧٠٠. بَابُ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا فِي السَّفَرِ

৭০০. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে মাগরিবের সালাত তিন রাকা'আত আদায় করা।

١٠٣٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَفْعَلُهُ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ قَالَ سَالِمٌ وَاَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِيْ عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةَ فَقَالَ سِرْ فَقُلْتُ الصَّلاَةَ فَقَالَ سِرْ حَتّٰى سَارَ مِيْلَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّٰى ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتّٰى يُقِيْمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلاَ يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتّٰى يَقُوْمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ .

১০৩০ আবুল ইয়ামান (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, সফরে যখনই তাঁর ব্যস্ততার কারণ ঘটেছে, তখন তিনি মাগরিবের সালাত বিলম্বিত করেছেন, এমন কি মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) সফরের ব্যস্ততার সময় অনুরূপ করতেন। অপর এক সূত্রে সালিম (র.) বলেন, ইব্ন উমর (রা.) মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। সালিম (র.) আরও বলেন, ইব্ন উমর (রা.) তাঁর স্ত্রী সাফীয়্যা বিন্ত আবূ উবাইদ-এর দুঃসংবাদ পেয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে মাগরিবের সালাত বিলম্বিত করেন। আমি তাঁকে বললাম, সালাতের সময় হয়ে গেছে। তিনি বললেন, চলতে থাক। আমি আবার বললাম, সালাত ? তিনি বললেন, চলতে থাক। এমন কি (এ ভাবে) দু' বা তিন মাইল অগ্রসর হলেন। এরপর নেমে সালাত আদায় করলেন। পরে বললেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে সফরের ব্যস্ততার সময় এরূপভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আবদুল্লাহ্ (রা.) আরো বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে দেখেছি, সফরে যখনই তাঁর ব্যস্ততার কারণ ঘটেছে, তখন তিনি মাগরিবের সালাত (দেরী করে) আদায় করেছেন এবং তা তিন রাকা'আতই আদায় করেছেন। মাগরিবের সালাম ফিরিয়ে কিছু বিলম্ব করেই ইশার ইকামাত দেওয়া হত এবং দু' রাকা'আত আদায় করে সালাম ফিরাতেন। কিন্তু ইশার পরে গভীর রাত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন না।

٧٠١. بَابُ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

৭০১. অনুচ্ছেদ ঃ সাওয়ারীর উপরে সাওয়ারী যে দিকে মুখ করে সেদিকে ফিরে নফল সালাত আদায় করা।

١٠٣١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ·

১০৩১ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)........আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে দেখেছি, তাঁর সাওয়ারী যে দিকেই ফিরেছে, তিনি সে দিকেই সালাত আদায় করেছেন।

١٠٣٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِيْ غَيْرِ الْقِبْلَةِ ·

১০৩২ আবূ নু'আইম (র.).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সাওয়ার থাকাবস্থায় কিব্‌লা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নফল সালাত আদায় করেছেন।

١٠٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُصَلِّيْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ ·

১০৩৩ আবদুল আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ (র.)........নাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা.) তাঁর সাওয়ারীর উপর (নফল) সালাত আদায় করতেন এবং এর উপর বিত্‌রও আদায় করতেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ এরূপ করতেন।

٧٠٢. بَابُ الْاِيْمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ

৭০২. অনুচ্ছেদ ঃ জন্তুর উপর ইশারায় সালাত আদায় করা।

١٠٣٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُصَلِّيْ فِى السَّفَرِ عَلٰى رَاحِلَتِهِ اَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُوْمِئُ وَذَكَرَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ ·

১০৩৪ মূসা ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) সফরে সাওয়ারী যে দিকেই ফিরেছে সে দিকেই মুখ ফিরে ইশারায় সালাত আদায় করতেন এবং আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ এরূপ করতেন।

٧٠٣. بَابُ يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوْبَةِ

৭০৩. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয সালাতের জন্য সাওয়ারী থেকে অবতরণ করা।

١٠٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِبْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ عَامِرَبْنَ رَبِيْعَةَ اَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يُوْمِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ اَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهُ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُصَلِّىْ عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ مَايُبَالِىْ حَيْثُ مَاكَانَ وَجْهُهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ اَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يُصَلِّىْ عَلَيْهَا الْمَكْتُوْبَةَ .

১০৩৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)......আমির ইব্ন রাবী'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি সাওয়ারীর উপর উপবিষ্ট অবস্থায় মাথা দিয়ে ইশারা করে সে দিকেই সালাত আদায় করতেন যে দিকে সাওয়ারী ফিরত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরয সালাতে এরূপ করতেন না। লাইস (র.)......সালিম (র.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ (রা.) সফরকালে রাতের বেলায় সাওয়ারীর উপর থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করতেন, কোন্ দিকে তাঁর মুখ রয়েছে সে দিকে লক্ষ্য করতেন না এবং ইব্ন উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওয়ারীর উপর নফল সালাত আদায় করেছেন, সাওয়ারী যে দিকে মুখ ফিরিয়েছে সে দিকেই এবং তার উপর বিত্র ও আদায় করেছেন। কিন্তু সাওয়ারীর উপর ফরয সালাত আদায় করতেন না।

١٠٣٦ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّىَ الْمَكْتُوْبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

১০৩৬ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সাওয়ারীর উপর থাকা অবস্থায় পূর্ব দিকে ফিরেও সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু যখন তিনি ফরয সালাত আদায় করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি সাওয়ারী থেকে নেমে যেতেন এবং কিব্লামুখী হতেন।

٧٠٤. بَابُ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ

৭০৪. অনুচ্ছেদ ঃ গাধার উপর নফল সালাত আদায় করা।[১]

১. উঠ, গাধা, ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদি প্রাণীর উপর সাওয়ার হয়ে ভ্রমণরত অবস্থায় কিব্লা ভিন্ন অন্য দিকে মুখ করে নফল সালাত আদায় করা বৈধ কিন্তু ফরয সালাত নয়।

١٠٣٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا اَنَسًا حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ فَلَقِيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّيْ عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ يَعْنِيْ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّيْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوْلاَ اَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَهُ لَمْ اَفْعَلْهُ رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

১০৩৭ আহ্‌মদ ইব্‌ন সায়ীদ (র.).......আনাস ইব্‌ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) যখন শাম (সিরিয়া) থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন আমরা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলাম। আইনুত্ তাম্‌র (নামক) স্থানে আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। তখন আমি তাঁকে দেখলাম গাধার পিঠে (আরোহী অবস্থায়) সামনের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন। অর্থাৎ কিব্‌লার বাম দিকে মুখ করে। তখন তাঁকে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনাকে তো দেখলাম কিব্‌লা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছেন ? তিনি বললেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে না দেখতাম, তবে আমিও তা করতাম না।

٧٠٥. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلاَةِ وَقَبْلَهَا

৭০৫. অনুচ্ছেদ ঃ সফরকালে ফরয সালাতের আগে ও পরে নফল সালাত আদায় না করা।

١٠٣٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ اَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَقَالَ اللّٰهُ جَلَّ ذِكْرُهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

১০৩৮ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলাইমান (র.)........হাফ্‌স ইব্‌ন আসিম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমর (রা.) একবার সফর করেন এবং বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সাহচর্যে থেকেছি, সফরে তাঁকে নফল সালাত আদায় করতে দেখিনি এবং আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব ঃ ২১)

١٠٣٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِيْسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ لاَيَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذٰلِكَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ .

১০৩৯ মুসাদ্দাদ (র.).......হাফ্‌স ইব্‌ন আসিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্যে থেকেছি, তিনি সফরে দু' রাকা'আতের অধিক নফল আদায় করতেন না। আবূ বক্‌র, উমর ও উসমান (রা.)-এর এ রীতি ছিল।

٧٠٦. بَابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِى السَّفَرِ فِىْ غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَ قَبْلَهَا وَرَكَعَ النَّبِىُّ ﷺ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

৭০৬. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে ফরয সালাতের আগে ও পরে নফল আদায় করা। সফরে নবী ﷺ ফজরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) আদায় করেছেন।

١٠٤٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى قَالَ مَا اَنْبَأَ اَحَدٌ اَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الضُّحٰى غَيْرُ اُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِىْ بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرٍ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِى السَّفَرِ عَلٰى ظَهْرِ رَاحِلَتِهٖ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهٖ .

১০৪০ হাফ্স ইব্ন উমর (র.)......ইব্ন আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, উম্মে হানী (রা.) ব্যতীত অন্য কেউ নবী করীম ﷺ -কে সালাতুয্ যুহা (পূর্বাহ্ন এর সালাত) আদায় করতে দেখেছেন বলে আমাদের জানাননি। তিনি (উম্মে হানী (রা.)) বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে গোসল করার পর আট রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন। আমি তাঁকে এর চাইতে সংক্ষিপ্ত কোন সালাত আদায় করতে দেখিনি, তবে তিনি রুকূ' ও সিজ্দা পূর্ণভাবে আদায় করেছিলেন। লায়স (র.) আমির (ইব্ন রাবীআ') (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে রাতের বেলা সফরে বাহনের পিঠে বাহনের গতিমুখী হয়ে নফল সালাত আদায় করতে দেখেছেন।

١٠٤١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلٰى ظَهْرِ رَاحِلَتِهٖ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُوْمِئُ بِرَأْسِهٖ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

১০৪১ আবুল ইয়ামান (র.)......ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সফরে) তাঁর বাহনের পিঠে এর গতিমুখী হয়ে মাথার দ্বারা ইশারা করে নফল সালাত আদায় করতেন। আর ইব্ন উমর (রা.)ও তা করতেন।

٧٠٧. بَابُ الْجَمْعِ فِى السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

৭০৭. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করা।

١٠٤٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ

النَّبِىُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِذَا كَانَ عَلٰى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَعَنْ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى السَّفَرِ وَتَابَعَهُ عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ حَفْصٍ عَنْ اَنَسٍ جَمَعَ النَّبِىُّ ﷺ .

১০৪২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)........ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন দ্রুত সফর করতেন, তখন মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। ইব্রাহীম ইব্ন তাহ্মান (র.).......... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সফরে দ্রুত চলার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহ্র ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করতেন আর মাগরিব ইশা একত্রে আদায় করতেন। আর হুসাইন (র.)........আনাস ইব্ন মলিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সফরকালে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন এবং আলী ইব্ন মুবারকও হারব (র.).........আনাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনায় হুসাইন (র.)-এর অনুসরণ করেছেন যে, নবী ﷺ একত্রে আদায় করেছেন।

٧٠٨. بَابٌ هَلْ يُؤَذِّنُ اَوْ يُقِيْمُ اِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

৭০৮. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলে আযান দিবে, না ইকামাত ?

١٠٤٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِى السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَفْعَلُهُ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَيُقِيْمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتّٰى يُقِيْمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَايُسَبِّحُ بَيْنَهَا بِرَكْعَةٍ وَلَابَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ حَتّٰى يَقُوْمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ .

১০৪৩ আবুল ইয়ামান (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে দেখেছি যখন সফরে তাঁকে দ্রুত পথ অতিক্রম করতে হত, তখন মাগরিবের সালাত এত বিলম্বিত করতেন যে মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। সালিম (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.)ও দ্রুত সফরকালে অনুরূপ করতেন। তখন ইকামতের পর মাগরিব তিন রাকা'আত আদায় করতেন এবং সালাম ফিরাতেন। তারপর অল্প সময় অপেক্ষা করেই ইশা-এর ইকামাত দিয়ে তা

দু'রাকা'আত আদায় করে সালাম ফিরাতেন।এ দু'য়ের মাঝে কোন নফল সালাত আদায় করতেন না এবং ইশার পরেও না। অবশেষে মধ্যরাতে (তাহজ্জুদের জন্য) উঠতেন।

١٠٤٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَنَسٍ اَنَّ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .

১০৪৪ ইসহাক (র.)........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে এ দু' সালাত একত্রে আদায় করতেন অর্থাৎ মাগরিব ও ইশা।

٧٠٩. بَابُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ اِلَى الْعَصْرِ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ فِيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭০৯. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফরে রওয়ানা হলে যুহরের সালাত আসরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা। এ বিষয়ে নবী ﷺ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা রয়েছে।

١٠٤٥ حَدَّثَنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَاِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

১০৪৫ হাস্‌সান ওয়াসেতী (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত (পূর্ব পর্যন্ত) যুহ্‌র বিলম্বিত করতেন এবং উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন। আর (সফর শুরু করার আগেই) সূর্য ঢলে গেলে যুহ্‌র আদায় করে নিতেন। এরপর (সফরের উদ্দেশ্যে) আরোহণ করতেন।

٧١٠. بَابُ اِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

৭১০. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য ঢলে পড়ার পর সফর শুরু করলে যুহরের সালাত আদায় করে সাওয়ারীতে আরোহণ করা।

١٠٤٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَاِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

১০৪৬ কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুহ্‌রের সালাত বিলম্বিত করতেন। তারপর অবতরণ করে দু' সালাত একসাথে আদায় করতেন। আর যদি সফর শুরু করার আগেই সূর্য ঢলে পড়তো তাহলে যুহ্‌রের সালাত আদায় করে নিতেন। তারপর বাহনে আরোহণ করতেন।

٧١١. بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ

৭১১. অনুচ্ছেদ ঃ উপবিষ্ট ব্যক্তির সালাত।

١٠٤٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ اِجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا ·

১০৪৭ কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে সালাত আদায় করলেন, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাই তিনি বসে বসে সালাত আদায় করছিলেন এবং এক দল সাহাবী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তখন তিনি বসে পড়ার জন্য তাদের প্রতি ইশারা করলেন। তারপর সালাত শেষ করে তিনি বললেনঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে। কাজেই তিনি রুকূ' করলে তোমরা রুকূ' করবে এবং তিনি মাথা উঠালে তোমরাও মাথা উঠাবে।

١٠٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَقَطَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فَرَسٍ فَخُدِشَ اَوْ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُوْدًا وَقَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ·

১০৪৮ আবূ নু'আইম (র.).........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। এতে আঘাত লেগে তাঁর ডান পাশের চামড়া ছিলে গেল। আমরা তাঁর রোগের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে গেলাম।ইতি-মধ্যে সালাতের সময় হলে তিনি বসে সালাত আদায় করলেন। আমরাও বসে সালাত আদায় করলাম। পরে তিনি বললেনঃ ইমাম তো নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্যে। কাজেই তিনি তাক্‌বীর বললে, তোমরাও তাক্‌বীর বলবে, রুকূ' করলে তোমরাও রুকূ' করবে, তিনি মাথা উঠালে তোমরাও মাথা উঠাবে। তিনি যখন ' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলে তখন তোমরা বলবে ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ '।

১০৪৯ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ اَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَاَلَ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ وَاَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُوْرًا قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ اِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ .

১০৪৯ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর ও ইসহাক (ইব্‌ন ইব্‌রাহীম) (র.)......ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন অর্শরোগী, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বসে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি কেউ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তবে তা-ই উত্তম।আর যে ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করবে, তার জন্য দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব আর যে শুয়ে আদায় করবে তার জন্য বসে আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব।

٧١٢. بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالْاِيْمَاءِ

৭১২. অনুচ্ছেদ ঃ উপবিষ্ট ব্যক্তির ইশারায় সালাত আদায়।

১০৫০ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُوْرًا وَقَالَ اَبُوْ مَعْمَرٍ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ نَائِمًا عِنْدِيْ مُضْطَجِعًا هَاهُنَا .

১০৫০ আবূ মা'মার (র.)......ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন অর্শরোগী, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বসে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করল সে উত্তম আর যে ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করল তার জন্য দাঁড়ান ব্যক্তির অর্ধেক সাওয়াব আর যে শুয়ে সালাত আদায় করল, তার জন্য বসে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব। আবূ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, আমার মতে এ হাদীসে 'نَائِمًا' (নিদ্রিত) এর দ্বারা 'مُضْطَجِعًا' (শুয়া) অবস্থা বুঝনো হয়েছে।

٧١٣. بَابُ اِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلّٰى عَلٰى جَنْبٍ وَقَالَ عَطَاءٌ اِنْ لَمْ يَقْدِرْ اَنْ يَتَحَوَّلَ اِلَى الْقِبْلَةِ صَلّٰى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ

৭১৩. অনুচ্ছেদ ঃ বসে সালাত আদায় করতে না পারলে কাত হয়ে শুয়ে সালাত আদায়

করবে। আতা (র.) বলেন, কিব্‌লার দিকে মুখ করতে অক্ষম ব্যক্তি যে দিকে সম্ভব সে দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে।

١٠٥١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِىْ بَوَاسِيْرُ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ .

১০৫১ আবদান (র.).......ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অর্শরোগ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন ঃ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তাতে সমর্থ না হলে বসে; যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে কাত হয়ে শুয়ে।

٧١٤. بَابُ اِذَا صَلّٰى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ اَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِىَ وَقَالَ الْحَسَنُ اِنْ شَاءَ الْمَرِيْضُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا

৭১৪. অনুচ্ছেদ ঃ বসে সালাত আদায় করলে সুস্থ হয়ে গেলে কিংবা একটু হাল্‌কাবোধ করলে, বাকী সালাত (দাঁড়িয়ে) পূর্ণভাবে আদায় করবে। হাসান (র.) বলেছেন, অসুস্থ ব্যক্তি ইচ্ছা করলে দু' রাকা'আত সালাত বসে এবং দু' রাকা'আত দাঁড়িয়ে আদায় করতে পারে।

١٠٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتّٰى اَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَاُ قَاعِدًا حَتّٰى اِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَاَ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثِيْنَ اٰيَةً اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً ثُمَّ رَكَعَ .

১০৫২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).......উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অধিক বয়সে পৌঁছার আগে কখনো রাতের সালাত বসে আদায় করতে দেখেননি। (বার্ধক্যের) পরে তিনি বসে কিরাআত পাঠ করতেন। যখন তিনি রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং প্রায় ত্রিশ কিংবা চল্লিশ আয়াত তিলাওয়াত করে রুকূ' করতেন।

١٠٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ وَاَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ جَالِسًا فَيَقْرَاُ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَاءَتِهٖ نَحْوٌ مِنْ ثَلاَثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَاَهَا

وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ سَجَدَ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَـةِ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاِذَا قَضٰى صَلَاتَهُ نَظَرَ فَاِنْ كُنْتُ يَقْظٰى تَحَدَّثَ مَعِيْ وَاِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اِضْطَجَعَ ·

১০৫৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)........উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে সালাত আদায় করতেন। বসেই তিনি কিরাআত পাঠ করতেন। যখন তাঁর কিরাআতের প্রায় ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকত, তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়িয়ে তা তিলাওয়াত করতেন, তারপর রুকূ' করতেন ; পরে সিজ্দা করতেন। দ্বিতীয় রাকা'আতেও অনুরূপ করতেন। সালাত শেষ করে তিনি লক্ষ্য করতেন, আমি জাগ্রত থাকলে আমার সাথে বাক্যালাপ করতেন আর ঘুমিয়ে থাকলে তিনিও শুয়ে পড়তেন।

كِتَابُ التَّهَجُّدِ

অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ التَّهَجُّدِ

অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ

٧١٥. بَابُ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ

৭১৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাতে তাহাজ্জুদ (ঘুম থেকে জেগে) সালাত আদায় করা। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ "আর আপনি রাতের এক অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, যা আপনার জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য"।

١٠٥٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اَبِيْ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَوْ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ اَبُوْ اُمَيَّةَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ اَبِيْ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ مِنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১০৫৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে যখন দাঁড়াতেন, তখন দু'আ পড়তেন – "ইয়া আল্লাহ্! আপনারই

জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান যমীন ও এ দু'য়ের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর নিয়ামক এবং আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান যমীন এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর মালিক আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর নূর। আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনিই চির সত্য। আপনার ওয়াদা চির সত্য ; আপনার সাক্ষাত সত্য ; আপনার বাণী সত্য ; জান্নাত সত্য ; জাহান্নাম সত্য ; নবীগণ সত্য ; মুহাম্মাদ ﷺ সত্য, কিয়ামত সত্য। ইয়া আল্লাহ্! আপনার কাছেই আমি আত্মসমর্পন করলাম ; আপনার প্রতি ঈমান আনলাম ; আপনার উপরেই তাওয়াক্কুল করলাম, আপনার দিকেই রুজূ' করলাম ; আপনার (সন্তুষ্টির জন্যই) শত্রুতায় লিপ্ত হলাম, আপনাকেই বিচারক মেনে নিলাম। তাই আপনি আমার পূর্বাপর ও প্রকাশ্য গোপন সব অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনিই অগ্র পশ্চাতের মালিক। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, অথবা (অপর বর্ণনায়) আপনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই। সুফিয়ান (র.) বলেছেন, (অপর সূত্রে) আবদুল করীম আবূ উমাইয়্যা (র.) তাঁর বর্ণনায় ' وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ' (অংশটুকু) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٧١٦. بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

৭১৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাত জেগে ইবাদত করার ফযীলত।

١٠٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنِىْ مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِىْ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَمَنَّيْتُ اَنْ اَرَى رُؤْيَا فَاَقُصَّهَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكُنْتُ غُلَامًا وَكُنْتُ اَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَانَ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِىْ فَذَهَبَا بِىْ اِلَى النَّارِ فَاِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَاِذَا لَهَاقَرْنَانِ وَاِذَا فِيْهَا اُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَنَا مَلَكٌ اُخَرُ فَقَالَ لِىْ لَمْ تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ اِلَّا قَلِيْلاً .

১০৫৫ আবদুলাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ও মাহমুদ (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর জীবিতকালে কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে বর্ণনা করত। এতে আমার মনে আকাঙ্খা জাগলো যে, আমি কোন স্বপ্ন দেখলে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করব। তখন আমি যুবক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে আমি মসজিদে ঘুমাতাম।

আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন দু'জন ফিরিশ্‌তা আমাকে ধরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলেছেন। তা যেন কুপের পাড় বাঁধানোর ন্যায় পাড় বাঁধানো। তাতে দু'টি খুঁটি রয়েছে এবং এর মধ্যে রয়েছে এমন কতক লোক, যাদের আমি চিনতে পারলাম। তখন আমি বলতে লাগলাম, আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাই। তিনি বলেন, তখন অন্য একজন ফিরিশ্‌তা আমাদের সংগে মিলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, ভয় পেয়ো না। আমি এ স্বপ্ন (আমার বোন উম্মুল মু'মিনীন) হাফ্‌সা (রা.)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। এরপর হাফসা (রা.) তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেনঃ আবদুল্লাহ্ কতই ভাল লোক! যদি রাত জেগে সে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করত! এরপর থেকে আবদুল্লাহ্ (রা.) খুব অল্প সময়ই ঘুমাতেন।

٧١٧. بَابُ طُوْلِ السُّجُوْدِ فِيْ قِيَامِ اللَّيْلِ

৭১৭. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের সালাতে সিজ্‌দা দীর্ঘ করা।

١٠٥٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ اِحْدَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَت تِلْكَ صَلَاتَهُ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَّرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِيْ لِلصَّلَاةِ ٠

১০৫৬ আবুল ইয়ামান (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাহাজ্জুদে) এগার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন এবং তা ছিল তাঁর (স্বাভাবিক) সালাত। সে সালাতে তিনি এক একটি সিজ্‌দা এত পরিমাণ (দীর্ঘায়িত) করতেন যে, তোমাদের কেউ (সিজ্‌দা থেকে) তাঁর মাথা তোলার আগে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারত। আর ফজরের (ফরয) সালাতের আগে তিনি দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর তিনি ডান কাঁতে শুইতেন যতক্ষণ না সালাতের জন্য তাঁর কাছে মুআয্‌যিন আসতো।

٧١٨. بَابُ تَرْكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيْضِ

৭১৮. অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির তাহাজ্জুদ আদায় না করা।

١٠٥٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُوْلُ اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً لَيْلَتَيْنِ ٠

১০৫৭ আবূ না'আইম (র.)........জুনদাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (একবার) অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এক রাত বা দু' রাত তিনি (তাহাজ্জুদ সালাতের উদ্দেশ্যে) উঠেন নি।

١٠٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ احْتَبَسَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ اَبْطَأَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ فَنَزَلَتْ وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ·

১০৫৮ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র.).......জুনদাব ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সাময়িকভাবে জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম নবী ﷺ-এর দরবারে হাযিরা থেকে বিরত থাকেন। এতে জনৈকা কুরাইশ নারী বলল, তার শয়তানটি তাঁর কাছে আসতে দেরী করছে। তখন নাযিল হল- وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى "শপথ পূর্বাহ্নের ও রজনীর! যখন তা হয় নিঝুম। আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হন নি।" (সূরা দুহা)।

٧١٩. بَابُ تَحْرِيْضِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ اِيْجَابٍ وَطَرَقَ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَيْلَةً لِلصَّلَاةِ

৭১৯. অনুচ্ছেদ ঃ তাহাজ্জুদ ও নফল ইবাদতের প্রতি নবী ﷺ-এর উৎসাহ প্রদান, অবশ্য তিনি তা ওয়াজিব করেন নি। নবী ﷺ তাহাজ্জুদ সালাতে উৎসাহ দানের জন্য একরাতে ফাতিমা ও আলী (রা.)-এর ঘরে গিয়েছিলেন।

١٠٥٩ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا اُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا اُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يَارُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْاٰخِرَةِ ·

১০৫৯ ইব্ন মুকাতিল (র.).......উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! আজ রাতে কত না ফিত্না নাযিল করা হল! আজ রাতে কত না (রাহমাতের) ভান্ডারই নাযিল করা হল! কে জাগিয়ে দিবে হুজরাগুলোর বাসিন্দাদের ? ওহে! শোন, দুনিয়ার অনেক বস্ত্র পরিহিতা আখিরাতে বিবস্ত্রা হয়ে যাবে।

١٠٦٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيَّ ابْنَ اَبِيْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ اَلَا تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَاِذَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِيْنَ قُلْنَا ذٰلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيَّ شَيْئًا ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ·

১০৬০ আবুল ইয়ামান (র.).......আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রাতে তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.)-এর কাছে এসে বললেন ঃ তোমরা কি সালাত আদায় করছ না ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের আত্মাগুলো তো আল্লাহ্ পাকের হাতে রয়েছে। তিনি যখন আমাদের জাগাতে মরযী করবেন, জাগিয়ে দিবেন। আমরা যখন একথা বললাম, তখন তিনি চলে গেলেন। আমার কথার কোন প্রত্যোত্তর করলেন না। পরে আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি ফিরে যেতে যেতে আপন উরুতে করাঘাত করছিলেন এবং কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন- وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً "মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।"

١٠٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَعْمَلَ بِهٖ خَشْيَةَ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَا سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحٰى قَطُّ وَاِنِّىْ لَاُسَبِّحُهَا .

১০৬১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে আমল করা পসন্দ করতেন, সে আমল কোন কোন সময় এ আশংকায় ছেড়েও দিতেন যে, লোকেরা সে আমল করতে থাকবে, ফলে তাদের উপর তা ফরয হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো চাশ্‌তের সালাত আদায় করেন নি।[১] আমি সে সালাত আদায় করি।

١٠٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى بِصَلَاتِهٖ نَاسٌ ثُمَّ صَلّٰى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَاَيْتُ الَّذِىْ صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِىْ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اِلاَّ اَنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ فِىْ رَمَضَانَ .

১০৬২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)......উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রাতে মসজিদে সালাত আদায় করছিলেন, কিছু লোক তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলো। পরবর্তী রাতেও তিনি সালাত আদায় করলেন এবং লোক আরো বেড়ে গেল। এরপর তৃতীয় কিংবা চতুর্থরাতে লোকজন সমবেত হলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন না। সকাল হলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের কার্যকলাপ আমি লক্ষ্য করেছি। তোমাদের কাছে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে শুধু এ আশংকাই আমাকে বাধা দিয়েছে যে, তোমাদের উপর তা ফরয হয়ে যাবে। আর ঘটনাটি ছিল রামাযান মাসের (তারাবীহ্‌র সালাতের)।

---

১. হযরত আয়িশা (রা.) একথা তাঁর জানা অনুসারে বলেছেন। উম্মু হানী (রা.)-এর রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চাশ্‌ত আদায় প্রমাণিত আছে। —আইনী।

٧٢٠. بَابُ قِيَامُ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ وَالْفُطُوْرُ الشُّقُوْقُ اِنْفَطَرَتْ اِنْشَقَّتْ

৭২০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ–এর তাহাজ্জুদের সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে তাঁর উভয় কদম মুবারক ফুলে যেতো। আয়িশা (রা.) বলেছেন, এমনকি তাঁর পদযুগল ফেটে যেতো। (কুরআনের শব্দ) 'اَلْفُطُوْر' অর্থ 'ফেটে যাওয়া' 'اِنْفَطَرَتْ' 'ফেটে গেল'।

١٠٦٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَقُوْمُ اَوْ لَيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ اَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُوْلُ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ٠

১০৬৩ আবূ নু'আইম (র.).......মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রি জাগরণ করতেন অথবা রাবী বলেছেন, সালাত আদায় করতেন; এমন কি তাঁর পদযুগল অথবা তাঁর দু' পায়ের গোছা ফুলে যেত। তখন এ ব্যাপারে তাঁকে বলা হল, এত কষ্ট কেন করছেন ? তিনি বলতেন, তাই বলে আমি কি একজন শুকরগুযার বান্দা হব না ?

٧٢١. بَابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

৭২১. অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রীর সময় যে ঘুমিয়ে পড়েন।

١٠٦٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ اَوْسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ اَحَبُّ الصَّلاَةِ اِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَاَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ٠

১০৬৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছেনঃ আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় সালাত হল দাউদ (আ.)-এর সালাত। আর আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় সিয়াম হল দাউদ (আ.)-এর সিয়াম। তিনি (দাউদ (আ.) অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং রাতের এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন, এক দিন করতেন না।

١٠٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَشْعَثَ سَمِعْتُ اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوْقًا قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَيُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبَّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتِ الدَّائِمُ قُلْتُ مَتَى كَانَ يَقُوْمُ قَالَتْ يَقُوْمُ

اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ ·

১০৬৫ আবদান (র.)......মাসরূক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ -এর কাছে কোন আমলটি সর্বাধিক প্রিয় ছিল ? তিনি বললেন, নিয়মিত আমল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন ? তিনি বললেন, যখন মোরগের ডাক শুনতে পেতেন।

١٠٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَشْعَثِ قَالَ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى ·

১০৬৬ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র.)......আশ'আস (রা.) তাঁর বর্ণনায় বলেন, নবী ﷺ মোরগের ডাক শুনে উঠতেন এবং সালাত আদায় করতেন।

١٠٦٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ذَكَرَ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا اَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِيْ اِلاَّ نَائِمًا تَعْنِى النَّبِيَّ ﷺ ·

১০৬৭ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.).........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি আমার কাছে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায়ই সাহ্রীর সময় হতো। তিনি নবী ﷺ সম্পর্কে এ কথা বলেছেন।

٧٢٢. بَابُ مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتّٰى صَلَّى الصُّبْحَ

৭২২. অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্রীর পর ফজরের সালাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকা।

١٠٦٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ اللّٰهَ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلاَةِ فَصَلّٰى قُلْنَا لاَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِى الصَّلاَةِ قَالَ كَقَدْرِ مَا يَقْرَاُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً ·

১০৬৮ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এবং যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) সাহ্রী খেলেন। যখন তারা দু' জন সাহ্রী সমাপ্ত করলেন, তখন নবী ﷺ. সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। (কাতাদা (র.) বলেন) আমরা আনাস ইব্ন মালিক (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁদের সাহ্রী সমাপ্ত করা ও (ফজরের) সালাত শুরু করার মধ্যে কি পরিমাণ সময় ছিল ? তিনি বললেন, কেউ পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে এ পরিমাণ সময়।

٧٢٣. بَابُ طُوْلُ الصَّلٰوةِ فِىْ قِيَامِ اللَّيْلِ

৭২৩. অনুচ্ছেদ ঃ তাহাজ্জুদের সালাত দীর্ঘায়িত করা।

١٠٦٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتّٰى هَمَمْتُ بِاَمْرِ سَوْءٍ ، قُلْنَا وَمَا هَمَمْتَ قَالَ هَمَمْتُ اَنْ اَقْعُدَ وَ اَذَرَ النَّبِىَّ ﷺ ·

১০৬৯ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.)........আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতে আমি নবী ﷺ-এর সংগে সালাত আদায় করলাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, আমি একটি মন্দ কাজের ইচ্ছা করে ফেলেছিলাম। (আবূ ওয়াইল (র.) বলেন) আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ইচ্ছা করেছিলেন ? তিনি বললেন, ইচ্ছা করেছিলাম, বসে পড়ি এবং নবী ﷺ-এর ইক্তিদা ছেড়ে দেই।

١٠٧٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ ·

১০৭০ হাফস ইব্ন উমর (র.)........হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য উঠতেন তখন মিস্ওয়াক দ্বারা তাঁর মুখ (দাঁত) পরিষ্কার করে নিতেন।

٧٢٤. بَابُ كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِىِّ ﷺ وَكَمْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ

৭২৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর সালাত কিরূপ ছিল এবং রাতে তিনি কত রাকা'আত সালাত আদায় করতেন ?

١٠٧١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ ·

১০৭১ আবুল ইয়ামান (র.)......আবদুলাহ্ ইব্ন উমর (রা.) বলেন, একজন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাতের সালাতের (আদায়ের) পদ্ধতি কি ? তিনি বললেন ঃ দু' রাকা'আত করে। আর ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে এক রাকা'আত মিলিয়ে বিত্র আদায় করে নিবে।

١٠٧٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِىِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَعْنِىْ بِاللَّيْلِ ·

১০৭২ মুসাদ্দাদ (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সালাত ছিল তের রাকা'আত অর্থাৎ রাতে। (তাহাজ্জুদ ও বিত্‌রসহ)।

١٠٧٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَاِحْدِىْ عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتِى الْفَجْرِ.

১০৭৩ ইসহাক (র.).......মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ফজরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) ব্যতিরেকে সাত বা নয় কিংবা এগার রাকা'আত।

١٠٧٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنَ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ .

১০৭৪ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা তের রাকা'আত সালাত আদায় করতেন, বিত্‌র এবং ফজরের দু রাকা'আত (সুন্নাত)ও এর অন্তর্ভুক্ত।

٧٢٥. بَابُ قِيَامِ النَّبِىِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَنَوْمِهِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا، اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ، اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ، اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْاً وَاَقْوَمُ قِيْلًا ، اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ، وَقَوْلُهُ : عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ، عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ، وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نَشَاَ قَامَ بِالْحَبَشِيَّةِ وِطَاءً قَالَ مُوَاطَاَةَ الْقُرْاٰنِ اَشَدُّ مُوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ لِيُوَاطِئُوْا لِيُوَافِقُوْا .

৭২৫. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর ইবাদাতে রাত জাগরণ এবং তাঁর ঘুমানো আর রাত জাগার যতটুকু রহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "হে বস্ত্রাবৃত! (ইবাদাতে) রাত

জাগুন কিছু অংশ ব্যতীত, অর্ধেক রাত অথবা তার কিছু কম সময়। অথবা এর চাইতেও কিছু বাড়িয়ে নিন। আর কুরআন তিলাওয়াত করুন, ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দর করে। আমি আপনার প্রতি নাযিল করছি গুরভার বাণী, অবশ্য রাতের উপাসনা প্রবৃত্তি দলনে প্রবলতর এবং বাক্য পূরণে সঠিক। দিবাভাগে রয়েছে আপনার জন্য দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। (৭৩ ঃ ১–৭৩) এবং তাঁর বাণী ঃ তিনি (আল্লাহ্) জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পার না। অতএব, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু তিলাওয়াত করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু তিলাওয়াত কর। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কাজেই, কুরআন থেকে যতটুকু সহজ-সাধ্য তিলাওয়াত কর। সালাত কায়িম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্কে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মংগলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রীম পাঠাবে তোমরা তা পাবে আল্লাহ্র নিকট। এটিই উৎকৃষ্টতর এবং পুরষ্কার হিসাবে মহান। অতএব, তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭৩ ঃ ২০)। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, হাবৃশী ভাষার 'نَشَأَ' শব্দটির অর্থ 'قَامَ' (উঠে দাড়াল) আর 'وِطَاءً' শব্দের অর্থ হল– কুরআনের অধিক অনুকূল।অর্থাৎ তাঁর কান, চোখ এবং হৃদয়ের বেশী অনুকূল এবং তাই তা কুরআনের মর্ম অনুধাবনে অধিকতর উপযোগী। 'لِيُوَاطِئُوْا' শব্দের অর্থ হল 'যাতে তারা সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে'।

١٠٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى نَظُنَّ اَنْ لاَ يَصُوْمَ مِنْهُ وَيَصُوْمُ حَتّٰى نَظُنَّ اَنْ لاَ يُفْطِرُ مِنْهُ شَيْئًا ، وَكَانَ لاَ تَشَاءُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلاَّ رَاَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا اِلاَّ رَاَيْتَهُ ، تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ وَاَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ ٠

১০৭৫ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কোন মাসে সিয়াম পালন করতেন না। এমন কি আমরা ধারণা করতাম যে, সে মাসে তিনি সিয়াম পালন করবেন না। আবার কোন কোন মাসে সিয়াম পালন করতে থাকতেন, এমন কি আমাদের ধারণা হত যে, সে মাসে তিনি সিয়াম ছাড়বেন না। তাঁকে তুমি সালাত রত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাই দেখতে পেতে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাও দেখতে পেতে। সুলাইমান ও আবূ খালিদ আহ্মার (র.) হুমাইদ (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্ন জাফর (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٧٢٦. بَابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

৭২৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলা সালাত আদায় না করলে গ্রীবাদেশে শয়তানের গ্রন্থী বেধে দেওয়া।

١٠٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلاَّ اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ ·

১০৭৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার গ্রীবাদেশে তিনটি গিঠ দেয়। প্রতি গিঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত। তারপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে একটি গিঠ খুলে যায়, পরে উযূ করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়, তারপর সালাত আদায় করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয়, প্রফুল্ল মনে ও নির্মল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে।

١٠٧٧ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الرُّؤْيَا قَالَ اَمَّا الَّذِىْ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَاِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْاٰنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ ·

১০৭৭ মুআম্মাল ইব্ন হিশাম (র.).......সামুরা ইব্ন জুনদাব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর স্বপ্ন বর্ণনার এক পর্যায়ে বলেছেন, যে ব্যক্তির মাথা পাথর দিয়ে বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ লোক যে কুরআন শরীফ শিখে তা পরিত্যাগ করে এবং ফরয সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে।[১]

٧٢٧. بَابُ اِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِىْ اُذُنِهِ

৭২৭. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয়।

١٠٧٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ

১. হাদীসখানা এখানে অংশ বিশেষ উল্লিখিত হয়েছে, পূর্ণাংগ হাদীস রয়েছে " كتاب الجنائز " -এ।

عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقِيْلَ مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى اَصْبَحَ مَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ اُذُنِهِ ۔

১০৭৮ মুসাদ্দাদ (র.).......আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সামনে এক ব্যক্তির সম্পর্কে আলোচনা করা হল– সকাল বেলা পর্যন্ত সে ঘুমিয়েই কাটিয়েছে, সালাতের জন্য (যথা সময়ে) জাগ্রত হয়নি, তখন তিনি (নবী ﷺ) ইরশাদ করলেন ঃ শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছে।

٧٢٨. بَابُ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ وَقَالَ كَانُوْا قَلِيْلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ اَىْ مَا يَنَامُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

৭২৮. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের শেষভাগে দু'আ করা ও সালাত আদায় করা। আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেছেন ঃ রাতের সামান্য পরিমাণ (সময়) তাঁরা নিদ্রারত থাকেন, শেষ রাতে তাঁরা ইসতিগ্‌ফার করেন। (সূরা আয্‌–যারিয়াত ঃ ১৮)।

١٠٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ وَاَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ ، مَنْ يَسْاَلُنِيْ فَاُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَاَغْفِرَلَهُ ۔

১০৭৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন ঃ কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে ? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার কাছে চাইবে ? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে ? আমি তাকে ক্ষমা করব।

٧٢٩. بَابُ مَنْ نَامَ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَاَحْيَا اٰخِرَهُ وَقَالَ سَلْمَانُ لِاَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ قَالَ قُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ

৭২৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাতের প্রথমাংশে ঘুমিয়ে থাকে এবং শেষ অংশকে (ইবাদাত দ্বারা) প্রাণবন্ত রাখে। সালমান (রা.) আবূ দারদা (রা.)–কে (রাতের প্রথমাংশে) বললেন, (এখন) ঘুমিয়ে পড়, শেষ রাত হলে তিনি বললেন, (এখন) উঠে পড়। (বিষয়টি অবগত হয়ে) নবী ﷺ ইরশাদ করলেন ঃ সালমান যথার্থ বলেছে।

১০৮০ حَدَّثَنَا اَبُوالْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ صَلاَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَهُ وَيَقُوْمُ اٰخِرَهُ فَيُصَلِّيْ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى فِرَاشِهِ فَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَاِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَاِلاَّ تَوَضَّأَ وَخَرَجَ ٠

১০৮০ আবুল ওয়ালীদ ও সুলাইমান (র.).......আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাতে নবী ﷺ-এর সালাত কেমন ছিল ? তিনি বললেন, তিনি প্রথমাংশে ঘুমাতেন, শেষাংশে জেগে সালাত আদায় করতেন। এরপর তাঁর শয্যায় ফিরে যেতেন, মুআয্যিন আযান দিলে দ্রুত উঠে পড়তেন, তখন তাঁর প্রয়োজন থাকলে গোসল করতেন, অন্যথায় উযূ করে (মসজিদের দিকে) বেরিয়ে যেতেন।

٧٣٠. بَابُ قِيَامُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فِيْ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

৭৩০. অনুচ্ছেদ ঃ রামাযানে ও অন্যান্য সময়ে নবী ﷺ – এর রাত জেগে ইবাদাত।

১০৮১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّيْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلاَثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِيْ ٠

১০৮১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)......আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রাহমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত কেমন ছিল ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রামাযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগার রাকা'আতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। তুমি সেই সালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর তিনি তিন রাকা'আত (বিত্‌র) সালাত আদায় করতেন। আয়িশা (রা.) বলেন, (একদিন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি বিত্‌রের আগে ঘুমিয়ে থাকেন ? তিনি ইরশাদ করলেন ঃ আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না।

১০৮২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَاُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى اِذَا كَبِرَ قَرَاَ جَالِسًا ،

فَاِذَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلاَثُوْنَ اَوْ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَ هُنَّ ثُمَّ رَكَعَ ·

১০৮২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র.).......উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতের কোন সালাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বসে কিরাআত পড়তে দেখিনি। অবশ্য শেষ দিকে বার্ধক্যে উপনীত হলে তিনি বসে কিরাআত পড়তেন। যখন (আরম্ভকৃত) সূরার ত্রিশ চল্লিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকত, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সে পরিমাণ কিরাআত পড়ার পর রুকূ' করতেন।

٧٣١. بَابُ فَضْلُ الطُّهُوْرِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفَضْلِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

৭৩১. অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ও দিনে তাহারাত (পবিত্রতা) হাসিল করার ফযীলত এবং উযূ করার পর রাতে ও দিনে সালাত আদায়ের ফযীলত।

١٠٨٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِىْ بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْاِسْلاَمِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ قَالَ مَاعَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجٰى عِنْدِىْ اَنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةِ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ اِلاَّ صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِىْ اَنْ اُصَلِّىَ ·

১০৮৩ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একদিন ফজরের সালাতের সময় বিলাল (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক যে আমল তুমি করেছ, তার কথা আমার নিকট ব্যক্ত কর। কেননা, জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল (রা.) বললেন, দিন রাতের যে কোন প্রহরে আমি তাহারাত ও পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই সে তাহারাত দ্বারা সালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার তাক্‌দীরে লেখা ছিল। আমার কাছে এর চাইতে (অধিক) আশাব্যঞ্জক হয়, এমন কোন বিশেষ আমল আমি করিনি।

٧٣٢. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيْدِ فِى الْعِبَادَةِ

৭৩২. অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদাতে কঠোরতা অবলম্বন অপসন্দনীয়।

١٠٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ فَاِذَا حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هٰذَا الْحَبْلُ قَالُوْا هٰذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَاِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَاِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ

بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِىْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِىْ اَسَدٍ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قُلْتُ فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ بِاللَّيْلِ فَذَكَرَ مِنْ صَلاَتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ مَا تُطِيْقُوْنَ مِنَ الْاَعْمَالِ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَيَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا ٠

১০৮৪ আবূ মা'মার (র.)........আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ (মসজিদে) প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, দু'টি স্তম্ভের মাঝে একটি রশি টাঙানো রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ রশিটি কি কাজের জন্য ? লোকেরা বললো, এটি যায়নাবের রশি, তিনি (ইবাদত করতে করতে) অবসন্ন হয়ে পড়লে এটির সাথে নিজেকে বেঁধে দেন। নবী ﷺ ইরশাদ করলেনঃ না, ওটা খুলে ফেল। তোমাদের যে কোন ব্যক্তির প্রফুল্লতা ও সজীবতা থাকা পর্যন্ত ইবাদাত করা উচিত। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন যেন সে বসে পড়ে। অন্য এক বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)......উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনূ আসাদের এক মহিলা আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে আগমণ করলেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ মহিলাটি কে ? আমি বললাম, অমুক। তিনি রাতে ঘুমান না। তখন তাঁর সালাতের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি (নবী ﷺ) বললেন ঃ রেখে দাও। সাধ্যানুযায়ী আমল করতে থাকাই তোমাদের কর্তব্য। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা (সাওয়াব প্রদানে) বিরক্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়।

٧٣٣. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَا يَقُوْمُهُ

৭৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ রাত জেগে ইবাদাতকারীর ঐ ইবাদাত বাদ দেওয়া মাকরূহ।

١٠٨٥ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَبُو الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ وَقَالَ هِشَامُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الْعِشْرِيْنَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ مِثْلَهُ وَتَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ ٠

১০৮৫ আব্বাস ইব্ন হুসাইন ও মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল আবুল হাসান (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ্! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, সে রাত জেগে ইবাদাত করত, পরে রাত জেগে ইবাদাত করা ছেড়ে দিয়েছে। হিশাম (র.)......আবূ সালামা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٧٣٤. بَابٌ

৭৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ

১٠٨٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ قُلْتُ اِنِّىْ اَفْعَلُ ذٰلِكَ قَالَ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ وَاِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا وَلاَهْلِكَ حَقًّا فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ ٠

১০৮৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).......আবুল আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন ঃ আমাকে কি জানানো হয়নি যে, তুমি রাত ভর ইবাদাতে জেগে থাক, আর দিনভর সিয়াম পালন কর ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তা আমি করে থাকি। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ একথা নিশ্চিত যে, তুমি এমন করতে থাকলে তোমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তোমার দেহের অধিকার রয়েছে, তোমার পরিবার পরিজনেরও অধিকার রয়েছে। কাজেই তুমি সিয়াম পালন করবে এবং বাদও দেবে। আর জেগে ইবাদাত করবে এবং ঘুমাবেও।

٧٣٥. بَابُ فَضْلُ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى

৭৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাত জেগে সালাত আদায় করে তাঁর ফযীলত।

١٠٨٧ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ابْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَيْرُ بْنُ هَانِىٍّ قَالَ حَدَّثَنِىْ جُنَادَةُ بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ حَدَّثَنِىْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ ، ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اَوْ دَعَا اسْتُجِيْبَ ، فَاِنْ تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلاَتُهُ ٠

১০৮৭ সাদাকা ইব্ন ফায্ল (র.).......উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে জেগে ওঠে এ দু'আ পড়ে .... لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ এক আল্লাহ্ ব্যতীত ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজ্য তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সব কিছুর উপরে শক্তিমান। যাবতীয় হাম্দ আল্লাহ্রই জন্য, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র, আল্লাহ্ ব্যতীত ইলাহ্ নেই। আল্লাহ্ মহান, গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই আল্লাহ্র তাওফীক ব্যতীত। তারপর বলে, ইয়া আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন। বা (অন্য কোন) দু'আ করে, তাঁর দু'আ কবুল করা হয়। এরপর উযূ করে (সালাত আদায় করলে) তার সালাত কবূল করা হয়।

১০৮৮ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ الْهَيْثَمُ بْنُ اَبِىْ سِنَانٍ اَنَّـهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْـهُ وَهُـوَ يَقُصُّ فِىْ قَصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخًا لَّكُمْ لاَ يَقُوْلُ الرَّفَثَ يَعْنِىْ بِذٰلِكَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ :

وَفِيْنَا رَسُـوْلُ اللّٰهِ يَتْلُوْ كِتَابَـهُ * اِذَا انْشَقَّ مَعْرُوْفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ

اَرَانَا الْهُدٰى بَعْدَ الْعَمٰى فَقُلُوْبُنَا * بِـهِ مُـوْقِـنَاتٌ اَنَّ مَـا قَالَ وَاقِـعُ

يَبِيْتُ يُجَافِىْ جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِـهِ * اِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعُ

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَقَالَ الزُّبَيْدِىُّ اَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدٍ وَالْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ .

১০৮৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.)........হায়সাম ইব্‌ন আবূ সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) তাঁর ওয়ায বর্ণনাকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তোমাদের এক ভাই অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.) অনর্থক কথা বলেন নি।[১]

"আর আমাদের মাঝে বর্তমান রয়েছেন আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করেন, যখন উদ্ভাসিত হয় ভোরের আলো। গোমরাহীর পর তিনি আমাদের হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন, তাই আমাদের হৃদয়সমূহ, তাঁর প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনকারী যে তিনি যা বলেছেন তা অবশ্য সত্য। তিনি রাত কাটান শয্যা থেকে পার্শ্বকে দূরে সরিয়ে রেখে, যখন মুশরিকরা শয্যাগুলোতে নিদ্রামগ্ন থাকে।"

আর উকাইল (র.) ইউনুস (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। যুবায়দী (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রেও তা বর্ণনা করেছেন।

১০৮৯ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَاَيْتُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ كَاَنَّ بِيَدِىْ قِطْعَةَ اِسْتَبْرَقٍ فَكَاَنِّىْ لاَ اُرِيْدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ اِلاَّ طَارَتْ اِلَيْـهِ وَرَاَيْتُ كَاَنَّ اثْنَيْنِ اَتَيَانِىْ اَرَادَ اَنْ يَذْهَبَا اِلَى النَّارِ فَتَلَقَّاهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لَمْ تُرَعْ خَلِّيَا عَنْهُ فَقَصَّتْ حَفْـصَةُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اِحْدٰى رُؤْيَاىَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْكَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ وَكَانُوْا لاَيَزَالُوْنَ يَقُصُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ الرُّؤْيَا اَنَّهَا فِى اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ .

---

১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.) আনসারী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রশংসায় রচিত কবিতার কয়েকটি পংক্তি। তিনি মুতা যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

১০৮৯ আবূ নু'মান (র.)......ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সময়ে আমি (এক রাতে) স্বপ্নে দেখলাম যেন আমার হাতে একখন্ড মোটা রেশমী কাপড় রয়েছে এবং যেন আমি জান্নাতের যে কোন স্থানে যেতে ইচ্ছা করছি। কাপড় (আমাকে) সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যচ্ছে। অপর একটি স্বপ্নে আমি দেখলাম, যেন দু'জন ফিরিশ্‌তা আমার কাছে এসে আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। তখন অন্য একজন ফিরিশ্‌তা তাঁদের সামনে এসে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। (আর ঐ দু'জনকে বললেন) তাকে ছেড়ে দাও। (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা (রা.) আমার স্বপ্নদ্বয়ের একটি নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আব্‌দুল্লাহ্ কত ভাল লোক! যদি সে রাতের বেলা সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করত। এরপর থেকে আব্‌দুল্লাহ্ (রা.) রাতের এক অংশে সালাত আদায় করতেন। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট (তাঁদের দেখা) স্বপ্ন বর্ণনা দিলেন। লাইলাতুল কাদ্‌র রামাযানের শেষ দশকের সপ্তম রাতে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আমি মনে করি যে, (লাইলাতুল কাদর শেষ দশকে হওয়ার ব্যাপারে) তোমাদের স্বপ্নগুলোর মধ্যে পরস্পর মিল রয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি লাইলাতুল কাদ্‌রের অনুসন্ধান করতে চায় সে যেন তা (রামাযানের) শেষ দশকে অনুসন্ধান করে।

٧٣٦. بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

৭৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আত নিয়মিত আদায় করা।

١٠٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ هُوَ ابْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْهِ جَالِسًا وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَ يْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا اَبَدًا ٠

১০৯০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইশার সালাত আদায় করলেন, এরপর আট রাকা'আত সালাত আদায় করেন। এবং দু' রাকা'আত আদায় করেন বসে। আর দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন আযান ও ইকামাত-এর মধ্যবর্তী সময়ে। এ দু'রাকা'আত তিনি কখনো পরিত্যাগ করতেন না।

٧٣٧. بَابُ الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

৭৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু' রাকা'আত সুন্নাতের পর ডান কাতে শোয়া।

١٠٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوالْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اِضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ٠

১০৯১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ফজরের দু'রাকা'আত সালাত আদায় করার পর ডান কাতে শুইতেন।

٧٣٨. بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

৭৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ দু' রাকা'আত (ফজরের সুন্নাত) এর পর কথাবার্তা বলা এবং না শোয়া।

١٠٩٢ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمُ اَبُو النَّضْرِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى فَاِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِيْ وَاِلاَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى يُؤْذَنَ بِالصَّلاَةِ ٠

১০৯২ বিশ্‌র ইব্‌ন হাকাম (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ (ফজরের সুন্নাত) সালাত আদায় করার পর আমি জেগে থাকলে, তিনি আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন, অন্যথায় (জামা'আতের সময় হয়ে যাওয়ার) অবগতি প্রদান পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে থাকতেন।

٧٣٩. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنٰى مَثْنٰى قَالَ مُحَمَّدٌ وَيُذْكَرُ ذَالِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَاَبِيْ ذَرٍّ وَاَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِيُّ مَا اَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ اَرْضِنَا اِلاَّ يُسَلِّمُوْنَ فِيْ كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ

৭৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ নফল সালাত দু' রাকা'আত করে আদায় করা। মুহাম্মদ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, বিষয়টি আম্মার আবূ যার্‌র, আনাস, জাবির ইব্‌ন যায়িদ (রা.) এবং ইকরিমা ও যুহ্‌রী (র.) থেকেও উল্লেখিত হয়েছে। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী (র.) বলেছেন, আমাদের শহরের (মদীনার) ফকীহ্‌গণকে দিনের সালাতে প্রতি দু'রাকা'আত শেষে সালাম করতে দেখেছি।

١٠٩٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِي الْمَوَالِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْاُمُوْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ ، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاٰجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ ، وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ اَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاٰجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ قَالَ وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ ٠

১০৯৩ কুতাইবা (র.)........জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সব কাজে ইস্‌তিখারাহ্ [১] শিক্ষা দিতেন। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা আমাদের শিখাতেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করলে সে যেন ফরয নয় এমন দু' রাকা'আত (নফল) সালাত আদায় করার পর এ দু'আ পড়ে ঃ "ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার ইল্‌মের ওয়াসীলায় আপনার কাছে (উদ্দীষ্ট বিষয়ের) কল্যাণ চাই এবং আপনার কুদরতের ওয়াসীলায় আপনার কাছে শক্তি চাই আর আপনার কাছে চাই আপনার মহান অনুগ্রহ। কেননা, আপনিই (সব কিছুতে) ক্ষমতা রাখেন, আমি কোন ক্ষমতা রাখি না; আপনিই (সব বিষয়ে) অবগত আর আমি অবগত নই ; আপনিই গায়েব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ইয়া আল্লাহ্ ! আমার দীন, আমার জীবন–জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম বিচারে, অথবা বলেছেন, আমার কাজের আশু ও শেষ পরিণতি হিসাবে যদি এ কাজটি আমার জন্য কল্যাণকর বলে জানেন তা হলে আমার জন্য তার ব্যবস্থা করে দিন। আর তা আমার জন্য সহজ করে দিন। তারপর আমার জন্য তাতে বরকত দান করুন আর যদি এ কাজটি আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম অথবা বলেছেন, আমার কাজের আশু ও শেষ পরিণতি হিসাবে আমার জন্য ক্ষতি হয় বলে জানেন ; তা হলে আপনি তা আমার থেকে সরিয়ে নিন এবং আমাকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন আর আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারিত রাখুন ; তা যেখানেই হোক। এরপর সে বিষয়ে আমাকে রাযী থাকার তৌফিক দিন। তিনি ইরশাদ করেন "هٰذَا الْاَمْرُ" তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

١٠٩٤ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ سَمِعَ اَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الْاَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ۔

১০৯৪ মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).........আবূ কাতাদা ইব্‌ন রিব'আ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু' রাকা'আত সালাত (তাহিয়্যাতুল-মাসজিদ) আদায় করার আগে বসবে না।

١٠٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ۔

১০৯৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর চলে গেলেন।

١٠٩٦ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ

১. সালাত ও দু'আর মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বিষয়ের কল্যাণ চাওয়া।

الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ·

১০৯৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে যুহ্রের আগে দু' রাকা'আত [১], যুহ্রের পরে দু' রাকা'আত, জুমু'আর পরে দু' রাকা'আত, মাগরিবের পরে দু' রাকা'আত এবং ইশার পরে দু' রাকা'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করেছি।

١٠٩٧ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ اَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ·

১০৯৭ আদম (র.)........জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর খুত্বা প্রদান কালে ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা কেউ এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হলে, যখন ইমাম (জুমু'আর) খুত্বা দিচ্ছেন, কিংবা মিম্বরে আরোহণের জন্য (হুজরা থেকে) বেরিয়ে পড়েছেন, তাহলে সে তখন যেন দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে নেয়।

١٠٩٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفٌ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ مَنْزِلِهِ فَقِيْلَ لَهُ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ فَاَقْبَلْتُ فَاَجِدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالًا عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلَالُ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ فَاَيْنَ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْاُسْطُوَانَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِيْ وَجْهِ الْكَعْبَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَوْصَانِي النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيِ الضُّحٰى وَقَالَ عِتْبَانُ غَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ·

১০৯৮ আবূ নু'আইম (র.)........মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা.) এর বাড়ীতে এসে তাঁকে খবর দিল, এই মাত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন। ইব্ন উমর (রা.) বলেন, আমি অগ্রসর হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছেন। বিলাল (রা.) দরওয়াযার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি বললাম, হে বিলাল! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা শরীফের ভিতরে সালাত আদায় করেছেন কি ? তিনি বললেন, হাঁ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন স্থানে ? তিনি বললেন, দু'স্তম্ভের মাঝখানে।[২] এরপর তিনি বেরিয়ে এসে কা'বার সামনে দু' রাকা'আত সালাত

---

১. কোন কোন রেওয়ায়াতে যুহর ও জুমু'আর ফরযের আগে চার রাকা'আত বর্ণিত হয়েছে, সে অনুসারে হানাফী মাযহাব মতে যুহর ও জুমু'আর ফরযের আগে চার রাকা'আত সুন্নাত আদায় করা হয়।

২. কা'বা শরীফের অভ্যন্তরের সারিতে ছয়টি স্তম্ভ রয়েছে। সামনের সারিতে দু'টি স্তম্ভ ডানে এবং একটি স্তম্ভ বামে রেখে দাঁড়ালে তা দরওয়াযা বরাবরে সামনের দু' স্তম্ভের মাঝখানে হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দরওয়াযা বরাবর অগ্রসর হয়ে দেয়ালের কাছে সালাত আদায় করেছিলেন।

আদায় করলেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ আমাকে দু' রাকা'আত সালাতুয্ যুহা (চাশ্ত-এর সালাত)-এর আদেশ করেছেন। ইতবান (ইব্ন মালিক আনসারী) (রা.) বলেন, একদিন বেশ বেলা হলে নবী করীম ﷺ আবূ বাক্র এবং উমার (রা.) আমার এখানে আগমণ করলেন। আমরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম আর তিনি (আমাদের নিয়ে) দু' রাকা'আত সালাত (চাশ্ত) আদায় করলেন।

٧٤٠. بَابُ الْحَدِيْثِ يَعْنِىْ بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

৭৪০. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতের পর কথাবার্তা বলা।

١٠٩٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ فَاِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِىْ وَاِلاَّ اضْطَجَعَ ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَاِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيْهِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ذٰلِكَ ٠

১০৯৯ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).............আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (ফজরের আযানের পর) দু' রাকা'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন। তারপর আমি সজাগ থাকলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন, অন্যথায় (ডান) কাতে শয়ন করতেন। (বর্ণনাকারী আলী বলেন,) আমি সুফিয়ান (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কেউ এ হাদীসে (দু' রাকা'আত স্থলে) ফজরের দু' রাকা'আত রেওয়ায়েত করে থাকেন। (এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি ?) সুফিয়ান (র.) বললেন, এটা তা-ই।

٧٤١. بَابُ تَعَاهُدِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا

৭৪১. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতের হিফাযত আর যারা এ দু' রাকা'আতকে নফল বলেছেন।

١١٠٠ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ٠

১১০০ বায়ান ইব্ন আম্র (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন নফল সালাতকে ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতের ন্যায় অধিক হিফাযত ও গুরুত্ব প্রদানকারী ছিলেন না।

٧٤٢. بَابُ مَا يُقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

৭৪২. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতে কতটুকু কিরাআত পড়া হবে।

١١٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّيْ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ·

১১০১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে তের রাকা'আত সালাত আদায় করতেন, এরপর সকালে (ফজরের) আযান শোনার পর সংক্ষিপ্ত (কিরাআতে) দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।

١١٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى هُوَابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتّٰى اِنِّيْ لَاَقُوْلُ هَلْ قَرَأَ بِاُمِّ الْكِتَابِ ·

১১০২ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আহ্মাদ ইবন ইউনুস (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের (ফরয) সালাতের আগের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) এত সংক্ষিপ্ত করতেন এমনকি আমি (মনে মনে) বলতাম, তিনি কি (শুধু) উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) তিলাওয়াত করলেন ?

٧٤٣. بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ

৭৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয সালাতের পর নফল সালাত।

١٠٠٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَاَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِيْ بَيْتِهِ ، وَحَدَّثَتْنِيْ اُخْتِيْ حَفْصَةُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ سَجْدَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَعْدَ مَايَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ اَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا تَابَعَهُ كَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَاَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ اَهْلِهِ ·

১১০৩ মুসাদ্দাদ (র.).......উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর অনুসরণে আমি যুহরের আগে দু' রাকা'আত, যুহরের পর দু' রাকা'আত, মাগরিবের পর দু' রাকা'আত, ইশার পর

দু' রাকা'আত এবং জুমু'আর পর দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেছি। তবে মাগরিব ও ইশার পরের সালাত তিনি তাঁর ঘরে আদায় করতেন। ইব্ন উমর (রা.) আরও বলেন, আমার বোন (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা (রা.) আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ ফজর হওয়ার পর সংক্ষিপ্ত দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। (ইব্ন উমর (রা.) বলেন,) এটি ছিল এমন একটি সময়, যখন আমরা কেউ নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে হাযির হতাম না। (তাই সে সময়ের আমল সম্পর্কে উম্মুহাতুল মু'মিনীন অধিক জানতেন)। কাসীর ইব্ন ফরকাদ ও আইয়ূব (র.) নাফি' (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় উবাইদুল্লাহ্ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। ইব্ন আবুয্ যিনাদ (র.) বলেছেন, মূসা ইব্ন উক্‌বা (র.) নাফি' (র.) থেকে ইশার পরে তাঁর পরিজনের মধ্যে কথাটি বর্ণনা করেছেন।

٧٤٤. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

৭৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ ফরযের পর নফল সালাত আদায় না করা।

١١٠٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيْعًا قُلْتُ يَا اَبَا الشَّعْثَاءِ اَظُنُّهُ اَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ قَالَ وَاَنَا اَظُنُّهُ .

১১০৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)........ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে আট রাকা'আত একত্রে যুহ্র ও আসরের এবং সাত রাকা'আত একত্রে মাগরিব-ইশার আদায় করেছি। (তাই সে ক্ষেত্রে যুহ্র ও মাগরিবের পর সুন্নাত আদায় করা হয়নি।) আমর (র.) বলেন, আমি বললাম, হে আবুশ্ শা'সা! আমার ধারণা, তিনি যুহ্র শেষ ওয়াক্তে এবং আসর প্রথম ওয়াক্তে আর ইশা প্রথম ওয়াক্তে ও মাগরিব শেষ ওয়াক্তে আদায় করেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমিও তাই মনে করি।

٧٤٥. بَابُ صَلَاةِ الضُّحٰى فِى السَّفَرِ

৭৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে সালাতুয্‌-যুহা (চাশ্‌ত) আদায় করা।

١١٠٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ تَوْبَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَتُصَلِّي الضُّحٰى قَالَ لَا قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَاَبُوْ بَكْرٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا اِخَالُهُ .

১১০৫ মুসাদ্দাদ (র.).........মুওয়ার্‌রিক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি চাশ্‌ত-এর সালাত আদায় করে থাকেন? তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উমার (রা.) তা আদায় করতেন কি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, আবু বক্‌র (রা.)? তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ? তিনি বললেন, আমি তা মনে

করি না। (আমার মনে হয় তিনিও তা আদায় করতেন না, তবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত কিছু বলতে পারছি না)।

١١٠٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ لَيْلٰى يَقُوْلُ مَا حَدَّثَنَا اَحَدٌ اَنَّهُ رَاٰى النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى غَيْرُ اُمِّ هَانِئٍ فَاِنَّهَا قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلّٰى ثَمَانِىْ رَكْعَاتٍ فَلَمْ اَرَصَلَاةً قَطُّ اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ٠

১১০৬ আদম (র.)........আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু হানী (রা.) (নবী করীম ﷺ -এর চাচাত বোন) ব্যতীত অন্য কেউ নবী করীম ﷺ -কে চাশ্তের সালাত আদায় করতে দেখেছেন, এরূপ আমাদের কাছে কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি উম্মে হানী (রা.) অবশ্য বলেছেন, নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন (পূর্বাহ্নে) তাঁর ঘরে গিয়ে গোসল করেছেন। (তিনি বলেছেন) যে, আমি আর কখনো (তাঁকে) অনুরূপ সংক্ষিপ্ত সালাত (আদায় করতে) দেখি নি। তবে কিরাআত সংক্ষিপ্ত হলেও তিনি রুকূ' ও সিজ্দা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করছিলেন।

٧٤٦. بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحٰى وَرَاٰهُ وَاسِعًا

৭৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ যারা চাশ্ত–এর সালাত আদায় করেন না, তবে বিষয়টিকে প্রশস্ত মনে করেন (বাধ্যতামূলক মনে করেন না)।

١١٠٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحٰى وَاِنِّىْ لَاُسَبِّحُهَا ٠

১১০৭ আদম (র.).........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে চাশ্ত-এর সালাত আদায় করতে আমি দেখিনি। তবে আমি তা আদায় করে থাকি।

٧٤٧. بَابُ صَلَاةِ الضُّحٰى فِى الْحَضَرِ قَالَهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

৭৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুকীম অবস্থায় চাশ্ত–এর সালাত আদায় করা। ইতবান ইব্ন মালিক (রা.) বিষয়টি নবী করীম ﷺ থেকে উল্লেখ করেছেন।

١١٠٨ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْجُرَيْرِىُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوْخَ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ بِثَلَاثٍ لَا اَدَعُهُنَّ حَتّٰى اَمُوْتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحٰى وَنَوْمٍ عَلٰى وِتْرٍ ٠

১১০৮ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খলীল ও বন্ধু (নবী করীম ﷺ) আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়্যাত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, আমৃত্যু তা আমি পরিত্যাগ করব না। (কাজ তিনটি হল) ১. প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম (পালন করা), ২. সালাতুয্-যোহা (চাশ্‌ত এর সালাত আদায় করা) এবং ৩. বিত্‌র (সালাত) আদায় করে ঘুমান।

١١٠٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنِّىْ لاَ اَسْتَطِيْعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ فَصَنَعَ لِلنَّبِىِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ اِلٰى بَيْتِهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيْرٍ بِمَاءٍ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ جَارُوْدٍ لِاَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى فَقَالَ مَا رَاَيْتُهُ صَلّٰى غَيْرَ ذَالِكَ الْيَوْمِ .

১১০৯ আলী ইব্নুল জা'দ (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক স্থূলদেহী আনসারী নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে আরয্ করলেন, আমি আপনার সংগে (জামা'আতে) সালাত আদায় করতে পারি না। তিনি নবী করীম ﷺ -এর উদ্দেশ্যে খাবার তৈরী করে তাঁকে দাওয়াত করে নিজ বাড়ীতে নিয়ে এলেন এবং একটি চাটাই এর এক অংশে (কোমল ও পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে) পানি ছিটিয়ে (তা বিছিয়ে) দিলেন। তখন তিনি (নবী করীম ﷺ)-এর উপরে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। ইব্ন জারূদ (র.) (নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্য) আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন (তবে কি) নবী করীম ﷺ চাশ্‌ত-এর সালাত আদায় করতেন ? আনাস (রা.) বললেন, সেদিন ব্যতীত অন্য সময়ে তাঁকে এ সালাত আদায় করতে দেখিনি।

٧٤٨. بَابُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ

৭৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের (ফরযের) পূর্বে দু' রাকা'আত সালাত।

١١١٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِىْ بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِىْ بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ كَانَتْ سَاعَةً لاَ يُدْخَلُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فِيْهَا حَدَّثَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

১১১০ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).......ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ থেকে আমি দশ রাকা'আত সালাত আমার স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে রেখেছি। যুহরের আগে দু' রাকা'আত পরে দু' রকা'আত, মাগরিবের পরে দু' রাকা'আত তাঁর ঘরে, ইশার পরে দু' রাকা'আত তাঁর ঘরে এবং দু' রাকা'আত সকালের (ফজরের) সালাতের আগে। ইব্ন উমর (রা.) বলেন,) আর সময়টি ছিল এমন,

যখন নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে (সাধারণত) কোন ব্যক্তিকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হত না। তবে উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মুআয্যিন আযান দিতেন এবং ফজর (সুবহে-সাদিক) উদিত হত তখন নবী ﷺ দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।

১১১১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَايَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ تَابَعَهُ ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ .

১১১১ মুসাদ্দাদ (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যুহরের আগে চার রাকা'আত এবং (ফজরের আগে) দু'রাকা'আত সালাত (কখনো) ছাড়তেন না। ইব্ন আবূ আদী ও আম্র (র.) শু'বা (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ইয়াহ্ইয়া (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٧٤٩. بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

৭৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের আগে সালাত।

১১১২ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلُّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَّتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً .

১১১২ আবূ মা'মার (র.)........আবদুল্লাহ্ মুযানী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা মাগরিবের (ফরযের) আগে (নফল) সালাত আদায় করবে; (এ কথাটি তিনি তিনবার ইরশাদ করলেন) লোকেরা আমালকে সুন্নাতের মর্যাদায় গ্রহণ করতে পারে, এ কারণে তৃতীয়বারে তিনি বললেন ঃ এ তার জন্য যে ইচ্ছা করে।

১১১৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ اَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ اَلَا اُعْجِبُكَ مِنْ اَبِيْ تَمِيْمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ اِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْاٰنَ قَالَ الشُّغْلُ .

১১১৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র.).......মারসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইয়াযানী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উক্‌বা ইব্ন জুহানী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম, আবূ তামীম (র.) সম্পর্কে এ কথা বলে কি আমি আপনাকে বিস্মিত করে দিব না যে, তিনি মাগরিবের (ফরয) সালাতের আগে দু' রাকা'আত (নফল) সালাত আদায় করে থাকেন। উক্‌বা (রা.) বললেন, (এতে বিস্মিত হওয়ার কি

আছে ?) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে তো আমরা তা আদায় করতাম। আমি প্রশ্ন করলাম, তা হলে এখন কিসে আপনাকে বিরত রাখছে ? তিনি বললেন, কর্মব্যস্ততা।

٧٥٠. بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৫০. অনুচ্ছেদ ঃ নফল সালাত জামা'আতে আদায় করা। এ বিষয়ে আনাস ও আয়িশা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

١١١٤ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّهُ عَقَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِىْ وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِىْ دَارِهِمْ فَزَعَمَ مَحْمُوْدُ اَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْاَنْصَارِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُنْتُ اُصَلِّىْ لِقَوْمِىْ بِبَنِىْ سَالِمٍ وَكَانَ يَحُوْلُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ وَادٍ اِذَا جَائَتِ الْاَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَىَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اِنِّىْ اَنْكَرْتُ بَصَرِىْ وَاِنَّ الْوَادِىَ الَّذِىْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ قَوْمِىْ يَسِيْلُ اِذَا جَائَتِ الْاَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَىَّ اجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ اَنَّكَ تَأْتِىْ فَتُصَلِّىْ مِنْ بَيْتِىْ مَكَانًا اَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَأَفْعَلُ فَغَدَا عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ اُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ فِيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلٰى خَزِيْرٍ تُصْنَعُ لَهُ فَسَمِعَ اَهْلُ الدَّارِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِىْ فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتّٰى كَثُرَ الرِّجَالُ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَا فَعَلَ مَالِكٌ لَا اَرَاهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ذَاكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُلْ ذَاكَ اَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِىْ بِذَالِكَ وَجْهَ اللّٰهِ فَقَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ اَمَّا نَحْنُ فَوَ اللّٰهِ لَا نَرٰى وُدَّهُ وَلَا حَدِيْثَهُ اِلَّا اِلَى الْمُنَافِقِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِىْ بِذَالِكَ وَجْهَ اللّٰهِ قَالَ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا فِيْهِمْ اَبُوْ اَيُّوْبَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَتِهِ الَّتِىْ تُوُفِّىَ فِيْهَا وَيَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِاَرْضِ الرُّوْمِ فَاَنْكَرَهَا عَلَىَّ اَبُوْ اَيُّوْبَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَظُنُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا قُلْتَ قَطُّ فَكَبُرَ ذَالِكَ عَلَىَّ فَجَعَلْتُ لِلّٰهِ عَلَىَّ اِنْ سَلَّمَنِىْ حَتّٰى اَقْفُلَ مِنْ غَزْوَتِىْ اَنْ اَسْاَلَ عَنْهَا عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنْ

وَجَدْتُهُ حَيًا فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَفَلْتُ فَاَهْلَلْتُ بِحَجَّةٍ اَوْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَاَتَيْتُ بَنِىْ سَالِمٍ فَاِذَا عِتْبَانُ شَيْخٌ اَعْمَى يُصَلِّىْ لِقَوْمِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَاَخْبَرْتُهُ مَنْ اَنَا ثُمَّ سَاَلْتُهُ عَنْ ذَالِكَ الْحَدِيْثِ . فَحَدَّثَنِيْهِ كَمَا حَدَّثَنِيْهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ .

১১১৪ ইসহাক (র.)........ইব্ন শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহমূদ ইব্ন রাবী' আনসারী (রা.) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, (শৈশবে তাঁর দেখা) নবী করীম ﷺ-এর কথা তাঁর ভাল স্মরণ আছে এবং নবী করীম ﷺ তাঁদের বাড়ীর কূপ থেকে (পানি মুখে নিয়ে বরকতের জন্য) তার মুখমণ্ডলে যে ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন সে কথাও তার ভাল স্মরণ আছে। মাহমূদ (র.) বলেন, যে, ইতবান ইব্ন মালিক আনসারী (রা.)-কে (যিনি ছিলেন বদর জিহাদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে উপস্থিত বদরী সাহাবীগণের অন্যতম) বলতে শুনেছেন যে, আমি আমার কাওম বনূ সালিমের সালাতে ইমামতি করতাম। আমার ও তাদের (কাওমের মসজিদের) মধ্যে বিদ্যমান একটি উপত্যকা। উপত্যকা বৃষ্টি হলে আমার মসজিদ গমণে অন্তরায় সৃষ্টি করতো। এবং এ উপত্যকা অতিক্রম করে তাদের মসজিদে যাওয়া আমার জন্য কষ্টকর হতো। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলাম, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) আমি আমার দৃষ্টিশক্তির ঘাট্তি অনুভব করছি (এ ছাড়া) আমার ও আমার গোত্রের মধ্যকার উপত্যকাটি বৃষ্টি হলে প্লাবিত হয়ে যায়। তখন তা পার হওয়া আমার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই আমার একান্ত আশা যা আপনি শুভাগমণ করে (বরকত স্বরূপ) আমার ঘরের কোন স্থানে সালাত আদায় করবেন; আমি সে স্থানটিকে মুসাল্লা (সালাতের স্থানরূপে নির্দ্ধারিত) করে নিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, অচিরেই তা করবো। পরের দিন সূর্যের উত্তাপ যখন বেড়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বক্র (রা.) (আমার বাড়ীতে) তাশরীফ আনলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে স্বাগত জানালাম, তিনি উপবেশন না করেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ঘরের কোন্ জায়গায় আমার সালাত আদায় করা তুমি পসন্দ কর ? যে স্থানে তাঁর সালাত আদায় করা আমার মনঃপূত ছিল, তাঁকে আমি সে স্থানের দিকে ইশারা করে (দেখিয়ে) দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে তাক্বীর বললেন, আমরা সারিবদ্ধভাবে তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। তিনি দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তাঁর সালাম ফেরানোর সময় আমরাও সালাম ফিরালাম। এরপর তাঁর উদ্দেশ্য যে খাযীরা প্রস্তুত করা হচ্ছিল তা আহারের জন্য তাঁর প্রত্যাগমনে আমি বিলম্ব ঘটালাম। ইতিমধ্যে মহল্লার লোকেরা আমার বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অবস্থানের সংবাদ শুনতে পেয়ে তাঁদের কিছু লোক এসে গেলেন। এমন কি আমার ঘরে অনেক লোকের সমাগম ঘটলো। তাঁদের একজন বললেন, মালিক (ইব্ন দুখায়শিন্) করল কি? তাকে দেখছি না যে? তাঁদের একজন জবাব দিলেন, যে মুনাফিক! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মুহাব্বত করে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেন ঃ এমন কথা বলবে না। তুমি কি লক্ষ্য করছ না, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ করেছে। সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সমধিক অবগত। তবে আল্লাহ্র কসম! আমরা মুনাফিকদের সাথেই তার ভালবাসা ও আলাপ-আলোচনা দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেনঃ আল্লাহ্ পাক সে ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন,

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করে। মাহমূদ (রা.) বলেন, এক যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে একদল লোকের কাছে বর্ণনা করলাম তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী আবূ আইয়ূব (আনসারী) (রা.) ছিলেন। তিনি সে যুদ্ধে ওফাত পেয়েছিলেন। আর ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া (রা.) রোমানদের দেশে তাদের আমীর ছিলেন। আবূ আইয়ূব (রা.) আমার বর্ণিত হাদীসটি অস্বীকার করে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যে কথা বলেছ তা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। ফলে তা আমার কাছে ভারী মনে হল। তখন আমি আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, যদি এ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তিনি আমাকে নিরাপদ রাখেন, তাহলে আমি ইত্‌বান ইব্‌ন মালিক (রা.)-কে তাঁর কাউমের মসজিদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবো, যদি তাঁকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে যাই। এরপর আমি ফিরে চললাম এবং হাজ্জ কিংবা উমরার নিয়্যাতে ইহ্‌রাম করলাম। তারপর সফর করতে করতে আমি মদীনায় উপনীত হয়ে বনূ সালিম গোত্রে উপস্থিত হলাম। দেখতে পেলাম ইত্‌বান (রা.) যিনি তখন একজন বৃদ্ধ ও অন্ধ ব্যক্তি কাউমের সালাতে ইমামতি করছেন। তিনি সালাত শেষ করলে আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং আমার পরিচয় দিয়ে উক্ত হাদীস সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি প্রথমবারের মতই অবিকল হাদীসখানা আমাকে শুনালেন।

٧٥١. بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

৭৫১. অনুচ্ছেদ ঃ নফল সালাত ঘরে আদায় করা।

١١١٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ ·

১১১৫ আবুল আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ (র.)........ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা তোমাদের কিছু কিছু সালাত তোমাদের ঘরে আদায় করবে, তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানাবে না। আবদুল ওহ্‌হাব (র.) আইউব (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ওহাইব (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٧٥١. بَابُ فَضْلِ الصَّلاَةِ فِيْ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ

৭৫১. (ক) অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মসজিদে সালাতের ফযীলত।

١١١٦ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ قَزْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَرْبَعًا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَى عَشْرَةَ غَزْوَةً ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰى ·

১১১৬ হাফ্স ইব্ন উমর (র.)........কাযআ' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সায়ীদ খুদ্রী (রা.)-কে চারটি (বিষয়) বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি। আবূ সায়ীদ খুদ্রী (রা.) নবী করীম ﷺ -এর সংগে বারটি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। অন্য সূত্রে আলী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মসজিদুল হারাম, মসজিদুর রাসূল এবং মসজিদুল আক্সা (বায়তুল মুকাদ্দাস) তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (সালাতের) উদ্দেশ্যে হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করবে না)।

١١١٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ٠

১১১৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মাসজিদুল হারাম ব্যতীত আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা অপরাপর মসজিদে এক হাজার সালাতের চাইতে উত্তম।

٧٥٢. بَابُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ

৭৫২. অনুচ্ছেদ ঃ কুবা মসজিদ[১]।

١١١٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ لاَ يُصَلِّىْ مِنَ الضُّحٰى اِلاَّ فِىْ يَوْمَيْنِ يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ فَاِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَوْمَ يَاْتِىْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَاِنَّهُ كَانَ يَاْتِيْهِ كُلَّ سَبْتٍ فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ اَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتّٰى يُصَلِّىَ فِيْهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَزُوْرُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا قَالَ وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّمَا اَصْنَعُ كَمَا رَاَيْتُ اَصْحَابِىْ يَصْنَعُوْنَ وَلاَ اَمْنَعُ اَحَدًا اَنْ يُصَلِّىَ فِىْ اَىِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ غَيْرَ اَنْ لاَتَتَحَرَّوْا طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا ٠

১১১৮ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র.).......নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা.) দু' দিন ব্যতীত অন্য সময়ে চাশ্তের সালাত আদায় করতেন না, যে দিন তিনি মক্কায় আগমণ করতেন, তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি চাশ্তের সময় মক্কায় আগমণ করতেন। তিনি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করার পর মাকামে ইব্রাহীম-এর পিছনে দাঁড়িয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। আর যে দিন তিনি কুবা

১. কুবা মসজিদ ঃ মসজিদে নববী থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত মদীনার প্রথম মসজিদ এবং মদীনায় হিজরাতকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রথম অবস্থান স্থল।

মসজিদে গমণ করতেন। তিনি প্রতি শনিবার সেখানে গমণ করতেন এবং সেখানে সালাত আদায় না করে বেরিয়ে আসা অপসন্দ করতেন। নাফি' (র.) বলেন, তিনি (ইব্‌ন উমর (রা.) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুবা মসজিদ যিয়ারত করতেন– কখনো আরোহী হয়ে, কখনো পায়ে হেটে। নাফি' (র.) বলেন, তিনি (ইব্‌ন উমর (রা.) তাঁকে আরো বলতেন, আমি আমার সাথীগণকে যেমন করতে দেখেছি তেমন করব। আর কাউকে আমি দিন রাতের কোন সময়ই সালাত আদায় করতে বাধা দিই না, তবে তাঁরা যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় (সালাত আদায়ের) ইচ্ছা না করে।

٧٥٣. بَابُ مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ

৭৫৩. অনুচ্ছেদ : প্রতি শনিবার যিনি কুবা মসজিদে আসেন।

١١١٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَاْتِيْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ ٠

১১১৯ মুসা ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.).......ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রতি শনিবার কুবা মসজিদে আসতেন, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো আরোহণ করে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.)-ও তা-ই করতেন।

٧٥٤. بَابُ اِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

৭৫৪. অনুচ্ছেদ : পায়ে হেঁটে কিংবা আরোহণ করে কুবা মসজিদে আসা।

١١٢٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَاْتِيْ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ فَيُصَلِّيْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ٠

১১২০ মুসাদ্দাদ (র.)......ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আরোহণ করে কিংবা পায়ে হেঁটে কুবা মসজিদে আসতেন। ইব্‌ন নুমাইর (র.) নাফি' (র.) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ সেখানে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।

٧٥٥. بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

৭৫৫. অনুচ্ছেদঃ কবর (রওযা শরীফ) ও (মসজিদে নববীর) মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানের ফযীলত।

١١٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَابَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ٠

১১২১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়িদ-মাযিনী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার ঘর ও মিম্বর-এর মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।

١١٢٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِيْ عَلٰى حَوْضِيْ ٠

১১২২ মুসাদ্দাদ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান আর আমার মিম্বর অবস্থিত (রয়েছে) আমার হাউয (কাউসার)-এর উপরে।

٧٥٦. بَابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

৭৫৬. অনুচ্ছেদঃ বায়তুল মুকাদ্দাস—এর মসজিদ।

١١٢٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلٰى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِاَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَعْجَبْنَنِيْ وَاٰنَقْنَنِيْ قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْاَةُ يَوْمَيْنِ اِلاَّ مَعَهَا زَوْجُهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ وَلاَ صَوْمَ فِيْ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى وَلاَصَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ وَلاَتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ مَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِيْ ٠

১১২৩ আবুল ওয়ালীদ (র.)........যিয়াদের আযাদকৃত দাস কাযা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.)-কে নবী করীম ﷺ থেকে চারটি বিষয় বর্ণনা করতে শুনেছি, যা আমাকে আনন্দিত ও মুগ্ধ করেছে। তিনি বলেছেন ঃ মহিলারা স্বামী কিম্বা মাহ্‌রাম[১] ব্যতীত দু'দিনের দূরত্বের পথে সফর করবে না। ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিনগুলোতে সিয়াম পালন নেই। দু' (ফরয) সালাতের পর কোন (নফল ও সুন্নাত) সালাত নেই। ফজরের পর সূর্যোদয় (সম্পন্ন) হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। এবং ১. মাসজিদুল হারাম, (কা'বা শরীফ ও সংলগ্ন মসজিদ) ২. মাসজিদুল আক্‌সা (বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদ) এবং ৩. আমার মসজিদ (মদীনার মসজিদে নবূবী) ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে) হাওদা বাঁধা যাবে না। (সফর করবে না)

১. মাহ্‌রাম ঃ স্থায়ীভাবে বিবাহ করা হারাম এমন সম্পর্কযুক্ত পুরুষ যেমন – দাদা, বাবা, ভাই, ভাতীজা, মামা, চাচা, শ্বশুর ইত্যাদি।

٧٥٧. بَابُ اِسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِى الصَّلاَةِ اِذَا كَانَ مِنْ اَمْرِ الصَّلاَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَسْتَعِيْنُ الرَّجُلُ فِى صَلاَتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ وَوَضَعَ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَلَنْسُوَتَهُ فِى الصَّلاَةِ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُصْغِهِ الْاَيْسَرِ اِلاَّ اَنْ يَحُكَّ جِلْدًا اَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا .

৭৫৭. অনুচ্ছেদঃ সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ সালাতের মধ্যে হাতের সাহায্যে করা। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার সালাতের মধ্যে শরীরের অঙ্গ—প্রত্যঙ্গ দ্বারা (প্রয়োজনে সালাত সংশ্লিষ্ট কাজে) সাহায্য নিতে পারে। আবূ ইসহাক (র.) সালাতরত অবস্থায় তাঁর টুপী নামিয়ে রেখেছিলেন এবং তা তুলে মাথায় দিয়েছিলেন। আলী (রা.) (সালাতে) সাধারণত তাঁর (ডান হাতের) পাঞ্জা বাম হাতের কব্জির উপরে রাখতেন, তবে কখনো শরীর চুলকাতে হলে বা কাপড় ঠিক করে নিতে হলে তা করে নিতেন।

١١٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَهِىَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ اَهْلُهُ فِىْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَاَ الْعَشْرَ اٰيَاتٍ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّاَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَاْسِىْ وَاَخَذَ بِاُذُنِى الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

১১২৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন মাইমূনা (রা.)-এর ঘরে রাত কাটালেন। তিনি বলেন, আমি বালিশের প্রস্থের দিকে শুয়ে পড়লাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সহধর্মিনী বালিশের দৈর্ঘ্যে শয়ন করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মধ্যরাত তার কিছু আগ বা পর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জেগে উঠে বসলেন এবং দু'হাতে মুখমণ্ডল মুছে ঘুমের আমেজ দূর করলেন। এরপর তিনি সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। পরে একটি ঝুলন্ত মশ্কের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং এর পানি

দ্বারা উত্তমরূপে উযূ করে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমিও উঠে পড়লাম এবং তিনি যেরূপ করেছিলেন, আমিও সেরূপ করলাম। এরপর আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপরে রেখে আমার ডান কানে মোচড়াতে লাগলেন (এবং আমাকে তাঁর পিছন থেকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন।) তিনি তখন দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর (শেষ দু' রাকা'আতের সাথে আর এক রাকা'আত দ্বারা বেজোড় করে) বিত্র আদায় করে শুয়ে পড়লেন। অবশেষে (ফজরের জামা'আতের জন্য) মুআযযিন এলেন। তিনি দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত (কিরাআতে) দু' রাকা'আত (ফজরের সুন্নাত) আদায় করলেন। এরপর (মসজিদের দিকে) বেরিয়ে যান এবং ফজরের সালাত আদায় করলেন।

٧٥٨. بَابُ مَا يُنْهٰى مِنَ الْكَلَامِ فِى الصَّلَاةِ

৭৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়া।

١١٢٥ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِىِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ اِنَّ فِى الصَّلَاةِ شُغْلًا .

১১২৫ ইব্ন নুমায়র (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ -কে তাঁর সালাত রত অবস্থায় সালাম করতাম; তিনি আমাদের সালামের জওয়াব দিতেন। পরে যখন আমরা নাজাশীর নিকট থেকে ফিরে এলাম, তখন তাঁকে (সালাত রত অবস্থায়) সালাম করলে তিনি আমাদের সালামের জওয়াব দিলেন না এবং পরে ইরশাদ করলেন ঃ সালাতে অনেক ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা রয়েছে।

١١٢٦ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ ابْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১১২৬ ইব্ন নুমায়র (র.).......আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٢٧ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ اِنَّا كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِى الصَّلَاةِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ يُكَلِّمُ اَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتّٰى نَزَلَتْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ الْاٰيَةَ فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ .

১১২৭ ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র.).......যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা

নবী করীম ﷺ-এর সময়ে সালাতের মধ্যে কথা বলতাম। আমাদের যে কেউ তার সংগীর সাথে নিজ দরকারী বিষয়ে কথা বলত। অবশেষে এ আয়াত নাযিল হল- حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ الاية "তোমরা তোমাদের সালাতসমূহের সংরক্ষণ কর ওনিয়মানুবর্তীতারক্ষা কর; বিশেষত মধ্যবর্তী (আসর) সালাতে, আর তোমরা (সালাতে) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্ত হও।" (২ ঃ ২৩৮) এরপর থেকে আমরা সালাতে নিরব থাকতে আদিষ্ট হলাম।

٧٥٩. بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالْحَمْدِ فِى الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

৭৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে পুরুষদের জন্য যে 'তাসবীহ্' ও 'তাহ্‌মীদ' বৈধ।

١١٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ حُبِسَ النَّبِىُّ ﷺ فَتَؤُمُّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتُمْ فَاَقَامَ بِلَالُ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَصَلّٰى فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ يَمْشِىْ فِى الصُّفُوْفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ فَاَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيْحِ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا التَّصْفِيْحِ هُوَ التَّصْفِيْقُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَايَلْتَفِتُ فِىْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا اَكْثَرُوْا اِلْتَفَتَ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ فِى الصَّفِّ فَاَشَارَ اِلَيْهِ مَكَانَكَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَلّٰى.

১১২৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.).......সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বনূ আমর ইব্‌ন আওফ এর মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন, ইতিমধ্যে সালাতের সময় উপস্থিত হল। তখন বিলাল (রা.) আবূ বক্‌র (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, নবী করীম ﷺ কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি লোকদের সালাতে ইমামতি করবেন? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তোমরা চাও। তখন বিলাল (রা.) সালাতের ইকামত বললেন, আবূ বকর (রা.) সামনে এগিয়ে গিয়ে সালাত শুরু করলেন। ইতিমধ্যে নবী করীম ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং কাতার ফাঁক করে সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রথম কাতারে দাঁড়ালেন। মুসল্লীগণ 'তাসফীহ্' করতে লাগলেন। সাহ্‌ল (রা.) বললেন, তাসফীহ্ কি তা তোমরা জান? তা হল 'তাস্‌ফীক'[১] (তালি বাজান।) আবূ বকর (রা.) সালাত অবস্থায় এদিক সেদিক লক্ষ্য করতেন না। মুসল্লীগণ অধিক তালি বাজালে তিনি সে দিকে লক্ষ্য করামাত্র নবী করীম ﷺ -কে কাতারে দেখতে পেলেন। তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে ইশারা করলেন-যথাস্থানে থাক। আবূ বকর (রা.) তখন দু'হাত তুলে আল্লাহ্ তা'আলার হাম্‌দ বর্ণনা করলেন এবং পিছু হেঁটে চলে এলেন। নবী করীম ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে সালাত আদায় করলেন।

---

১. 'তাস্‌ফীক' (تصفيق) এক হাতের তালু দ্বারা অন্য হাতের তালুতে আঘাত করা।

٧٦٠. بَابُ مَنْ سَمَّى قَوْمًا اَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ

৭৬০. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে কারো নাম নিলো অথবা কাউকে সালাম করল অথচ সে তা জানেও না।

١١٢٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِالصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ التَّحِيَّةُ فِي الصَّلاَةِ وَنُسَمِّي وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَسَمِعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَاِنَّكُمْ اِذَا فَعَلْتُمْ ذٰلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ٠

১১২৯ আম্‌র ইব্‌ন ঈসা (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সালাতের (বৈঠকে) আত্‌তাহিয়্যাতু ......বলতাম, তখন আমাদের একে অপরকে সালামও করতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা শুনে ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা বলবে...... اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ "যাবতীয় মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ্‌রই জন্য। হে (মহান) নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত (বর্ষিত) হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র সালিহ্ বান্দাদের প্রতি; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।" কেননা, তোমরা এরূপ করলে আসমান ও যমীনে আল্লাহ্‌র সকল সালিহ্ বান্দাকে তোমরা যেন সালাম করলে।

٧٦١. بَابُ التَّصْفِيْقِ لِلنِّسَاءِ

৭৬১. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে মহিলাদের 'তাস্‌ফীক'।

١١٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ ٠

১১৩০ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ (ইমামের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য) পুরুষদের বেলায় তাস্‌বীহ্–সুবহানাল্লাহ্ বলা। তবে মহিলাদের বেলায় 'তাসফীক'।

١١٣١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ ·

১১৩১ ইয়াহ্ইয়া (র.)......সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ সালাতে (দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে) পুরুষদের বেলায় 'তাসবীহ্' আর মহিলাদের বেলায় তাসফীহ্।

٧٦٢. بَابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৬২. অনুচ্ছেদ ঃ উদ্ভূত কোন কারণে সালাতে থাকা অবস্থায় পিছনে চলে আসা অথবা সামনে এগিয়ে যাওয়া। এ বিষয়ে সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

١١٣٢ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ يُوْنُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَاهُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَأَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّيْ بِهِمْ فَفَجَأَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوْفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَكَصَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُرِيْدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهَمَّ الْمُسْلِمُوْنَ أَنْ يَفْتَتِنُوْا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ رَأَوْهُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوْا ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَتُوُفِّيَ ذَالِكَ الْيَوْمَ ·

১১৩২ বিশ্র ইব্ন মুহাম্মদ (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, মুসলিমগণ সোমবার (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাতের দিন) ফজরের সালাতে ছিলেন, আবূ বকর (রা.) তাঁদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। নবী করীম ﷺ আয়িশা (রা.)-এর হুজরার পর্দা সরিয়ে তাঁদের দিকে তাকালেন। তখন তাঁরা সারিবদ্ধ ছিলেন। তা দেখে তিনি মৃদু হাঁসলেন। তখন আবূ বকর (রা.) তাঁর গোড়ালির উপর ভর দিয়ে পিছে সরে আসলেন। তিনি ধারণা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের জন্য আসার ইচ্ছা করছেন। নবী করীম ﷺ কে দেখার আনন্দে মুসলিমগণের সালাত ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন তিনি সালাত সুসম্পন্ন করার জন্য তাদের দিকে হাতে ইশারা করলেন। এরপর তিনি হুজরায় প্রবেশ করেন এবং পর্দা ছেড়ে দেন আর সে দিনই তাঁর ওফাত হয়।

٧٦٣. بَابُ إِذَا دَعَتِ الْأُمُّ وَلَدَهَا فِي صَلَاةٍ

৭৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ মা তার সালাত রত সন্তানকে ডাকলে।

١١٣٣ حَدَّثَنَا وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَادَتِ امْــرَأَةٌ اِبْنَهَا وَهُوَ فِيْ صَوْمَعَةٍ قَالَتْ يَاجُرَيْجُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اُمِّىْ وَصَلاَتِىْ قَالَتْ يَاجُرَيْجُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اُمِّىْ وَصَلاَتِى قَالَتْ يَاجُرَيْجُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اُمِّىْ وَصَلاَتِىْ قَالَتْ اَللّٰهُمَّ لاَيَمُوْتُ جُرَيْجٌ حَتّٰى يَنْظُرَ فِيْ وَجْهِ الْمَيَامِيْسِ وَكَانَتْ تَأْوِى اِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ فَوَلَدَتْ فَقِيْلَ لَهَا مِمَّنْ هٰذَا الْوَلَدُ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ قَالَ جُرَيْجٌ اَيْنَ هٰذِهِ الَّتِىْ تَزْعُمُ اَنَّ وَلَدَهَا لِىْ قَالَ يَابَابُوْسُ مَنْ اَبُوْكَ قَالَ رَاعِى الْغَنَمِ ٠

১১৩৩ লাইস (র.) বলেন, জা'ফর (র.)..........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক মহিলা তার ছেলেকে ডাকল। তখন তার ছেলে গীর্জায় ছিল। বলল, হে জুরাইজ! ছেলে মনে মনে বলল, ইয়া আল্লাহ্! (এক দিকে) আমার মা (এর ডাক) আর (অপর দিকে) আমার সালাত! মা আবার ডাকলেন, হে জুরাইজ! ছেলে বলল, ইয়া আল্লাহ্! আমার মা আর আমার সালাত! মা আবার ডাকলেন, হে জুরাইজ! ছেলে বলল, ইয়া আল্লাহ্! আমার মা ও আমার সালাত। মা (বিরক্ত হয়ে) বললেন, ইয়া আল্লাহ্! পতিতাদের সামনে দেখা না যাওয়া পর্যন্ত যেন জুরাইজের মৃত্যু না হয়। এক রাখালিনী যে বকরী চরাতো, সে জুরাইজের গীর্জায় আসা যাওয়া করত। সে একটি সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল–এ সন্তান কার ঔরষজাত ? সে জবাব দিল, জুরাইজের ঔরষের। জুরাইজ তাঁর গীর্জা থেকে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় সে মেয়েটি, যে বলে যে, তার সন্তানটি আমার ? (সন্তানসহ মেয়েটিকে উপস্থিত করা হলে, নিজে নির্দোষ প্রমাণের উদ্দেশ্যে শিশুটিকে লক্ষ্য করে) জুরাইজ বলেন, হে বাবূস! তোমার পিতা কে ? সে বলল, বক্‌রীর অমুক রাখাল।

٧٦٤. بَابُ مَسْحِ الْحَصَا فِى الصَّلاَةِ

৭৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের মধ্যে কংকর সরানো।

١١٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَيْقِيْبُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِى الرَّجُلِ يُسَوِّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ اِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً ٠

১১৩৪ আবূ নু'আইম (র.).......মু'আইকীব (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে সিজ্‌দার স্থান থেকে মাটি সমান করে। তিনি বলেন, যদি তোমার একান্তই করতে হয়, তা হলে একবার।

٧٦٥. بَابُ بَسْطِ الثَّوْبِ فِى الصَّلاَةِ لِلسُّجُوْدِ

৭৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে সিজ্‌দার জন্য কাপড় বিছানো।

١١٣٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَاِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَحَدُنَا اَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْاَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ·

১১৩৫ মুসাদ্দাদ (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ মাটিতে তার চেহারা (কপাল) স্থির রাখতে সক্ষম না হলে সে তার কাপড় বিছিয়ে উহার উপর সিজ্‌দা করত।

٧٦٦. بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِ

৭৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে যে কাজ জায়িয।

١١٣٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَمُدُّ رِجْلِيْ فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِيْ فَرَفَعْتُهَا فَاِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا ·

১১৩৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর সালাত আদায়কালে আমি তাঁর কিব্‌লার দিকে পা ছড়িয়ে রাখতাম; তিনি সিজ্‌দা করার সময় আমাকে খোঁচা দিলে আমি পা সরিয়ে নিতাম; তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আবার পা ছড়িয়ে দিতাম।

١١٣٧ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى صَلاَةً قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِىْ فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ فَاَمْكَنَنِى اللهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اُوْثِقَهُ اِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوْا فَتَنْظُرُوْا اِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِىْ فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِئًا قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فَذَعَتُّهُ بِالذَّالِ اَىْ خَنَقْتُهُ وَفَدَعَتُّهُ مِنْ قَوْلِ اللهِ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اَىْ يُدْفَعُوْنَ وَالصَّوَابُ فَدَعَتُّهُ اِلاَّ اَنَّهُ كَذَا قَالَ بِتَشْدِيْدِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ ·

১১৩৭ মাহমূদ (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ একবার সালাত আদায় করার পর বললেন ঃ শয়তান আমার সামনে এসে আমার সালাত বিনষ্ট করার জন্য আমার উপর আক্রমণ করল। তখন আল্লাহ্ পাক আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করলেন, আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে গলা চেপে ধরলাম। আমার ইচ্ছা হয়েছিল, তাকে কোন স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখি। যাতে তোমরা সকাল বেলা উঠে তাকে দেখতে পাও। তখন সুলাইমান (আ.)-এর এ দু'আ আমার মনে পড়ে গেল, ...رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا "ইয়া রব! আমাকে এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমার পরে

আর কেউ না হয়"। তখন আল্লাহ্ তাকে (শয়তানকে) অপমানিত করে দূর করে দিলেন। নয্‌র ইব্‌ন শুমা'ইল (র.) বলেন, 'فَذَعَتُّهُ' শব্দটি 'ذال' সহ অর্থাৎ তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে গলা চেপে ধরলাম এবং 'فَدَعَتُّهُ' আল্লাহ্‌র কালাম 'يَوْمَ يُدَعُّوْنَ' থেকে অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সঠিক হল তবে 'فَدَعَتُّهُ' তবে ع ও ت অক্ষর দু'টি তাশদীদ সহ পাঠ করেছেন।

٧٦٧. بَابُ اِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلاَةِ وَقَالَ قَتَادَةُ اِنْ أُخِذَ ثَوْبُهُ يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلاَةَ

৭৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে থাকাকালে পশু ছুটে গেলে। কাতাদা (র.) বলেন, কাপড় যদি (চুরি করে) নিয়ে যাওয়া হয়, তবে সালাত ছেড়ে দিয়ে চোরকে অনুসরণ করবে।

١١٣٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْاَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالْاَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُوْرِيَّةَ فَبَيْنَا اَنَا عَلَى جُرُفِ نَهْرٍ اِذَا رَجُلٌ يُصَلِّيْ وَاِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ اَبُوْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيُّ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ افْعَلْ بِهٰذَا الشَّيْخِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ اِنِّى سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وَاِنِّيْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ اَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ اَوْ ثَمَانِيَ وَشَهِدْتُ تَيْسِيْرَهُ وَاِنِّيْ اِنْ كُنْتُ اَنْ اُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِيْ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَدَعَهَا تَرْجِعُ اِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ .

১১৩৮ আদম (র.).......আযরাক ইব্‌ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আহওয়ায শহরে হারুরী (খারিজী) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলাম। যখন আমরা নহরের তীরে ছিলাম তখন সেখানে এক ব্যক্তি এসে সালাত আদায় করতে লাগল আর তার বাহনের লাগাম তার হাতে রয়েছে। বাহনটি (ছুটে যাওয়ার জন্য) টানাটানি করতে লাগল, তিনিও তার অনুসরণ করতে লাগলেন। রাবী শু'বা (র.) বলেন, তিনি ছিলেন (সাহাবী) আবূ বারযাহ আসলামী (রা.)। এ অবস্থা দেখে এক খারিজী বলে উঠলো, ইয়া আল্লাহ্! এ বৃদ্ধকে কিছু করুন। বৃদ্ধ সালাত শেষ করে বললেন, আমি তোমাদের কথা শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছয়, সাত কিংবা আট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং আমি তাঁর সহজীকরণ লক্ষ্য করেছি। আমার বাহনটির সাথে আগপিছ হওয়া বাহনটিকে তার চারণ ভূমিতে ছেড়ে দেওয়ার চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়। কেননা, তাতে আমাকে কষ্টভোগ করতে হবে।

١١٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ سُوْرَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُوْرَةٍ اُخْرٰى ثُمَّ رَكَعَ حَتّٰى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ فِى الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ اِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا حَتّٰى يُفْرَجَ عَنْكُمْ لَقَدْ رَاَيْتُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ حَتّٰى لَقَدْ رَاَيْتُ اُرِيْدُ اَنْ اٰخُذَ

قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِىْ جَعَلْتُ اَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِىْ تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيْهَا عَمْرَو بْنَ لُحَىٍّ وَهُوَ الَّذِىْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ٠

১১৩৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সালাতে) দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ সূরা পাঠ করলেন, এরপর রুকূ' করলেন, আর তা দীর্ঘ করলেন। তারপর রুকূ' থেকে মাথা তুলেন এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করতে শুরু করলেন। পরে রুকূ' সমাপ্ত করে সিজ্‌দা করলেন। দ্বিতীয় রাকা'আতেও এরূপ করলেন। তারপর বললেন ঃ এ দু'টি (চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ) আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। তোমরা তা দেখলে গ্রহণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে। আমি আমার এ স্থানে দাঁড়িয়ে, আমাকে যা ওয়াদা করা হয়েছে তা সবই দেখতে পেয়েছি। এমন কি যখন তোমরা আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে দেখেছিলে তখন আমি দেখলাম যে, জান্নাতের একটি (আংগুর) গুচ্ছ নেওয়ার ইচ্ছা করছি। আর যখন তোমরা আমাকে পিছনে সরে আসতে দেখেছিলে আমি দেখলাম ‘সেখানে ^জাহান্নাম, আমর ইব্‌ন লুহাইকে যে সায়িবাহ[১] প্রথা প্রবর্তন করেছিল।

٧٦٨. بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِى الصَّلاَةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو نَفَخَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ سُجُوْدِهٖ فِىْ كُسُوْفٍ

৭৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে থাকাবস্থায় থু থু ফেলা ও ফুঁ দেওয়া। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সূর্য গ্রহণের সালাতের সিজ্‌দার সময় ফুঁ দিয়েছিলেন।

١١٤٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاَىٰ نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى اَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ اَحَدِكُمْ فَاِذَا كَانَ فِى صَلاَتِهٖ فَلاَ يَبْزُقَنَّ اَوْ قَالَ لاَ يَتَنَخَّعَنَّ ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهٖ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا بَزَقَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهٖ ٠

১১৪০ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র.)........ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ মসজিদের কিব্‌লার দিকে নাকের শ্লেষ্মা দেখতে পেয়ে মসজিদের লোকদের উপর রাগান্বিত হলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রত্যেকের সামনে রয়েছেন, কাজেই তোমাদের কেউ সালাতে থাকাকালে থুথু ফেলবে না বা রাবী বলেছেন, নাক ঝাড়বে না। একথা বলার পর তিনি (মিম্বর থেকে) নেমে এসে নিজের হাতে তা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করলেন। এবং ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, তোমাদের কেউ যখন থু থু ফেলে তখন সে যেন তার বা দিকে ফেলে।

---

১. السَّوَائِبُ বহুবচন, একবচনে السَّائِبَةُ- অর্থ বিমুক্ত, পরিত্যক্ত, বাঁধনমুক্ত। জাহিলী যুগে দেব-দেবীর নামে উট ছেড়ে দেওয়ার কু-প্রথা ছিল। এসব উটের দুধ পান করা এবং তাকে বাহনরূপে ব্যবহার করা অবৈধ মনে করা হত।

١١٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ فِيْ صَلاَتِهِ فَاِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى ·

১১৪১ মুহাম্মদ (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাকে, তখন তো সে তার রবের সাথে নিবিড় আলাপে মশগুল থাকে। কাজেই সে যেন তার সামনে বা ডানে থু থু না ফেলে; তবে (প্রয়োজনে) বাঁ দিকে বা পায়ের নীচে ফেলবে।

٧٦٩. بَابُ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلاً مِنَ الرِّجَالِ فِيْ صَلاَتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ فِيْهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত সালাতে হাততালি দেয় তার সালাত নষ্ট হয় না।এ বিষয়ে সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

٧٧٠. بَابُ اِذَا قِيْلَ لِلْمُصَلِّيْ تَقَدَّمْ اَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ فَلاَ بَأْسَ

৭৭০. অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লীকে আগে বাড়তে অথবা অপেক্ষা করতে বলা হলে সে যদি অপেক্ষা করে তবে এতে দোষ নেই।

١١٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِدُوْ اُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلٰى رِقَابِهِمْ فَقِيْلَ لِلنِّسَاءِ لاَتَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتّٰى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا ·

১১৪২ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র.)........সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ নবী করীম ﷺ-এর সংগে সালাত আদায় করতেন এবং তাঁরা তাদের লুঙ্গি ছোট হওয়ার কারণে ঘাড়ের সাথে বেঁধে রাখতেন। তাই মহিলাগণকে বলা হল, পুরুষগণ সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত তোমরা (সিজ্‌দা থেকে) মাথা তুলবে না।

٧٧١. بَابُ لاَ يَرُدُّ السَّلاَمَ فِي الصَّلاَةِ

৭৭১. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে সালামের জবাব দিবে না।

١١٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ

اللهِ قَالَ كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغُلاً ۔

১১৪৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ শায়বাহ্ (র.)........আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে তাঁর সালাত রত অবস্থায় সালাম করতাম। তিনি আমাকে সালামের জওয়াব দিতেন। আমরা (আবিসিনিয়া থেকে) ফিরে এসে তাঁকে (সালাতরত অবস্থায়) সালাম করলাম। তিনি জওয়াব দিলেন না এবং পরে বললেন ঃ সালাতে অনেক ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা রয়েছে।

١١٤٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ شِنْظِيْرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ لَهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِيْ مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِيْ لَعَلَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِيْ قَلْبِيْ أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الْأُوْلَى ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَنِيْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّيْ كُنْتُ أُصَلِّيْ وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ۔

১১৪৪ আবূ মা'মার (র.).........জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁর একটি কাজে পাঠালেন, আমি গেলাম এবং কাজটি সেরে ফিরে এলাম। এরপর নবী ﷺ-কে সালাম করলাম। তিনি জওয়াব দিলেন না। এতে আমার মনে এমন খটকা লাগল যা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আমি মনে মনে বললাম, সম্ভবত আমি বিলম্বে আসার কারণে নবী ﷺ আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আবার আমি তাঁকে সালাম করলাম; তিনি জওয়াব দিলেন না। ফলে আমার মনে প্রথম বারের চাইতেও অধিক খট্কা লাগল। (সালাত শেষে) আবার আমি তাঁকে সালাম করলাম। এবার তিনি সালামের জওয়াব দিলেন এবং বললেন ঃ সালাতে ছিলাম বলে তোমার সালামের জওয়াব দিতে পারিনি। তিনি তখন তাঁর বাহনের পিঠে কিব্লা থেকে ভিন্নমুখী ছিলেন।

٧٧٢. بَابُ رَفْعِ الْأَيْدِيْ فِي الصَّلاَةِ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

৭৭২. অনুচ্ছেদ ঃ কিছু ঘটলে সালাতে হাত তোলা।

١١٤٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنَّ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ اَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَاَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ وَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِيْ فِي الصُّفُوْفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتّٰى قَامَ فِي الصَّفِّ فَاَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيْحِ قَالَ سَهْلٌ التَّصْفِيْحُ هُوَ التَّصْفِيْقُ قَالَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْهِ يَأْمُرُهُ اَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ حَتّٰى قَامَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَاۤاَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ اَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيْحِ، اِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِيْنَ اَشَرْتُ اِلَيْكَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لِابْنِ اَبِيْ قُحَافَةَ اَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১১৪৫ কুতাইবা (র.)........সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, কুবায় বনূ আমর ইব্ন আওফ গোত্রে কোন ব্যাপার ঘটেছে। তাদের মধ্যে মীমাংসার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন সাহাবীসহ বেরিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেল। বিলাল (রা.) আবূ বকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, হে আবূ বকর! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্মব্যস্ত রয়েছেন। এদিকে সালাতের সময় উপস্থিত। আপনি কি লোকদের ইমামতী করবেন? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তুমি চাও। তখন বিলাল (রা.) সালাতের ইকামত বললেন এবং আবূ বক্র (রা.) এগিয়ে গেলেন এবং তাক্বীর বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং কাতার ফাঁক করে সামনে এগিয়ে গিয়ে কাতারে দাঁড়ালেন। মুসল্লীগণ তখন তাস্ফীহ্ করতে লাগলেন। সাহ্ল (রা.) বলেন, তাস্ফীহ্ মানে তাস্ফীক (হাতে তালি দেওয়া) তিনি আরো বললেন, আবূ বকর (রা.) সালাতে এদিক সেদিক তাকাতেন না। মুসল্লীগণ বেশী (হাত চাপড়াতে শুরু) করলে, তিনি লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে ইশারায় সালাত আদায় করার আদেশ দিলেন। তখন আবূ বকর (রা.) তাঁর দু'হাত তুললেন এবং আল্লাহ্র হাম্দ বর্ণনা করলেন। তারপর পিছু হেঁটে পিছনে চলে এসে কাতারে দাঁড়ালেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সামনে এগিয়ে গেলেন এবং মুসল্লীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি মুসল্লীগণের দিকে মুখ করে বললেন: হে লোক সকল! তোমাদের কি হয়েছে? সালাতে কোন ব্যাপার ঘটলে তোমরা হাত চাপড়াতে শুরু কর কেন? হাত চাপড়ানো তো মেয়েদের জন্য। সালাতে রত অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে পুরুষরা সুব্হানাল্লাহ্ বলবে। তারপর তিনি আবূ বকর (রা.)-এর দিকে লক্ষ্য করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ বকর! তোমাকে আমি ইশারা করা সত্ত্বেও কিসে তোমাকে সালাত আদায়ে বাধা দিল?

আবূ বক্‌র (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা ইব্‌ন আবূ কুহাফার জন্য সংগত নয়।[১]

٧٧٣. بَابُ الْخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ

৭৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে কোমরে হাত রাখা।

١١٤٦ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ وَقَالَ هِشَامٌ وَاَبُوْ هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১১৪৬ আবূ নু'মান (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতে কোমরে হাত রাখা নিষেধ করা হয়েছে। হিশাম ও আবূ হিলাল (র.) ইব্‌ন সীরীন (র.)-এর মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

١١٤٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ اَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا ٠

১১৪৭ আমর ইব্‌ন আলী (র.).......আবূ হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে লোকদের নিষেধ করা হয়েছে।

٧٧٤. بَابُ تَفَكُّرِ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ، وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنِّيْ لَاُجَهِّزُ جَيْشِيْ وَاَنَا فِي الصَّلاَةِ

৭৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে মুসল্লীর কোন বিষয় চিন্তা করা। উমর (রা.) বলেছেন, আমি সালাতের মধ্যে আমার সেনাবাহিনী বিন্যাসের চিন্তা করে থাকি।[২]

١١٤٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيْعًا دَخَلَ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَاٰى مَا فِيْ وُجُوْهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ وَاَنَا فِي الصَّلاَةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ يُمْسِيَ اَوْ يَبِيْتَ عِنْدَنَا فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ ٠

১১৪৮ ইস্‌হাক ইব্‌ন মান্‌সূর (র.).......উকবা ইব্‌ন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করলাম। সালাম করেই তিনি দ্রুত উঠে তাঁর কোন

১. আবূ কুহাফা, আবূ বকর (রা.)–এর পিতা।

২. জিহাদ এবং আখিরাতের কাজ বিধায় বিশেষ পরিস্থিতিতে হযরত উমর (রা.) সালাতে এরূপ চিন্তা করেছেন।

এক সহধর্মিণীর কাছে গেলেন, এরপর বেরিয়ে এলেন। তাঁর দ্রুত যাওয়া আসার ফলে (উপস্থিত) সাহাবীগণের চেহারায় বিস্ময়ের আভাস দেখে তিনি বললেন ঃ সালাতে আমার কাছে রাখা একটি সোনার টুক্‌রার কথা আমার মনে পড়ে গেল। সন্ধ্যায় বা রাতে তা আমার কাছে থাকবে আমি এটা অপসন্দ করলাম। তাই, তা বন্টন করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে ছিলাম।

١١٤٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُذِّنَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَايَسْمَعُ التَّأْذِيْنَ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ اَقْبَلَ فَاِذَا ثُوِّبَ اَدْبَرَ فَاِذَا سَكَتَ اَقْبَلَ فَلَا يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُوْلُ لَهُ اذْكُرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى لَا يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِذَا فَعَلَ اَحَدُكُمْ ذَالِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَسَمِعَهُ اَبُوْ سَلَمَةَ مِنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ .

১১৪৯ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সালাতের আযান হলে শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায় যাতে সে আযান শুনতে না পায়। তখন তার পশ্চাদ-বায়ূ নিঃসরণ হতে থাকে। মুআয্‌যিন আযান শেষে নিরব হলে সে আবার এগিয়ে আসে। আবার ইকামত বলা হলে পালিয়ে যায়। মুআয্‌যিন (ইকামত) শেষ করলে এগিয়ে আসে। তখন সে মুসল্লীকে বলতে থাকে, (ওটা) স্মরণ কর, যে বিষয় তার স্মরণে ছিল না শেষ পর্যন্ত সে কত রাকা'আত সালাত আদায় করল তা মনে করতে পারে না। আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.) বলেছেন, তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থায় পড়লে (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় যেন দু'টি সিজ্‌দা করে। একথা আবূ সালামা (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে শুনেছেন।

١١٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ النَّاسُ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَلَقِيْتُ رَجُلًا فَقُلْتُ بِمَا قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ فَقَالَ لَا اَدْرِيْ فَقُلْتُ اَلَمْ تَشْهَدْهَا قَالَ بَلٰى قُلْتُ لٰكِنْ اَنَا اَدْرِيْ قَرَاَ سُوْرَةَ كَذَا وَكَذَا .

১১৫০ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বেশী হাদীস বর্ণনা করেছে। এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গতরাতে ইশার সালাতে কোন সূরা পড়েছেন ? লোকটি বলল, আমি জানি না। আমি বললাম, কেন, তুমি কি সে সালাতে উপস্থিত ছিলে না ? সে বলল, হাঁ, ছিলাম। আমি বললাম, কিন্তু আমি জানি তিনি অমুক অমুক সূরা পড়েছেন।

٧٧٥. بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ

৭৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয সালাতে দু' রাকা'আতের পর দাঁড়িয়ে পড়লে সিজ্‌দায়ে সহু প্রসঙ্গে।

١١٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ ·

১১৫১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুহায়না (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'রাক'আত আদায় করে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লীগণ তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তাঁর সালাত সমাপ্ত করার সময় হলো এবং আমরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলাম, তখন তিনি সালাম ফিরানোর আগে তাক্‌বীর বলে বসে বসেই দু'টি সিজ্‌দা করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন।

١١٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ ·

১১৫২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুহায়না (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহ্‌রের দু'রাকা'আত আদায় করে দাঁড়িয়ে গেলেন। দু'রাকা'আতের পর তিনি বসলেন না। সালাত শেষ হয়ে গেলে তিনি দু'টি সিজ্‌দা করলেন এবং এরপর সালাম ফিরালেন।

٧٧٦. بَابُ اِذَا صَلّٰى خَمْسًا

৭৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত পাঁচ রাকা'আত আদায় করলে।

١١٥٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذٰلِكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ ·

১১৫৩ আবুল ওয়ালীদ (র.).......আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহ্‌রের সালাত পাঁচ রাকা'আত আদায় করলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, সালাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে ? তিনি বললেন, এ

প্রশ্ন কেন ? (প্রশ্নকারী) বললেন, আপনি তো পাঁচ রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন! অতএব তিনি সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজ্‌দা করলেন।

٧٧٧. بَابُ اِذَا سَلَّمَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ اَوْفِيْ ثَلاَثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُوْدِ الصَّلاَةِ اَوْ اَطْوَلَ

৭৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাকা'আতে সালাম ফিরিয়ে নিলে সালাতের সিজ্‌দার ন্যায় তার চাইতে দীর্ঘ দু'টি সিজ্‌দা করা।

١١٥٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلاَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَقَصَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَصْحَابِهِ اَحَقٌّ مَا يَقُوْلُ قَالُوْا نَعَمْ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ سَعْدٌ وَرَاَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلّٰى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلّٰى مَا بَقِىَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هٰكَذَا فَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ

১১৫৪ আদম (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদের নিয়ে যুহর বা আসরের সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তখন যুল-ইয়াদাইন (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! সালাত কি কম হয়ে গেল ? নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে যা বলছে, তা কি ঠিক ? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি আরও দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। পরে দু'টি সিজ্‌দা করলেন। সা'দ (রা.) বলেন, আমি উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রা.)-কে দেখেছি, তিনি মাগরিবের দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং কথা বললেন। পরে অবশিষ্ট সালাত আদায় করে দু'টি সিজ্‌দা করলেন। এবং বললেন, নবী করীম ﷺ এরূপ করেছেন।

٧٧٨. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِيْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ اَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا وَقَالَ قَتَادَةُ لاَ يَتَشَهَّدُ

৭৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দায়ে সহুর পর তাশাহ্হুদ না পড়লে। আনাস (রা.) ও হাসান (বাসরী) (র.) সালাম ফিরিয়েছেন। কিন্তু তাশাহ্হুদ পড়েননি। কাতাদা (র.) বলেছেন, তাশাহ্হুদ পড়বে না।

١١٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ اَبِيْ تَمِيْمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُوالْيَدَيْنِ اَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ اَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ

نَعَمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى اِثْنَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ ٠

১১৫৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' রাকা'আত আদায় করে সালাত শেষ করলেন। যুল-ইয়াদাইন (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি কম করে দেওয়ার হয়েছে, না কি আপনি ভুলে গেছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে ? মুসুল্লীগণ বললেন, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে আরও দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং তাক্‌বীর বললেন, পরে সিজদা করলেন, স্বাভাবিক সিজ্‌দার মতো বা তার চেয়ে দীর্ঘ। এরপর তিনি মাথা তুললেন।

١١٥٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ قَالَ لَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ٠

১১৫৬ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র.)........সালামা ইব্‌ন আলকামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ (ইবন সীরীন) (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সিজ্‌দায়ে সহুর পর তাশাহ্‌হুদ আছে কি ? তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে তা নেই।

৭৭৯. بَابُ مَنْ يُكَبِّرُ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

৭৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দায়ে সহুতে তাক্‌বীর বলা।

١١٥٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ اِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَكْثَرُ ظَنِّي الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ اِلَى خَشَبَةٍ فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَهَابَا اَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوْا اَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلٌ يَدْعُوْهُ النَّبِيُّ ﷺ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ اَنَسِيْتَ اَمْ قَصُرَتْ فَقَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ قَالَ بَلٰى قَدْ نَسِيْتَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْاَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ٠

১১৫৭ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বিকালের কোন এক সালাত দু' রাকা'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন। মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমার প্রবল ধারণা, তা ছিল আসরের সালাত। তারপর মসজিদের একটি কাষ্ঠ খন্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং উহার উপর হাত রাখলেন। মুসল্লীগণের ভিতরে সামনের দিকে আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.) ও ছিলেন। তাঁরা উভয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। তাড়াহুড়া-কারী মুসল্লীগণ বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, সালাত কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে ? কিন্তু এক ব্যক্তি, যাঁকে নবী

ﷺ যূল ইয়াদাইন বলে ডাকতেন, জিজ্ঞাসা করলো আপনি কি ভুলে গেছেন, না কি সালাত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন ঃ আমি ভুলিনি আর সালাতও কম করা হয়নি। তখন তিনি দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর তাক্‌বীর বলে সিজ্‌দা করলেন, স্বাভাবিক সিজ্‌দার ন্যায় বা তার চেয়ে দীর্ঘ। তারপর মাথা উঠিয়ে আবার তাক্‌বীর বলে মাথা রাখলেন অর্থাৎ তাক্‌বীর বলে সিজ্‌দায় গিয়ে স্বাভাবিক সিজ্‌দার মত অথবা তার চাইতে দীর্ঘ সিজ্‌দা করলেন। এরপর মাথা উঠিয়ে তাক্‌বীর বললেন।

١١٥٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْاَسْدِيِّ حَلِيْفِ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِيْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمَّا اَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِيْ كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ كَانَ مَانَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِى التَّكْبِيْرِ ·

১১৫৮ কুতাইবা ইব্‌ন সা'য়ীদ (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুহাইনা আসাদী (রা.) যিনি বনূ আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ ছিলেন তাঁর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহ্‌রের সালাতে (দু' রাকা'আত আদায় করার পর) না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। সালাত পূর্ণ করার পর সালাম ফিরাবার আগে তিনি বসা অবস্থায় ভুলে যাওয়া বৈঠকের স্থলে দু'টি সিজ্‌দা সম্পূর্ণ করলেন, প্রতি সিজ্‌দায় তাক্‌বীর বললেন। মুসল্লীগণও তাঁর সঙ্গে এ দু'টি সিজ্‌দা করল। ইব্‌ন শিহাব (র.) থেকে তাক্‌বীরের কথা বর্ণনায় ইব্‌ন জুরাইজ (র.) লায়স (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٧٨٠. بَابُ اِذَا لَمْ يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى ثَلَاثًا اَوْ اَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

৭৮০. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত তিন রাকা'আত আদায় করা হল না কি চার রাকা'আত, তা মনে করতে না পারলে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্‌দা করা।

١١٥٩ حَدَّثَنَا مُعَاذُبْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَاهِشَامُ ابْنُ اَبِيْ عَبْدِاللّٰهِ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ الْاَذَانَ فَاِذَا قُضِيَ الْاَذَانُ اَقْبَلَ فَاِذَا ثُوِّبَ بِهَا اَدْبَرَ فَاِذَا قُضِيَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَالَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ اِنْ يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا لَمْ يَدْرِ اَحَدُكُمْ كَمْ صَلّٰى ثَلَاثًا اَوْ اَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ·

১১৫৯ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায় যাতে আযান

শুনতে না পায় আর তার পশ্চাদ-বায়ূ সশব্দে নির্গত হতে থাকে। আযান শেষ হয়ে গেলে সে এগিয়ে আসে। আবার সালাতের জন্য ইকামত দেওয়া হলে সে পিঠ ফিরিয়ে পালায়। ইকামত শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে আসে। এমন কি সে সালাত রত ব্যক্তির মনে ওয়াস্ওয়াসা সৃষ্টি করে এবং বলতে থাকে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ কর, যা তার স্মরণে ছিল না। এভাবে সে ব্যক্তি কত রাকা'আত সালাত আদায় করেছে তা স্মরণ করতে পারে না। তাই, তোমাদের কেউ তিন রাকা'আত বা চার রাকা'আত সালাত আদায় করেছে, তা মনে রাখতে না পারলে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্‌দা করবে ।

٧٨١. بَابُ السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ

৭৮১. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয ও নফল সালাতে ভুল হলে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বিত্‌রের পর দু'টি সিজ্‌দা (সহু) করেছেন।

১١٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّيْ جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لاَ يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ٠

১১৬০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ালে শয়তান এসে তাকে সন্দেহে ফেলে, এমনকি সে বুঝতে পারে না যে, সে কত রাকা'আত সালাত আদায় করেছে। তোমাদের কারো এ অবস্থা হলে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্‌দা করে।

٧٨٢. بَابُ اِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَاَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

৭৮২. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে থাকা অবস্থায় কেউ তার সংগে কথা বললে এবং তা শুনে যদি সে হাত দিয়ে ইশারা করে।

١١٦١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ ابْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَزْهَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَرْسَلُوْهُ اِلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالُوْا اقْرَاْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا اِنَّا اُخْبِرْنَا اَنَّكِ تُصَلِّيْنَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْهَا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ اَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا اَرْسَلُوْنِيْ فَقَالَتْ

سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِمْ فَاَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِيْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا اَرْسَلُوْنِيْ بِهِ اِلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهٰى عَنْهَا ثُمَّ رَاَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا حِيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِيْ نِسْوَةٌ مِنْ بَنِيْ حَرَامٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُوْمِيْ بِجَنْبِهِ قُوْلِيْ لَهُ تَقُوْلُ لَكَ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْتُكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ وَاَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا فَاِنْ اَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَاْخِرِيْ عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَاَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَاْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ اَبِيْ اُمَيَّةَ سَاَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَاِنَّهُ اَتَانِيْ نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُوْنِيْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ ٠

১১৬১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলাইমান (র.).........কুরাইব (র.) থেকে বর্ণিত, ইব্ন আব্বাস, মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা এবং আবদুর রহমান ইব্ন আযহার (রা.) তাঁকে আয়িশা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন এবং বলে দিলেন, তাঁকে আমাদের সকলের তরফ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে আসরের পরের দু' রাকা'আত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। তাঁকে একথাও বলবে যে, আমরা খবর পেয়েছি যে, আপনি সে দু' রাকা'আত আদায় করেন, অথচ আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, নবী করীম ﷺ সে দু' রাকা'আত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) সংবাদ আরও বললেন যে, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর সাথে এ সালাতের কারণে লোকদের মারধোর করতাম। কুরাইব (র.) বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁদের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, উম্মে সালামা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা কর। (কুরাইব (র.) বলেন) আমি সেখান থেকে বের হয়ে তাঁদের কাছে গেলাম এবং তাঁদেরকে আয়িশা (রা.)-এর কথা জানালাম। তখন তাঁরা আমাকে আয়িশা (রা.)-এর কাছে যে বিষয় নিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তা নিয়ে পুনরায় উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন। উম্মে সালামা (রা.) বললেন, আমিও নবী করীম ﷺ-কে তা নিষেধ করতে শুনেছি। অথচ তারপর তাঁকে তা আদায় করতেও দেখেছি। একদিন তিনি আসরের সালাতের পর আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন। তখন আমার কাছে বনূ হারাম গোত্রের আনসারী কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। আমি বাঁদীকে এ বলে তাঁর কাছে পাঠালাম যে, তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলবে, উম্মে সালামা (রা.) আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন, আপনাকে (আসরের পর সালাতের) দু' রাকা'আত নিষেধ করতে শুনেছি; অথচ দেখছি, আপনি তা আদায় করছেন ? যদি তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন, তাহলে পিছনে সরে থাকবে, বাঁদী তা-ই করল। তিনি ইশারা করলেন, সে পিছনে সরে থাকল। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, হে আবূ উমায়্যার কন্যা! আসরের পরের দু' রাকা'আত সালাত সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ। আবদুল কায়স গোত্রের কিছু লোক আমার কাছে এসেছিল। তাদের কারণে যুহ্রের পরের দু' রাকা'আত আদায় করা থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এ দু' রাকা'আত সে দু' রাকা'আত।[১]

১. ঘটনাটি একবারের হলেও নবী ﷺ -এর বৈশিষ্ট্যের কারণে তা নিয়মিত সালাতে পরিণত হয়। কারণ, নবী ﷺ কোন আমল একবার শুরু করলে তা নিয়মিত করতেন।

٧٨٣. بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের মধ্যে ইশারা করা। কুরাইব (র.) উম্মে সালামা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

١١٦٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَلَغَهُ اَنَّ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِيْ اُنَاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ اَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَاَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِيْ فِي الصُّفُوْفِ حَتّٰى قَامَ فِي الصَّفِّ فَاَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيْقِ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُهُ اَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ حَتّٰى قَامَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ اَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيْقِ اِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ اَحَدٌ حِيْنَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِلَّا الْتَفَتَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِيْنَ اَشَرْتُ اِلَيْكَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لِابْنِ اَبِيْ قُحَافَةَ اَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১১৬২ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.)......সাহ্ল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ এর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, বনূ আমর ইব্ন আওফ-এ কিছু ঘটেছে। তাদের মধ্যে আপোস করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন সাহাবীসহ বেরিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেল। বিলাল (রা.) আবূ বক্‌র (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, হে আবূ বক্‌র! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এদিকে সালাতের সময় হয়ে গিয়েছে, আপনি কি সালাতে লোকদের ইমামতি করতে প্রস্তুত আছেন ? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তুমি চাও। তখন বিলাল (রা.) ইকামত বললেন এবং আবূ বক্‌র (রা.) সামনে এগিয়ে গিয়ে লোকদের জন্য তাক্‌বীর বললেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং কাতারের ভিতর দিয়ে হেঁটে (প্রথম) কাতারে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লীগণ তখন হাততালি দিতে লাগলেন। আবূ বক্‌র (রা.)-এর অভ্যাস ছিল যে, সালাতে এদিক সেদিক তাকাতেন না। মুসল্লীগণ যখন অধিক পরিমাণে হাততালি দিতে লাগলেন, তখন

তিনি সেদিকে তাকালেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইশারা করে সালাত আদায় করতে থাকার নির্দেশ দিলেন। আবূ বক্‌র (রা.) দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ বর্ণনা করলেন এবং পিছনের দিকে সরে গিয়ে কাতারে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সামনে এগিয়ে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে মুসল্লীগণের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের কি হয়েছে, সালাতে কোন ব্যাপার ঘটলে তোমরা হাততালি দিতে থাক কেন ? হাততালি তো মেয়েদের জন্য। কারো সালাতের মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিলে সে যেন 'সুবহানাল্লাহ্' বলে। কারণ, কেউ অন্যকে 'সুবহানাল্লাহ্' বলতে শুনলে অবশ্যই সেদিকে লক্ষ্য করবে। তারপর তিনি বললেন, হে আবূ বক্‌র ! তোমাকে আমি ইশারা করা সত্ত্বেও কিসে তোমাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বাধা দিল ? আবূ বক্‌র (রা.) বললেন, কুহাফার ছেলের জন্য এ সমীচীন নয় যে, সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে।

١١٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَهِيَ تُصَلِّيْ قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَاَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ اٰيَةٌ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا اَيْ نَعَمْ ٠

১১৬৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সুলাইমান (র.).........আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন, আর লোকেরাও সালাতে দাঁড়ানো ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের অবস্থা কি ? তখন তিনি তাঁর মাথা দ্বারা আকাশের দিকে ইশারা করলেন। আমি বললাম, ইহা কি নিদর্শন ? তিনি আবার তাঁর মাথার ইশারায় বললেন, হাঁ।

١١٦٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا وَصَلّٰى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ اجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا ٠

১১৬৪ ইস্‌মায়ীল (র.)..........নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর ঘরে বসে সালাত আদায় করছিলেন। একদল সাহাবী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি তাঁদের প্রতি ইশারা করলেন, বসে যাও। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য। কাজেই তিনি রুকূ' করলে তোমরা রুকূ' করবে; আর তিনি মাথা তুললে তোমরাও মাথা তুলবে।

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

অধ্যায় ঃ জানাযা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

অধ্যায় ঃ জানাযা

٧٨٤. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجَنَائِزِ وَمَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلاَمِهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَقِيْلَ لِوَهْبِ ابْنِ مُنَبِّهٍ اَلَيْسَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّـةِ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ اِلاَّ لَـهُ اَسْنَانٌ فَاِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَـهُ اَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَاِلاَّ لَمْ يُفْتَحْ لَكَ

৭৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা সম্পর্কিত হাদীস এবং যার শেষ কালাম 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন মুনাব্‌বিহ (র.)–কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বললেন, অবশ্যই। তবে যে কোন চাবির দাঁত থাকে। তুমি দাঁত যুক্ত চাবি আনতে পারলে তোমার জন্য (জান্নাতের) দরজা খুলে দেওয়া হবে। অন্যথায় তোমার জন্য খোলা হবে না।

١١٦٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْاَحْدَبُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْـهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِىْ اٰتٍ مِنْ رَبِّىْ فَاَخْـبَرَنِىْ اَوْ قَالَ بَشَّرَنِىْ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِىْ لاَيُشْـرِكُ بِاللّٰهِ شَيْـئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ، قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ .

১১৬৫ মূসা ইব্‌ন ইস্‌মায়ীল (র.)............আবূ যার (গিফারী) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একজন আগন্তুক (হযরত জিব্‌রীল (আ.) আমার রব-এর কাছ থেকে এসে আমাকে খবর দিলেন অথবা তিনি বলেছিলেন, আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে। আমি

বললাম, যদিও সে যিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে? তিনি বললেন ঃ যদিও সে যিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে।

١١٦٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيْقٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ اَنَا مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

১১৬৬ উমর ইব্ন হাফ্স (র.)........আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে আল্লাহ্র সংগে শির্ক করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যে আল্লাহ্র সংগে কোন কিছুর শির্ক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٧٨٥. بَابُ الْاَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

৭৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযায় অনুগমনের নির্দেশ।

١١٦٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الاَشْعَثِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْقَسِيِّ وَالْاِسْتَبْرَقِ .

১১৬৭ আবুল ওয়ালীদ (র.)........বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সাতটি বিষয়ে আমাদের আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে আমাদের নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন– ১. জানাযার অনুগমন করতে, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নিতে, ৩. দাওয়াত দাতার দাওয়াত কবূল করতে, ৪. মাযলূমকে সাহায্য করতে, ৫. কসম থেকে দায়মুক্ত করতে, ৬. সালামের জওয়াব দিতে এবং ৭. হাঁচিদাতাকে (ইয়ারহামুকাল্লাহু বলে) খুশী করতে। আর তিনি নিষেধ করেছেন- ১. রূপার পাত্র, ২. সোনার আংটি, ৩. রেশম, ৪. দীবাজ, ৫. কাস্সী (কেস্ রেশম), ৬. ইস্তিব্রাক (তসর জাতীয় রেশম) ব্যবহার করতে।[১]

١١٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنِ الاَوْزَاعِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى

১. এ হাদীসে নিষেধকৃত ছয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম বিষয়টি এই কিতাবের 'সোনার আংটি' অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَرَوَاهُ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلٍ .

১১৬৮ মুহাম্মদ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক্ পাঁচটি ঃ ১. সালামের জওয়াব দেওয়া, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেওয়া, ৩. জানাযার অনুগমন করা, ৪. দাওয়াত কবূল করা এবং ৫. হাঁচি-দাতাকে খুশী করা। আবদুর রায্‌যাক (র.) আমর ইব্‌ন আবূ সালামা (র.) এর অনুসরণ করেছেন। আবদুর রায্‌যাক (র.) বলেন, আমাকে মা'মার (র.)-এরূপ অবহিত করেছেন এবং এ হাদীস সালামা (র.) উকাইল (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٨٦. بَابُ الدُّخُوْلِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ اِذَا اُدْرِجَ فِيْ كَفَنِهِ

৭৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ কাফন পরানোর পর মৃত ব্যক্তির কাছে যাওয়া।

١١٦٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتّٰى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتّٰى دَخَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ اَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكٰى فَقَالَ بِاَبِيْ اَنْتَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ لاَ يَجْمَعُ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ اَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِيْ كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا، قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَاَخْبَرَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ فَاَبٰى فَقَالَ اجْلِسْ فَاَبٰى فَتَشَهَّدَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَالَ اِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوْا عُمَرَ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَاِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ......... اِلَى الشَّاكِرِيْنَ وَاللّٰهِ لَكَاَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ حَتّٰى تَلاَهَا اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ اِلاَّ يَتْلُوْهَا .

১১৬৯ বিশ্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)........আবূ সালামা (র.) বলেন, নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) আমাকে বলেছেন, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাতের খবর পেয়ে) আবূ বক্‌র (রা.) 'সুন্‌হ'-এ অবস্থিত তাঁর বাড়ী থেকে ঘোড়ায় চড়ে চলে এলেন এবং নেমে মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে লোকদের সাথে কোন কথা না বলে আয়িশা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিকে অগ্রসর

হলেন। তখন তিনি একখানি 'হিবারাহ' ইয়ামানী চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। আবূ বক্‌র (রা.) নবী ﷺ -এর মুখমন্ডল উন্মুক্ত করে তাঁর উপর ঝুকে পড়লেন এবং চুমু খেলেন, তারপর কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া নাবী আল্লাহ্! আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আল্লাহ্ আপনার জন্য দুই মৃত্যু একত্রিত করবেন না। তবে যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল তা তো আপনি কবূল করেছেন। আবূ সালামা (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, (তারপর) আবূ বক্‌র (রা.) বেরিয়ে এলেন। তখন উমর (রা.) লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। আবূ বক্‌র (রা.) তাঁকে বললেন, বসে পড়ুন। তিনি তা মানলেন না। আবূ বক্‌র (রা.) তাঁকে বললেন, বসে পড়ুন, তিনি তা মানলেন না। তখন আবূ বক্‌র (রা.) কালিমা-ই-শাহাদাতের দ্বারা (বক্তব্য) আরম্ভ করলেন। লোকেরা উমর (রা.)-কে ছেড়ে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হন। আবূ বক্‌র (রা.) বললেন......আম্মা বা'দু, তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ ﷺ এর ইবাদত করতে, মুহাম্মাদ ﷺ সত্যই ইন্‌তিকাল করেছেন। আর যারা মহান আল্লাহ্‌র ইবাদাত করতে, নিশ্চয় আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, অমর। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ ..... اِلَى الشَّاكِرِيْنَ অর্থাৎ মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র......শাকিরীন পর্যন্ত। (৩ ঃ ১১৪) আল্লাহ্‌র কসম, মনে হচ্ছিল যেন আবূ বক্‌র (রা.)-এর তিলাওয়াত করার পূর্ব পর্যন্ত লোকদের জানাই ছিল না যে, আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন। এখনই যেন লোকেরা আয়াতখানি তার কাছ থেকে পেলেন। প্রতিটি মানুষকেই তখন ঐ আয়াত তিলাওয়াত করতে শোনা গেল।

١١٧٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ اُمَّ الْعَلاَءِ امْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِىَّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُ اُقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ فَاَنْزَلْنَاهُ فِىْ اَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ فَلَمَّا تُوُفِّىَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِىْ اَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِىْ عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيْكِ اَنَّ اللّٰهَ اَكْرَمَهُ فَقُلْتُ بِاَبِىْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللّٰهُ فَقَالَ اَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَ رْجُوْلَهُ الْخَيْرَ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِىْ قَالَتْ فَوَ اللّٰهِ لاَ اُزَكِّىْ اَحَدًا بَعْدَهُ اَبَدًا .

১১৭০ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.)........আনসারী মহিলা ও নবী করীম ﷺ এর কাছে বাই'আত-কারী উম্মুল আলা (রা.) থেকে বর্ণিত, (হিজরতের পর) কুরআর মাধ্যমে মুহাজিরদের বন্টন করা হচ্ছিল। তাতে উসমান ইব্‌ন মাযঊন (রা.) আমাদের ভাগে পড়লেন, আমরা (সাদরে) তাঁকে আমাদের বাড়ীতে স্থান দিলাম। এক সময় তিনি সেই রোগে আক্রান্ত হলেন, যাতে তাঁর মৃত্যু হল। যখন তাঁর মৃত্যু হল এবং তাঁকে গোসল করিয়ে কাফনের কাপড় পরানো হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রবেশ করলেন। তখন আমি বললাম, হে আবুস্- সায়িব, আপনার উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক! আপনার সম্বন্ধে

আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ্ আপনাকে সম্মানিত করেছেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তুমি কি করে জানলে যে, আল্লাহ্ তাঁকে সম্মানিত করেছেন ? আমি বললাম, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে আল্লাহ্ আর কাকে সম্মানিত করবেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাঁর ব্যাপার তো এই যে, নিশ্চয় তাঁর মৃত্যু হচ্ছে এবং আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর জন্য মংগল কামনা করি। আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করা হবে, অথচ আমি আল্লাহ্র রাসূল। সেই আনসারী মহিলা বলেন, আল্লাহ্র কসম! এরপর আর কোন দিন আমি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে পবিত্র বলে মন্তব্য করব না।

১১৭১ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلَهُ وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عُقَيْلٍ مَا يُفْعَلُ بِهِ وَتَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَمَعْمَرٌ ·

১১৭১ সায়ীদ ইব্ন উফাইর (র.) লায়স (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর নাফি' ইব্ন ইয়াযীদ (র.) উকাইল (র.) সূত্রে বলেন- ' مَا يُفْعَلُ بِهِ ' তার সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে ?[১] শু'য়াইব, আমর ইব্ন দীনার ও মা'মার (র.) উকাইল (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

১১৭২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قُتِلَ اَبِيْ جَعَلْتُ اَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ اَبْكِيْ وَيَنْهَوْنِيْ عَنْهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ لاَيَنْهَانِيْ فَجَعَلَتْ عَمَّتِيْ فَاطِمَةُ تَبْكِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَبْكِيْنَ اَوْ لاَ تَبْكِيْنَ مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رَفَعْتُمُوْهُ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ·

১১৭২ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (উহুদ যুদ্ধে) আমার পিতা (আবদুল্লাহ্ (রা.) শহীদ হয়ে গেলে আমি তাঁর মুখমন্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে কাঁদতে লাগলাম। লোকেরা আমাকে নিষেধ করতে লাগল। কিন্তু নবী করীম ﷺ আমাকে নিষেধ করেন নি। আমার ফুফী ফাতিমা (রা.)ও কাঁদতে লাগলেন। এতে নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কাঁদ বা না-ই কাঁদ (উভয় সমান) তোমরা তাকে তুলে নেওয়া পর্যন্ত ফিরিশ্তাগণ তাঁদের ডানা দিয়ে ছায়া বিস্তার করে রেখেছেন। ইব্ন জুরাইজ (র.) মুহাম্মাদ ইব্ন মুনকাদির (র.) সূত্রে জাবির (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনায় শু'বা (রা.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٧٨٧. بَابُ الرَّجُلُ يَنْعٰى اِلٰى اَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

৭৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পরিজনের কাছে তার মৃত্যু সংবাদ পৌছানো।

---

১. অর্থাৎ প্রথম বর্ণনায় রয়েছে ' مَا يُفْعَلُ بِيْ ' –আমর সংগে কি ব্যবহার করা হবে ? আর দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে ' مَا يُفْعَلُ بِهِ ' তাঁর সংগে কি ব্যবহার করা হবে ?

১১৭৩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا .

১১৭৩ ইসমায়ীল (র.).........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নাজাশী যে দিন মারা যান সেদিন-ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মৃত্যু সংবাদ দেন এবং জানাযার স্থানে গিয়ে লোক'দের কাতারবদ্ধ করে চার তাক্‌বীর আদায় করলেন।

১১৭৪ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ وَاِنَّ عَيْنَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مِنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ .

১১৭৪ আবূ মা'মার (র.).........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মূতা যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনায়) বললেন ঃ যায়দ (রা.) পতাকা বহন করেছে তারপর শহীদ হয়েছে। তারপর জা'ফর (রা.) (পতাকা) হাতে নিয়েছে; সেও শহীদ হয়। তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.) (পতাকা) ধারণ করে এবং সেও শহীদ হয়। এ সংবাদ বলছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দু' চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। এরপর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা.) পরামর্শ ছাড়াই (পতাকা) হাতে তুলে নেয় এবং তাঁর দ্বারা বিজয় সূচিত হয়।

٧٨٨. بَابُ الْاِذْنِ بِالْجَنَازَةِ وَقَالَ اَبُوْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلَا اٰذَنْتُمُوْنِىْ

৭৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সংবাদ দেওয়া। আবূ রাফি' (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তোমরা আমাকে কেন খবর দিলে না?

১১৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَاتَ اِنْسَانٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوْهُ لَيْلًا فَلَمَّا اَصْبَحَ اَخْبَرُوْهُ فَقَالَ مَامَنَعَكُمْ اَنْ تُعْلِمُوْنِىْ قَالُوْا كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ اَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَاَتٰى قَبْرَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ .

১১৭৫ মুহাম্মদ (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মারা গেল। যার অসুস্থতার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খোঁজ-খবর নিতেন। তার মৃত্যু হয় এবং রাতেই লোকেরা তাঁকে দাফন

করেন। সকাল হলে তাঁরা (এ বিষয়ে) নবী করীম ﷺ -কে অবহিত করেন। তিনি বললেন ঃ আমাকে সংবাদ দিতে তোমাদের কিসে বাধা দিল ? তারা বলল, তখন ছিল রাত এবং ঘোর অন্ধকার। তাই আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমরা পসন্দ করিনি। তিনি ঐ ব্যক্তির কবরের কাছে গেলেন এবং তাঁর উপর সালাতে জানাযা আদায় করলেন।

٧٨٩. بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ وَقَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ

৭৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের মৃত্যুতে সাওয়াবের আশায় সবর করার ফযীলত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "আর সবরকারীদের সুসংবাদ প্রদান করুন"।

١١٧٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ .

১১৭৬ আবূ মা'মার (র.)........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলিমের তিনটি সন্তান সাবালিগ হওয়ার আগে মারা গেলে তাদের প্রতি তাঁর রহমত স্বরূপ অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করাবেন।

١١٧٧ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الاَصْبِهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ اَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوْا حِجَابًا مِنَ النَّارِ قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ وَقَالَ شَرِيْكٌ عَنِ ابْنِ الاَصْبِهَانِيِّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ .

১১৭৭ মুসলিম (র.).......আবূ সায়ীদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আরয করলেন, আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিন। তারপর তিনি একদিন তাদের ওয়ায-নসীহত করলেন এবং বললেন ঃ যে স্ত্রীলোকের তিনটি সন্তান মারা যায়, তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে। তখন এক মহিলা প্রশ্ন করলেন, দু' সন্তান মারা গেলে ? তিনি বললেন, দু' সন্তান মারা গেলেও। শরীক (র.) ..... আবূ সায়ীদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, যারা বালিগ হয়নি।

١١٧٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ اِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا

১১৭৮ আলী (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলিমের

তিনটি (নাবালিগ) সন্তান মারা গেল, তারপরও সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে–এমন হবে না। তবে শুধু কসম পূর্ণ হওয়ার পরিমাণ পর্যন্ত। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন- আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ 'وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا' "তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে।"

٧٩٠. بَابُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْاَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ اِصْبِرِىْ

৭৯০. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের কাছে কোন মহিলাকে বলা, সবর কর।

১১৭৯ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِامْرَاَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِىَ تَبْكِىْ فَقَالَ اتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ ·

১১৭৯ আদম (র.).........আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি কবরের কাছে উপস্থিত এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে তখন কাঁদছিল। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সবর কর।

٧٩١. بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوْئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ابْنًا لِسَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا وَقَالَ سَعِيْدُ لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ ، وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ

৭৯১. অনুচ্ছেদ ঃ বরই পাতার পানি দ্বারা মৃতকে গোসল ও উযূ করানো। ইব্ন উমর (রা.) সায়ীদ ইব্ন যায়িদ (রা.) এক (মৃত) পুত্রকে সুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন, তাকে বহন করলেন এবং জানাযার সালাত আদায় করলেন অথচ তিনি (নতুন) উযূ করেন নি। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, জীবিত ও মৃত কোন অবস্থায়ই মুসলিম অপবিত্র নয়। সা'দ (রা.) বলেন, (মৃতদেহ) অপবিত্র হলে আমি তা স্পর্শ করতাম না আর নবী ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন অপবিত্র হয় না।

১১৮০ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكُ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَعْطَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ تَعْنِىْ اِزَارَهُ ·

১১৮০ ইসমায়ীল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....উম্মে আতিয়্যাহ্ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্

ﷺ -এর কন্যা (যায়নাব (রা.)-এর ইন্‌তিকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ তোমরা তাকে তিন, পাঁচ প্রয়োজন মনে করলে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদরখানি আমাদের দিয়ে বললেন ঃ এটি তাঁর গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও।

٧٩٢. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ اَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

৭৯২. অনুচ্ছেদ ঃ বেজোড় সংখ্যায় গোসল দেওয়া মুস্‌তাহাব।

١١٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ فَقَالَ اَيُّوْبُ وَحَدَّثَتْنِىْ حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِىْ حَدِيْثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيْهِ ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيْهِ اَنَّهُ قَالَ ابْدَؤُا بِمَيَامِنِهَا وَ مَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيْهِ اَنَّ اُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ .

১১৮১ মুহাম্মদ (র.)........উম্মে আতিয়্যাহ্ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা (যায়নাব (রা.)-এর ইন্‌তিকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ তোমরা তাঁকে তিন, পাঁচ প্রয়োজন মনে করলে, তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদরখানি আমাদের দিকে দিয়ে বললেন ঃ এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরাও। আইয়ুব (র.) বলেছেন, হাফ্‌সা (র.) আমাকে মুহাম্মদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস শুনিয়েছেন। তবে তাঁর হাদীসে রয়েছে যে, তাকে বে-জোড় সংখ্যায় গোসল দিবে। আরও রয়েছে, তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার করে আরো তাতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "তোমরা তার ডান দিক থেকে এবং তার উযূর স্থানসমূহ থেকে শুরু করবে।" তাতে একথাও রয়েছে– (বর্ণনাকারিণী) উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) বলেছেন, আমরা তার চুলগুলি আঁচড়ে তিনটি বেণী করে দিলাম।

٧٩٣. بَابُ يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ

৭৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির (গোসল) ডান দিক থেকে শুরু করা।

١١٨٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ

عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غُسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا ·

১১৮২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)........উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কন্যার গোসলের ব্যাপারে ইরশাদ করেন ঃ তোমরা তাঁর ডান দিক থেকে এবং উযূর স্থানসমূহ থেকে শুরু করবে।

٧٩٤. بَابُ مَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنَ الْمَيِّتِ

৭৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির উযূর স্থানসমূহ।

١١٨٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا ابْدَؤُا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ ·

১১৮৩ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা (র.)......উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর কন্যা (যায়নাব রা.)-কে গোসল দিতে যাচ্ছিলাম, গোসল দেওয়ার সময় তিনি আমাদের বলেন ঃ তোমরা তাঁর ডান দিক থেকে এবং উযূর স্থানসমূহ থেকে শুরু করবে।

٧٩٥. بَابُ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِيْ اِزَارِ الرَّجُلِ

৭৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের ইযার দিয়ে মহিলার কাফন দেওয়া যায় কি ?

١١٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَمَّادٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حَقْوِهِ اِزَارَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ ·

১১৮৪ আবদুর রহমান ইব্‌ন হাম্মাদ (র.).......উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কন্যার ইন্‌তিকাল হলে তিনি আমাদের বললেন ঃ তোমরা তাকে তিনবার পাঁচবার অথবা যদি তোমরা প্রয়োজনীয় মনে কর, তবে তার চাইতে অধিকবার গোসল দাও। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাবে। আমরা শেষ করে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর কোমর থেকে তাঁর চাদর (খুলে দিয়ে) বললেন ঃ এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরিয়ে দাও।

٧٩٦. بَابُ يَجْعَلُ الْكَافُوْرَ فِيْ اٰخِرِهِ

৭৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ গোসলে কর্পূর ব্যবহার করবে শেষবারে।

১১৮৫ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ وَقَالَتْ إِنَّهُ قَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ .

১১৮৫ হামিদ ইব্‌ন উমর (র.)......উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর কন্যাগণের মধ্যে একজনের ইন্‌তিকাল হল। নবী করীম ﷺ সেখানে গেলেন এবং বললেন ঃ তোমরা তাঁকে তিনবার পাঁচবার অথবা যদি তোমরা প্রয়োজনীয় মনে কর, তবে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দ্বারা গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর (অথবা তিনি বলেন) 'কিছু কর্পূর' ব্যবহার করবে। গোসল শেষ করে আমাকে জানাবে। উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) বলেন, আমরা শেষ করে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদর আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরাও। আইয়ূব (র.) হাফ্‌সা (র.) সূত্রে উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং তাতে তিনি (উম্মে আতিয়্যাহ্ রা.) বলেছেন, তিনি ইরশাদ করেছিলেন ঃ তাঁকে তিন, পাঁচ, সাত বা প্রয়োজনবোধে তার চাইতে অধিকবার গোসল দাও। হাফসা (র.) বলেন, আতিয়্যাহ্ (রা.) বলেন, আমরা তাঁর মাথার চুলকে তিনটি বেণী বানিয়ে দেই।

٧٩٧. بَابُ نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

৭৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের চুল খুলে দেওয়া। ইব্‌ন সীরীন (র.) বলেছেন, মৃতের চুল খুলে দেওয়ায় কোন দোষ নেই।

১১৮৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيْرِيْنَ قَالَتْ حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ .

১১৮৬ আহ্‌মদ (র.)........উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কন্যার মাথার চুল তিনটি বেণী করে দেন। তাঁরা তা খুলেছেন, এরপর তা ধুয়ে তিনটি বেণী করে দেন।

٧٩٨. بَابُ كَيْفَ الْاِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

৭৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের গায়ে কিভাবে কাপড় জড়ানো হবে। হাসান (র.) বলেছেন, পঞ্চম বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কামীসের নীচে উরুদ্বয় ও নিতম্বদ্বয় বেঁধে দিবে।

১১৮٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَنَّ اَيُّوْبَ اَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيْرِيْنَ يَقُوْلُ جَاءَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا امْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنَ اللَّاتِيْ بَايَعْنَ قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِيْ قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ وَلَا اَدْرِيْ اَيُّ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ اَنَّ الْاِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيْهِ وَكَذٰلِكَ كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَاْمُرُ بِالْمَرْاَةِ اَنْ تُشْعَرَ وَلَا تُؤْزَرَ .

১১৮৭ আহ্মদ (র.)........আইয়্যুব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন সীরীন (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আনসারী মহিলা উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) আসলেন, যিনি নবী করীম ﷺ-এর কাছে বাইয়াতকারীদের অন্যতম। তিনি তাঁর এক ছেলে দেখার জন্য দ্রুততার সাথে বাসরায় এসেছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে পাননি। তখন তিনি আমাদের হাদীস শুনালেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদের কাছে তাশরীফ নিয়ে আসেন, তখন আমরা তাঁর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা তাঁকে তিনবার, পাঁচবার, অথবা প্রয়োজনবোধে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দ্বারা গোসল দাও। আর শেষবারে কর্পূর দিও। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, আমরা যখন শেষ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চাদর আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ এটাকে তাঁর গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.)-এর বেশী বর্ণনা করেন নি। (আইয়্যূব (র.) বলেন) আমি জানি না, নবী ﷺ -এর কোন কন্যা ছিলেন? তিনি বলেন, 'اشعار' অর্থ গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। সীরীন (র.) মহিলা সম্পর্কে এইরূপই আদেশ করতেন যে, ভিতরের কাপড় (চাদরের মত পূর্ণ শরীরে) জড়িয়ে দিবে ইযারের মত ব্যবহার করবে না।

٧٩٩. بَابُ هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْاَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ

৭৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের চুলকে তিনটি বেণী করা।

১১৮৮ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِيْ ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ وَقَالَ وَكِيْعٌ قَالَ سُفْيَانُ نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا .

১১৮৮ কাবীসা (র.)......উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কন্যার কেশগুচ্ছ বেণী পাকিয়ে দিয়েছিলাম, অর্থাৎ তিনটি বেণী। ওয়াকী' (র.) বলেন, সুফিয়ান (র.) বলেছেন, মাথার সামনের অংশে একটি বেণী এবং দু' পাশে দু'টি বেণী।

٨٠٠. بَابُ يُلْقٰى شَعَرُ الْمَرْاَةِ خَلْفَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ

৮০০. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলার চুল তিনটি বেণী করে তার পিছনে রাখা।

١١٨٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تُوُفِّيَتْ اِحْدٰى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ وَاَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا .

১১৮৯ মুসাদ্দাদ (র.)......উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কন্যাগণের মধ্যে একজনের ইন্তিকাল হলে। তিনি আমাদের নিকট এসে বললেন ঃ তোমরা তাকে বরই পাতার পানি দিয়ে বে-জোড় সংখ্যক তিনবার পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে ততোধিকবার গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর অথবা তিনি বলেছিলেন কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা গোসল শেষ করে আমাকে জানাবে। আমরা শেষ করে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদর আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন, আমরা তাঁর মাথার চুলগুলো তিনটি বেণী করে পিছনে রেখে দিলাম।

٨٠١. بَابُ الثِّيَابِ الْبِيْضِ لِلْكَفَنِ

৮০১. অনুচ্ছেদ ঃ কাফনের জন্য সাদা কাপড়।

١١٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .

১১৯০ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তিনখানা ইয়ামানী সাহুলী সাদা সূতী কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়। তার মধ্যে কামীস এবং পাগড়ী ছিল না।

٨٠٢. بَابُ الْكَفَنِ فِىْ ثَوْبَيْنِ

৮০২. অনুচ্ছেদ ঃ দু' কাপড়ে কাফন দেওয়া।

১১৯১ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ وَاقِفُ بِعَرَفَةَ اِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ اَوْ قَالَ فَاَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ۰

১১৯১ আবূ নু'মান (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরাফাতে ওয়াকূফ অবস্থায় হঠাৎ তার উট্‌নী থেকে পড়ে যায়। এতে তাঁর ঘাড় মটকে গেল অথবা রাবী বলেছেন, তাঁর ঘাড় মটকিয়ে দিল। (এতে সে মারা যায়)। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তাঁকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু' কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাঁকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তাঁর মাথা ঢাকবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া[১] পাঠ করতে করতে উত্থিত হবে।

৮০৩. بَابُ الْحَنُوْطِ لِلْمَيِّتِ

৮০৩. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য সুগন্ধি ব্যবহার।

১১৯২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَةَ اِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَاَقْصَعَتْهُ اَوْ قَالَ فَاَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ۰

১১৯২ কুতাইবা (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে আরাফাতে ওয়াকূফ (অবস্থান) কালে হঠাৎ তার সাওয়ারী থেকে পড়ে যায়। ফলে তার ঘাড় মটকে গেল অথবা রাবী বলেন, দ্রুত মৃত্যুমুখে ফেলে দিল। (ফলে তিনি মারা গেলেন)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাঁকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু' কাপড়ে তাঁকে কাফন দাও; তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা আবৃত করবে না। কেননা, আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উত্থিত করবেন।

৮০৪. بَابُ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ

৮০৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তিকে কিভাবে কাফন দেওয়া হবে।

১১৯৩ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيْرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ

১. ইহ্‌রাম অবস্থায় যে দু'আ পাঠ করা হয়........اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা....এ দু'আকে তাল্‌বিয়া বলে।

وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُمِسُّوْهُ طِيْبًا وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا ·

১১৯৩ আবূ নু'মান (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তির উট তার ঘাড় মটকে দিল। (ফলে সে মারা গেল)। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে ছিলাম। সে ছিল ইহ্‌রাম অবস্থায়। তখন নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু' কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা আবৃত করো না। কেননা, আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন তাকে মুলাব্বিদ[১] অবস্থায় উঠাবেন।

١١٩٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو وَاَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ اَيُّوْبُ فَوَقَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرٌو فَاَقْعَصَتْهُ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَيُّوْبُ يُلَبِّيْ وَقَالَ عَمْرٌو مُلَبِّيًا ·

১১৯৪ মুসাদ্দাদ (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে আরাফাতে অবস্থান করছিল। সে তার সাওয়ারী থেকে পড়ে গেল। (পরবর্তী অংশের বর্ণনায়) আইয়ূব (র.) বলেন, 'فَوَقَصَتْهُ' তার ঘাট মট্‌কে দিল। আর আমর (র.) বলেন, ' فَاَقْعَصَتْهُ ' তাকে দ্রুত মৃত্যুমুখে ঠেলে দিল। ফলে সে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দু' কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথাও আবৃত করবে না। কেননা, তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করা হবে-এ অবস্থায় যে, আইয়ূব (র.) বলেছেন, সে তালবিয়া পাঠ করছে আর আমর (র.) বলেন, সে তালবিয়া পাঠরত।

٨٠٥. بَابُ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيْصِ الَّذِيْ يُكَفُّ اَوْ لاَ يُكَفُّ وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيْصٍ

৮০৫. অনুচ্ছেদ ঃ সেলাইকৃত বা সেলাইবিহীন কামীস দিয়ে কাফন দেওয়া এবং কামীস ব্যতীত কাফন দেওয়া।

١١٩٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ قَمِيْصَكَ اُكَفِّنْهُ فِيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَاَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيْصَهُ فَقَالَ اٰذِنِّيْ اُصَلِّيْ عَلَيْهِ فَاٰذَنَهُ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَلَيْسَ اللّٰهُ نَهَاكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ اَنَا بَيْنَ

১. মুলাব্বিদ ঃ মাথার চুল এলোমেলো না হওয়ার জন্য মোম জাতীয় আঁঠালো দ্রব্য ব্যবহারকারী, এখানে ইহ্‌রামরত অবস্থা বুঝান হয়েছে।

خَيْرَتَيْنِ قَالَ اسْتَغْفِرْلَهُمْ اَوْ لاَتَسْتَغْفِرْلَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ فَصَلّٰى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا ٠

১১৯৫ মুসাদ্দাদ (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই (মুনাফিক সর্দার) এর মৃত্যু হলে তার পুত্র (যিনি সাহাবী ছিলেন) নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আপনার জামাটি আমাকে দান করুন। আমি তা দিয়ে আমার পিতার কাফন পরাতে ইচ্ছা করি। আর আপনি তার জানাযা পড়বেন এবং তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন। নবী করীম ﷺ নিজের জামাটি তাঁকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ আমাকে সংবাদ দিও, আমি তার জানাযা আদায় করব। তিনি তাঁকে সংবাদ দিলেন। যখন নবী করীম ﷺ তার জানাযা আদায়ের ইচ্ছা করলেন, তখন উমর (রা.) তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আল্লাহ্ কি আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা আদায় করতে নিষেধ করেন নি ? তিনি বললেন ঃ আমাকে তো দু'টির মধ্যে কোন একটি করার ইখ্‌তিয়ার দেওয়া হয়েছে। (আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন) আপনি তাদের (মুনাফিকদের) জন্য মাগফিরাত কামনা করুন বা মাগফিরাত কামনা না-ই করুন (একই কথা) আপনি যদি সত্তর বারও তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন; কখনো আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন না। কাজেই তিনি তার জানাযা পড়লেন, তারপর নাযিল হল ঃ "তাদের কেউ মারা গেলে কখনও আপনি তাদের জানাযা আদায় করবেন না।"

١١٩٦ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَىٍّ بَعْدَ مَادُفِنَ فَاَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ ٠

১১৯৬ মালিক ইব্‌ন ইস্‌মায়ীল (র.)........জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইকে দাফন করার পর নবী ﷺ তার (কবরের) কাছে এলেন এবং তাকে বের করলেন। তারপর তার উপর থুথু দিলেন, আর নিজের জামাটি তাকে পরিয়ে দিলেন।

٨٠٦. بَابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيْصٍ

৮০৬. অনুচ্ছেদ ঃ কামীস ব্যতীত কাফন।

١١٩٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ سَحُوْلٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ٠

১১৯৭ আবূ নু'আইম (র.).........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে তিন খানি সূতী সাদা সাহুলী (ইয়ামনী) কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কামীস এবং পাগড়ী ছিল না।

১১৯৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِى ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَبُوْ نُعَيْمٍ لاَ يَقُوْلُ ثَلاَثَةٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سُفْيَانَ يَقُوْلُ ثَلاَثَةٌ.

১১৯৮ মুসাদ্দাদ (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তিনখানা কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছে, তাতে কামীস ও পাগড়ী ছিল না। আবূ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, আবূ নু'আইম (র.) ' ثَلاَثَةٌ ' শব্দটি বলেন নি। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়ালীদ (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ' ثَلاَثَةٌ ' শব্দটি বলেছেন।

৮০৭. بَابُ الْكَفَنِ لاَ عِمَامَةٍ

৮০৭. অনুচ্ছেদ ঃ পাগড়ী ব্যতীত কাফন।

১১৯৯ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِى ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .

১১৯৯ ইসমায়ীল (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তিনখানা সাদা সাহূলী কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কোন কামীস ও পাগড়ী ছিল না।

৮০৮. بَابُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ وَبِهٖ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِىُّ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ الْحَنُوْطُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ يُبْدَاُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ وَقَالَ سُفْيَانُ اَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ

৮০৮. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ থেকে কাফন দেওয়া। আতা, যুহরী, আমর ইব্ন দীনার এবং কাতাদা (র.) একথা বলেছেন। আমর ইব্ন দীনার (র.) আরও বলেছেন, সুগন্ধিও সমস্ত সম্পদ থেকে দিতে হবে। ইব্রাহীম (র.) বলেছেন, (সম্পদ থেকে) প্রথমে কাফন তারপর ঋণ পরিশোধ, তারপর ওয়াসিয়াত পূরণ করতে হবে। সুফিয়ান (র.) বলেছেন, কবর ও গোসল দেওয়ার খরচও কাফনের অন্তর্ভুক্ত।

১২০০ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اُتِىَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمًا بِطَعَامِهٖ فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّى فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ اِلاَّ بُرْدَةٌ وَقُتِلَ حَمْزَةُ اَوْ رَجُلٌ اٰخَرُ خَيْرٌ مِنِّى فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ اِلاَّ بُرْدَةٌ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ

قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِيْ حَيَاتِنَا الدُّنْيَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيْ ‏.‏

১২০০ আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ মাক্কী (র.)......সা'দ (র.)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.)-কে খাবার দেওয়া হল। তখন তিনি বললেন, মুস্‌'আব ইব্‌ন উমাইর (রা.) শহীদ হন আর তিনি আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন অথচ তাঁর কাফনের জন্য একখানি চাদর ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। হামযা (রা.) বা অপর এক ব্যক্তি শহীদ হন, তিনিও ছিলেন আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ, অথচ তাঁর কাফনের জন্যও একখানি চাদর ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। তাই আমার আশংকা হয়, আমাদের নেক আমলের বিনিময় আমাদের এ পার্থিব জীবনে আগেই দেয়া হল। তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন।

٨٠٩. بَابُ اِذَا لَمْ يُوْجَدْ اِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ

৮০৯. অনুচ্ছেদ ঃ একখানা কাপড় ব্যতীত আর কোন কাপড় পাওয়া না গেলে।

١٢٠١ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ اِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَاِنْ غُطِّيَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ اَوْ قَالَ اُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا اُعْطِيْنَا وَقَدْ خَشِيْنَا اَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيْ حَتّٰى تَرَكَ الطَّعَامَ ‏.‏

১২০১ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র.).........ইব্‌রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, একদা আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.)-কে খাদ্য পরিবেশন করা হল, তখন তিনি সিয়াম পালন করছিলেন। তিনি বললেন, মুস'আব ইব্‌ন উমাইর (রা.) শহীদ হন। তিনি ছিলেন, আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ। (অথচ) তাঁকে এমন একখানা চাদর দিয়ে কাফন দেয়া হল যে, তাঁর মাথা ঢাকলে তাঁর দু' পা বাইরে থাকে আর দু' পা ঢাকলে মাথা বাইরে থাকে। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে পড়ে, তিনি আরও বলেছিলেন, হামযা (রা.) শহীদ হন। তিনিও ছিলেন আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ। তারপর আমাদের জন্য পৃথিবীতে অত্যধিক প্রাচুর্য দেওয়া হয়েছে। আশংকা হয় যে, আমাদের নেক আমলগুলো (এর বিনিময়) আমাদের আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি খাদ্যও পরিহার করলেন।

٨١٠. بَابُ اِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا اِلاَّ مَا يُوَارِيْ رَأْسَهُ اَوْ قَدَمَيْهِ غَطّٰى رَأْسَهُ

৮১০. অনুচ্ছেদ ঃ মাথা বা পা আবৃত করা যায় এতটুকু ব্যতীত অন্য কোন কাফন না পাওয়া গেলে, তা দিয়ে কেবল মাথা ঢাকা হবে।

١٢٠٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيْقُ حَدَّثَنَا خَبَّابُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّٰهِ فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَاْكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَانُكَفِّنُهُ اِلاَّ بُرْدَةً اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَاَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نُغَطِّىَ رَأْسَهُ وَاَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْاِذْخِرِ ·

১২০২ আমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র.).........খাব্বাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সংগে মদীনা হিজরত করেছিলাম, এতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চেয়েছিলাম। আমাদের প্রতিদান আল্লাহ্‌র দরবারে নির্ধারিত হয়ে আছে। তারপর আমাদের মধ্যে অনেকে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বিনিময়ের কিছুই ভোগ করে যান নি। তাঁদেরই একজন মুস'আব ইব্‌ন উমাইর (রা.) আর আমাদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছেন যাঁদের অবদানের ফল পরিপক্ক হয়েছে। আর তাঁরা তা ভোগ করছেন। মুস'আব (রা.) উহুদের দিন শহীদ হলেন। আমরা তাঁকে কাফন দেওয়ার জন্য এমন একখানি চাদর ব্যতীত আর কিছুই পেলাম না; যা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে তাঁর দু' পা বাইরে থাকে আর তাঁর দু' পা ঢেকে দিলে তাঁর মাথা বাইরে থাকে। তখন নবী ﷺ তাঁর মাথা ঢেকে দিতে এবং তাঁর দু' খানা পায়ের উপর ইয্‌খির দিয়ে দিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন।

٨١١. بَابُ مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

৮১১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এর যামানায় যে নিজের কাফন তৈরী করে রাখল, অথচ তাঁকে এতে নিষেধ করা হয়নি।

١٢٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اِمْرَاَةً جَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوْجَةٍ فِيْهَا حَاشِيَتُهَا اَتَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِىْ فَجِئْتُ لاَكْسُوَكَهَا فَاَخَذَهَا النَّبِىُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا اِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا فُلاَنٌ فَقَالَ اكْسُنِيْهَا مَا اَحْسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مَا اَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِىُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا ثُمَّ سَاَلْتَهُ وَعَلِمْتَ اَنَّهُ لاَيَرُدُّ قَالَ اِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا سَاَلْتُهُ اِنَّمَا سَاَلْتُهُ لِتَكُوْنَ كَفَنِى قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ ·

১২০৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)..........সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী ﷺ এর কাছে একখানা বুরদাহ (চাদর) নিয়ে এলেন যার সাথে ঝালর যুক্ত ছিল। সাহল (রা.) বললেন, তোমরা জান, বুরদাহ কি? তারা বলল, চাদর। সাহল (রা.) বললেন, ঠিকই। মহিলা বললেন, চাদরখানি

আমি নিজ হাতে বুনেছি এবং তা আপনার পরিধানের জন্য নিয়ে এসেছি। নবী ﷺ তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর চাদরের প্রয়োজনও ছিল। তারপর তিনি তা ইযাররূপে পরিধান করে আমাদের সামনে তাশরীফ আনেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তার সৌন্দর্য বর্ণনা করে বললেন, বাহ্! এ যে কত সুন্দর। আমাকে তা পড়ার জন্য দান করুন। সাহাবীগণ বললেন, তুমি ভাল কর নি। নবী ﷺ তা তাঁর প্রয়োজনে পরেছেন ; তবুও তুমি তা চেয়ে বসলে। অথচ তুমি জান যে, তিনি কাউকে বিমুখ করেন না। ঐ ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তা পরার উদ্দেশ্যে চাইনি। আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যেন তা আমার কাফন হয়। সাহল (রা.) বলেন, শেষ পর্যন্ত তা তাঁর কাফনই হয়েছিল।

٨١٢. بَابُ اِتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

৮১২. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার পিছনে মহিলাদের অনুগমণ।

١٢٠٤ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا .

১২০৪ কাবীসা ইব্ন উক্বা (র.)........উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জানাযার অনুগমণ করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমাদের উপর কড়াকড়ি করা হয়নি।

٨١٣. بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ عَلٰى غَيْرِ زَوْجِهَا

৮১৩. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্য স্ত্রীলোকের শোক প্রকাশ।

١٢٠٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِيْنَا اَنْ نُحِدَّ اَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ اِلاَّ بِزَوْجٍ .

১২০৫ মুসাদ্দাদ (র.)......মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.)-এর এক পুত্রের ইন্তিকাল হল। তৃতীয় দিনে তিনি হলুদ বর্ণের সুগন্ধি আনিয়ে ব্যবহার করলেন, আর বললেন, স্বামী ব্যতীত অন্য কারো জন্য তিন দিনের বেশী শোক করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।

١٢٠٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ اَبِيْ سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ اِنِّيْ كُنْتُ عَنْ هٰذَا لَغَنِيَّةً لَوْلَا اَنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِامْـرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَاِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا ٠

১২০৬ হুমাইদী (র.).......যায়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন শাম (সিরিয়া) থেকে আবূ সুফিয়ান (রা.)-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল, তার তৃতীয় দিন উম্মে হাবীবা (রা.) হলুদ বর্ণের সুগন্ধি আনলেন এবং তাঁর উভয় গাল ও বাহুতে মাখলেন। তারপর বললেন, অবশ্য আমার এর কোন প্রয়োজন ছিল না, যদি আমি নবী করীম ﷺ-কে এ কথা বলতে না শোনতাম যে স্ত্রীলোক আল্লাহ্‌ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। অবশ্য স্বামীর জন্য সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

١٢٠٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ اَخْـبَرَتْهُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ حَبِيْـبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِامْـرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْـهُرٍ وَعَشْـرًا ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ اَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ ثُمَّ قَالَتْ مَالِي بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْـمِنْبَرِ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِامْـرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُحِدُّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا ٠

১২০৭ ইস্‌মায়ীল (র.).......যায়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা.)-র কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে স্ত্রীলোক আল্লাহ্‌ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন (হালাল)। তারপর যায়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা.)-এর ভাইয়ের মৃত্যু হলে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি কিছু সুগন্ধি আনিয়ে তা ব্যবহার করলেন। এরপর বললেন, সুগন্ধি ব্যবহারে আমার কোন প্রয়োজন নেই, তবু যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে এমন কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়িয নয়। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন (পালন করবে)।

٨١٤. بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

৮১৪. অনুচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারত।

১২০৮ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِيْ عِنْدَ قَبْرٍ قَالَ اتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِيْ قَالَتْ اِلَيْكَ عَنِّيْ اِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِيْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيْلَ لَهَا اِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ لَمْ اَعْرِفْكَ فَقَالَ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى .

১২০৮ আদম (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি কবরের পাশে কাঁদছিলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সবর কর। মহিলাটি বললেন, আমার কাছ থেকে চলে যান। আপনার উপর তো আমার মত মুসিবত আসেনি। তিনি নবী ﷺ-কে চিনতে পারেন নি। পরে তাকে বলা হল, তিনি তো নবী ﷺ। তখন তিনি নবী ﷺ-এর দুয়ারে হাযির হলেন, তাঁর কাছে কোন পাহারাদার পেলেন না। তিনি আরয করলেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ সবর তো বিপদের প্রথম অবস্থাতেই।

٨١٥. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ اِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْـــئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَاِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى وَهُوَ كَقَوْلِهِ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُوْبًا اِلٰى حِمْلِهَا لَايُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئٌ وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِيْ غَيْرِ نَوْحٍ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذٰلِكَ لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

৮১৫. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ—এর বাণী ঃ পরিজনের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হয়, যদি বিলাপ করা তার অভ্যাস হয়ে থাকে।কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।(সূরা তাহ্‌রীম ঃ ৬) এবং নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কিন্তু তা যদি তার অভ্যাস না হয়ে থাকে তা হলে তার বিধান হবে যা আয়িশা (রা.) উদ্ধৃত করেছেন ঃ নিজ বোঝা বহনকারী কোন ব্যক্তি অপরের বোঝা বহন করবে না। (সূরা ফাতির ঃ ১৮)। আর এ হলো আল্লাহ্ পাকের এ বাণীর ন্যায়— "কোন (গুনাহের) বোঝা বহনকারী ব্যক্তি যদি কাকেও তা বহন করতে আহবান করে তবে তা থেকে এর কিছুই বহন করা হবে না। (সূরা ফাতির ঃ ১৮)। আর বিলাপ ছাড়া

কান্নার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নবী ﷺ বলেছেনঃ অন্যায়ভাবে কাউকে খুন করা হলে সে খুনের অপরাধের অংশ প্রথম আদম সন্তান (কাবিল) এর উপর বর্তাবে। আর তা এ কারণে যে, সেই প্রথম ব্যক্তি যে খুনের প্রবর্তন করেছে।

١٢٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدٌ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ اِلَيْهِ اِنَّ ابْنًالِيْ قُبِضَ فَائْتِنَا فَاَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ حَسِبْتُهُ اَنَّهُ قَالَ كَاَنَّهَا شَنٌّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا فَقَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِي قُلُوْبِ عِبَادِهِ وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ .

১২০৯ আবদান ও মুহাম্মদ (র.)......উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কন্যা (যায়নাব) তাঁর খিদমতে লোক পাঠালেন যে, আমার এক পুত্র মুমূর্ষ অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের এখানে আসুন। তিনি বলে পাঠালেন, (তাকে) সালাম দিবে এবং বলবে ঃ আল্লাহ্‌রই অধিকারে যা কিছু তিনি নিয়ে যান আর তাঁরই অধিকারে যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কাজেই সে যেন সবর করে এবং সাওয়াবের আশায় থাকে। তখন তিনি তাঁর কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আসেন। তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন সা'দ ইব্‌ন উবাদা, মু'আয ইব্‌ন জাবাল, উবাই ইব্‌ন কা'ব, যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) এবং আরও কয়েকজন। তখন শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তুলে দেওয়া হল। তখন তার জান ছটফট করছিল। রাবী বলেন, আমার ধারনা যে, তিনি এ বলেছিলেন, যেন তার শ্বাস মশকের মত (আওয়ায হচ্ছিল)। আর নবী ﷺ -এর দু' চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সা'দ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একি ? তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে রহমত, যা আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দার অন্তরে আমানত রেখেছেন। আর আল্লাহ্ পাক তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।

١٢١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَاَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَا قَالَ فَانْزِلْ قَالَ فَنَزَلَ فِيْ قَبْرِهَا .

১২১০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক কন্যা (উম্মে কুলসুম রা.)-এর জানাযায় উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ্

কবরের পাশে বসেছিলেন। আনাস (রা.) বলেন, তখন আমি তাঁর চোখ থেকে পানি ঝরতে দেখলাম। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে আজ রাতে স্ত্রী মিলন করে নি ? আবূ তালহা (রা.) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তা হলে তুমি (কবরে) অবতরণ কর। রাবী বলেন, তখন তিনি (আবূ তালহা (রা.) তাঁর কবরে অবতরণ করলেন।

১২১১ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَاِنِّىْ لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا اَوْقَالَ جَلَسْتُ اِلَى اَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْاٰخَرُ فَجَلَسَ اِلَى جَنْبِى فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ اَلَا تَنْهٰى عَنِ الْبُكَاءِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ بَعْضَ ذٰلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هٰؤُلَاءِ الرَّكْبُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَاِذَا صُهَيْبٌ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِىْ فَرَجَعْتُ اِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، فَلَمَّا اُصِيْبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِىْ يَقُوْلُ وَااَخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَا صُهَيْبُ اَتَبْكِىْ عَلَىَّ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحِمَ اللّٰهُ عُمَرَ وَاللّٰهِ مَاحَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمُ الْقُرْاٰنُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذٰلِكَ وَاللّٰهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى قَالَ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ وَاللّٰهِ مَاقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا شَيْئًا .

১২১১ আবদান (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ মুলাইকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কায় উসমান (রা.)-এর এক কন্যার ওফাত হল। আমরা সেখানে (জানাযায়) শরীক হওয়ার জন্য গেলাম। ইব্‌ন উমর এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা.)ও সেখানে হাযির হলেন। আমি তাঁদের দু'জনের মাঝে বসা ছিলাম, অথবা তিনি বলেছেন, আমি তাঁদের একজনের পাশে গিয়ে বসলাম, পরে অন্যজন এসে আমার পাশে বসলেন। (কান্নার আওয়ায শুনে) ইব্‌ন উমর (রা.) আমর ইব্‌ন উসমানকে বললেন, তুমি কেন কাঁদতে নিষেধ করছ না ? কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার পরিজনদের কান্নার কারণে আযাব দেওয়া হয়। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বললেন, উমর (রা.)ও এ রকম কিছু বলতেন। এরপর ইব্‌ন আব্বাস

(রা.) বর্ণনা করলেন, উমর (রা.)-এর সাথে মক্কা থেকে ফিরছিলাম। আমরা বায়দা (নামক স্থানে) পৌছলে উমর (রা.) বাবলা গাছের ছায়ায় একটি কাফেলা দেখতে পেয়ে আমাকে বললেন, গিয়ে দেখো তো এ কাফেলা কারা? ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি গিয়ে দেখলাম সেখানে সুহাইব (রা.) রয়েছেন। আমি তাঁকে তা জানালাম। তিনি বললেন, তাঁকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস। আমি সুহাইব (রা.)-এর নিকটে আবার গেলাম এবং বললাম, চলুন, আমীরুল মু'মিনীনের সংগে সাক্ষাত করুন। এরপর যখন উমর (রা.) (ঘাতকের আঘাতে) আহত হলেন, তখন সুহাইব (রা.) তাঁর কাছে এসে এ বলে কাঁদতে লাগলেন, হায় আমার ভাই! হায় আমার বন্ধু! এতে উমর (রা.) তাঁকে বললেন, তুমি আমার জন্য কাঁদছো? অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য তার আপন জনের কোন কোন কান্নার কারণে অবশ্যই তাকে আযাব দেওয়া হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, উমর (রা.)-এর ওফাতের পর আয়িশা (রা.)-এর কাছে আমি উমর (রা.)-এর এ উক্তি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ উমর (রা.)-কে রহম করুন। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একথা বলেন নি যে, আল্লাহ্ ঈমানদার (মৃত) ব্যক্তিকে, তার জন্য তার পরিজনের কান্নার কারণে আযাব দিবেন। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের আযাব বাড়িয়ে দেন, তার জন্য তার পরিজনের কান্নার কারণে। এরপর আয়িশা (রা.) বললেন, আল্লাহ্‌র কুরআনই তোমাদের জন্য যথেষ্ট (ইরশাদ হয়েছে) ঃ 'বোঝা বহনকারী কোন ব্যক্তি অপরের বোঝা বহন করবে না'। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বললেন, আল্লাহ্ই (বান্দাকে) হাসান এবং কাঁদান। রাবী ইব্‌ন আবূ মুলাইকা (র.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! (একথা শুনে) ইব্‌ন উমর (রা.) কোন মন্তব্য করলেন না।

١٢١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ اِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى يَهُوْدِيَّةٍ يَبْكِىْ عَلَيْهَا اَهْلُهَا فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَاِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِى قَبْرِهَا .

১২১২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)....... নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ইয়াহূদী মেয়েলোকের (কবরের) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কান্নাকাটি করছিল। তখন তিনি বললেন ঃ তারা তো তার জন্য কান্নাকাটি করছে। অথচ তাকে কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে।

١٢١٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ وَهُوَ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا اُصِيْبَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُوْلُ وَاَخَاهُ قَالَ عُمَرُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ .

১২১৩ ইসমায়ীল ইব্‌ন খলীল (র.)......আবূ বুরদার পিতা (আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উমর (রা.) আহত হলেন, তখন সুহাইব (রা.) হায়! আমার ভাই! বলতে লাগলেন। উমর (রা.) বললেন, তুমি কি জান না, যে নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ জীবিতদের কান্নার কারণে অবশ্যই মৃতদের আযাব দেওয়া হয়?

٨١٦. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ دَعْهُنَّ يَبْكِيْنَ عَلَى اَبِيْ سُلَيْمَانَ مَالَمْ يَكُنْ نَقْعٌ اَوْ لَقْلَقَةٌ وَالنَّقْعُ التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ وَاللَّقْلَقَةُ الصَّوْتُ

৮১৬. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য বিলাপ অপসন্দনীয়। উমর (রা.) বলেন, আবূ সুলাইমান (খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.)—এর জন্য) তাঁর (পরিবার পরিজনকে) কাঁদতে দাও। যতক্ষণ ‘نَقْعٌ’ (নাক্‘) কিংবা ‘ لَقْلَقَةٌ ’ (লাকলাকা) না হয়। নাক্‘ হল, মাথায় মাটি নিক্ষেপ, আর ‘লাকলাকা’ হল, চিৎকার।

১২১৪ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى اَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ .

১২১৪ আবূ নু‘আইম (র.)........মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন অবশ্যই তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়। (মুগীরা (রা.) আরও বলেছেন,) আমি নবী ﷺ-কে আরও বলতে শুনেছি, যে (মৃত) ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা হয়, তাকে বিলাপকৃত বিষয়ের উপর আযাব দেওয়া হবে।

১২১৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ تَابَعَهُ عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَقَالَ اٰدَمُ عَنْ شُعْبَةَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ .

১২১৫ আবদান (র.)........উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য কৃত বিলাপের বিষয়ের উপর কবরে আযাব দেওয়া হয়। আবদুল আ'লা (র.)...... কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনায় আবদান (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। আদম (র.) শু'বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য জীবিতদের কান্নার কারণে আযাব দেওয়া হয়।

٨١٧. بَابٌ

৮১৭. অনুচ্ছেদ ঃ

১২১৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جِيْءَ بِاَبِيْ يَوْمَ اُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتّٰى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا

فَذَهَبْتُ أُرِيْدُ اَنْ اَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ ثُمَّ ذَهَبْتُ اَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ فَامَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقَالُوْا ابْنَةُ عَمْرٍو اَوْ اُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلِمَ تَبْكِيْ اَوْ لاَ تَبْكِيْ فَمَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رُفِعَ ·

১২১৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের দিন আমার পিতাকে অংগ প্রত্যংগ কর্তিত অবস্থায় নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে রাখা হল। তখন একখানি কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে রাখা হয়েছিল। আমি তাঁর উপর থেকে আবরণ উন্মোচন করতে আসলে, আমার কাওমের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। পুনরায় আমি আবরণ উন্মুক্ত করতে থাকলে আমার কাওমের লোকেরা (আবার) আমাকে নিষেধ করল। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশে তাঁকে উঠিয়ে নেওয়া হল। তখন তিনি এক রোদনকারিনীর আওয়াজ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? লোকেরা বলল, আমরের মেয়ে অথবা (তারা বলল,) আমরের বোন। তিনি বললেন, কাঁদো কেন? অথবা বলেছেন, কেঁদো না। কেননা, তাঁকে উঠিয়ে নেওয়া পর্যন্ত ফিরিশ্‌তাগণ তাঁদের পাখা বিস্তার করে তাঁকে ছায়া দিয়ে রেখেছিলেন।

٨١٨. بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوْبَ

৮১৮. অনুচ্ছেদ ঃ যারা জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

١٢١٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زُبَيْدُ الْيَامِيُّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ·

১২১৭ আবূ নু'আইম (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যারা (মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশে) গাল চাপড়ায়, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলীয়াত যুগের মত চীৎকার দেয়, তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

٨١٩. بَابُ رَثَى النَّبِيُّ ﷺ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

৮১৯. অনুচ্ছেদ ঃ সা'দ ইব্‌ন খাওলা (রা.)-এর প্রতি নবী ﷺ -এর শোক প্রকাশ।

١٢١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِيْ فَقُلْتُ اِنِّيْ قَدْ بَلَغَ بِيْ مِنَ الْوَجَعِ وَاَنَا ذُوْمَالٍ وَلاَ يَرِثُنِيْ اِلاَّ ابْنَةٌ اَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ قَالَ لاَ فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيْرٌ اَوْ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ

لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ بِهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِيْ اِمْرَاتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِيْ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا اِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ اَنْ تُخَلَّفَ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّبِكَ اٰخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لاَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِيْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ .

১২১৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).......সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে একটি কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত হলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আসতেন। একদিন আমি তাঁর কাছে আরয করলাম, আমার রোগ চরমে পৌঁছেছে আর আমি সম্পদশালী। একটি মাত্র কন্যা ছাড়া কেউ আমার ওয়ারিস নেই। তবে আমি কি আমার সম্পদের দু' তৃতীয়াংশ সাদাকা করতে পারি ? তিনি বললন, না। আমি আবার আরয করলাম, তা হলে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। তারপর তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও বিরাট পরিমাণ অথবা অধিক। তোমার ওয়ারিসদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদের অভাবগ্রস্ত রেখে যাওয়া মানুষের কাছে হাত পাতার চাইতে উত্তম। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় কর না কেন, তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমন কি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে) আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (আফসোস) আমি আমার সাথীদের থেকে পিছনে থেকে যাব ? তিনি বললেন, তুমি যদি পিছনে থেকে নেক আমল করতে থাক, তা হলে তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। তা ছাড়া, সম্ভবত, তুমি পিছনে (থেকে যাবে)। যার ফলে তোমার দ্বারা অনেক কাওম উপকার লাভ করবে। আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ্ ! আমার সাহাবীগণের হিজরত বলবৎ রাখুন। প'শ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস! সা'দ ইব্ন খাওলার জন্য (এ বলে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করছিলেন, যেহেতু মক্কায় তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল।

٨٢٠. بَابُ مَا يُنْهٰى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرٍ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَجِعَ اَبُوْ مُوْسٰى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَاْسُهُ فِيْ حَجْرِ امْرَاَةٍ مِنْ اَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَنَا بَرِيْءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ

৮২০. অনুচ্ছেদ ঃ মুসীবতে মাথা মুড়ানো নিষেধ। হাকাম ইব্ন মূসা (র.) আবূ বুরদা ইব্ন আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) কঠিন রোগে

আক্রান্ত হলেন। এমন কি তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর মাথা তাঁর পরিবারস্থ কোন এক মহিলার কোলে ছিল। তিনি তাকে কোন জওয়াব দিতে পারছিলেন না। চেতনা ফিরে পেলে তিনি বললেন, সে সব লোকের সংগে আমি সম্পর্ক রাখি না যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে সব নারীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা প্রকাশ করেছেন—যারা চিৎকার করে কাঁদে, যারা মাথা মুড়ায় এবং যারা জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে।

٨٢١. بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ

৮২১. অনুচ্ছেদ ঃ যারা গাল চাপড়ায় তারা আমাদের তরীকাভূক্ত নয়।

١٢١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ·

১২১৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার(র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যারা শোকে গালে চাপড়ায়, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে ও জাহিলীয়াত যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা আমাদের তরীকাভূক্ত নয়।

٨٢٢. بَابُ مَا يُنْهٰى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ

৮২২. অনুচ্ছেদ ঃ বিপদকালে হায়, ধ্বংস বলা ও জাহিলীয়াত যুগের মত চিৎকার করা নিষেধ।

١٢٢٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ·

১২২০ উমর ইব্ন হাফ্স (র.).......আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যারা (শোকে) গালে চাপড়ায়, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে ও জাহিলী যুগের মত চিৎকার দেয় তারা আমাদের তরীকাভূক্ত নয়।

٨٢٣. بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ

৮২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মুসীবতকালে এমনভাবে বসে পড়ে যে, তার মধ্যে দুঃখবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

١٢٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرَ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ وَاَنَا اَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرَ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَاَمَرَهُ اَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ اِنْهَهُنَّ فَاَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاللّٰهِ غَلَبْنَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَزَعَمَتْ اَنَّهُ قَالَ فَاَحْثُ فِى اَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ اَرْغَمَ اللّٰهُ اَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا اَمَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ .

১২২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন (মুতা-র যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে) নবী ﷺ এর খিদমতে (যায়িদ) ইব্‌ন হারিসা, জাফর ও ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি (এমনভাবে) বসে পড়লেন যে, তাঁর মধ্যে দুঃখের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। আমি (আয়িশা (রা.) দরওয়াযার ফাঁক দিয়ে তা দেখছিলাম। এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে জাফর (রা.)-এর পরিবারের মহিলাদের কান্নাকাটির কথা উল্লেখ করলেন। নবী ﷺ ঐ ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁদেরকে (কাঁদতে) নিষেধ করেন, লোকটি চলে গেলো এবং দ্বিতীয়বার এসে (বলল) তারা তাঁর কথা মানেনি। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তাঁদেরকে নিষেধ করো। ঐ ব্যক্তি তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁরা আমাদের হার মানিয়েছে। আয়িশা (রা.) বলেন, আমার মনে হয়, তখন নবী ﷺ (বিরক্তির সাথে) বললেনঃ তা হলে তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্ তোমার নাকে ধূলি মিলিয়ে দেন।[১] তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নির্দেশ পালন করতে পারনি। অথচ তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বিরক্ত করতেও কসূর করনি।

١٢٢٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا حِيْنَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ اَشَدَّ مِنْهُ .

১২২২ আমর ইব্‌ন আলী (র.).........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (বীর-ই-মাউনার ঘটনায়) ক্বারী (সাহাবীগণের) শাহাদতের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ফজরের সালাতে) একমাস যাবত কুনুত-ই-নাযিলা[২] পড়েছিলেন। (রাবী বলেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি আর কখনো এর চাইতে অধিক শোকাভিভূত হতে দেখিনি।

---

১. ' اَرْغَمَ اللّٰهُ ' ঃ আরবী ব্যবহারে বাক্যটি তোমাকে অপসন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন করুন ও তোমাকে লজ্জিত, অপমানিত করুন, অর্থে ব্যবহৃত।

২. কুনূত-ই-নাযিলা ঃ মুসলমানদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সার্বিক বিপদকালে ফজরের সালাতে দ্বিতীয় রাকা'আতের রুকূ'র পর দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে বিশেষ দু'আ পড়েন, (মুক্তাদীগণ আমীন আমীন, বলতে থাকেন) এ দু'আকে কুনূত-ই-নাযিলা বলা হয়।

٨٢٤. بَابُ مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ الْجَزَعُ الْقَوْلُ السَّيِّئُ وَقَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

৮২৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুসীবতের সময় দুঃখ প্রকাশ না করা। মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র.) বলেন, অস্থিরতা হচ্ছে মন্দ বাক্য উচ্চারণ করা, কুধারণা পোষণ করা। ইয়াকূব আলাইহিস্ সালাম বলেছেন ঃ "আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করছি।"

١٢٢٣ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اشْتَكٰى ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ ، فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ الْغُلَامُ قَالَتْ قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ قَالَ فَبَاتَ فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَصَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ .

১২২৩ বিশ্‌র ইব্‌ন হাকাম (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) তিনি বলেন, আবূ তালহা (রা.)-এর এক পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাবী বলেন,সে মারা গেল। তখন আবূ তালহা (রা.) বাড়ীর বাইরে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী যখন দেখলেন যে, ছেলেটি মারা গেছে, তখন তিনি কিছু প্রস্তুতি নিলেন।[১] এবং ছেলেটিকে ঘরের এক কোণে রেখে দিলেন। আবূ তালহা (রা.) বাড়ীতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলের অবস্থা কেমন ? স্ত্রী জওয়াব দিলেন, তার আত্মা শান্ত হয়েছে এবং আশা করি সে এখন আরাম পাচ্ছে। আবূ তালহা (রা.) ভাবলেন, তাঁর স্ত্রী সত্য বলেছেন। রাবী বলেন, তিনি রাত যাপন করলেন এবং ভোরে গোসল করলেন। তিনি বাইরে যেতে উদ্যত হলে স্ত্রী তাঁকে জানালেন, ছেলেটি মারা গেছে। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর সংগে (ফজরের) সালাত আদায় করলেন। তারপর নবী ﷺ-কে তাঁদের রাতের ঘটনা জানালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেন ঃ আশা করা যায়, আল্লাহ্ পাক তোমাদের এ রাতে বরকত দিবেন। সুফিয়ান (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, আমি (আবূ তালহা (রা.) দম্পতির নয়জন সন্তান দেখেছি, তাঁরা সবাই কুরআন সম্পর্কে দক্ষ ছিলেন।

১. যাতে স্বামী ব্যাপারটি বুঝতে না পারেন তজ্জন্য তিনি নিজেই শিশুটির গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করলেন, অথবা স্বামীর খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করলেন, অথবা স্বামীর সংগলাভের জন্য সাজ-সজ্জার প্রস্তুতি নিলেন।

٨٢٥. بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نِعْمَ الْعِدْلَانِ وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ، الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ وَقَوْلُهُ: وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ .

৮২৫. অনুচ্ছেদ ঃ বিপদের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সবর। উমর (রা.) বলেন, কতই না উত্তম দুই ঈদ্‌ল এবং কতই না উত্তম ইলাওয়াহ্ [১] (আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ "যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহ্‌রই জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। এরাই তাঁরা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে করুণা, রাহমত বর্ষিত হয়, আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা বাকারা ঃ ১৫৬–১৫৭) আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও, আর নিশ্চিতভাবে এ কাজ বিনীতদের ব্যতীত অন্য সকলের জন্য সুকঠিন। (সূরা বাকারা ঃ ৪৫)

١٢٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى .

১২২৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিপদের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সব্‌র।

٨٢٦. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّا بِكَ لَمَحْزُوْنُوْنَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ

৮২৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এর বাণী ঃ তোমার কারণে আমরা অবশ্যই শোকাভিভূত। ইব্‌ন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, (বিপদে) চোখ অশ্রুসজল হয়, হৃদয় হয় ব্যথিত।

١٢٢٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِيْ سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِاِبْرَاهِيْمَ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِبْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ

১. উটের পিঠের দুই পার্শ্বের বোঝাকে ঈদ্‌লান বলা হয় এবং তার উপরে মধ্যবর্তী স্থানে যে বোঝা রাখা হয় তাকে ইলাওয়াহ্ বলা হয়।

فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ يَاابْنَ عَوْفٍ اِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتْبَعَهَا بِاُخْرٰى فَقَالَ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلاَ نَقُوْلُ اِلاَّ مَا يَرْضٰى رَبُّنَا وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ رَوَاهُ مُوْسٰى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১২২৫ হাসান ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে আবূ সায়ফ্ কর্মকারের কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন (নবী-তনয়) ইব্‌রাহীম (রা.)-এর দুধ সম্পর্কীয় পিতা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং তাঁকে নাকে-মুখে লাগালেন। এরপর (আর একদিন) আমরা তার (আবূ সায়ফ্-এর) বাড়ীতে গেলাম। তখন ইব্‌রাহীম (রা.) মুমূর্ষ অবস্থায়। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উভয় চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন আবদুর রাহমান ইব্‌ন আওফ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আর আপনিও ? (কাঁদছেন ?) তখন তিনি বললেন ঃ ইব্‌ন আওফ, এ হচ্ছে মায়া-মমতা। তারপর পুনঃবার অশ্রু ঝরতে থাকল, এরপর তিনি বললেন ঃ অশ্রু প্রবাহিত হয় আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি যা আমাদের রব পসন্দ করেন। আর হে ইব্‌রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকাভিভূত। মূসা (র.)......আনাস (রা.) নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٨٢٧. بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيْضِ

৮২৭. অনুচ্ছেদ ঃ পীড়িত ব্যক্তির কাছে কান্নাকাটি করা।

١٢٢٦ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَكٰى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوٰى لَهُ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ ابْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِيْ غَاشِيَةِ اَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضٰى قَالُوْا لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا رَاَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ اَلاَ تَسْمَعُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا وَأَشَارَ اِلٰى لِسَانِهِ اَوْ يَرْحَمُ وَاِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيْهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِيْ بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثِيْ بِالتُّرَابِ ٠

১২২৬ আসবাগ (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ (রা.) রোগাক্রান্ত হলেন। নবী ﷺ, আবদুর রাহমান ইব্‌ন আওফ সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস

এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-কে সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে আসলেন। তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে পরিজন-বেষ্টিত দেখতে পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি মৃত্যু হয়েছে! তাঁরা বললেন, না। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন নবী ﷺ কেঁদে ফেললেন। নবী ﷺ-এর কান্না দেখে উপস্থিত লোকেরা কাঁদতে লাগলেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন ঃ শুনে রাখ! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক চোখের পানি ও অন্তরের শোক-ব্যথার কারণে আযাব দিবেন না। তিনি আযাব দিবেন এর কারণে (এ বলে) জিহ্‌বার দিকে ইশারা করলেন। অথবা এর কারণেই তিনি রহম করে থাকেন। আর নিশ্চয় মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিজনের বিলাপের কারণে তাকে আযাব দেওয়া হয়। উমর (রা.) এ (ধরণের কান্নার) কারণে লাঠি দ্বারা প্রহার করতেন, কংকর নিক্ষেপ করতেন বা মাটি ছুড়ে মারতেন।

٨٢٨. بَابُ مَا يُنْهٰى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذٰلِكَ

৮২৮. অনুচ্ছেদ ঃ কান্না ও বিলাপ নিষিদ্ধ হওয়া এবং তাতে বাধা প্রদান করা।

١٢٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ وَاَنَا اَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَاَمَرَهُ بِاَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتٰى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ اَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ فَاَمَرَهُ الثَّانِيَةَ اَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ اَتٰى فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ غَلَبْنَنِيْ اَوْغَلَبْنَنَا الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَوْشَبٍ فَزَعَمَتْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَاحْثُ فِيْ اَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ فَقُلْتُ اَرْغَمَ اللّٰهُ اَنْفَكَ فَوَاللّٰهِ مَااَنْتَ بِفَاعِلٍ وَمَا تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ ·

১২২৭ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাওশাব (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মুতার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) যায়দ ইব্‌ন হারিসা, জা'ফর এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.)-এর শাহাদাত লাভের খবর পৌছলে নবী ﷺ বসে পড়লেন; তাঁর মধ্যে শোকের চিহ্ন প্রকাশ পেল। আমি (আয়িশা (রা.) দরওয়াযার ফাঁক দিয়ে ঝুঁকে তা দেখছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে সম্বোধন করেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জা'ফর (রা.)-এর (পরিবারের) মহিলাগণের কান্নাকাটির কথা উল্লেখ করলেন। তিনি তাঁদের নিষেধ করার জন্য তাকে আদেশ করলেন। সেই ব্যক্তি চলে গেলেন। পরে এসে বললেন, আমি তাঁদের নিষেধ করেছি। তিনি উল্লেখ করলেন যে, তারা তাঁকে মানেনি। তিনি তাঁদের নিষেধ করার জন্য দ্বিতীয়বার তাকে নির্দেশ দিলেন। তিনি চলে গেলেন এবং আবার এসে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই তাঁরা আমাকে (বা বলেছেন আমাদেরকে) হার মানিয়েছে। আয়িশা (রা.) বলেন, নবী ﷺ বললেন, তা হলে তাঁদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারো। (আয়িশা (রা.) বলেন) আমি বললাম, আল্লাহ্ তোমার নাক ধুলি

মিশ্রিত করুন। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাকে যে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা করতে পারছ না আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বিরক্ত করতেও কসূর করো নি।

১২২৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ اَنْ لاَ نَنُوْحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَاَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ اُمُّ سُلَيْمٍ وَاُمُّ الْعَلاَءِ وَابْنَةُ اَبِيْ سَبْرَةَ امْرَاَةُ مُعَاذٍ وَامْرَاَتَيْنِ اَوْ ابْنَةُ اَبِيْ سَبْرَةَ وَامْرَاَةُ مُعَاذٍ وَامْرَاَةٌ اُخْرَى ·

১২২৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র.)......উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বাই'আত গ্রহণকালে আমাদের কাছ থেকে এ অংগীকার নিয়েছিলেন যে, আমরা (কোন মৃতের জন্য) বিলাপ করব না।......আমাদের মধ্য হতে পাঁচজন মহিলা উম্মু সুলাইম, উম্মুল 'আলা, আবূ সাব্‌রাহ্‌র কন্যা মু'আযের স্ত্রী, আরো দু'জন মহিলা বা মু'আযের স্ত্রী ও আরেকজন মহিলা ব্যতীত কোন নারীই সে অংগীকার রক্ষা করে নি।

৮২৯. بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

৮২৯. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার জন্য দাঁড়ানো।

১২২৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا حَتّٰى تُخَلِّفَكُمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَتّٰى تُخَلِّفَكُمْ اَوْ تُوْضَعَ ·

১২২৯ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)......আমির ইব্‌ন রাবী'আ (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা জানাযা (যেতে) দেখলে তা তোমাদের পিছনে ফেলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। হুমায়দী আরও উল্লেখ করেছেন, তা তোমাদের পিছনে ফেলে যাওয়া বা মাটিতে নামিয়ে রাখা পর্যন্ত।

৮৩০. بَابُ مَتٰى يَقْعُدُ اِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

৮৩০. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার জন্য দাঁড়ানো হলে কখন বসবে।

১২৩০ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدُ حَتّٰى تُوْضَعَ ·

১২৩০ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)......আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা জানাযা যেতে দেখলে দাঁড়িয়ে পড়বে, এরপর যারা তার অনুগামী হবে, তারা তা নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত বসবে না।

১২৩১ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا فِىْ جِنَازَةٍ فَاَخَذَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ اَنْ تُوْضَعَ فَجَاءَ اَبُوْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ قُمْ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمَ هٰذَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ صَدَقَ ・

১২৩১ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র.)........সায়ীদ মাক্‌বুরী (র.)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি জানাযায় শরীক হলাম। (সেখানে) আবূ হুরায়রা (রা.) মারওয়ানের হাত ধরলেন এবং তাঁরা জানাযা নামিয়ে রাখার আগেই বসে পড়লেন। তখন আবূ সায়ীদ (রা.) এগিয়ে এসে মাওয়ানের হাত ধরে বললেন, দাঁড়িয়ে পড়ুন! আল্লাহ্‌র কসম! ইনি (আবূ হুরায়রা (রা.) তো জানেন যে, নবী ﷺ ঐ কাজ করতে (জানাযা নামিয়ে রাখার আগে বসতে) নিষেধ করেছেন। তখন আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন।

٨٣١. بَابُ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلاَ يَقْعُدُ حَتّٰى تُوْضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ فَاِنْ قَعَدَ اُمِرَ بِالْقِيَامِ

৮৩১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জানাযার অনুগমণ করবে, সে লোকদের কাঁধ থেকে তা নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত বসবে না আর বসে পড়লে তাকে দাঁড়াবার আদেশ করা হবে।

১২৩২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَأٰى اَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتّٰى يُخَلِّفَهَا اَوْ تُخَلِّفَهُ اَوْ تُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُخَلِّفَهُ ・

১২৩২ কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ (র.)........আমর ইব্‌ন রাবী'আ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ জানাযা যেতে দেখলে যদি সে তার সহযাত্রী না হয়, তবে ততক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি জানাযা পিছনে ফেলে, বা জানাযা তাকে পিছনে ফেলে যায়, অথবা পিছনে ফেলে যাওয়ার পূর্বে তা (মাটিতে) নামিয়ে রাখা হয়।

٨٣٢. بَابُ مَنْ قَامَ لِجِنَازَةِ يَهُوْدِىٍّ

৮৩২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইয়াহূদীর জানাযা দেখে দাঁড়ায়।

১২৩৩ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ بِنَا جِنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ وَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُوْدِىٍّ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُوْمُوْا ・

১২৩৩ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.)..........জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। নবী ﷺ তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ তো এক ইয়াহূদীর জানাযা। তিনি বললেন ঃ তোমরা যে কোন জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে পড়বে।

١٢٣٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوْا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيْلَ لَهُمَا اِنَّهَا مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ اَيْ مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالاَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ اَلَيْسَتْ نَفْسًا * وَقَالَ اَبُوْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ قَيْسٍ وَسَهْلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى كَانَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ وَقَيْسٌ يَقُوْمَانِ لِلْجَنَازَةِ .

১২৩৪ আদম (র.)........আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহ্ল ইব্ন হুনাইফ ও কায়স ইব্ন সা'দ (রা.) কাদেসিয়াতে বসাছিলেন, তখন লোকেরা তাঁদের সামনে দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল। (তা দেখে) তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁদের বলা হল, এটাতো এ দেশীয় জিম্মী ব্যক্তির (অমুসলিম সংখ্যালঘু)-র জানাযা। তখন তাঁরা বললেন, (একবার) নবী ﷺ এর সামনে দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলে তাঁকে বলা হল, এটা তো এক ইয়াহূদীর জানাযা। তিনি এরশাদ করলেন ঃ সে কি মানুষ নয়? আবূ হামযা (র.)...... ইব্ন আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাহ্ল এবং কায়স (রা.)-এর সাথে ছিলাম। তখন তাঁরা দু'জন বললেন, আমরা নবী ﷺ এর সংগে ছিলাম। যাকারিয়া (র.) সূত্রে ইব্ন আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণনা করেন, আবূ মাসউদ ও কায়স (রা.) জানাযা যেতে দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন।

٨٣٣. بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُوْنَ النِّسَاءِ

৮৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষরা জানাযা বহণ করবে মহিলারা নয়।

١٢٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِيْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ .

১২৩৫ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)........আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন জানাযা খাটে রাখা হয় এবং পুরুষরা তা কাঁধে বহন করে নেয়, তখন সে নেক্-কার হলে বলতে থাকে, আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও। আর নেক্কার না হলে সে বলতে থাকে, হায় আফসূস! তোমরা এটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? মানব জাতি ব্যতীত সবাই তার চিৎকার শুনতে পায়। মানুষেরা তা শুনলে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত।

٨٣٤. بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجَنَازَةِ ، وَقَالَ اَنَسُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْتُمْ مُشَيِّعُوْنَ فَامْشُوْا بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِيْنِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ قَرِيْبًا مِنْهَا

৮৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার কাজ দ্রুত সম্পাদন করা। আনাস (রা.) বলেন, তোমরা (জানাযাকে) বিদায় দানকারী। অতএব, তোমরা তার সামনে, পিছনে এবং ডানে বামে চলবে। অন্যান্যরা বলেছেন, তার কাছে কাছে (চলবে)।

١٢٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَسْرِعُوْا بِالْجِنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ تَكُ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ٠

১২৩৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুতগতিতে চলবে। কেননা, সে যদি পূণ্যবান হয়, তবে এটা উত্তম, যার দিকে তোমরা তাকে এগিয়ে দিচ্ছ আর যদি সে অন্য কিছু হয়, তবে সে একটি অকল্যাণ, যাকে তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে দ্রুত নামিয়ে ফেলছ।

٨٣٥. بَابُ قَوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ قَدِّمُوْنِيْ

৮৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ খাটিয়ায়[১] থাকাকালে মৃত ব্যক্তির উক্তি ঃ আমাকে নিয়ে এগিয়ে চল।

١٢٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا وُضِعَتِ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لاَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَّ شَيْءٍ اِلاَّ الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ ٠

১২৩৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)...... আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী

---

১. 'الجنازة' শব্দটির প্রথম অক্ষর জ্বীম-'যবর' বিশিষ্ট হলে তার অর্থ-জানাযা, মৃত ব্যক্তি, লাশ, আর প্রথম অক্ষর 'যের' বিশিষ্ট হলে অর্থ হবে, জানাযা বহনের খাটিয়া বা খাট।

করীম ﷺ বলতেন ঃ যখন জানাযা (খাটিয়ায়) রাখা হয় এবং পুরুষ লোকেরা তা তাদের কাঁধে তুলে নেয়, সে নেক্কার হলে, তখন বলতে থাকে আমাকে সামনে এগিয়ে দাও। আর নেক্কার না হলে সে আপন পরিজনকে বলতে থাকে, হায় আফসূস! এটা নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? মানুষ জাতি ব্যতীত সবাই তার চিৎকার শুনতে পায়। মানুষ যদি তা শুনতে পেত তবে অবশ্য সজ্ঞা হারিয়ে ফেলত।

٨٣٦. بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً عَلَى الْجَنَازَةِ خَلْفَ الاِمَامِ

৮৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাতের ইমামের পিছনে দু' বা তিন কাতারে দাঁড়ানো।

١٢٣٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ اَبِىْ عَوَانَــةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِىِّ فَكُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِىْ اَوِ الثَّالِثِ .

১২৩৮ মুসাদ্দাদ (র.).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আবিসিনিয়ার বাদশাহ্) নাজাশীর জানাযা আদায় করেন। আমি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় কাতারে ছিলাম।

٨٣٧. بَابُ الصُّفُوْفِ عَلَى الْجَنَازَةِ

৮৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাতের কাতার।

١٢٣٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْــعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَعَى النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى اَصْحَابِهِ النَّجَاشِىَّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوْا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا .

১২৩৯ মুসাদ্দাদ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ শোনালেন, পরে তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে কাতারবদ্ধ হলে তিনি চার তাক্‌বীরে (জানাযার সালাত) আদায় করলেন।

١٢٤٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ شَهِدَ النَّبِىَّ ﷺ اَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا .

১২৪০ মুসলিম (র.).........শা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক সাহাবী যিনি নবী ﷺ এর সংগে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন যে, নবী ﷺ একটি পৃথক কবরের কাছে গমণ করলেন এবং লোকদের কাতারবদ্ধ করে চার তাক্‌বীরের সংগে (জানাযার সালাত) আদায় করলেন। (শায়বানী (র.) বলেন) আমি শা'বী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম. এ হাদীস আপনাকে কে বর্ণনা করেছেন ? তিনি বললেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.)।

١٢٤١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءُ

اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ تُوُفِّىَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوْفٌ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِىْ ۔

১২৪১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন ঃ আজ হাবশা দেশের (আবিসিনিয়ার) একজন নেক্‌কার লোকের ওফাত হয়েছে, তোমরা এসো তাঁর জন্য (জানাযার) সালাত আদায় কর। রাবী বলেন, আমরা তখন কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে নবী ﷺ (জানাযার) সালাত আদায় করলেন, আমরা ছিলাম কয়েক কাতার। আবূ যুবাইর (র.) জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জাবির (রা.) বলেছেন, আমি দ্বিতীয় কাতারে ছিলাম।

٨٣٨. بَابُ صُفُوْفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَى الْجَنَائِزِ

৮৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাতে পুরুষদের সাথে বালকদের কাতার।

١٢٤٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ مَتٰى دُفِنَ هٰذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ اَفَلاَ اٰذَنْتُمُوْنِىْ قَالُوْا دَفَنَّاهُ فِى ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا اَنْ نُوْقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَنَا فِيْهِمْ فَصَلّٰى عَلَيْهِ ۔

১২৪২ মূসা ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক (ব্যক্তির), কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাকে রাতের বেলা দাফন করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, একে কখন দাফন করা হল? সাহাবীগণ বললেন, গত রাতে। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে অবহিত করলে না কেন? তাঁরা বললেন, আমরা তাঁকে রাতের আঁধারে দাফন করেছিলাম, তাই আপনাকে জাগানো পসন্দ করিনি। তখন তিনি (সেখানে) দাঁড়িয়ে গেলেন। আমারাও তাঁর পিছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম। তিনি তাঁর (জানাযার) সালাত আদায় করলেন।

٨٣٩. بَابُ سُنَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَى الْجَنَازَةِ وَقَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ وَقَالَ صَلُّوْا عَلَى النَّجَاشِىِّ سَمَّاهَا صَلاَةً لَيْسَ فِيْهَا رُكُوْعٌ وَلاَ سُجُوْدٌ وَلاَ يُتَكَلَّمُ فِيْهَا وَفِيْهَا تَكْبِيْرٌ وَتَسْلِيْمٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُصَلِّىْ اِلاَّ طَاهِرًا وَلاَ يُصَلِّىْ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ

وَقَالَ الْحَسَنُ أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوْهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيْدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا. وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةِ اسْتِفْتَاحُ الصَّلاَةِ. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَفِيْهِ صُفُوْفٌ وَإِمَامٌ

৮৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাতের নিয়ম। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করবে....।তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের সংগীর জন্য (জানাযার) সালাত আদায় কর। নবী ﷺ একে সালাত বলেছেন, (অথচ) এর মধ্যে রুকূ' ও সিজ্দা নেই এবং এতে কথা বলা যায় না, এতে রয়েছে তাক্বীর ও তাসলীম। ইব্ন উমর (রা.) পবিত্রতা ছাড়া (জানাযার) সালাত আদায় করতেন না।এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কালে এ সালাত আদায় করতেন না। (তাক্বীর কালে) দু' হাত উত্তোলন করতেন। হাসান (বাসরী) (র.) বলেন, আমি সাহাবীগণকে এ অবস্থায় পেয়েছি যে, তাঁদের জানাযার সালাতের (ইমামতের) জন্য তাঁকেই অধিকতর যোগ্য মনে করা হত, যাকে তাঁদের ফরয সালাতসমূহে (ইমামতের) জন্য তাঁরা পসন্দ করতেন। ঈদের দিন (সালাত কালে) বা জানাযার সালাত আদায় কালে কারো অযূ নষ্ট হয়ে গেলে, তিনি পানি তালাশ করতেন, তায়াম্মুম করতেন না। কেউ জানাযার কাছে পৌঁছে, লোকদের সালাত রত দেখলে তাক্বীর বলে তাতে শামীল হয়ে যেতেন। ইব্ন মুসায়্যাব (র.) বলেছেন, দিনে হোক বা রাতে, বিদেশে হোক কিংবা দেশে (জানাযার সালাতে) চার তাক্বীরই বলবে।আনাস (রা.) বলেছেন, (প্রথম) এক তাক্বীর হল সালাত এর উদ্বোধন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে কখনও তার জন্য সালাত (জানাযা) আদায় করবে না। (সূরা তাওবা) এ ছাড়াও জানাযার সালাতে রয়েছে একাধিক কাতার ও ইমাম (থাকার বিধান)।

١٢٤٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا.

১২৪৩ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).......শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক সাহাবী আমাকে খবর দিয়েছেন, যিনি তোমাদের নবী ﷺ-এর সংগে একটি পৃথক কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি (নবী ﷺ) ইমামতি করলেন, আমরা তাঁর পিছনে কাতার করলাম এবং সালাত আদায় করলাম। (শায়বানী (র.) বলেন,) আমরা (শা'বীকে) জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ আম্র! আপনাকে এ হাদীস কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা.)।

٨٤٠. بَابُ فَضْلِ اِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِىْ عَلَيْكَ ، وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ اِذْنًا وَلٰكِنْ مَنْ صَلّٰى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيْرَاطٌ

৮৪০. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার অনুগমণ করার ফযীলত। যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) বলেন, জানাযার সালাত আদায় করলে তুমি তোমার কর্তব্য পালন করলে। হুমাইদ ইব্‌ন হিলাল (র.) বলেন, জানাযার সালাতের পর (চলে যাওয়ার ব্যাপারে) অনুমতি গ্রহণের কথা আমার জানা নেই, তবে যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে চলে যায়, সে এক কীরাত (সাওয়াবের) অধিকারী হয়।

١٢٤٤ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُوْلُ حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَقُوْلُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطٌ فَقَالَ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا فَصَدَّقَتْ يَعْنِىْ عَائِشَةَ اَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهُ فَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَقَدْ فَرَّطْنَا فِىْ قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ فَرَّطْتُ ضَيَّعْتُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ .

১২৪৪ আবূ নু'মান(র.).......নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা.)-এর নিকট বর্ণনা করা হল যে, আবূ হুরায়রা (রা.) বলে থাকেন, যিনি জানাযার অনুগমণ করবেন তিনি এক কীরাত (পরিমাণ) সাওয়াবের অধিকারী হবেন। তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা (রা.) আমাদের বেশী বেশী হাদীস শোনান। তবে আয়িশা (রা.) এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.)-কে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ হাদীস বলতে শুনেছি। ইব্‌ন উমর (রা.) বললেন, তা হলে তো আমরা অনেক কীরাত (সাওয়াব) হারিয়ে ফেলেছি। ' فَرَّطْتُ ' এর অর্থ আল্লাহ্‌র আদেশ আমি খুইয়ে ফেলেছি।

٨٤١. بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتّٰى تُدْفَنَ

৮৪১. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

١٢٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَاَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اِبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَح حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلِّىَ

فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتّٰى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ ·

১২৪৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন শাবীব ইব্‌ন সায়ীদ (র.).........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃতের জন্য সালাত আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক কীরাত (সাওয়াব), আর যে ব্যক্তি মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার জন্য দু' কীরাত (সাওয়াব)। জিজ্ঞাসা করা হল দু' কীরাত কি ? তিনি বললেন, দু' টি বিশাল পর্বত সমতুল্য।

٨٤٢. بَابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

৮৪২. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাতে বয়স্কদের সাথে বালকদেরও শরীক হওয়া।

١٢٤٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْرًا فَقَالُوْا هٰذَا دُفِنَ اَوْ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ ، قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا ·

১২৪৬ ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি কবরের কাছে তাশরীফ আনেন। সাহাবাগণ বললেন, একে গতরাতে দাফন করা হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে কাতার করে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

٨٤٣. بَابُ صَلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلّٰى وَالْمَسْجِدِ

৮৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লা (ঈদগাহ বা যানাযার জন্য নির্ধারিত স্থানে) এবং মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা ।

١٢٤٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَعٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّجَاشِىَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلّٰى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا ·

১২৪৭ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আবিসিনিয়ার বাদশাহ্) নাজাশীর মৃত্যুর দিনই আমাদের তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানান এবং ইরশাদ করেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাই-এর (নাজাশীর) জন্য ইস্‌তিগফার কর। আর ইব্‌ন শিহাব সায়ীদ ইব্‌ন

মুসায়্যাব (র.) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁদের নিয়ে মুসাল্লায় কাতার করলেন, এরপর চার তাক্‌বীর আদায় করেন।

১২৪৮ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ اَخْبَرَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَاِمْرَاَةٍ زَنَيَا فَاَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ .

১২৪৮ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এর কাছে (খায়বারের) ইয়াহূদীরা তাদের এক পুরুষ ও এক স্ত্রীলোককে হাযির করল, যারা যিনা করেছিল। তখন তিনি তাদের উভয়কে (রজম করার) নির্দেশ দেন। মসজিদের পাশে জানাযার স্থানের কাছে তাদের দু' জনকে রজম (পাথর নিক্ষেপ) করা হল।

٨٤٤. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ضَرَبَتِ امْرَاَتُهُ الْقُبَّةَ عَلٰى قَبْرِهٖ سَنَةً ثُمَّ رُفِعَتْ فَسَمِعُوْا صَائِحًا يَقُوْلُ: اَلاَ هَلْ وَجَدُوْا مَا فَقَدُوْا ، فَاَجَابَهُ الْاٰخَرُ بَلْ يَئِسُوْا فَانْقَلَبُوْا

৮৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপরে মসজিদ বানানো অপসন্দনীয়। হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী (রা.)—এর ওফাত হলে তাঁর স্ত্রী এক বছর যাবৎ তাঁর কবরের উপর একটি কুব্‌বা (তাঁবু) স্থাপন করে রাখেন, পরে তিনি সেটা উঠিয়ে নেন। তখন লোকেরা (অদৃশ্য) আওয়াজ দাতাকে বলতে শুনলেন, ওহে ! তারা কি হারানো বস্তু ফিরে পেয়েছে ? অপর একজন জওয়াব দিল না, বরং নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে ?

১২৪৯ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هِلاَلٍ هُوَ الْوَزَّانُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ ، لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا قَالَتْ وَلَوْلاَ ذٰلِكَ لَاَبْرَزَ قَبْرَهُ غَيْرَ اَنِّيْ اَخْشٰى اَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا .

১২৪৯ উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যে রোগে ইন্তিকাল করেছিলেন, সে রোগাবস্থায় তিনি বলেছিলেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। আয়িশা (রা.) বলেন, সে আশংকা না থাকলে তাঁর (নবী ﷺ -এর) কবরকে উন্মুক্ত রাখা হত, কিন্তু আমার আশংকা যে, (খুলে দেয়া হলে) একে মসজিদে পরিণত করা হবে।

٨٤٥. بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا

৮৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ নিফাস অবস্থায় মারা গেলে তার জানাযার সালাত।

١٢٥٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسْطَهَا ・

১২৫০ মুসাদ্দাদ (র.)........সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর পিছনে আমি এমন এক মহিলার জানাযার সালাত আদায় করেছিলাম, যে নিফাস অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ছিলেন।

٨٤٦. بَابُ أَيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلُ

৮৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষের (জানাযার সালাতে) ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ?

١٢٥١ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَا عَنْ سَمُرَةَ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسْطَهَا ・

১২৫১ ইমরান ইব্ন মায়সারা (র.)......সামুরা ইব্ন জুন্দাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর পিছনে আমি এমন এক মহিলার জানাযার সালাত আদায় করেছিলাম, যে নিফাস অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ছিলেন।

٨٤٧. بَابُ التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا ، وَقَالَ حُمَيْدٌ صَلّٰى بِنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقِيْلَ لَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ

৮৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাতে চার তাক্বীর বলা। হুমাইদ (র.) বলেন, আনাস (রা.) একবার আমাদের নিয়ে (জানাযার) সালাত আদায় করলেন, তিনবার তাক্বীর বললেন, এরপর সালাম ফিরালেন। এ বিষয় তাঁকে অবহিত করা হলে, তিনি কিব্লামুখী হয়ে চতুর্থ তাক্বীর আদায় করলেন, এরপর সালাম ফিরালেন।

١٢٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ ・

১২৫২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্

ﷺ (আবিসিনিয়ার বাদশা) নাজাশীর মৃত্যুর দিন তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানালেন এবং সাহাবীগণকে নিয়ে জানাযার সালাতের স্থানে চার তাকবীর আদায় করলেন।

১২৫৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى عَلَى اَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَقَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيْمٍ اَصْحَمَةَ وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ ·

১২৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র.)........জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ (আবিসিনিয়ার বাদশাহ্) আসহামা-নাজাশীর জানাযা সালাত আদায় করলেন, তাতে তিনি চার তাক্‌বীর বললেন। ইয়াযীদ ইব্ন হারূন ও আবদুস্ সামাদ (র.) সালীম (র.) থেকে 'আসহামা' শব্দ বর্ণনা করেন।

٨٤٨. بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَاَجْرًا

৮৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা। হাসান (র.) বলেছেন, শিশুর জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবে এবং এ দু'আ পড়বে اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَاَجْرًا হে আল্লাহ্! তাকে আমাদের জন্য অগ্রে প্রেরিত, অগ্রগামী এবং উত্তম বিনিময় সাব্যস্ত করুন।

১২৫৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَاَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوْا اَنَّهَا سُنَّةٌ ·

১২৫৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র.)........তালহা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আবদুল্লাহ্) ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর পিছেনে জানাযার সালাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা তিলওয়াত করলেন এবং (সালাত শেষে) বললেন, (আমি এমন করলাম) যাতে সবাই জানতে পারে যে, তা (সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা) জানাযার সালাতে সুন্নাত (একটি পদ্ধতি)।

٨٤٩. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

৮৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ দাফনের পর কবরকে সামনে রেখে (জানাযার) সালাত আদায়।

١٢٥٥ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَاَمَّهُمْ وَصَلُّوْا خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ هٰذَا يَا اَبَا عَمْرٍو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا .

১২৫৫ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র.).......শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে এমন এক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী ﷺ-এর সংগে একটি পৃথক কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের ইমামতি করলেন এবং তাঁরা তাঁর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলেন। (রাবী) বলেন) আমি শা'বীকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ আম্‌র! আপনার কাছে এ হাদীস কে বর্ণনা করেছেন ? তিনি বললেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.)।

١٢٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَسْوَدَ رَجُلاً اَوِ امْرَاَةً كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذٰلِكَ الْاِنْسَانُ قَالُوْا مَاتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلاَ اٰذَنْتُمُوْنِيْ فَقَالُوْا اِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتَهُ قَالَ فَحَقَرُوْا شَاْنَهُ قَالَ فَدُلُّوْنِيْ عَلَى قَبْرِهِ فَاَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

১২৫৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন ফায্‌ল (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কালবর্ণের এক পুরুষ বা এক মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিত। সে মারা গেল। কিন্তু নবী ﷺ তার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন নি। একদিন তার কথা উল্লেখ করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ লোকটির কি হল ? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো মারা গিয়েছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে অবহিত করলে না কেন ? তাঁরা বললেন, সে ছিল এমন এমন (তার) ঘটনা উল্লেখ করলেন। রাবী বলেন, তাঁরা (যেন) তাকে খাট করে দেখলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। রাবী বলেন, তখন তিনি তার কবরের কাছে তাশরীফ এনে তার জন্য জানাযার সালাত আদায় করলেন।

٨٥٠. بَابُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

৮৫০. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তি (দাফনকারীদের) জুতার শব্দ শুনতে পায়।

١٢٥٧ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ح قَالَ وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ اِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ اَصْحَابُهُ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَاَقْعَدَاهُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ

الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ اَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لاَ دَرِيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ اُذُنَيْهِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ اِلاَّ الثَّقَلَيْنِ .

১২৫৭ আয়্যাশ ও খলীফা (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তাকে পিছনে রেখে তার সাথীরা চলে যায় (এতটুকু দূরে যে,) তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়, এমন সময় তার কাছে দু' জন ফিরিশ্‌তা এসে তাকে বসিয়ে দেন। এরপর তাঁরা প্রশ্ন করেন, এই যে মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সম্পর্কে তুমি কি বলতে ? তখন সে বলবে, আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাঁকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থানের জায়গাটি দেখে নাও, যার পরিবর্তে আল্লাহ্ পাক তোমার জন্য জান্নাতে একটি স্থান নির্ধারিত করেছেন। নবী ﷺ বলেন ঃ তখন সে দু'টি স্থান একই সময় দেখতে পাবে। আর যারা কাফির বা মুনাফিক, তারা বলবে, আমি জানি না। (তবে) অন্য লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, না তুমি নিজে জেনেছ, না তিলাওয়াত করে শিখেছ। এরপর তার দু' কানের মধ্যবর্তী স্থানে লোহার মুগুর দিয়ে এমন জোরে আঘাত করা হবে, এতে সে চিৎকার করে উঠবে, মানুষ ও জীন্ন ব্যতীত তার আশেপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে।

৮৫১. بَابُ مَنْ اَحَبَّ الدَّفْنَ فِى الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ اَوْ نَحْوِهَا

৮৫১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাস বা অনুরূপ কোন স্থানে দাফন হওয়া পসন্দ করেন।

١٢٥٨ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ اِلٰى رَبِّهِ فَقَالَ اَرْسَلْتَنِىْ اِلٰى عَبْدٍ لاَ يُرِيْدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ يَضَعُ يَدَهُ عَلٰى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ اَىْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْاٰنَ فَسَأَلَ اللّٰهَ اَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَاَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ اِلٰى جَانِبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ .

১২৫৮ মাহমূদ (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালাকুল মাওতকে মূসা (আ.) এর কাছে পাঠানো হল। তিনি তাঁর কাছে আসলে, মূসা (আ.) তাঁকে চপেটাঘাত করলেন। (এতে তাঁর চোখ বেরিয়ে গেল।) তখন মালাকুল মাওত তাঁর প্রতিপালক এর দরবারে ফিরে গিয়ে বললেন,

আমাকে এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। তখন আল্লাহ্ তাঁর চোখ ফিরিয়ে দিয়ে হুকুম করলেন, আবার গিয়ে তাঁকে বল, তিনি একটি ষাঁড়ের পিঠে তাঁর হাত রাখবেন, তখন তাঁর হাত যতটুকু আবৃত করবে, তার সম্পূর্ণ অংশের প্রতিটি পশমের বিনিময়ে তাঁকে এক বছর করে আয়ু দান করা হবে। মূসা (আ.) এ শুনে বললেন, হে আমার রব! তারপর কি হবে ? আল্লাহ্ বললেন ঃ তারপর মৃত্যু। মূসা (আ.) বললেন, তা হলে এখনই আমি প্রস্তুত। তখন তিনি একটি পাথর নিক্ষেপ করলে যতদুর যায় বাইতুল মুকাদ্দাসের ততটুকু নিকটবর্তী স্থানে তাঁকে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আরয করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এখন আমি সেখানে থাকলে অবশ্যই পাথরের পাশে লাল বালুর টিলার নিকটে তাঁর কবর তোমাদের দেখিয়ে দিতাম।

٨٥٢. بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ وَدُفِنَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَيْلاً

৮৫২. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলা দাফন করা। আবূ বকর (রা.)–কে রাতে দাফন করা হয়েছিল।

١٢٥٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ قَامَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا فُلاَنٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ .

১২৫৯ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র.)...ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে রাত্রিকালে দাফন করার পর তার (জানাযার) সালাত আদায় করার জন্য নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ (দাফনকৃত ব্যক্তির কবরের পাশে) গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন তিনি লোকটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, এ লোকটি কে ? তাঁরা জবাব দিলেন, অমুক গত রাতে তাকে দাফন করা হয়েছে। তখন তাঁরা সকলে তার (জানাযার) সালাত আদায় করলেন।

٨٥٣. بَابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

৮৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা।

١٢٦٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيْسَةً رَاَيْنَهَا بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ ، وَكَانَتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَاُمُّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَتَتَا اَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيْرَ فِيْهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اُولٰئِكَ اِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ اُولٰئِكَ شِرَارُ

الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ .

১২৬০ ইসমায়ীল (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর অসুস্থতাকালে তাঁর এক সহধর্মিনী হাবশা দেশে তাঁর দেখা 'মারিয়া' নামক একটি গীর্জার কথা আলোচনা করলেন। (উম্মাহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে) উম্মে সালামা এবং উম্মে হাবিবা (রা.) হাবাশায় গিয়েছিলেন। তাঁরা ঐ গীর্জাটির সৌন্দর্য এবং তাতে রক্ষিত চিত্রসমূহের বিবরণ দিলেন। তখন নবী ﷺ তাঁর মাথা তুলে বললেন ঃ সে সব দেশের লোকেরা তাদের কোন পূণ্যবান ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর সমাধিতে মসজিদ নির্মাণ করত এবং তাতে সে সব চিত্র অংকন করত। তারা হলো, আল্লাহ্‌র দরবারে নিকৃষ্ট মাখলূক।

৮৫৪. بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْاَةِ

৮৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েলোকের কবরে যে অবতরণ করে।

١٢٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ابْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَاَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ مِنْ اَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَا قَالَ فَانْزِلْ فِيْ قَبْرِهَا فَنَزَلَ فِيْ قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ فُلَيْحٌ اُرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لِيَقْتَرِفُوْا اَىْ لِيَكْتَسِبُوْا .

১২৬১ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক কন্যার দাফনে হাযির ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরের পাশেই বসেছিলেন। আমি দেখলাম, তাঁর দু'চোখে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে আজ রাতে স্ত্রী মিলনে লিপ্ত হয়নি? আবূ তালহা (রা.) বলেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ তাঁর কবরে নেমে পড়, তখন তিনি তাঁর কবরে নেমে গেলেন এবং তাঁকে দাফন করলেন।

৮৫৫. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيْدِ

৮৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ শহীদের জন্য জানাযার সালাত।

١٢٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلٰى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِيْ دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ .

১২৬২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)....... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উহুদের শহীদগণের দু' দু' জনকে একই কাপড়ে (কবরে) একত্র করতেন। এরপর জিজ্ঞাসা করতেন, তাঁদের উভয়ের মধ্যে কে কুরআন সম্পর্কে অধিক জানত ? দু' জনের মধ্যে এক জনের দিকে ইশারা করা হলে তাঁকে কবরে আগে রাখতেন এবং বললেন, আমি কিয়ামতের দিন এদের ব্যাপারে সাক্ষী হব। তিনি রক্তমাখা অবস্থায় তাঁদের দাফন করার নির্দেশ দিলেন, তাঁদের গোসল দেওয়া হয়নি এবং তাঁদের (জানাযার) সালাতও আদায় করা হয়নি।

١٢٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : اِنِّيْ فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ لَاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِيْ الْاٰنَ ، وَاِنِّيْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِيْ وَلٰكِنْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا .

১২৬৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)........উক্বা ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন বের হলেন এবং উহুদে পৌঁছে মৃতের জন্য যেরূপ (জানাযার) সালাত আদায় করা হয় উহুদের শহীদানের জন্য অনুরূপ সালাত আদায় করলেন। এরপর ফিরে এসে মিম্বারে তাশরীফ রেখে বললেন ঃ আমি হবো তোমাদের জন্য অগ্রে প্রেরিত এবং আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী। আল্লাহ্র কসম! এ মুহূর্তে আমি অবশ্যই আমার হাউয (হাউয-ই-কাউসার) দেখছি। আর অবশ্যই আমাকে পৃথিবীর ভান্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ প্রদান করা হয়েছে। অথবা (রাবী বলেছেন) পৃথিবীর চাবিগুচ্ছ আর আল্লাহ্র কসম! তোমরা আমার পরে শিরক করবে এ আশংকা আমি করি না। তবে তোমাদের ব্যাপারে আমার আশংকা যে, তোমরা পার্থিব সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে।

٨٥٦. بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِيْ قَبْرٍ

৮৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ একই কবরে দু' বা তিনজনকে দাফন করা।

١٢٦٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ .

১২৬৪ সায়ীদ ইব্ন সুলাইমান (র.)........জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি খবর দিয়েছেন যে, নবী ﷺ উহুদের শহীদগণের দু' দু'জনকে একত্র করে দাফন করেছিলেন।

٨٥٧. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

৮৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ যাঁরা শহীদগণকে গোসল দেওয়ার অভিমত পোষণ করেন না।

١٢٦٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَدْفِنُوْهُمْ فِيْ دِمَائِهِمْ يَعْنِيْ يَوْمَ اُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ ·

১২৬৫ আবুল ওয়ালীদ (র.)........জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তাঁদেরকে তাঁদের রক্ত সহ দাফন কর। অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধের দিন শহীদগণের সম্পর্কে আর তিনি তাঁদের গোসলও দেন নি।

٨٥٨. بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ ، وَسُمِّيَ اللَّحْدَ لاَنَّهُ فِيْ نَاحِيَةٍ وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ مُلْتَحَدًا مَعْدِلاً وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيْمًا كَانَ ضَرِيْحًا

৮৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ কবরে প্রথমে কাকে রাখা হবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, একদিকে ঢালু করে গর্ত করা হয় বলে 'লাহদ' নামকরণ করা হয়েছে। প্রত্যেক যালিমই 'মুলহিদ (ঝগড়াটে)' 'مُلْتَحَدًا' অর্থ হল পাশ কাটিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার স্থান। আর কবর সমান হলে তাকে বলা হয় 'যারীহ্" (সিন্দুক কবর)।

١٢٦٦ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى اُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُم اَكْثَرُ اَخذًا لِلقُرانِ فَاِذَا اُشِيرَلَهُ اِلى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلاَءِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ وَاَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِقَتْلَى اُحُدٍ اَيُّ هٰؤُلاَءِ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَلَهُ اِلٰى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَقَالَ جَابِرٌ فَكُفِّنَ اَبِيْ وَعَمِّيْ فِيْ نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ ابْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ·

১২৬৬ ইব্ন মুকাতিল (র.).......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের শহীদগণের দু' দু'জনকে একই কাপড়ে (কবরে) একত্রে দাফন করার ব্যবস্থা করে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের মধ্যে কে কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ? যখন তাঁদের একজনের দিকে ইশারা করা হত, তখন তিনি তাঁকে প্রথমে কবরে রাখতেন, আর বলতেন ঃ আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। (কিয়ামতে) তিনি তাঁদের রক্তমাখা অবস্থায় দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁদের জানাযার সালাতও আদায় করেন নি। তাঁদের গোসলও দেননি। রাবী আওযায়ী (র.) যুহরী (র.) সূত্রে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করতেন, তাঁদের মাঝে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত ? কোন একজনের দিকে ইশারা করা হলে, তিনি তাঁকে তাঁর সংগীর আগে কবরে রাখতেন। জাবির (রা.) বলেন, আমার পিতা ও চাচাকে একখানি পশমের তৈরী নক্‌শা করা কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল (আর সুলাইমান ইব্‌ন কাসীর (র.) সূত্রে যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার নিকট এমন এক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবির (রা.) থেকে শুনেছেন।

٨٥٩. بَابُ الْإِذْخِرِ وَالْحَشِيْشِ فِي الْقَبْرِ

৮৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপরে ইয্‌খির বা অন্য কোন ঘাস দেওয়া।

১২٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَرَّمَ اللّٰهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ وَلاَ لِاَحَدٍ بَعْدِيْ اُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا اِلاَّ لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلاَّ الْاِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا وَقَالَ اَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوْتِهِمْ ·

১২৬৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাওশাব (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাক মক্কাকে হারাম (সম্মানিত বা নিষিদ্ধ এলাকা) সাব্যস্ত করেছেন। আমার পূর্বে তা, কারো জন্য হালাল (বৈধ ও উন্মুক্ত এলাকা) ছিল না এবং আমার পরেও কারো জন্য তা হালাল হবে না। আমার জন্য একটি দিনের (মক্কা বিজয়ের দিন) কিছু সময় হালাল করা হয়েছিল। কাজেই তার ঘাস উৎপাটন করা যাবে না, তার গাছ কাটা যাবে না, শিকারকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সেখানে পড়ে থাকা (হারানো।) বস্তু উঠিয়ে নেওয়া যাবে না, তবে হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা প্রদানকারীর জন্য (অনুমতি থাকবে।) তখন আব্বাস (রা.) বললেন, তবে ইয্‌খির ঘাস, আমাদের স্বর্ণকারদের জন্য এবং আমাদের কবরগুলির জন্য প্রয়োজন। তখন তিনি বললেন ঃ ইয্‌খির ব্যতীত। আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আমাদের কবর ও বাড়ী ঘরের জন্য। আর আবান ইব্‌ন সালিহ্ (র.) সাফিয়্যা বিন্‌ত শায়বা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কে আমি অনুরূপ বলতে শুনেছি আর মুজাহিদ (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে বলেন, তাদের কর্মকার ও ঘর-বাড়ীর জন্য।

٨٦٠. بَابُ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

৮৬০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কারণে মৃত ব্যক্তিকে (লাশ) কবর বা লাহ্‌দ থেকে বের করা যাবে কি?

١٢٦٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ بَعْدَ مَا اُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَاَمَرَ بِهِ فَاُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ فَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيْصًا قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَكَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَمِيْصَانِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْبِسْ اَبِيْ قَمِيْصَكَ الَّذِيْ يَلِيْ جِلْدَكَ قَالَ سُفْيَانُ فَيُرَوْنَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَلْبَسَ عَبْدَ اللّٰهِ قَمِيْصَهُ مُكَافَاَةً لِمَا صَنَعَ ・

১২৬৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).........জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই (মুনাফিক সর্দারকে) কবর দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার (কবরের) কাছে আসলেন এবং তিনি তাকে বের করার নির্দেশ দিলে তাকে (কবর থেকে) বের করা হল। তখন তিনি তাকে তাঁর (নিজের) দু' হাঁটুর উপরে রাখলেন, নিজের (মুখের) লালা (তার উপরে ফুঁকে) দিলেন এবং নিজের জামা তাকে পরিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ সমধিক অবগত। সে আব্বাস (রা.)-কে একটি জামা পরতে দিয়েছিল। আর সুফিয়ান (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরিধানে তখন দু'টি জামা ছিল। আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন উবাই)-এর পুত্র (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার (পবিত্র) দেহের সাথে জড়িয়ে থাকা জামাটি আমার পিতাকে পরিয়ে দিন। সুফিয়ান (র.) বলেন, তারা মনে করেন যে, নবী করীম ﷺ তাঁর জামা আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন উবাই)-কে পরিয়ে দিয়েছিলেন, তার কৃত (ইহসানের) বিনিময় স্বরূপ।

١٢٦٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حَضَرَ اُحُدٌ دَعَانِيْ اَبِيْ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا اُرَانِيْ اِلاَّ مَقْتُوْلاً فِيْ اَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَاِنِّيْ لاَ اَتْرُكُ بَعْدِيْ اَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِاَخَوَاتِكَ خَيْرًا فَاَصْبَحْنَا فَكَانَ اَوَّلَ قَتِيْلٍ وَدُفِنَ مَعَهُ اٰخَرُ فِيْ قَبْرٍ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِيْ اَنْ اَتْرُكَهُ مَعَ الْاٰخَرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ اَشْهُرٍ فَاِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ اُذُنِهِ ・

১২৬৯ মুসাদ্দাদ (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উহুদ যুদ্ধের সময় উপস্থিত হল, তখন রাতের বেলা আমার পিতা আমাকে ডেকে বললেন, আমার এমনই মনে হয় যে, নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা প্রথমে শহীদ হবেন, আমি তাঁদের মধ্যে একজন হব। আর আমি আমার (মৃত্যুর) পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যতীত তোমার চাইতে অধিকতর প্রিয় কাউকে রেখে যাচ্ছি না। আমার যিম্মায় করয রয়েছে। তুমি তা পরিশোধ করবে। তোমার বোনদের ব্যাপারে সদোপদেশ গ্রহণ করবে। (জাবির (রা.) বলেন) পরদিন সকাল হলে (আমরা দেখলাম যে) তিনিই প্রথম শহীদ। তাঁর কবরে আর একজন সাহাবীকে তাঁর সাথে দাফন করা হয়েছিল। কিন্তু পরে অন্য একজনের সাথে

(একই) কবরে তাঁকে রাখা আমার মনে ভাল লাগল না। তাই ছয় মাস পর আমি তাঁকে (কবর থেকে) বের করলাম এবং দেখলাম যে, তাঁর কানে সামান্য চিহ্ন ব্যতীত তিনি সেই দিনের মতই (অক্ষত ও অবিকৃত) রয়েছেন, যে দিন তাঁকে (কবরে) রেখেছিলাম।

١٢٧٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دُفِنَ مَعَ اَبِىْ رَجُلٌ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِىْ حَتّٰى اَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِىْ قَبْرٍ عَلٰى حِدَةٍ ·

১২৭০ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতার সাথে আরেকজন শহীদকে দাফন করা হলে আমার মন তাতে তুষ্ট হতে পারল না। অবশেষে আমি তাঁকে (কবর থেকে) বের করলাম এবং একটি পৃথক কবরে তাঁকে দাফন করলাম।

٨٦١. بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِى الْقَبْرِ

৮৬১. অনুচ্ছেদ ঃ কবরকে লাহ্‌দ (বগলী) ও শাক্‌ক (সিন্দুক) বানানো।

١٢٧١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلٰى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ فَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ ·

১২৭১ আব্‌দান (র.).........জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উহুদের শহীদগণের দু' দু'জনকে একত্র করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত ? দু'জনের কোন একজনের দিকে ইশারা করা হলে প্রথমে তাঁকে লাহ্‌দ কবরে রাখতেন। তারপর ইরশাদ করেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি রক্তমাখা অবস্থায়ই তাঁদের দাফন করার আদেশ করলেন এবং তাঁদের গোসলও দেননি।

٨٦٢. بَابُ اِذَا اَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلّٰى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الْاِسْلَامُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَاِبْرَاهِيْمُ وَقَتَادَةُ اِذَا اَسْلَمَ اَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَعَ اُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ اَبِيْهِ عَلٰى دِيْنِ قَوْمِهِ وَقَالَ الْاِسْلَامُ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى

৮৬২. অনুচ্ছেদ ঃ বালক (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ইসলাম গ্রহণ করে মারা গেলে তার জন্য জানাযা সালাত আদায় করা হবে কি? বালকের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা যাবে

কি? হাসান, শুরাইহ্, ইব্‌রাহীম ও কাতাদা (র.) বলেছেন, পিতামাতার কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে সন্তান মুসলিম ব্যক্তির সঙ্গে থাকবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তাঁর মায়ের সাথে 'মুস্‌তায'আফীন' (দুর্বল ও নির্যাতিত জামা'আত)–এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁকে তাঁর পিতা (আব্বাস) এর সাথে তার কাওমের (মুশরিকদের) ধর্মে গণ্য করা হত না। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ ইসলাম বিজয়ী হয়, বিজিত হয় না।

১٢٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتّٰى وَجَدُوْهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ اُطُمِ بَنِيْ مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتّٰى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهٖ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ تَشْهَدُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَتَشْهَدُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَضَهُ وَقَالَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرُسُلِهٖ فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرٰى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَاْتِيْنِيْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ قَدْ خَبَاْتُ لَكَ خَبِيْئًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ اخْسَاْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِيْ قَتْلِهٖ وَقَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ اِلَى النَّخْلِ الَّتِيْ فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُوَ يَخْتِلُ اَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَاٰهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ يَعْنِيْ فِيْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْزَةٌ اَوْ زَمْرَةٌ فَرَاَتْ اُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ يَا صَافِ وَهُوَ اِسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ هٰذَا مُحَمَّدٌ ﷺ فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ وَقَالَ شُعَيْبٌ فِيْ حَدِيْثِهٖ فَرَفَصَهُ رَمْرَمَةٌ اَوْ زَمْزَمَةٌ وَقَالَ عُقَيْلٌ رَمْرَمَةٌ وَقَالَ مَعْمَرٌ رَمْزَةٌ ٠

১২৭২ আব্‌দান (র.)........ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা.) নবী ﷺ-এর সংগে একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইব্‌ন সাইয়াদ-এর (বাড়ীর) দিকে গেলেন। তাঁরা তাকে (ইব্‌ন সাইয়াদকে) বনূ মাগালা দুর্গের পাশে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলাধূলারত পেলেন। তখন ইব্‌ন সাইয়াদ বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছিল। সে নবী ﷺ-এর আগমণ অনুভব করার আগেই নবী ﷺ তার হাত ধরে ফেললেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ? ইব্‌ন সাইয়াদ তাঁর দিকে দৃষ্টি করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের রাসূল। এরপর সে নবী ﷺ-কে বলল,

আপনি কি সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল ? তখন নবী ﷺ তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ আমি আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর তিনি তাকে (ইব্ন সাইয়াদকে) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি দেখে থাক ? ইব্ন সাইয়াদ বলল, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী আগমণ করে থাকে। নবী ﷺ ইরশাদ করলেন ঃ ব্যাপারটি তোমার কাছে বিভ্রান্তিকর করা হয়েছে। এরপর নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ আমি একটি বিষয়ে তোমার থেকে (আমার মনের মধ্যে) গোপন রেখেছি। (বলতো সেটি কি ?) ইব্ন সাইয়াদ বলল, তা হচ্ছে ' الدُّخُ ' আদ্-দুখ্খু। তখন তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তুমি লাঞ্ছিত হও! তুমি কখনো তোমার (জন্য নির্ধারিত) সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। তখন উমর (রা.) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী ﷺ ইরশাদ করলেন ঃ যদি সে সে-ই (অর্থাৎ মাসীহ্ দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তা হলে তাকে কাবূ করার ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া হবে না। আর যদি সে সে-ই (দাজ্জাল) না হয়, তা হলে তাকে হত্যা করার মধ্যে তোমার কোন কল্যাণ নেই। রাবী সালিম (র.) বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) ঐ খেজুর বাগানের দিকে গমণ করলেন। যেখানে ইব্ন সাইয়াদ ছিল। ইব্ন সাইয়াদ তাকে দেখে ফেলার আগেই ইব্ন সাইয়াদের কিছু কথা তিনি শুনে নিতে চাচ্ছিলেন। নবী ﷺ তাকে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখলেন। যার ভিতর থেকে তার গুনগুন আওয়ায শোনা যাচ্ছিল।[১] ইব্ন সাইয়াদের মা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখতে পেল যে, তিনি খেজুর (গাছের) কান্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে চলছেন। সে তখন ইব্ন সাইয়াদকে ডেকে বলল, ও সাফ! (এটি ইব্ন সাইয়াদের ডাক) নাম। এই যে, মুহাম্মাদ ﷺ তখন ইব্ন সাইয়াদ লাফিয়ে উঠল। নবী ﷺ ইরশাদ করলেনঃ সে(ইব্ন সাইয়াদের মা) তাকে (যথাবস্থায়) থাকতে দিলে (ব্যাপারটি) স্পষ্ট হয়ে যেতো।

শু'আইব (র.) তাঁর হাদীসে 'فَرْفَضَهُ' বলেন, এবং সন্দেহের সাথে বলেন,' رَمْرَمَةٌ' অথবা ' زَمْزَمَةٌ ' এবং উকাইল (র.) বলেছেন, ' رَمْرَمَةٌ ' আর মা'মার বলেছেন 'رَمْزَةٌ' ।

١٢٧٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ ٠

১২৭৩ সুলাইমান ইব্ন হার্ব (র.)........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী বালক, নবী ﷺ-এর খিদমত করত, সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী ﷺ তাকে দেখার জন্য আসলেন। তিনি তার মাথার কাছে বসে তাকে বললেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, সে তখন তার পিতার দিকে তাকাল, সে তার কাছেই ছিল, পিতা তাকে বলল, আবূল কাসিম (নবী ﷺ -এর কুনিয়াত) এর কথা

---

১. زَمْزَمَةٌ ' رَمْرَمَةٌ ' رَمْزَمَةٌ ' رَمْزَمَةٌ শব্দগুলি সমার্থকবোধক। অর্থাৎ অস্পষ্ট ও গুনগুন শব্দ।

মেনে নাও, তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। নবী ﷺ সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় ইরশাদ করলেন ঃ যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।

১২৭৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ كُنْتُ اَنَا وَاُمِّيْ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ اَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَاُمِّيْ مِنَ النِّسَاءِ ٠

১২৭৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার মা (লুবাবাহ্ বিনত হারিস) মুসতায'আফীন (দুর্বল, অসহায়) এর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমি ছিলাম না-বালিগ শিশুদের মধ্যে আর আমার মা ছিলেন মহিলাদের মধ্যে।

১২৭৫ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ يُصَلِّيْ عَلَى كُلِّ مَوْلُوْدٍ مُتَوَفًّى وَاِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ يَدَّعِيْ اَبَوَاهُ الْاِسْلَامَ اَوْ اَبُوْهُ خَاصَّةً وَاِنْ كَانَتْ اُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْاِسْلَامِ اِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ سِقْطٌ فَاِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الْاٰيَةِ ٠

১২৭৫ আবুল ইয়ামান (র.)......শু'আইব (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন শিহাব (র.) বলেছেন, নবজাত শিশু মারা গেলে তাদের প্রত্যেকের জানাযার সালাত আদায় করা হবে। যদিও সে কোন ভ্রষ্টা মায়ের সন্তানও হয়। এ কারণে যে, সে সন্তানটি ইসলামী ফিত্‌রাত (তাওহীদ) এর উপর জন্মলাভ করেছে। তার পিতামাতা ইসলামের দাবীদার হোক বা বিশেষভাবে তার পিতা। যদিও তার মা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অনুসারী হয়। নবজাত শিশু স্বরবে কেঁদে থাকলে তার জানাযার সালাত আদায় করা হবে। আর যে শিশু না কাঁদবে, তার জানাযার সালাত আদায় করা হবে না। কেননা, সে অপূর্ণাংগ সন্তান। কারণ, আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ প্রতিটি নবজাতকই জন্মলাভ করে ফিত্‌রাতের উপর। এরপর তার মা-বাপ তাকে ইয়াহূদী বা খ্রীস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোন কানকাটা দেখতে পাও ? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে। অনুরূপ ইসলামের ফিত্‌রাতে ভূমিষ্ট সন্তানকে মা-বাপ তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন ধারায় প্রবাহিত করে ভ্রান্ত ধর্মী বানিয়ে ফেলে) পরে আবূ হুরায়রা (রা.) তিলাওয়াত করলেন ঃ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الاية আল্লাহ্‌র দেওয়া ফিত্‌রাতের অনুসরণ কর যে ফিত্‌রাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন.......। (সূরা রূম ঃ ৩০)।

১২৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ٠

১২৭৬ আব্দান (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ প্রত্যেক নবজাতকই ফিত্‌রাতের উপর জন্মলাভ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী, নাসারা বা মাজূসী (অগ্নিপূজারী) রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু একটি পূর্ণাংগ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে কোন (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও ? এরপর আবূ হুরায়রা (রা.) তিলাওয়াত করলেন ঃ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ আল্লাহ্‌র দেওয়া ফিত্‌রাতের অনুসরণ কর, যে ফিত্‌রাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এটাই সরল সুদৃঢ় দীন। (সূরা রূম ঃ ৩০)।

٨٦٣. بَابُ اِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

৮৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক ব্যক্তি মৃত্যুকালে (কালিমা–ই–তাওহীদ) ‘লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ উচ্চারণ করলে।

১২৭৭ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَبِيْ طَالِبٍ يَا عَمِّ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُوْدَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتّٰى قَالَ اَبُوْ طَالِبٍ اٰخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاَبَى اَنْ يَقُوْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَاللّٰهِ لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اُنْهَ عَنْكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيْهِ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ الاية ٠

১২৭৭ ইসহাক (র.).......সায়ীদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ তালিব এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে আসলেন। তিনি সেখানে আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমায়্যা ইব্‌ন মুগীরাকে উপস্থিত দেখতে পেলেন। (রাবী বলেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ চাচাজান! ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কালিমা পাঠ করুন, তা হলে এর

অসীলায় আমি আল্লাহ্‌র সমীপে আপনার জন্য সাক্ষ্য দিতে পারব। আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমায়্যা বলে উঠল, ওহে আবূ তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিমুখ হবে? এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে কালিমা পেশ করতে থাকেন, আর তারা দু'জনও তাদের উক্তি পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। অবশেষে আবূ তালিব তাদের সামনে শেষ কথাটি যা বলল, তা এই যে, সে আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর অবিচল রয়েছে, সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতে অস্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তবুও আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকব, যতক্ষণ না আমাকে তা থেকে নিষেধ করা হয়। এ প্রসংগে আল্লাহ্ পাক নাযিল করেন ঃ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ الاية নবীর জন্য সংগত নয়....... (সূরা তাওবা ঃ ১১৩)।

٨٦٤. بَابُ الْجَرِيْدِ عَلَى الْقَبْرِ وَأَوْصٰى بُرَيْدَةُ الْاَسْلَمِيُّ اَنْ يُجْعَلَ فِيْ قَبْرِهِ جَرِيْدَانِ وَرَاٰى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فُسْطَاطًا عَلٰى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ انْزِعْهُ يَا غُلَامُ فَاِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ رَاَيْتُنِيْ وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِيْ زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاِنَّ اَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِيْ يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ حَتّٰى يُجَاوِزَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ اَخَذَ بِيَدِيْ خَارِجَةُ فَاَجْلَسَنِيْ عَلٰى قَبْرٍ وَاَخْبَرَنِيْ عَنْ عَمِّهِ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ اِنَّمَا كُرِهَ ذٰلِكَ لِمَنْ اَحْدَثَ عَلَيْهِ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُوْرِ

৮৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপরে খেজুরের ডাল পুঁতে দেয়া। বুরাইদা আসলামী (রা.) তাঁর কবরে দু'টি খেজুরের ডাল পুঁতে দেওয়ার ওয়াসিয়াত করেছিলেন। আবদুর রাহমান (ইব্‌ন আবূ বকর) (রা.)–এর কবরের উপরে একটি তাঁবু দেখতে পেয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) বললেন, হে বালক! ওটা অপসারিত কর, কেননা একমাত্র তার আমলই তাঁকে ছায়া দিতে পারে। খারিজা ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেছেন, আমার মনে আছে, উসমান (রা.)–এর খিলাফাতকালে যখন আমরা তরুণ ছিলাম তখন উসমান ইব্‌ন মাজঊন (রা.)–এর কবর লাফিয়ে অতিক্রমকারীকেই আমাদের মাঝে শ্রেষ্ট লম্ফবিদ মনে করা হত। আর উসমান ইব্‌ন হাকীম (র.) বলেছেন, খারিজা (র.) আমার হাত ধরে একটি কবরের উপরে বসিয়ে দিলেন এবং তার চাচা ইয়াযীদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি বলেন, কবরের উপরে বসা মাকরূহ তা ঐ ব্যক্তির জন্য যে, যেখানে বসে পেশাব পায়খানা করে। আর নাফি' (র.) বলেছেন, ইব্‌ন উমর (রা.) কবরের উপরে বসতেন।

١٢٧٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ

لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا ٠

১২৭৮ ইয়াহ্ইয়া (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এমন দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে কবর দু'টির বাসিন্দাদের আযাব দেওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন ঃ এদের দু' জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে অথচ তাদের এমন গুনাহর জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না (যা থেকে বিরত থাকা) দুঃরূহ ছিল। তাদের একজন পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল নিয়ে তা দু'ভাগে বিভক্ত করলেন, তারপর প্রতিটি কবরে একটি করে পুঁতে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কেন এরূপ করলেন ? তিনি বললেন ঃ ডাল দু'টি না শুকান পর্যন্ত আশা করি তাদের আযাব হাল্কা করা হবে।

٨٦٥. بَابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقُعُوْدِ اَصْحَابِهِ حَوْلَهُ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ الْاَجْدَاثُ الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ اُثِيْرَتْ بَعْثَرْتُ حَوْضِيْ اَيْ جَعَلْتُ اَسْفَلَهُ اَعْلاَهُ الْاِيْفَاضُ الْاِسْرَاعُ وَقَرَاَ الْاَعْمَشُ اِلٰى نَصْبٍ يُوْفِضُوْنَ اِلٰى شَيْءٍ مَنْصُوْبٍ يَسْتَبِقُوْنَ اِلَيْهِ وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ يَوْمُ الْخُرُوْجِ مِنَ الْقُبُوْرِ يَنْسِلُوْنَ يَخْرُجُوْنَ

৮৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের পাশে কোন মুহাদ্দিস এর ওয়ায করা আর তার সংগীদের তার আশেপাশে বসা। (মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ) ' يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ ' –তারা কবর থেকে বের হবে। (সূরা মা'আরিজ ঃ ৪৩) ' الاجدث ' অর্থ কবরসমূহ। (এবং সূরা ইন্‌ফিতারে) ' بُعْثِرَتْ ' অর্থ উন্মোচিত হবে ' بَعْثَرْتُ حَوْضِيْ '–অর্থ আমি (হাওযের) নিচের অংশকে উপরে তুলে দিয়েছি। ' اَلْاِيْفَاضُ ' অর্থ দ্রুত গতিতে চলা। আমাশ (র.)–এর কিরাআত হলো اِلٰى نَصْبٍ يُوْفِضُوْنَ اِلٰى شَيْءٍ مَنْصُوْبٍ يَسْتَبِقُوْنَ اِلَيْهِ এর অর্থ হলো তারা স্থাপিত কোন বস্তুর দিকে দ্রুত গতিতে চলে। আর ' النُّصْبُ' একবচন আর' النَّصْبُ 'মাস্‌দার–ক্রিয়া মূল। (সূরা কাফ এর ৪২ আয়াতে) ' يَوْمَ الْخُرُوْجِ ' বেরিয়ে আসার দিন। অর্থাৎ ' مِنَ الْقُبُوْرِ ' কবর থেকে। (আর সূরা আম্বিয়ার ৯৬ আয়াতে) ' يَنْسِلُوْنَ ' অর্থ 'বের হয়ে ছুটে আসবে'।

١٢٧٩ عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ

اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِىْ جِنَازَةٍ فِىْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَاَتَانَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ اِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاِلاَّ قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً اَوْ سَعِيْدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلَى عَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلَى عَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ اَمَّا اَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى الاية .

১২৭৯ উসমান (র.).........আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বাকীউল গারফাদ (কবরস্থানে) এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। নবী করীম ﷺ আমাদের কাছে আগমণ করলেন। তিনি উপবেশন করলে আমরাও তাঁর চারদিকে বসে পড়লাম। তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল। তিনি নীচের দিকে তাকিয়ে তাঁর ছড়িটি দ্বারা মাটি খুদতে লাগলেন। এরপর বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, অথবা বললেন ঃ এমন কোন সৃষ্ট প্রাণী নেই, যার জন্য জান্নাত ও জাহান্নামে জায়গা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়নি আর এ কথা লিখে দেওয়া হয়নি যে, সে দুর্ভাগা হবে কিংবা ভাগ্যবান। তখন এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা হলে কি আমরা আমাদের ভাগ্যলিপির উপর ভরসা করে আমল করা ছেড়ে দিব না ? কেননা, আমাদের মধ্যে যারা ভাগ্যবান তারা অচিরেই ভাগ্যবানদের আমলের দিকে ধাবিত হবে। আর যারা দুর্ভাগা তারা অচিরেই দুর্ভাগাদের আমলের দিকে ধাবিত হবে। তিনি বললেন ঃ যারা ভাগ্যবান, তাদের জন্য সৌভাগ্যের আমল সহজ করে দেওয়া হয় আর ভাগ্যাহতদের জন্য দুর্ভাগ্যের আমল সহজ করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى الاية - কাজেই যে দান করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে.......। (সূরা লাইল ঃ ৫-১০)।

٨٦٦. بَابُ مَا جَاءَ فِىْ قَاتِلِ النَّفْسِ

৮৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মহত্যাকারী প্রসংগে।

١٢٨٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدَبُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِيْنَا وَمَا نَخَافُ اَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ قَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللّٰهُ بَدَرَنِىْ عَبْدِىْ بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

১২৮০ মুসাদ্দাদ (র.).......সাবিত ইব্ন যাহ্হাক (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের (অনুসারী হওয়ার) ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা হলফ করে [১] সে যেমন বলল, তেমনই হবে আর যে ব্যক্তি কোন ধারালো লোহা দিয়ে আত্মহত্যা করে তাকে তা দিয়েই জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। হাজ্জাজ ইব্ন মিন্হাল (র.) বলেন, জারীর ইব্ন হাযিম (র.) আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন হাসান (র.) থেকে, তিনি বলেন, জুন্দাব (রা.) এই মসজিদে আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন, আর তা আমরা ভুলে যাই নি এবং আমরা এ আশংকাও করিনি যে, জুন্দাব (র.) নবী ﷺ এর নামে মিথ্যা বলেছেন। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তির (দেহে) যখম ছিল, সে আত্মহত্যা করল। তখন আল্লাহ্ পাক বললেন, আমার বান্দা তার প্রাণ নিয়ে আমার সাথে তাড়াহুড়া করল। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।

١٢٨١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَّذِيْ يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِيْ يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ .

১২৮১ আবুল ইয়ামান (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) নিজেকে ফাঁস লাগাতে থাকবে আর যে ব্যক্তি বর্শার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) বর্শা বিঁধতে থাকবে।

٨٦٧. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَالْاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৮৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুনাফিকদের জানাযার সালাত আদায় করা এবং মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা মাকরূহ হওয়া।(আবদুল্লাহ্) ইব্ন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে বিষয়টি রেওয়ায়েত করেছেন।

١٢٨٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ دُعِيَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَبْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُصَلِّيْ عَلَى ابْنِ اُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا اُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَخِّرْ عَنِّيْ يَا عُمَرُ فَلَمَّا اَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ اِنِّيْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ لَوْ اَعْلَمُ اَنِّيْ اِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ فَغُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ اِلَّا يَسِيْرًا حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةٍ : وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ

১. যেমন কেউ এ ভাবে হলফ করল যে, সে যদি অমুক কাজ করে কিংবা অমুক কাজ না করে তা হলে সে ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান অথবা........................

مَاتَ اَبَدًا..وَهُمْ فَاسِقُوْنَ قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِىْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ٠

১২৮২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).......উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মুনাফিক সর্দার) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল[১] মারা গেলে তার জানাযার সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আহ্বান করা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে) দাঁড়ালে আমি দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ইব্ন উবাই-র জানাযার সালাত আদায় করতে যাচ্ছেন ? অথচ সে অমুক অমুক দিন (আপনার শানে এবং ঈমানদারদের সম্পর্কে) এই এই কথা বলেছে। এ বলে আমি তার উক্তিগুলো গুনেগুনে পুনরাবৃত্তি করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাঁসি দিয়ে বললেন, উমর, সরে যাও! আমি বারবার আপত্তি করলে তিনি বললেন, আমাকে (তার সালাত আদায় করার ব্যাপারে) ইখ্তিয়ার দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমি তা গ্রহণ করলাম। আমি যদি জানতাম যে, সত্তর বারের অধিক মাগফিরাত কামনা করলে তাকে মাফ করা হবে তা হলে আমি অবশ্যই তার চাইতে অধিক বার মাফ চাইতাম। উমর (রা.) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জানাযার সালাত আদায় করেন এবং ফিরে আসেন। এর কিছুক্ষণ পরেই সূরা বারাআতের এ দু'টি আয়াত নাযিল হল وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا....وَهُمْ فَاسِقُوْنَ তাদের কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তার জানাযার সালাত আদায় করবেন না। এমতাবস্থায় যে তারা ফাসিক। (আয়াত ঃ ৮৪) রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সামনে আমার ঐ দিনের দুঃসাহসিক আচরণ করায় আমি বিস্মিত হয়েছি। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সমধিক অবগত।

٨٦٨. بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

৮৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতব্যক্তির সম্পর্কে লোকদের সদগুণ আলোচনা।

١٢٨٣ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا ، فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتْ قَالَ هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ ٠

১২৮৩ আদম (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক সাহাবী একটি জানাযার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁরা তার প্রশংসা করলেন। তখন নবী ﷺ -বললেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেল। একটু পরে তাঁরা অপর একটি জানাযা অতিক্রম করলেন। তখন তাঁরা তার নিন্দাসূচক মন্তব্য করলেন। (এবারও) নবী ﷺ বললেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেল। তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) আরয করলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) কি ওয়াজিব হয়ে গেল ? তিনি বললেন ঃ এ (প্রথম) ব্যক্তি

১. মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্র পিতার নাম ছিল উবাই, আর মাতার নাম ছিল সালূল। তাই তাকে ইব্ন সালূলও বলা হত।

সম্পর্কে তোমরা উত্তম মন্তব্য করলে, তাই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আর এ (দ্বিতীয়) ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা নিন্দাসূচক মন্তব্য করায় তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। তোমরা তো পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র সাক্ষী।

١٢٨٤ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِى الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَجَلَسْتُ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرٰى فَأُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا خَيْرًا ، فَقَالَ وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا شَرًّا ، فَقَالَ وَجَبَتْ ، قَالَ اَبُو الْاَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْاَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ .

১২৮৪ আফ্‌ফান ইব্‌ন মুসলিম (র.).......আবুল আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় আসলাম, তখন সেখানে একটি রোগ (মহামারী আকারে) ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) এর কাছে বসাছিলাম। এ সময় তাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করল। তখন জানাযার লোকটি সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হল। উমর (রা.) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর অপর একটি (জানাযা) অতিক্রম করল, তখন সে লোকটি সম্পর্কেও প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হল। (এবারও) তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর তৃতীয় একটি (জানাযা) অতিক্রম করল, লোকটি সম্বন্ধে নিন্দাসূচক মন্তব্য করা হল। তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। আবুল আসওয়াদ (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! কি ওয়াজিব হয়ে গেল ? তিনি বললেন, আমি তেমনই বলেছি, যেমন নবী ﷺ বলেছিলেন, যে কোন মুসলমান সম্পর্কে চার ব্যক্তি ভাল হওয়ার সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। উমর (রা.) বলেন) তখন আমরা বলেছিলাম, তিন জন হলে ? তিনি বললেন, তিনজন হলেও। আমরা বললাম, দু'জন হলে ? তিনি বললেন, দু'জন হলেও। তারপর আমরা একজন সম্পর্কে আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করি নি।

٨٦٩. بَابُ مَا جَاءَ فِىْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَوْلُ اللّٰهِ : وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْهُوْنُ هُوَ الْهَوَانُ وَالْهَوْنُ الرِّفْقُ وَقَوْلُهُ : سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ، وَقَوْلُهُ : وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ، اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ .

৮৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ কবর আযাব প্রসংগে। আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ— وَ لَوْ تَرَى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ আর যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন যালিমরা মৃত্যু যাত্নায় থাকবে এবং ফিরিশ্‌তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও, আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে।(সূরা আল—আন'আম ঃ ৯৩) আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী (র.)) বলেন, 'اَلْهُوْنُ' অর্থ 'اَلْهَوَانُ' অর্থাৎ অবমাননা। (আর সূরা আল—ফুরকানের ৬৩ আয়াতে) 'اَلْهَوْنُ' অর্থ 'اَلرِّفْقُ' অর্থাৎ নম্রতা। আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ অচিরেই আমি তাদেরকে দু'বার (বারবার) শাস্তি দিব। পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহাশাস্তির দিকে। (সূরা তাওবাঃ ১০১) এবং তাঁর বাণী ঃ وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ الاية আর নিকৃষ্ট (কঠিন) শাস্তি ফের'আউন গোষ্ঠিকে ঘিরে ফেলল, সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় জাহান্নামের সামনে, আর যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন বলা হবে) ফির'আউন গোষ্ঠিকে প্রবিষ্ট কর কঠিন শাস্তিতে (সূরা মু'মিন ঃ ৪৫—৪৬)

١٢٨٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اُقْعِدَ مُؤْمِنُ فِىْ قَبْرِهِ اُتِىَ ثُمَّ شَهِدَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ٠

১২৮৫ হাফস ইব্ন উমর (র.)........বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'মিন ব্যক্তিকে যখন তার কবরে বসানো হয় তখন তার কাছে উপস্থিত করা হবে ফিরিশ্‌তাগণকে। তারপর (ফিরিশ্‌তাগণের জিজ্ঞাসার জওয়াবে) সে সাক্ষ্য প্রদান করে যে لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ -আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল। ঐ বিষয়টির প্রতি ইংগিত করেছে আল্লাহ্‌র কালাম ঃ আল্লাহ্ পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে অবিচল রাখবেন সে সকল লোককে যারা ঈমান এনেছে, শাশ্বত বাণীতে (কলেমা তৈয়্যিবা)। (১৪ঃ ২৭)

١٢٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا وَزَادَ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا نَزَلَتْ فِىْ عَذَابِ الْقَبْرِ ٠

১২৮৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র.).........শু'বা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন যে, يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (আল্লাহ্ অবিচল রাখবেন যারা ঈমান এনেছে.....১৪ ঃ ২৭) এ আয়াত কবরের আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

১২৮৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ قَالَ اِطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى اَهْلِ الْقَلِيْبِ فَقَالَ وَجَدْتُّمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقِيْلَ لَهُ تَدْعُوْ اَمْوَاتًا قَالَ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لاَ يُجِيْبُوْنَ .

১২৮৭ আলী ইবন আবদুল্লাহ্......ইবন উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (বদরে নিহত) গর্তবাসীদের[১] দিকে ঝুঁকে দেখে বললেন ঃ তোমাদের সাথে তোমাদের রব যে ওয়াদা করেছিলেন, তা তোমরা বাস্তব পেয়েছো তো ? তখন তাঁকে বলা হল, আপনি মৃতদের ডেকে কথা বলছেন ? (ওরা কি শুনতে পায়?) তিনি বললেন ঃ তোমরা তাদের চাইতে বেশী শুনতে পাও না, তবে তারা সাড়া দিতে পারছে না।

১২৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ الْاٰنَ اَنْ مَا كُنْتُ اَقُوْلُ حَقٌّ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالٰى : اِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتٰى .

১২৮৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, নিশ্চয়ই তারা এখন ভালভাবে জানতে (ও বুঝতে) পেরেছে যে, (কবর আযাব প্রসঙ্গে) আমি তাদের যা বলতাম তা বাস্তব। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ আপনি (হে নবী!) নিশ্চিতই মৃতদের (কোন কথা) শোনাতে পারেন না।

১২৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ سَمِعْتُ الْاَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَاَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعْدُ صَلّٰى صَلاَةً اِلاَّ تَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ زَادَ غُنْدَرٌ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ .

১২৮৯ আব্দান (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহুদী স্ত্রীলোক আয়িশা (রা.)-এর কাছে এসে কবর আযাব সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁকে (দু'আ করে) বলল, আল্লাহ্ আপনাকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করুন! পরে আয়িশা (রা.) কবর আযাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ, কবর আযাব (সত্য)। আয়িশা (রা.) বলেন, এরপর থেকে নবী ﷺ-কে এমন কোন সালাত আদায় করতে আমি দেখিনি, যাতে তিনি কবর আযাব থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেননি। [এ হাদীসের বর্ণনায়] গুনদার অধিক উল্লেখ করেছেন যে, কবর আযাব বাস্তব সত্য।

১২৯০ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ

১. 'القليب' ঃ পুরাতন গর্ত বা খাদ যে গর্তের মুখ বন্ধ করা হয় নি। বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিক দলনেতা আবু জাহল গংদের একটি গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, এটাকেই 'قليب' (বদরের গর্ত বা খাদ) বলা হয়।

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِيْ يَفْتَتِنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً ·

১২৯০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলাইমান (র.)........উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি আসমা বিন্ত আবূ বাকর (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন, তাতে তিনি কবরে মানুষ যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তার বর্ণনা দিলে মুসলমানগণ ভয়ার্ত চিৎকার করতে লাগলেন।

১২৯১ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَ رَسُوْلُهُ فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَلَنَا اَنَّهُ يُفْسَحُ فِيْ قَبْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى حَدِيْثِ اَنَسٍ قَالَ وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوْ الْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِيْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ ، فَيُقَالُ لاَدَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ ·

১২৯১ আইয়াশ ইব্ন ওয়ালীদ (র.)........আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (মৃত) বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথী এতটুকু মাত্র দূরে যায় যে সে (মৃত ব্যক্তি) তখনও তাদের জুতার আওয়ায শুনতে পায়। এ সময় দু'জন ফিরিশ্তা তার কাছে এসে তাকে বসান এবং তাঁরা বলেন, এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তুমি কি বলতে? তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাঁকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থান স্থলটির দিকে নযর কর, আল্লাহ্ তোমাকে তার বদলে জান্নাতের একটি অবস্থান স্থল দান করেছেন। তখন সে দু'টি স্থলের দিকেই দৃষ্টি করে দেখবে। কাতাদা (র.) বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে ব্যক্তির জন্য তাঁর কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। এরপর তিনি (কাতাদা) পুনরায় আনাস (রা.) এর হাদীসের বর্ণনায় ফিরে আসেন। তিনি (আনাস) (রা.) বলেন, আর মুনাফিক বা কাফির ব্যক্তিকেও প্রশ্ন করা হবে তুমি এ ব্যক্তি (মুহাম্মদ ﷺ) সম্পর্কে কি বলতে? সে উত্তরে বলবে, আমি জানি না। লোকেরা যা বলতে আমি তা-ই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি না নিজে জেনেছ, না তিলাওয়াত করে শিখেছ। আর তাকে লোহার মুগুর দ্বারা এমনভাবে আঘাত করা হবে, যার ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করে উঠবে যে, দু' জাতি (মানব ও জিন্ন) ব্যতীত তার আশপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে।

٨٧٠. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

৮৭০. অনুচ্ছেদ ঃ কবরে আযাব থেকে পানাহ চাওয়া।

١٢٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنٌ سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

১২৯২ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র.)........আবূ আইয়ূব (আনসারী রা.) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) সূর্য ডুবে যাওয়ার পর নবী ﷺ বের হলেন। তখন তিনি একটি আওয়ায শুনতে পেয়ে বললেন ঃ ইয়াহূদীদের কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে। (এটা আযাব দেওয়ার বা আযাবের ফিরিশ্তাগণের বা ইয়াহূদীদের আওয়ায।) (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) নযর (র.).............. আবূ আইয়ুব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (অনুরূপ) বলেছেন।

١٢٩٣ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِي ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

১২৯৩ মু'আল্লা (র.)......বিন্ত খালিদ ইব্ন সায়ীদ ইব্ন আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ -কে কবর আযাব থেকে পানাহ চাইতে শুনেছেন।

١٢٩٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُو اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

১২৯৪ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দু'আ করতেন, ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার সমীপে পানাহ চাচ্ছি কবর আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন ও মরণের ফিত্না থেকে এবং মাসীহ্ দাজ্জাল এর ফিত্না থেকে।

٨٧١. بَابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

৮৭১. অনুচ্ছেদ ঃ গীবত এবং পেশাবে (অসতর্কতা)—এর কারণে কবর আযাব।

١٢٩٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلٰى اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعٰى بِالنَّمِيْمَةِ ، وَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ اَخَذَ عُوْدًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا ۔

১২৯৫ কুতাইবা (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) নবী ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ ঐ দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে আর কোন কঠিন কাজের কারণে তাদের আযাব দেওয়া হচ্ছে না। এরপর তিনি ﷺ বললেন ঃ হাঁ (আযাব দেওয়া হচ্ছে) তবে তাদের একজন পরনিন্দা করে বেড়াত, অন্যজন তার পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না। (রাবী বলেন) এরপর তিনি একটি তাজা ডাল নিয়ে তা দু'খণ্ডে ভেংগে ফেললেন। তারপর সে দু' খণ্ডের প্রতিটি এক এক কবরে পুঁতে দিলেন। এরপর বললেন ঃ আশা করা যায় যে এ দু'টি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের আযাব লঘু করা হবে।

٨٧٢. بَابُ الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

৮৭২. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির সামনে সকালে ও সন্ধ্যায় (জান্নাত ও জাহান্নামে তার অবস্থান স্থল) উপস্থাপন করা হয়।

١٢٩٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۔

১২৯৬ ইসমায়ীল (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থান স্থল উপস্থাপন করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তবে (অবস্থান স্থল) জান্নাতীদের মধ্যে দেখানো হয়। আর সে জাহান্নামী হলে, তাকে জাহান্নামীদের (অবস্থান স্থল দেখানো হয়) আর তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তোমার অবস্থান স্থল, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ পাক তোমাকে উত্থিত করা পর্যন্ত।

٨٧٣. بَابُ كَلاَمِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجِنَازَةِ

৮৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ খাটিয়ার উপর থাকাবস্থায় মৃত ব্যক্তির কথা বলা।

١٢٩٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ سَعِيْدُ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ

صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِيْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَاوَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ.

১২৯৭ কুতাইবা (র.).........আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রেখে লোকেরা যখন কাঁধে বহণ করে নিয়ে যায় তখন সে নেক্‌কার হলে বলতে থাকে, আমাকে এগিয়ে নিয়ে চল, আমাকে এগিয়ে নিয়ে চল, আর সে নেক্‌কার না হলে বলতে থাকে হায় আফসুস! এটাকে নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? মানুষ ব্যতীত সব কিছুই তার এ আওয়ায শুনতে পায়। মানুষেরা তা শুনতে পেলে অবশ্যই বেহুঁশ হয়ে যেত।

٨٧٤. بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ اَوْلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ اَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ

৮৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের (না–বালিগ) সন্তানদের বিষয়ে যা বলা হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তির এমন তিনটি সন্তান মারা যায় যারা বালিগ হয়নি, তারা (মাতাপিতার জন্য) জাহান্নাম থেকে আবরন হয়ে যাবে। অথবা (তিনি বলেছেন) সে ব্যক্তি জান্নাতে দাখিল হবে।

١٢٩٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوْتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ .

১২৯৮ ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে কোন মুসলিম ব্যক্তির এমন তিনটি (সন্তান) মারা যাবে, যারা বালিগ হয়নি, আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি তাঁর রাহমাতের ফযলে সে ব্যক্তিকে (মা-বাপকে) জান্নাতে দাখিল করবেন।

١٢٩٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ .

১২৯৯ আবুল ওয়ালীদ (র.).........বারা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নবী তনয়) ইব্‌রাহীম (রা.) এর ওফাত হলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাঁর জন্য তো জান্নাতে একজন দুধ-মা রয়েছেন।

٨٧٥. بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ اَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ

৮৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের শিশু সন্তান প্রসঙ্গে।

١٣٠٠ حَدَّثَنَا حِبَّانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَوْلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُ اِذْ خَلَقَهُمْ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ ·

১৩০০ হিব্‌বান ইব্‌ন মূসা (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মুশরিকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাদের সৃষ্টি লগ্নেই তাদের ভবিষ্যৎ আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

١٣٠١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ ·

১৩০১ আবুল ইয়ামান (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কে মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন ঃ আল্লাহ্ তাদের ভবিষ্যৎ আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

١٣٠٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيْمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةَ هَلْ تَرَى فِيْهَا جَدْعَاءَ ·

১৩০২ আদম (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক নবজাতক ফিত্‌রতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার মাতাপিতা তাকে ইয়াহূদী বা খৃষ্টান অথবা অগ্নি উপাসকরূপে রূপান্তরিত করে, যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাংগ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখেছ?

٨٧٦. بَابٌ

৮৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ

١٣٠٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلّٰى صَلَاةً اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَاِنْ رَاٰى اَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُوْلُ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَسَاَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَاٰى اَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ لٰكِنِّيْ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِيْ فَاَخْرَجَانِيْ اِلَى الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَاِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوْبٌ مِنْ حَدِيْدٍ قَالَ

بَعْضُ اَصْحَابِنَا عَنْ مُوْسٰى اِنَّهُ يُدْخِلُ ذٰلِكَ الْكَلُّوْبَ فِيْ شِدْقِهِ حَتّٰى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْاٰخَرِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هٰذَا فَيَعُوْدُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلٰى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلٰى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ اَوْ صَخْرَةٍ فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ فَاِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ اِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلاَ يَرْجِعُ اِلٰى هٰذَا حَتّٰى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ اِلَيْهِ فَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا اِلٰى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّوْرِ اَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَاَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا فَاِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوْا حَتّٰى كَادَ اَنْ يَخْرُجُوْا فَاِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوْا فِيْهَا وَفِيْهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلٰى وَسَطِ النَّهْرِ وَقَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ بْنِ حَازِمٍ وَعَلٰى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِىْ فِى النَّهْرِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِيْ فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمٰى فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى انْتَهَيْنَا اِلٰى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيْهَا شَجَرَةٌ عَظِيْمَةٌ وَفِيْ اَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ وَاِذَا رَجُلٌ قَرِيْبٌ مِنَ الشَّجَرِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوْقِدُهَا فَصَعِدَابِيْ فِى الشَّجَرَةِ وَاَدْخَلاَنِيْ دَارًا لَمْ اَرَ قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا فِيْهَا رِجَالٌ شُيُوْخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ، ثُمَّ اَخْرَجَانِيْ مِنْهَا فَصَعِدَابِيْ الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلاَنِيْ دَارًا هِيَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ فِيْهَا شُيُوْخٌ وَشَبَابٌ قُلْتُ طَوَّفْتُمَانِيْ اللَّيْلَةَ فَاَخْبِرَانِيْ عَمَّا رَاَيْتُ – قَالاَ نَعَمْ : اَمَّا الَّذِىْ رَاَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتّٰى تَبْلُغَ الْاٰفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِىْ رَاَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيْهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِىْ رَاَيْتَهُ فِى الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالَّذِىْ رَاَيْتَهُ فِى النَّهْرِ اٰكِلُوا الرِّبَا وَالشَّيْخُ فِيْ اَصْلِ الشَّجَرَةِ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَاَوْلاَدُ النَّاسِ وَالَّذِىْ يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَالدَّارُ الْاُوْلٰى الَّتِىْ دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَاَنَا جِبْرِيْلُ وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَاِذَا فَوْقِيْ مِثْلُ السَّحَابِ قَالاَ ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِيْ اَدْخُلْ مَنْزِلِيْ قَالاَ اِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوِاسْتَكْمَلْتَ اَتَيْتَ مَنْزِلَكَ ۔

১৩০৩ মূসা ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.)......সামুরা ইব্‌ন জুনদাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী

ﷺ (ফজর) সালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কেউ গত রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি ? (বর্ণনাকারী) বলেন, কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে তিনি তা বিবৃত করতেন। তিনি তখন আল্লাহ্‌র মর্জি মুতাবিক তাবীর বলতেন। একদিন আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কেউ কি কোন স্বপ্ন দেখেছ ? আমরা বললাম, জী না। নবী ﷺ বললেন ঃ গত রাতে আমি দেখলাম, দু'জন লোক এসে আমার দু'হাত ধরল আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চললো। হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর এক ব্যক্তি লোহার আকড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছে। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) আমাদের এক সাথী মূসা (র.) বর্ণনা করেছেন যে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তির (এক পাশের) চোয়ালটা এমনভাবে আকড়াধারী বিদ্ধ করছিল যে, তা (চোয়াল বিদীর্ণ করে) মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল। তারপর অপর চোয়ালটিও পূর্ববৎ বিদীর্ণ করল। ততক্ষণে প্রথম চোয়ালটা জোড়া লেগে যাচ্ছিল। আকড়াধারী ব্যক্তি পুনরায় সেরূপ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি হচ্ছে ? সাথীদ্বয় বললেন, (পরে বলা হবে এখন) চলুন। আমরা চলতে চলতে চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির পাশে এসে উপস্থিত হলাম, তার শিয়রে পাথর হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পাথর দিয়ে তার মাথা চূর্ণ করে দিচ্ছিল। নিক্ষিপ্ত পাথর দূরে গড়িয়ে যাওয়ার ফলে তা তুলে নিয়ে শায়িত ব্যক্তির নিকট ফিরে আসার পূর্বেই বিচূর্ণ মাথা পূর্ববৎ জোড়া লেগে যাচ্ছিল। সে পুনরায় মাথার উপরে পাথর নিক্ষেপ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটি কে ? তাঁরা বললেন, চলুন। আমরা অগ্রসর হয়ে চুলার ন্যায় এক গর্তের নিকট উপস্থিত হলাম। গর্তের উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ ও নীচের অংশ প্রশস্থ এবং এর নীচদেশ থেকে আগুন জ্বলছিল। আগুন গর্ত মুখের নিকটবর্তী হলে সেখানের লোকগুলোও উপরে চলে আসত যেন তারা গর্ত থেকে বের হয়ে যাবে। আগুন ক্ষীণ হয়ে গেলে তারাও (তলদেশে) ফিরে যায়। গর্তের মধ্যে বহুসংখ্যক উলঙ্গ নারী-পুরুষ ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা ? তাঁরা বললেন, চলুন। আমরা চলতে চলতে একটি রক্ত প্রবাহিত নদীর নিকট উপস্থিত হলাম। নদীর মাঝখানে এক ব্যক্তি দাঁড়ানো ছিল, (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন ও ওহাব ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন হাযিম (র.) বর্ণনায় وَ عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ রয়েছে। নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি যার সামনে ছিল পাথর। নদীর মাঝখানের লোকটি নদী থেকে বের হয়ে আসার জন্য অগ্রসর হলেই তীরে দাঁড়ানো লোকটি সে ব্যক্তির মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করত, এতে সে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে দিত। এমনভাবে যতবার সে তীরে উঠে আসতে চেষ্টা করে ততবার সে ব্যক্তি তার মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করে পূর্বস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য করে। আমি জানতে চাইলাম, এ ঘটনার কারণ কি ? তাঁরা বললেন, চলতে থাকুন। আমরা চলতে চলতে একটি সবুজ বাগানে উপস্থিত হলাম। এতে একটি বড় গাছ ছিল। গাছটির গোড়ায় একজন বয়ঃবৃদ্ধ লোক ও বেশ কিছু বালক-বালিকা ছিল। হঠাৎ দেখি যে, গাছটির সন্নিকটে এক ব্যক্তি সামনে আগুন রেখে তা প্রজ্জলিত করছিল। সাথীদ্বয় আমাকে নিয়ে গাছে আরোহণ করে এমন একটি বাড়ীতে প্রবেশ করালেন যে, এর চেয়ে সুদৃশ্য বাড়ী পূর্বে আমি কখনো দেখিনি। বাড়ীতে বহু সংখ্যক বৃদ্ধ, যুবক, নারী এবং বালক-বালিকা ছিল। এরপর তাঁরা আমাকে সেখান হতে বের করে নিয়ে গাছে আরো উপরে আরোহণ করে অপর একটি বাড়ীতে প্রবেশ করালেন। এটা পূর্বাপেক্ষা অধিক সুদৃশ্য ও সুন্দর। বাড়ীটিতে কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক অবস্থান করছলেন। আমি বললাম, আজ রাতে আপনারা

আমাকে (বহুদূর পর্যন্ত) ভ্রমণ করালেন। এখন বলুন, যা দেখলাম তার তাৎপর্য কি ? তাঁরা বললেন হাঁ, আপনি যে ব্যক্তির চোয়াল বিদীর্ণ করার দৃশ্য দেখলেন সে মিথ্যাবাদী; মিথ্যা কথা বলে বেড়াতো, তার বিবৃত মিথ্যা বর্ণনা ক্রমাগত বর্ণিত হয়ে দূর দূরান্তে পৌছে যেতো। কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এ ব্যবহার করা হবে। আপনি যার মাথা চূর্ণ করতে দেখলেন, সে এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ কুরআনের শিক্ষা দান করেছিলেন, কিন্তু রাতের বেলায় সে কুরআন থেকে বিরত হয়ে নিদ্রা যেতো এবং দিনের বেলায় কুরআন অনুযায়ী আমল করতো না। তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এরূপই করা হবে। গর্তের মধ্যে যাদেরকে আপনি দেখলেন, তারা ব্যভিচারী। (রক্ত প্রবাহিত) নদীতে আপনি যাকে দেখলেন, সে সুদখোর। গাছের গোড়ায় যে বৃদ্ধ ছিলেন তিনি ইব্‌রাহীম (আ.) এবং তাঁর চারপাশের বালক-বালিকারা মানুষের সন্তান। যিনি আগুন জ্বালাচ্ছিলেন তিনি হলেন, জাহান্নামের খাযিন মালিক নামক ফিরিশ্‌তা। প্রথম যে বাড়ীতে আপনি প্রবেশ করলেন তা সাধারণ মু'মিনদের বাসস্থান। আর এ বাড়ীটি হলো শহীদগণের আবাস। আমি (হলাম) জিব্‌রাঈল আর ইনি হলেন মীকাঈল। (এরপর জিব্‌রাঈল আমাকে বললেন) আপনার মাথা উপরে উঠান। আমি উঠিয়ে মেঘমালার ন্যায় কিছু দেখতে পেলাম। তাঁরা বললেন, এটাই হলো আপনার আবাসস্থল। আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন আমি আমার আবাসস্থলে প্রবেশ করি। তাঁরা বললেন, এখনো আপনার হায়াতের কিছু সময় অবশিষ্ট রয়ে গেছে যা পূর্ণ হয়নি। অবশিষ্ট সময় পূর্ণ হলে অবশ্যই আপনি নিজ আবাসে চলে আসবেন।

٨٧٧. بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ

৮৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ সোমবারে মৃত্যু।

١٣٠٤ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ فِيْ كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ فِيْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ وَقَالَ لَهَا فِيْ اَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ قَالَ فَاَيُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالَتْ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ - قَالَ اَرْجُوْ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ اِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيْهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، فَقَالَ اغْسِلُوْا ثَوْبِيْ هٰذَا وَزِيْدُوْا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُوْنِيْ فِيْهَا قُلْتُ اِنَّ هٰذَا خَلَقٌ قَالَ اِنَّ الْحَيَّ اَحَقُّ بِالْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيِّتِ اِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ فَلَمْ يُتَوَفَّى حَتّٰى اَمْسٰى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ ٠

১৩০৪ মু'আল্লা ইব্‌ন আসাদ (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ বকর (রা.) এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কয়খণ্ড কাপড়ে তোমরা নবী ﷺ -কে কাফন দিয়েছিলে ? আয়িশা (রা.) বললেন, তিন খণ্ড সাদা সাহুলী কাপড়ে, এগুলোতে (সেলাইকৃত) জামা ও পাগড়ী ছিল না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোন দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকাল করেন ? আয়িশা (রা.) বলেন, সোমবার। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কি বার ? তিনি (আয়িশা (রা.) বললেন, আজ

সোমবার। তিনি (আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি আশা করি এখন থেকে আগত রাতের মধ্যে (আমার মৃত্যু হবে)। এরপর অসুস্থকালীন আপন পরিধেয় কাপড়ের প্রতি লক্ষ্য করে তাতে জাফরানী রং এর চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, আমার এ কাপড়টি ধুয়ে তার সাথে আরো দু'খণ্ড কাপড় বৃদ্ধি করে আমার কাফন দিবে। আমি (আয়িশা) বললাম, এটা (পরিধেয় কাপড়টি) পুরাতন। তিনি বললেন, মৃত ব্যক্তির চেয়ে জীবিতদের নতুন কাপড়ের প্রয়োজন অধিক। আর কাফন হলো বিগলিত শবদেহের জন্য। তিনি মঙ্গলবার রাতের সন্ধ্যায় ইন্তিকাল করেন, প্রভাতের পূর্বেই তাঁকে দাফন করা হয়।

٨٧٨. بَابُ مَوْتِ الْفَجْاَةِ بَغْتَةً

৮৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ আকস্মিক মৃত্যু।

١٣٠٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ هِشَامُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَجُلاً قَالَ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اُمِّيْ اُفْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا اَجْرُ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ ·

১৩০৫ সায়ীদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে বললেন, আমার জননীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হলে কিছু সাদাকা করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হতে সাদাকা করলে তিনি এর সাওয়াব পাবেন কি ? তিনি (নবী ﷺ) বললেন, হাঁ (অবশ্যই পাবে)।

٨٧٩. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَاَقْبَرَهُ اَقْبَرْتُ الرَّجُلَ اَقْبِرُهُ اِذَا جَعَلْتَ قَبْرًا وَقَبَرْتُهُ دَفَنْتُهُ كِفَاتًا يَكُوْنُوْنَ فِيْهَا اَحْيَاءً وَيُدْفَنُوْنَ فِيْهَا اَمْوَاتًا

৮৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ, আবূ বকর ও উমর (রা.) এর কবরের বর্ণনা। (আল্লাহ্র বাণী)

'فَاَقْبَرَهُ' তাকে কবরস্থ করলেন। 'اَقْبَرْتُ اَقْبِرُهُ الرَّجُلَ' তখন বলবে যখন তুমি কারোর জন্য কবর তৈরী করবে। 'قَبَرْتُهُ دَفَنْتُهُ' অর্থাৎ কবরস্থ করা 'كِفَاتًا' অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করবে ও মৃত্যুর পর এর মধ্যে সমাহিত হবে।

١٣٠٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَتَعَذَّرُ فِيْ مَرَضِهِ اَيْنَ اَنَا الْيَوْمَ اَيْنَ اَنَا غَدًا اِسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِيْ قَبَضَهُ اللّٰهُ بَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ وَدُفِنَ فِيْ بَيْتِيْ·

১৩০৬ ইসমায়ীল ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হারব (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোগশয্যায় (স্ত্রীগণের নিকট অবস্থানের) পালার সময় কাল জানতে চাইতেন। আমার অবস্থান আজ কোথায় হবে? আগামি কাল কোথায় হবে? আয়িশা (রা.) এর পালা বিলম্বিত হচ্ছে বলে ধারণা করেই এ প্রশ্ন করতেন। (আয়িশা (রা.) বলেন) যে দিন আমার পালা আসলো, সেদিন আল্লাহ্ তাঁকে আমার কণ্ঠদেশ ও বক্ষের মাঝে (হেলান দেওয়া অবস্থায়) রূহ্ কব্‌য করলেন এবং আমার ঘরে তাঁকে দাফন করা হয়।

١٣٠٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلَا ذٰلِكَ اُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ اَنَّهُ خَشِىَ اَوْ خُشِىَ اَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا وَعَنْ هِلَالٍ قَالَ كَنَّانِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُوْلَدْلِىْ ٠

১৩০৭ মূসা ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্তিম রোগশয্যায় বলেন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্‌র লানত হোক। কারণ, তারা নিজেদের নবীগণের কবরকে সিজ্‌দার স্থানে পরিণত করেছে। (রাবী উরওয়া বলেন) এরূপ আশংকা না থাকলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কবরকে (ঘরের বেষ্টনীতে সংরক্ষিত না রেখে) খোলা রাখা হতো। কিন্তু তিনি (নবী ﷺ) আশংকা করেন বা অশংকা করা হয় যে, পরবর্তিতে একে মসজিদে পরিণত করা হবে। রাবী হিলাল (র.) বলেন, উরওয়া আমাকে (আবূ আমর) কুনিয়াতে ভূষিত করেন আর তখন পর্যন্ত আমি কোন সন্তানের পিতা হইনি।

١٣٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ رَاٰى قَبْرَ النَّبِىِّ ﷺ مُسَنَّمًا ٠

১৩০৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র.).......সুফিয়ান তাম্মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি নবী ﷺ-এর রাওযা উটের কুচের ন্যায় (উচু) দেখেছেন।

١٣٠٩ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِيْهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِىْ زَمَانِ الْوَلِيْدِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَخَذُوْا فِىْ بِنَائِهِ فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزِعُوْا وَظَنُّوْا اَنَّهَا قَدَمُ النَّبِىِّ ﷺ فَمَا وَجَدُوْا اَحَدًا يَعْلَمُ ذٰلِكَ حَتّٰى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ لَا وَ اللّٰهِ مَا هِىَ قَدَمُ النَّبِىِّ ﷺ مَا هِىَ اِلَّا قَدَمُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اَوْصَتْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَا تَدْفِنِّىْ مَعَهُمْ وَادْفِنِّىْ مَعَ صَوَاحِبِىْ بِالْبَقِيْعِ لَا اُزَكّٰى بِهِ اَبَدًا ٠

১৩০৯ ফারওয়া (র.)......উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক এর শাসনামলে যখন (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাওযার) বেষ্টনী দেওয়াল ধসে পড়ে, তখন তাঁরা সংস্কার করতে আরম্ভ করলে একটি পা প্রকাশ পায়, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কদম মুবারক বলে ধারণা করার কারণে লোকেরা খুব ঘাবড়ে যায়। সনাক্ত করার মত কাউকে তারা পায় নি। অবশেষে উরওয়া (র.) তাদের বললেন, আল্লাহ্র কসম! এ নবী ﷺ -এর কদম মুবারক নয় বরং এতো উমর (রা.)-এর পা। (ইমাম বুখারী (রা.) বলেন) হিশাম (র.) তার পিতা সূত্রে......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা.)-কে অসিয়্যত করেছিলেন, আমাকে তাঁদের (নবী ﷺ ও তাঁর দু' সাহাবী) পাশে দাফন করবে না। বরং আমাকে আমার সঙ্গিনী (অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীন)-দের সাথে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করবে। (নবী ﷺ) এর পাশে সমাহিত হওয়ার কারণে আমি যেন বিশেষ প্রসংশিত না হই)।

١٣١٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ الْاَوْدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يَا عَبْــدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اذْهَبْ اِلَى اُمِّ الْـمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقُلْ يَقْــرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلَامَ ثُمَّ سَلْهَا اَنْ اُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ قَالَتْ كُنْتُ اُرِيْدُهُ لِنَفْــسِيْ فَلَاُوْثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْــسِيْ . فَلَمَّا اَقْــبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ قَالَ اَذِنَتْ لَكَ يَا اَمِيْــرَ الْـمُؤْمِنِيْنَ – قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ اَهَمَّ اِلَيَّ مِنْ ذٰلِكَ الْـمَضْــجَعِ فَاِذَا قُبِضْتُ فَاحْــمِلُوْنِيْ ثُمَّ سَلِّمُوْا ثُمَّ قُلْ يَسْــتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاِنْ اَذِنَتْ لِيْ فَادْفِنُوْنِيْ وَاِلاَّ فَرُدُّوْنِيْ اِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ اِنِّيْ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا اَحَقُّ بِهٰذَا الْاَمْرِ مِنْ هٰؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنِ اسْتَخْلَفُوْا بَعْدِيْ فَهُوَ الْخَلِيْفَةُ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَاَطِيْعُوْا فَسَمَّى عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَبْشِرْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرَى اللّٰهِ كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الْاِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هٰذَا كُلِّهِ فَقَالَ لَيْتَنِيْ يَا ابْنَ اَخِيْ وَذٰلِكَ كَفَافًا لاَ عَلَيَّ وَلَا لِيْ اُوْصِي الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِيْ بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ خَيْرًا اَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَاَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَاُوْصِيْهِ بِالْاَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ اَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيُعْفٰى عَنْ مُسِيْئِهِمْ وَاُوْصِيْــهِ بِذِمَّةِ اللّٰهِ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ اَنْ يُوْفٰى لَهُمْ بِعَهْــدِهِمْ وَاَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَاَنْ لاَ يُكَلَّفُوْا فَوْقَ طَاقَتِهِـمْ .

১৩১০ কুতাইবা (র.)......আমর ইব্ন মায়মুন আওদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর

রা.)-কে দেখেছি, তিনি আপন পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে ডেকে বললেন, তুমি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর নিকট গিয়ে বল, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এরপর আমাকে আপন সাথীদ্বয় (নবী ﷺ ও আবূ বাকর)-এর পাশে দাফন করতে তিনি রাযী আছেন কি না ?[১] আয়িশা (রা.) বললেন, আমি পূর্ব থেকেই নিজের জন্য এর আশা পোষণ করতাম, কিন্তু আজ উমর (রা.)-কে নিজের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। আবদুল্লাহ্ (রা.) ফিরে এলে উমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বার্তা নিয়ে এলে ? তিনি বললেন হে, আমীরুল মু'মিনীন! তিনি (আয়িশা (রা.)) আপনার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। উমর (রা.) বললেন, সেখানে শয্যা লাভ করাই আমার কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মৃত্যুর পর আমার শবদেহ বহন করে (আয়িশা (রা.) এর নিকট উপস্থিত করে) তাঁকে সালাম জানিয়ে বলবে, উমর ইব্ন খাত্তাব (পুনঃরায়) আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। তিনি অনুমতি দিলে, সেখানে আমাকে দাফন করবে। অন্যথায় আমাকে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তারপর উমর (রা.) বলেন, এ কয়েকজন ব্যক্তি যাঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁদের অপেক্ষা অন্য কাউকে আমি এ খিলাফতের (দায়িত্বপালনে) অধিক যোগ্য বলে মনে করি না। তাই আমার পর তাঁরা (তাঁদের মধ্য থেকে) যাঁকে খলীফা মনোনীত করবেন তিনি খলীফা হবেন। তোমরা সকলেই তাঁর আদেশ মেনে চলবে, তাঁর আনুগত্য করবে। এ বলে তিনি উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ ও সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-এর নাম উল্লেখ করলেন। এ সময়ে এক আনসারী যুবক উমর (রা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ প্রদত্ত সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি ইসলামের ছায়াতলে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন যা আপনিও জানেন। এরপর আপনাকে খলীফা নিযুক্ত করা হয় এবং আপনি ন্যায়বিচার করেছেন। সর্বোপরি আপনি শাহাদাত লাভ করছেন। উমর (রা.) বললেন, হে ভাতিজা! যদি তা আমার জন্য লাভ লোকসানের না হয়ে বরাবর হয়, তবে কতই না ভাল হবে। (তিনি বললেন) আমার পরবর্তী খলীফাকে ওয়াসিয়্যাত করে যাচ্ছি, তিনি যেন প্রথম দিকের মুহাজিরদের ব্যাপারে যত্নবান হন, তাঁদের হক আদায় করে চলেন, যেন তাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন। আমি তাঁকে আনসারদের সাথেও সদাচারের উপদেশ দেই, যারা ঈমান ও মদীনাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন, যেন তাঁদের মধ্যকার সৎকর্মশীলদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং তাঁদের মধ্যকার (লঘু) অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সর্বশেষে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর দায়িত্বভুক্ত (সর্বস্তরের মু'মিনদের সম্পর্কে) সতর্ক করে দিচ্ছি যেন মু'মিনদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হয়, তাদের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা হয় এবং সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়।

৮৮০. بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

৮৮০. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতদেরকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ।

১. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাওযা মুবারক আয়িশা (রা.)-এর ঘর বিধায় এর মালিকানা তাঁর থাকায় উমর (রা.)-এর দাফনে অনুমতির প্রয়োজন ছিল।

١٣١١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا وَرَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ عَنِ الْاَعْمَشِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الْاَعْمَشِ تَابَعَهُ عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ وَابْنُ عَرْعَرَةَ وَابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ ·

১৩১১ আদম (র.).........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা মৃতদের গালমন্দ কর না। কেননা, তারা আপন কৃত কর্মের ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল কুদ্দস ও মুহাম্মদ ইব্ন আনাস (র.) আমাশ (র.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আলী ইব্ন জা'দ, ইব্ন আর'আরা ও ইব্ন আবূ আদী (র.) শু'বা (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় আদম (র.) এর অনুসরণ করেছেন।

٨٨١. بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتٰى

৮৮১. অনুচ্ছেদ ঃ দুষ্ট প্রকৃতির মৃতদের আলোচনা।

١٣١٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اَبُوْ لَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ لِلنَّبِىِّ ﷺ تَبًّالَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ فَنَزَلَتْ : تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ·

১৩১২ উমর ইব্ন হাফস (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ লাহাব লানাতুল্লাহি আলাইহি নবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললো, সারা দিনের জন্য তোমার ক্ষতি হোক! (তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে) অবতীর্ণ হয় ঃ আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সেও ধ্বংস হোক!

ইফাবা—২০০৩-২০০৪—প্র/৬৭৫৭(উ)—৭,২৫০